Ghose's works, Series No 17.

১। মায়াবসান, ২। নূতন আগমনী, ৩। পূজার তত্ত্ব, ৪। ভক্ত-চরিত,
৫। হাপ্ আকড়াই, ৬। হরিনাম, ৭। ঈশ-জ্ঞান,
৮। উমা-সঙ্গীত।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।

কলিকাতা, ২১৫।৩ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "নূতন কলিকাতা মেসিন যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

hose's Works, Series No 17.

৭সান, ২। নূতন আগমনী, ৩। পূজার তত্ত্ব, ৪। ভক্ত-চরি

৫। হাপ্ আকড়াই, ৬। হরিনাম, ৭। ঈশ-জ্ঞান,

৮। উমা-সঙ্গীত।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।

কলিকাতা, ১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "নূতন কলিকাতা মেসিন যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৩

মায়াবসান

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

ালীকিঙ্কর বসু ... ... প্রবীণ ভদ্রলোক।
ধব ... ... কালীকিঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্র।
াদব ... ... ঐ ঐ
লধর ... ... ঐ ভাগিনেয়।
াতকড়ি চট্টোপাধ্যায় ... ... ঐ প্রতিবেশী।
াস্তিরাম ... ... ঐ ভৃত্য।
িপাত শর্ম্মা ... ... গণক।
কৃষ্ণধন বসু
ি্র ... দাস ... ... অ্যাটর্ণি।
... ... ব্যারিষ্টার।
মিষ্টার ডি } ... ... ডাক্তার।
ার ওঁই
দীননাথ চক্রবর্ত্তী ... ... সব-ইন্‌স্পেক্টর।

স্ত্রীগণ।

অন্নপূর্ণা ... ... কালীকিঙ্করের বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূ।
মন্দাকিনী ... ... মাধবের স্ত্রী।
নিস্তারিণী ... ... যাদবের স্ত্রী।
বিন্দু ... ... বৈষ্ণবী।
রঙ্গিণী ... ... বিন্দুর কন্যা।

ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার পত্নী।

মাংস-বিক্রেতা, পাচক, প্রতিবেশিগণ, পাহারাওয়ালাগণ ও সন্ন্যাসী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বারাকপুর—কালীকিঙ্করের বহির্ব্বাটী।

যাদব, মাধব ও হলধর।

যাদব। শোন্, খালি অ্যাজিটেসন্ (Agitation)—অ্যাজিটেসন্—অ্যাজিটেসন্—বিলাতে পার্লিয়ামেণ্টে (Parliament) খালি অ্যাজিটেসন্, বুঝলি হলা?

হল। না।

মাধব। ও ওতে বুঝতে পারবে না, আমি বোঝাচ্ছি।

যাদব। তুমি থাম। কেন বুঝবে না? অবশ্য বুঝবে। শোন্ হলা, এখান থেকে টাকা ... বিলাতে বক্তৃতা হবে, বড় বড় ... সাহেবের বক্তৃতা হবে।

মাধব। তা হ'লে হবে কি জানিস্?

যাদব। আঃ! থামো না;—তুমি কথার উপর কথা কও কেন? আমি বল্‌ছি, কি হবে জানিস হলা!

হল। না।

যাদব। ক্রমে বাঙ্গালী বড়লাট হবে, ছোট লাট হবে, কমিশনর হবে; ম্যাজিষ্টেট হবে, সাহেবরা সব এ দেশ থেকে চলে যাবে।

মাধব। যদি থাকে তো দু'চারজন গোরা, দুই এক জন কাপ্তেন (Captain) কর্ণেল, (Colonel) কামাণ্ডারেন্ চিপ, (Commander-in-Chief) খুব কম মাইনে, মাসে জোর দশ হাজার টাকা।

যাদব। তোমার কথা ও কিছুই বুঝতে পারলে না, কেমন হলা, বুঝলি?

হল। না।

যাদব। এই ছাখ, আমরা লাটসাহেব হবো।

মাধব। এই দ্যাখ, ছাই বুঝেছে, তোর কথা ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দিলে।

যাদব। আচ্ছা, তুমি বোঝাও, আমি চুপ করে আছি; ঘড়া ধরে আধঘণ্টা চুপ করে থাকবো, দেখি তুমি কি বোঝাও, তার পর আমি বোঝাতে আরম্ভ করবো, তখন যদি তুমি একটা কথা কও, তা হলে আমি আন্‌পারলামেণ্টারী (Unparliamentary) বলে মুখ চেপে ধরবো।

মাধব। আচ্ছা, তুই বল, আমি চুপ করে আছি

যাদব। শোন্ হলা, এই সোজা কথা বুঝতে পাচ্ছিসনে কেন?

হল। কি, তোমরা লাটসাহেব হবে?

যাদব। হ্যাঁ, অবিশ্যি হবো, তা না হলে আ... অ্যাজিটেসন্ (Agitation) কিসের জন্যে

হল। লাটসাহেব হবে কে? মেজ দা' না তুমি?

যাদব। এই ছাখ, অনেকটা বুঝে এসেছে।

মাধব। আমি কোন কথা কচ্ছি নি, বোঝা।

যাদব। মনে কর, লাটসাহেব হ'ব আমি ...থায় থাক্‌বে?

হল। কে...

যাদব। গবর্ণমেণ্ট হাউসে (Government House)

হল। তোমায় ঢুকতে দেবে?

যাদব। দেবে না? লাটসাহেব হলে দেবে না?

হল। ছাই দেবে, তোপে উড়িয়ে দেবে।

মাধব। এই ছাখ, তুই কি কচু বোঝা'লি।

যাদব। খবরদার, তুমি কথা কও না, এখনো আধঘণ্টা হয় নি। শোন্, তোপে উড়িয়ে দেবে কি,—আমাদের সব ভয় কর্‌বে।

হল। ছোট দা খেপেছ, একটা গোরা যদি আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়ায়, এখনি তা হ'লে দাঁতকপাটী যাবে।

যাদব। না দাদা, তুমি বোঝাও, এ ষ্টুপিডকে (Stupid) আমি পারলেম না; ও এত বড় ষ্টুপিড, তা আমি জান্‌তেম না।

মাধব। হলধর, বুঝছিসনে, আমাদের সে ভ... করবে কেন জানিস, আমাদের যে সব একত্র হবে। মুসলমান, হিন্দুস্থানী, মারহাট্টা, পা... ...এক হ'য়ে পলিটিক্যাল ব্রাদা...

(Political brothers) অর্থাৎ রাজকীয় ভ্রাতা হবো।

ল। তবে যে তুমি কাল দেওয়ানজীকে নবাব সাহেবের কাছারী লুঠ কর্‌বার জন্ত লেঠেল পাঠাতে বল্লে ? •

াধব। তুই তো ভারী ষ্টুপিড। আরে, এ হলো বিষয়কর্ম্ম, আর, সে হ'চ্ছে রাজনৈতিক ভ্রাতৃ-ভাব। আমি মিটিংয়ে (Meeting) নবাবকে সাহেবকে সেখ (Shake hand) ক'রে রিসিভ (Receive) করেছিলেম, তুই তা জানিস।

দ। আচ্ছা, তুমি লাটসাহেব হবে ?

াধব। আশ্চর্য্য কি ?

ল। খুব আশ্চর্য্য, আমি চল্লেম।

াধব। শোন্ শোন্।

ল। আর শুন্‌বে কি, এ কথা যে বলে পাগল, যে শোনে পাগল, যে মনে করে, সে পাগল।

[হলধরের প্রস্থান।

াধব। মিষ্টার মুখার্জি ঠিক বলেছে যে, বাঙ্গালাতে পোলিটিকেল এড়ুকেশন (Political education) কোনকালে হবে না।

.. ঠ খু মখ জি ন-নি, মিষ্টর ডি বলেছে।

মাধব। না না, ভুলে গেছিস্, মিষ্টার মুখার্জিই বলেছে।

যাদব। তোমার সব কথায় একটু তর্ক করা রোগ।

মাধব। জাখ যেদো, ভুল্‌বি আর স্বীকার কর্‌বিনে, তোর ভারী দোষ।

াদব। মুখ সামলে কথা কও, আমি নেহাত ষ্টুপিড, তাই তোমায় দাদা বলে মান্য করি; না হলে তুমি কিসের দাদা ? এক বছরের ছোট বড় আবার দাদা কিসের ? আমি এখন মেন্‌টেইন্ (Maintain) কর্‌বো যে, মিষ্টর ডি বলেছে।

াধব। চোপ যেদো !

াদব। চোপ মেধো!

াধব। হোল্ড ইয়র টং (Hold your tongue.)

াদব। হোল্ড ইয়র টং (Hold your tongue.)

াধব। ঘুসি লড়বো।

াদব। ঘুসি লড়বো।

মাধব। আয়।

যাদব। আয়।

মাধব। যা, তোর সঙ্গে আমি কথা কবো না।

যাদব। আমিও কথা কবো না।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাজারের সম্মুখ।

শাঁন্তিরাম ও হলধর।

শান্তি। ও কনে থে আবার বামুনডা আস্তিছে, খোকা বাবু! আজ বাজার কর্‌ছো, ব্যাটার মুখ দ্যাখলে হাঁড়ী ফাটে, ভাবাংছ ভাল মাছ পাবা, আঁসটীও পাবা না।

হল। কে রে, কে রে, চাটুর্য্যে বুঝি ? দাঁড়া, দাঁড়া, ওর আজ কিছু খরচ করাই।

শান্তি। ও তেমন ঠাকুর পাইছ, ওর হাতি জল গল্‌বে না, ও মরে খাতি দেয় না।

হল। চুপ্ না বেটা। কি ... মশাই, প্রণাম।

(সাতকড়ি চাটুর্য্যের প্রবেশ)

সাত। কল্যাণ হউক !

হল। কোথা চলেছেন ?

সাত। আর দাদা, সকাল থেকে ঘুরছি, গিন্নীর আজ সাত দিন জ্বর, ভোরে উঠে ডাক্তারের বাড়ী ছুটেছিলুম, আবার এখন ওষুধ আন্‌তে ছুটেছি। ডাক্তার বাবু বল্লেন, শীগ্‌গির নিয়ে এস, জ্বর না আস্‌তে আস্‌তে খাইয়ে দেও। তুমি কোথায় ? ভায়ারা বাজারে পাঠিয়েছেন বুঝি? তা বেশ করেছেন,বাজার-সরকারের মাইনেটা বাঁচিয়েছেন।

হল না ঠাকুরদা মশাই, বড় বিপদে পড়েছি।

সাত। কি ? কি ?

হল। ঐ নেড়া ছুতোর ব্যাটাকে দশটা টাকা ধার দিয়েছিলেম, তা বলবো কি ঠাকুরদা, জলপানির পয়সা বাঁচিয়ে টাকা জমিয়েছিলেম, ব্যাটা ছ'মাস আজ তাঁড়া-তাঁড়ি কর্‌ছে, দিতে চায় না, তাই ভাবছি, ব্যাটার নামে ছোট আদালতে নালিস করে দেবো।

সাত। আমি জানি, ও নেতা ব্যাটা ভারী পাজী। তা চল চল, আমি সমন বার করে দিই গে।

হল। আর আপনি অত কষ্ট করবেন ?

সাত। না না, ছেলেমানুষ, তুমি অত বোঝ না, তুমি সমন বার করতে পারবে না। ও নেতা ব্যাটা ভারী পাজী, টাকাগুলো ফাঁকি দেবে।

হল। তবে চলুন, আমি বাজারটা করে দিয়ে যাই।

সাত। ঐ শাস্তে করবে এখন,—শাস্তে করবে এখন।

হল। না ঠাকুরদা, কে আবার বকুনি খাবে বল ? সের চার মাংস নিতে হবে।

সাত। তা নেও নেও, শীগ্‌গির শীগ্‌গির নেও ; ওহে মাংসের কি দর ?

মাংসওয়ালা। আজ্ঞে ছ'আনা সের।

হল। হ্যাঁ, পাঁচ আনার চৌরেঙ্গীল নিয়ে গেল।

সাত। দাও দাও, দর করো না,—দর করো না, বেলা হয়ে গেল, সমন বেরুবে না।

হল। তা আজ না বেরোয় কি করবো বলুন, ছ'আনা সের নিলে আমার জলপানি থেকে [illegible]টা যাবে।

সাত। দাও [illegible] আর এই নেও চার আনা, আর ওজন করতে হবে না ; নে—খানকতক মাংস দে, আর চারটে পয়সা নে !

হল। তা ঠাকুরদা, তুমি ওজন কর, আমি মাছ দর করি গে।

সাত। দাঁড়াও দাঁড়াও, দরের জন্যে কচকচি করো না,—দরের জন্তে কচকচি করো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

শান্তি। হ্যাদে দোকানি, দ্যাহ দ্যাহ, ও'পাই পয়সায় পারা মাখাইছে, ও বামুনডা সিকি দেবে।

পাঠা-ও। পাই পয়সা কেন ? স'ত্যি সিকি।

শান্তি। হ্যাদে, গঙ্গামায়ী যাব কনে ? আজ কি পিথিমি ওলোট পালট থাতি থাক্‌বে না কি?

(বাজার হাতে হলধর ও সাতকড়ির পুনঃ প্রবেশ)

হল। ঠাকুরদা, মশাই, আপনার টাকা চুই মিছি মিছি খরচ হ'য়ে গেল, আপনি গাঁট থেকে টাকা খরচ করে কেন দর বাড়িয়ে দিলেন ?

সাত। আর ভায়া, তোমরা নাতি, তোমাদের সঙ্গে কেবল পাত পেতে জেদ বৈতো নয়, তোমারও পয়সা না, আমারও পয়সা তা।

হল। ঐ যা ঠাকুরদা মশাই, ভুলেছি ছাঁচি পান নিতে ভুলে গেছি।

সাত। দাঁড়াও, চট ক'রে এনে দিচ্ছি।

শান্তি। হ্যাদে খোকাবাবু, এ বামুনডা খ্যাপ্‌ছে না কি ?

হল। খেপ্‌বে কেন, আমি নেতা ছুতোরের নামে নালিস করবো যে।

শান্তি। তা'করবা কর্‌বা, ওনার কি ?

হল। তুই ব্যাটা অ্যাদ্দিন এখানে আছিস্‌, চাটুর্য্যে মশাইকে চিন্‌লি নে ? পাছে আমি নালিশ না করি ; তাই, স্ত্রীর ওষুধ আনা ফেলে গাঁটের পয়সা খরচ করে বাজার ক'রে দিয়ে আমার সঙ্গে যাবে।

শান্তি। তা তুমি কি ছুতোরডার নামে সত্যি নালিস করবা ?

হল। আঃ দূর ব্যাটা, আমি কি সত্যি টাকা পাই যে নালিস করবো ?

শান্তি। তবে কি বল্‌তিছ ?

হল। আমি ওরে খেপাচ্ছি, ও যো [illegible]

শান্তি। ওঃ ! এখন বে'ঝলাম, [illegible]টে কেন কপাট করে ফ্যাল্‌লে ; কাণে জল দে জল বার করবার চায়। মোকদ্দমা বেদিয়ে কিছু হাত কর্‌বা না ?

হল। ওরে না, বুঝতে পারিস্‌নে, কিছু পা'ক আর না পা'ক, মোকদ্দমা বাধাতে পারলেই ওর আমোদ, তাতে বরং ঘর থেকে খরচা দিতে রাজী।

শান্তি। ওঃ ! মানুষের তাল ঠ্যাখবার পারে না, বোঝ্‌লাম, বোঝ্‌লাম।

হল। চুপ্‌, ঐ আস্‌ছে।

(পান লইয়া সাতকড়ির পুনঃ প্রবেশ)

সাত। এই নে শান্তে, চল দাদা।

হল। ঠাকুরদা, আর যাওয়া হলো না।

সাত। সে কি দাদা, টাকা কটা জলে দেবে ?

হল। বাড়ীতে মহা বিপদ্‌ ! মামা বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, ছোটদাতে মেজদাতে ভারী ঝগড়া, ঘুষোঘুষি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে।

শান্তি। ত্যাঁদে খোকা বাবু, এতটা মিছে শিখ্‌লে কল্‌থে?

সাত। মিছে কথা,—না? ঠাট্টা কর্‌ছ, দুজনে গলাগলি ভাব।

হল। মিছে কথা,—তবে আমি চল্লুম।

(গমনোদ্যত)

সাত। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, শোন না।

হল। আর কি শুনবো, বিশ্বাস করবে না। শান্তে ঠিক বল, ছোটদাতে মেজদাতে ঝগড়া হয়েছে কি না, ঠিক বল?

শান্তি। হঃ, বকাবকি হইছিল, ঘর কর্‌ত্তি কার ঘরে না হয়?

হল। দু'জনে পৃথক হতে চেয়েছে কি না বল?

শান্তি। ও গোস্বা করে বল্‌ছিল।

সাত। সত্যি?

শান্তি। হঃ।

হল। তবে চল ঠাকুরদা, সমনটা বার করে দেবে।

সাত। দেখ দাদা, তোমার ছোট মামা আমায় ডেকেছিলেন, আমি ভুলে গেছি; আজ থাক, কাল তোমায় সমন বার করে দেব, আমি চল্লেম।

ঠাকুরদা, ঠাকুরদা, একটা কথা শোন, আমার প্রাণ তো যায়,—ঐ বিন্দী বৈষ্ণবীর মেয়ের জন্য তো গেলুম, আমার প্রাণ যায়, তুমি না উপায় করলে তো নয়।

সাত। আচ্ছা, হবে হবে, (গমনোদ্যত) কিছু খরচ কর্‌তে হবে, বেশী নয়, দু'দশ টাকা।

হল। আচ্ছা, দেখো ঠাকুরদা, তোমার হাতে প্রাণ।

সাত। বেশ কথা, আমি তোমায় সঙ্গে দেখা করবো, এখন চল্লেম।

হল। দেখুন ঠাকুরদা, ও ঝগড়া থাকবে না, বৈকালে আবার দুভায়ে ভাব হয়ে যাবে।

সাত। বল কি, আমি চল্লেম,—চল্লেম।

হল। আঃ! শুনুন না,—শুনুন না।

সাত। শুন্‌বো এখন, শুন্‌বো এখন; বাড়ী এস, বাড়ী এস।

[প্রস্থান।

শান্তি। খিচে মত দিলে কনে?

হল। আমাদের বাড়ী ছুটলো, পাছে দু'ভায়ে ভাব হ'য়ে যায়, পৃথক না হয়।

শান্তি। খোকা বাবু, ও বামুনডা বড় আবে, এ ব্যাটা কলির চেলা, তুমি আবার খবর দিতে গেলে; কেজিয়াটা ভারী রকম হইছে; কি জানি, কি কর্‌তে কি হয়, ভাগ বখরা হয়ে না ছন্নছাড়া হয়।

হল। দূর শ্যাটা, ছোট মামা মাথার উপর রয়েছেন।

শান্তি। খোকাবাবু, তুমি মানুষডারে বুঝতিছ না, ইস্ত্রী ছাড়ে ঝকড়া বাধাইতে চল্লো! তুমি এই নীচু ছেলে, তোমায় নটী জোটাবার চয়; খোকাবাবু, আমি বলতিছি, কাঙ্গালের কথা বাসি হলি মান্‌বা, ওডার সাতে আলাপ রেখো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চাটুর্য্যের বাটীর প্রাঙ্গণ।

এটর্ণী কৃষ্ণধন বসু ও সাতকড়ি চাটুর্য্যে।

কৃষ্ণ। তুমি পাগল, ওর খুড়ো রয়েছে, বিবাদ কি হবে? আর হয়ও যদি তো ঘরোয়া পার্টিসন হবে, খুড়োই করে দেবে, যদি পায়, ইঞ্জিনিয়ারে কিছু পাবে।

সাত। আরে মশাই, দেখুন না, চেষ্টায় অসাধ্য কাজ আর কি আছে; আপনাকে অধিক আর কি শেখাব,—বাপ ব্যাটায় বাদ্‌ছে, মায়ে ব্যাটায় বাদ্‌ছে। যাদববাবু, ওঁর বাপ থাক্‌তে ব্রহ্মজ্ঞানী হতে গেছলো, তাতে বুড়ো রেগে বলছিল যে, ত্যজ্যপুত্র করবো; এ সূত্রে যদি কিছু কর্‌তে পারেন, দেখুন না; উকীলের বুদ্ধি কুমারের চাক, যত ঘুরবেন, ততই ঘুরবে।

কৃষ্ণ। ওর বাপ উইল করে যায় নি?

সাত। কোথায় কি, যাকে যা দেবার, তাইকে মুখে বলে গেছেলেন। আর একটা এর ভিতর সূত্র আছে, আপনি আইনের সঙ্গে

ঐক্য করে দেখুন। ওর বড় ভাই অ্যাড-মিনিসট্রেশন নিয়েছিল, ছোট তখন নাবালক।

কৃষ্ণ। ওদের খুড়োর বিষয় নাই ?

সাত। থাকবে না কেন ? রোজগারপাতি যা করেছিলেন, বড় ভাইকে দিয়েছিলেন ; বে-থাও নাই, ছেলেপুলেও নাই, সেটা একটা খ্যাপা পাগলের মধ্যে। বয়ে মুখ দিয়েই পড়ে থাকে। লোকে বিদ্বান্ বিদ্বান করে, আমি তো দেখি, একটা উল্লুক ; মানুষের মধ্যেই ধরি নি।

কৃষ্ণ। তোমার হেড বড় ক্লিয়ার দেখ্‌ছি, যদি বোঝাতে পারা যায়, কেস্ চল্‌তে পারে।

সাত। আপনি একবারেই হাল ছেড়ে দিচ্ছি-ছেন ; কথায় বলে "ডুবু ডুবু না তো ডুবে ডুবে না।"

।। আপনি কি করেন, মোক্তারী না দ' ব্রোকারী।

সাত। আমি কিছুর মধ্যেই নই ; অমনি পাগল ছাগল একটা পড়ে থাকি। একটু তেজারতি আছে; আর এই আপনাদের পাঁচজনের কাজকর্ম্ম করে বেড়াই, শুধু বাড়ীতে পড়ে ঘুমিয়ে আর কি করবো ; আদালতটা আনাচে ঘুরে বেড়াই।

কৃষ্ণ। আপনার লাভ ?

সাত। কিছু কেউ হাতে তুলে দিলে পেলুম, নৈলে ভাত হজম করা। আপনাদের দশজনের সঙ্গে আলাপ হয়, উৎসাহ থাকে, নইলে মনমরা হয়ে পড়ে থাকতে হয়। এই মনমরা হয়ে স্ত্রীর ওষুধ আন্‌তে যাচ্ছিলেম, পথে এই বিবাদের কথাটা শুনলেম, তাই আমোদ করে আপনাদের পাঁচজনের দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমি মশাই আমুদে মানুষ, টাকা যত হ'ক আর না হ'ক, আমার আমোদ হলেই হলো।

কৃষ্ণ। আপনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি। মিস্‌চিপ কর মিস্‌চিপস্ সেক। আপনার জোড়া নাই ; আপনি হামেসা আমার বাড়ী যাবেন, আপনার সব কাজ আমি উইদাউট ফি, করবো। উই আর ফ্রেণ্ডস, আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু।

সাত। আমরা আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণ।

কৃষ্ণ। আপনার বাক্যে আশীর্ব্বাদ নয়, কাজের আশীর্ব্বাদ। আমি আপনার কথা শুনে মোহিত হয়েছি।

(মাধবের প্রবেশ)

গুড্ মর্ণিং।

মাধব। গুড্ মর্ণিং।

সাত। আস্‌তে আজ্ঞা হয়, মেজোবাবু আসতে আজ্ঞা হয় ; আমি শুনে অবধি আর স্থির থাকতে পাচ্ছিনে, তাই ছুটে এসে এটর্ণী বাবুকে ডেকে এনে আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেম। আমরা সেকেলে মানুষ, বোঝাতে পারি না পারি, উনি আপনাদের বন্ধু, একটা ঝগড়া করে কি বিষয়টা বরবাদ দেবেন ? তা আপনারা কথাবার্ত্তা ক'ন, আমি চট করে স্নানটা করে নিই, সকাল থেকে ভাবনায় মুখে জল দিই নে।

কৃষ্ণ। না না, মশায় বসুন। ইনি বড় চমৎকার লোক, আপনাদের ফ্যামিলীর পরম বন্ধু। কি ব্যাপারটা কি ?

মাধব। যেদো বোঝে না সোঝে না, মিছে হক করবে।

সাত। বড় ভাই, বাধ্যে বেকবে, তাই বল্‌ছে, হক কথা বল্‌তে হবে, মেজোবাবুর বড় ঠাণ্ডা মেজাজ, তাই অ্যাদ্দিন ঘরটা বজায় আছে ; অন্য ভাই হলে বিষয়ের বখরা দিতে চাইতো না, ছোটবাবুর গুণে ঘাট নেই, ব্রহ্মজ্ঞানী হতে গেছেলেন, তাই কর্ত্তা রেগে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন।

কৃষ্ণ। ঠিক বলেছ,—ঠিক বলেছ। আমার কাছে এমনি একটা কেস্ এসেছিল ; তারা দুভাই ; ছোট ব্রাহ্ম হতে যায়, তাতে তার বাপ ত্যাজ্য-পুত্র করে। যদিচ উইল করে যায় নি যে, ত্যাজ্যপুত্র ; উইল হয় নি, কোর্ট ত্যাজ্যপুত্র প্রমাণ বলে ডিক্রী দিলে।

মাধব। ছোটকাকা যে মিটিয়ে দিলেন, তা নইলে বাবা তো ত্যাজ্যপুত্র করেইছিলেন।

সাত। একটী কেসও হয়ে গিয়েছে, তারাও দুই ভাই ; এক ভাইকে ত্যাজ্যপুত্র করে খুড়ো সাক্ষী দেয় যে, রেগে একবার বলেছিলেন মাত্র, ত্যাজ্যপুত্র করেন নাই, বিষয় দিয়ে

গিয়েছে; খুড়ো পাগল প্রমাণ হলো, খুড়ার সাক্ষী মঞ্জুর হলো না। সেটা পাগলও ছিল বটে, ডাক্তারী শিখেছিল, বল্‌তো ইলেক্‌ট্রীক্-টীকিতে মানুষ বাঁচাব; আর এও কখনও হয়, এর সাক্ষী কি জজে নেয়?

কৃষ্ণ। আপনার বাবা যদি ত্যজ্যপুত্র করে থাকেন, তা হলে আপনি সেয়ার দিতে বাউণ্ড ন'ন; তবে আমি বলি, ঝগড় ঝাটী না করে যেমন আছেন, তেমনি থাকাই ভাল।

মাধব। না, যেমন আছি, তেমনি থাকা আর চল্‌ছে না, পার্টিশন করবো।

কৃষ্ণ। না না, আর আদালতে যাবেন না, আপনি সরল লোক, মোকদ্দমা করবার লোক অন্য রকম; তারা করতে কি জানেন, ডাক্তারকে টাকা খাইয়ে খুড়োকে পাগল করে দিত, নয় খাবারের সঙ্গে বিষ দিত, নয় টাকা দিয়ে, বাই অপ করে নিত।

দাত। জিস্‌কা হাতমে দৈ, উস্‌কা হাতমে সব হৈ। যা বলেছেন, টাকায় কি না হয়, সাক্ষীও হয়, ত্যজ্যপুত্র করা দলিলও বেরোয়, খুড়োও পাগল হয়, আর এঁর খুড়ো তো পাগলই, রাতদিন কি করেন জানেন, চেষ্টা কর্‌ছেন আলো জ্বালাবেন না, রাত্রে সূর্য্যির আলো ধরে রাখবেন, সূর্য্যির তাতে ভাত রাঁধবেন, এমনি আলো তৈয়ার করবেন যে, ঘরে বসে পৃথিবীর সমস্ত জিনিস দেখবেন, শূন্যে জাহাজ চালাবেন, পাগল কাকে বলে বলুন।

কৃষ্ণ। মিটিয়ে ফেলুন,—মিটিয়ে ফেলুন, আপনারা দুই ভাইই কংগ্রেসের মেম্বর। আপনাদের ভিতর ঝগড়া থাকা কিছু নয়।

দ.ত। অন্যায় করেছে বটে, চাটু-কাটব্যও বলেছে, এমন কি, উকীলবাবু, ঘুসি পর্য্যন্ত মারতে উদ্যত; মেজবাবুর সহ্য, বড়, ভাই,—আমি এখন চল্লেম, স্নান করিগে, বেলাও গেল, আপনি বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে দুভাইকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরুবেন

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। লোকটা একটা (Jewel) রত্নবিশেষ।

মাধব। কৃষ্ণধনবাবু, আমি মেটাব না, আপনি আমার কেশ হাতে নিন, যা কর্‌তে হয় করুন, আমি আর কিছু জানিনে, কিন্তু আমি মেটাব না।

কৃষ্ণ। দেখুন, দু'রকম উপায় আছে; এক সিম্পল পার্টিশন আর এক ত্যজ্যপুত্র প্রমাণ, আপনি ঐ চাটুর্য্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন; আমি যা শুনলেম, তাতে আমার বোধ হচ্ছে, আপনার খুড়োর মনোমানিয়া আছে। ডাক্তার গুঁই, তাঁকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনার খুড়োর সম্বন্ধে একটা অপিনিয়ন নিন, আর যখন আপনার বাপ একবার রেগেছিলেন, হয় তো কাগজপত্র খুঁজলে ত্যজ্যপুত্র সম্বন্ধে আপনার বাপের হাতের একটা লেখাও পেতে পারেন। মিটিয়ে ফেলুন, মিটিয়ে ফেলুন, আমি বলি, মিটিয়ে ফেলুন, চাটুর্য্যের সঙ্গে পরামর্শ করুন, ও আপনাদের ট্রু ফ্রেণ্ড, তাড়াতাড়ির কাজ নয়। একটা ঠাওরান, আমরা প্রফেসনাল্ ম্যান, আমরা ইনষ্ট্রকসন মাফিক চলি, নাউ গুড-ডে।

মাধব। মশাই, ভুলবেন না, ডক্তার গুঁইকে পাঠিয়ে দেবেন।

কৃষ্ণ। অল রাইট।

[প্রস্থান।

মাধব। আমার হেড পজল (head puzzle) হয়ে যাচ্ছে, সব কথা বুঝতে পারলেম না, —কি বল্লে, ডাক্তার পাগল করে দেবে! এ কি হয়; না না, বাপ রে খুন! বাবা ত্যজ্যপুত্র লিখে গেছেন কি! কৈ না, কাগজ খুঁজতে বল্লে কি! ভাল, না না, পারবো না,—জাল, খুন, সর্ব্বনেশে কথা, কে করবে, ঐ চাটুর্য্যে করে করুক; কিন্তু যেলোকে পথে দাঁড় করাতে পারি, তবে গা'র জ্বালা যায়। পাগল—জাল—সর্ব্বনেশে কথা, চাটুর্য্যেকে ডাকতে পাঠাই গে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

মাধব ও যাদব।

মাধব। দেখ যেদো, কে লিড্ নেয়।

যাদব। তুই দেখ, কে লিড্ নেয়।

মাধব। মন্দাকিনি!

যাদব। নিস্তারিণি!

(মন্দাকিনীর প্রবেশ)

মাধব। যে কথা বলেছি, তার কি?

মন্দা। ও মা, বিবির পোষাক পরে স্কেটিংয়ে চড়ে বেড়াতে পারবো না, কাকাবাবু শুনলে কি বল্‌বেন?

মাধব। যা বলুক, তুই পার্‌বি কি না বল?

মন্দা। না।

যাদব। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খালি দেখছি, কিছু বলছি নে, ফিমেল ইমানসিপেসনে লিড নেওয়া তোর হাড়ে হবে না।

মাধব। খবরদার! আমার বিষয় ইনটারফিয়ার করিস্ নে।

যাদব। আমি কিছু বল্‌ছি নে, চুপ করে হাসছি।

মাধব। দেখ টিট্‌কিরি দিচ্ছে, শীগ্‌গির বল, বিবি হতে পার্‌বি কি না?

মন্দা। না।

মাধব। তবে তোকে লাথি মেরে দূর করে দেবো।

মন্দা। হ্যাগা, বৌমানুষ, বিবি হয়ে হাওয়া খাবো কি? তুমি মার, কাট, আমি কিছুতেই পারবো না; তবে ঘরে রাত্রে বিবির পোষাক পরতে বল, তা বরং পারি।

মাধব। কালই তবে বাপের বাড়ী যাস্।

মন্দা। তা যাব। (গমনোদ্যত)

মাধব। কোথা যাস্?

মন্দা। আমার অতিথদের কুট্‌নো কোটা পড়ে র'য়েছে।

[প্রস্থান।

যাদব। হা—হা—হা—হা—ব্রাভো (Bravo) ব্রাভো

মাধব। আমি দূর করে দেব। (গমনোদ্যত)

যাদব। দাঁড়িয়ে যা, দাঁড়িয়ে যা, আমি কি করি, একবার দেখে যা?

মাধব। আচ্ছা দে'খ।

যাদব। নিস্তারিণি! এ দিকে আয়।

(নিস্তারিণীর প্রবেশ)

নিস্তা। ও মা! বড়ঠাকুর রয়েছে, কি করে যাব?

যাদব। আয় বল্‌ছি!

মাধব। ব্রাভো! ব্রাভো!

যাদব। আয়! আয়!

মাধব। আমি কিছু বল্‌ছিনে, আমি খালি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছি।

যাদব। ঘোমটা খোল বল্‌ছি।

নিস্তা। আমি চল্‌লেম, আমার অতিথদের পাতা ধুতে হবে।

[প্রস্থান।

মাধব। ব্রাভো! ব্রাভো!

যাদব। দাঁড়া, ঘুষিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব।

[প্রস্থান।

মাধব। কাকাবাবু না থাকলে আজই গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিতেম।

[প্রস্থান।

(অন্নপূর্ণা, বিন্দুবৈষ্ণবী ও হলধরের প্রবেশ)

অন্নপূর্ণা। হ্যাঁ খোকা ঠাকুর-পো, চিরকাল বাউণ্ডুলেগিরি করে বেড়াবে?

বিন্দু। কেন বৌঠাকুরণ, তোমার দেওর যে সব বিদ্যে শিখেছে; তুবড়ীওয়ালাদের সঙ্গে বাণ খেলে, আমার ভাইনীর মন্ত্র দিতে আসে; একটা বৈরাগীকে তোমাদের খিড়কীর পুকুরে দশরথ করে রেখেছে, আমায় বলে, বৈষ্ণব ক'র্‌ব।

অন্ন। হ্যাঁরে তুই, বাণ খেলিস্? কালামুখো, ঐ করে কোন্ দিন মর্‌বি, তার ঠিক নাই। লেখা-পড়া শিখ্‌লিনে, একটা কাজকর্ম্ম কর, তা নইলে বেটা ছেলে বাড়ীতে বসে থাকলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ধর, বাবা যদি কিছু দিয়েই যায়, তাও তো রাখতে পার্‌বি নি। আমি কত দিন বলেছি,—জান গো বৈষ্ণব দিদি, বাড়ীতে তো বসে আছিস,

আমার অতিথ-সেবাটার তদারক করিস্; দশজন কাঙাল-গরিব আসে, কি পায় কি না পায়, একবার দেখিস্। কাকাবাবু কত বলেন, যদি তাঁর কাছে গিয়ে দু'দণ্ড বসে, তা হলেও মানুষ হয়। হ্যাঁগা, অত বড় ছেলে হ'ল ও বয়সে লোক সংসারধর্ম্ম করে, দশজনকে প্রতিপালন করে, এ হতাকেণ ছোঁড়া এ কাণ দিয়ে শোনে, ও কাণ দিয়ে কথা বেরিয়ে যায়।

হল। বৌদিদি,তুমি আর বলো না,আমার ভারী আক্কেল জন্মেছে, তুমি ছোটমামা বাবুকে জিজ্ঞাসা কর, আমি একটা কারবার করবো।

অম্ব। কি কারবার করবি শুনি ?

হল। চেলের কারবার; এই পূর্ণিমা না হয় প্রতিপদের দিন চাল আনতে যাব। আকাল পড়েছে, চেলের ব্যবসা করলেই ফেঁপে উঠব; মামাবাবু কাল তুর্পিণ কসে দেখিয়েছে, বিস্তর চা'ল [illegible]ছে।

অম্ব। দুরপিণ করে দেখিয়েছে কি রে ?

হল। সে তুমি বুঝতে পারবে না, সে তুমি বুঝতে পারবে না। সায়েন্স না জানলে বোঝা যায় না।

অম্ব। তা কোথা যাবি ?

হল। চাঁদে। সেখানে এ বছর ভারী ফসল হয়েছে।

অম্ব। চাঁদ সহর, কোথায় রে ?

হল। আকাশে চাঁদ ওঠে দেখতে পাও না ?

অম্ব। বৈষ্ণব দিদি, কালামুখোর কথা শুনলে ?

বিন্দু। বৌদিদি, বে দেও, তা হলে মেজাজ ঠাণ্ডা হবে।

হল। আচ্ছা, বিশ্বাস করছো না, যখন উঠনে টিপ টিপ করে চেলের বস্তা ফেলতে থাকবো, তখন টের পাবে।

বিন্দু। খোকাবাবু, আমায় নিয়ে যাবে গো ?

হল। তুই হাউই চড়তে পারবি ?

বিন্দু। হাউই কি গো ?

হল। হাউইবাজী, হাউইবাজী, জানিস্ নে ? ছোটমামা বাবু হাউই তৈয়ার করেছেন, মস্ত হাউই তৈয়ার করেছেন, হাউয়ের মুখে বসবো, ছোটমামা বাবু পলতের মুখে আগুন দেবে, আর সোঁ করে সে চাঁদে উঠবো।

বিন্দু। বৌঠাকরুণ, ছোটকর্ত্তাবাবুর কথাগুলো কেমন হয়েছে।

অম্ব। আমিও শুনেছি বৈষ্ণব দিদি।

হল। শাস্তে ব্যাটা এখন পারলে হয়। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে একটা পুকুর কেটে জল ছেঁচে রাখতে পারে, তবে তো। হাজার বিশ ত্রিশ ঘড়া চাঁদের আলো পুকুর বোঝাই করে রাখতে হবে। আমরা টেলিগ্রাফ করেছি, তারা সেখানে জালা বোঝাই করে রেখেছে, আমি গিয়ে হড় হড় করে ঢেলে দেব।

অম্ব। হ্যাঁ খোকা ঠাকুর-পো, কাকাবাবু এ সব বলেন না কি ?

হল। তুমি মনে করছো মিছে কথা না কি ? বিজ্ঞান পড়,—বিজ্ঞান পড়। ছোটমামা বাবু আর আলো জ্বালবেন না; দু'বোতল রৌদ্রের নমুনা লাটসাহেবের কাছে পাঠিয়েছেন, লাটসাহেব লাইসেন্স (Licence) দিলেই দেখবে, রাত্তিরে আর আলো জ্বলবে না, সূর্য্যের আলোয় বাড়ী আলো হবে।

অম্ব। শুনছো বৈষ্ণবদিদি, শাস্তে বলে যে বড় মা, ছোট কর্ত্তা সূর্য্যের আলো ধরবার চেষ্টা করছে।

হল। বড় ঠাট্টার কথা হয়ে উঠলো মনে করেছ, না ? দাঁড়াও, আমায় ঠেঁয়ে দুশিশি সূর্য্যির তাপ ধরা আছে। তুমি যে আমায় হাতে খাও না, তা না হ'লে তোমায় সেই তাপের আঁচে লাউছেঁচকী রেঁধে খাওয়াতেম।

অম্ব। হ্যাঁ খোকা ঠাকুর-পো, কাকাবাবুর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ?

হল। বিজ্ঞান পড়,—বিজ্ঞান পড়। রেলের গাড়ী উঠে যাবে, আলোয় চড়ে লোক কাশী যাবে।

বিন্দু। হ্যাঁ বৌঠাকরুণ, তোমার কি কাজ নেই গা, এই আইবুড়ো কার্ত্তিকের কথা শুনছো ?

অম্ব। বৈষ্ণবদিদি, তুমি জান না, শুনতে পাই, কাকাবাবু অমনি বলেন। আমার মা ছিল না, বাপ ছিল না [illegible]

এ বাড়ীতে এসেছি; কাকাবাবু কোলে ক'রে মানুষ করেছেন। আমার এই দশা হতে কাকাবাবু তিন দিন অন্ন মুখে দেন নাই। ভাইপোদের অন্ত প্রাণ, ভাইপোদের মুখ চেয়ে বে করেন নি; আমি যদি কখনও বল্‌তেম, হাঁগা কাকাবাবু, বে কর না; তা বল্‌তেন, আমার সোণারচাঁদ ছেলে মেয়ে রয়েছে, আর আমি বে করবো কেন?

বিন্দু। বৌঠাকরুণ, তুমি অত ভাবছো কেন? বিদ্যের জোরে যা বল্‌ছে, তা তো করছে। একদিনে কাশী যাওয়া সেকালে গল্প ছিল, তারের খবর, তার দিয়ে কথা শুনা, এও তো হলো, সুর্য্যির আলোয় আতসা কাচ ধোর্‌লে টীকে ধরে। আমাদের রঙ্গি, ছোটকর্ত্তার কাছে শিখে শিখে যেত; একদিন জলে একটা কি ফেলে দিলে, দাউ দাউ করে আগুন জলে উঠলো। রঙ্গি বলে, ছোটকর্ত্তা দেবতা, দেবতাই বটে; তুমি ওর জন্যে ভেব না; কারুর কথা শুনে যেন কিরেলু ওষুধপালা করে বোস্‌ না; কি হয় না হয়, আমরা মেয়েমানুষ, কি জানি বল!

অন্ন। তুমি ভাই একটু দাঁড়াও, ঠাকুর-পোর [illegible]-ভাতটা বামুন চড়িয়েছে, আমি একটু দেখে আসি। চাটুর্য্যে ঠাকুরদাদা একজন গণককার আনবেন বোলে গেছেন, তাঁরা যদি আসেন, তুমি তাঁদের আসন পেতে বসিও, আমি এলেম বলে।

বিন্দু। বৌঠাকরুণ! তোমাদের খেয়ে আমরা মানুষ, আমার একটা কথা শোন্‌, যোড়-হাত করে বল্‌ছি, চাটুর্য্যে ঠাকুর আমার মাথায় থাকুন, ওঁর কথা শুনে যেন হঠাৎ কিছু করে বসো না! আমি জানি, ও বামুন বড় মিথ্যে কথা কয়।

[অন্নপূর্ণার প্রস্থান।

হর। বিন্দি, তুই চাটুর্য্যেকে ঠিক চিনেছিস, ঐ চাটুর্য্যে তোকে পাহারাওয়ালা ধরিয়ে দেবার চেষ্টায় ফিরছে।

বিন্দু। তা তুমি ঠাট্টাই কর, আর যাই কর, ও সব পারে।

হর। ঠাট্টা কর্‌ছি না, শোন্‌ না; এই আকাল পোড়েছে কি না, চারদিকে চুরি ডাকাতি হচ্ছে, চাটুর্য্যে গিয়ে থানার জমাদারকে খবর দিয়েছে কি জানিস্‌, যত চোরের আড্ডা তোর ঘরে। পুলিস তো একে পায় আরে চায়, তারা তকে তকে ফিরছে, ও একদিন একখানা গহনা তোর বাড়ীতে লুকিয়ে রেখে এসে তোকে ধরিয়ে দেবে। আমি কি জান্‌-তেম, জমাদার আমায় খুলে বল্লে।

বিন্দু। ও তা পারে।

হর। তুই ওকে জব্দ করতে পারিস? এক ফিকির তোকে বলে দি শোন। আজকালের ভিতর ও তোকে কিছু বলবে, তোর সঙ্গে ভাব না করলে তো বাড়ী সেঁধুতে পারবে না; ও যা বলে, তাতেই তুই রাজী হ'স; যে দি তোর বাড়ী যেতে চাইবে, সে দিন তো মেয়েকে নিয়ে আমাদের বাড়ী থাকিস আমি আমাদের দরওয়ান টরওয়ান নে ে তোদের বাড়ী থাকবো, আর সেঁধুলেই চো বলে ধরবো।

বিন্দু। না খোকাবাবু, বামুনের মরিতে পড়তে হবে।

হর। আ মর মাগী, আমি নাকি পুলিসে ধরিয়ে দিচ্ছি, একটু জব্দ করে দেব, আর অমন কাজ না করে।

বিন্দু। যা বলেছ খোকাবাবু, একটু জব্দ করা উচিত। ও বল্‌ছিল কি জান যে, মেজবাবু তোর মেয়ের জন্যে মরে, তোর মেয়ে যদি রাজী হয় তো আমার হয়ে যাস। কি বল্‌বো বামুন, তা নইলে খেংরে বিষ ঝেড়ে দিতেম। আমার কি সেই মেয়ে; ছোটকর্ত্তা বলেছেন, ভাল বৈরিগীর ঘরের ছেলে ঘরে পেলে বে দেবেন।

হর। ভাব ঠিক হয়েছে, তোকে আর কিছু করতে হবে না, আজ রাত্তিরে আর তোতে এসে বৌ-দিদির ঘরে শুস। আমি আর কিছু করবো না, ওর চরিত্তিরটা পাঁচজনকে জানিয়ে দেব। কি রকম মানুষটা, এবার দশ-জনে দেখুক।

বিন্দু। [illegible]

হল। তা ছোটমামা বাবু আমায় শিখিয়ে দিয়েছেন, ঘরে এনে ওঁর কাছে খাড়া করবো।

বিন্দু। অ্যাঁ! ছোটকর্ত্তা জানেন নাকি?

হল। আরে,তিনিই তো আমায় শিখিয়ে দিলেন। চুপ, ঐ আসছে।

(গণককার ভট্টাচার্য্য ও সাতকড়ির প্রবেশ)

গণক। মশাই, বিবেক করুন, আমাদের পাঁচপুরুষ এই জ্যোতিষের কাজ, গণনা বিদ্যা বিবেক করুন গে, আমাদের বাড়ীতেই আছে।

সাত। ভটচাজ,আমি কি আর জানিনে, আমায় পরিচয় দিচ্ছ তুমি, তা নইলে কি এ বাড়ীতে তোমায় আনি; কি তারা,এই যে বৃন্দে যে! একটা কথা আছে, শুনে যেও।

গণক। বিবেক করুন গে, আমার পিতামহ ঠাকুরের সঙ্গে গ্রহদেবতাদিগের দেখা হতো।

হল। কি হনুমন্ত ভট্টাচার্য্য!

গণক। বিবেক করুন গে, কিরূপ আজ্ঞা করছেন, আমার নাম গণপতি শর্ম্মা।

হল। জানিস বিন্দি, এ ভটচায্যি মশাই স্বস্ত্যয়নে অদ্বিতীয়।

গণক। তা,বিবেক করুন গে, আপনার কল্যাণে বিবেক করুন গে,তা সকলেই অনুগ্রহ করেন, বিবেক করুন গে।

হল। তা আমি জানি—জানি; জানিস বিন্দি, উনি সে দিন এই মুখুয্যেদের বাড়ীতে চণ্ডী পড়লেন,স্বরূপ না চণ্ডী পড়্‌তে পড়্‌তে,—

গণক। তা বিবেক করুন গে, চণ্ডী যেখানে পাঠ করবো, সে অব্যর্থ।

হল। তাই তো বলছি, চণ্ডীটীও পড়া আর বড় ছেলেটীও মরা।

গণক। তা বিবেক করুন গে, মরণ বাঁচনের কথা কি কেউ বল্‌তে পারে,বিবেক করুন গে,—

হল। তা তো বটেই,ওঁরা বড় বংশ, কথায় আছে,

"যথা করেন চণ্ডীপাঠ।
ভিটে বেচে বসান হাট॥"

সাত। ভটচাজ, কিছু মনে করো না, আমাদের নাতি সুবোধ হব, ছুঁড়ো তামাসা করছে।

গণক। তা আর বুঝিনে, বিবেক করুন গে, তা কি উনি জানেন না, খোকাবাবু কি না জানেন?

হল। হ্যাঁ ভটচাজ, শুনেছি নাকি অমাবস্যায় দিন তোমার বাপ মড়ার উপর বসতেন, মড়া খেতেন।

গণক। খোকাবাবু সবই জানেন, সবই জানেন, তিনি শবসাধন করেছিলেন।

হল। আর জানিস বিন্দি, ওঁর বাপ মরা চড়তেন, মড়া খেতেন, আর উনি শকুনি চড়েন, শকুনি খান।

গণক। কৌতূহলাক্রান্ত করছেন,—কৌতূহলাক্রান্ত করছেন।

হল। বিন্দি, ওঁর বাড়ীতে একদিন প্রসাদ পেতে যাবি? আমিও যাব;—ওঁর ব্রাহ্মণী যে হাড়গিলের ঝোল আর শিয়াল চড়চড়ি রাঁধেন, তা তোরে আর কি বলবো।

(অন্নপূর্ণার পুনঃ প্রবেশ)

সাত। এই নেও দিদি, তোমার গণক ঠাকুর।

অন্ন। ঠাকুরদাদা, প্রণাম হই, গণককার ঠাকুর, প্রণাম! বৈষ্ণব দিদি, আসন পেতে দাও নি? গণককার ঠাকুর বসুন, দাদা মশাই বসুন।

বিন্দু। বৌঠাকরুন, এ গণককারকে ডেকেছ কেন?

অন্ন। এই খোকা ঠাকুর-পো ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, তা, শুনেছি যে, উনি মধুসূদনকে তুলসী দিলে বুদ্ধি স্থীর হয়, তাই ওঁরে ডাকিয়েছি।

বিন্দু। বৌঠাকরুণ, দেখবেন ও জোচ্চোর!

অন্ন। না না, তুমি জান না, উনি স্বস্ত্যয়ন করে বেড়ান।

সাত। বৃন্দে, যাচ্ছ না কি? একটা কথা ছিল, তা যাও, তোমার বাড়ী গিয়েই বলবো এখন।

বিন্দু। না ঠাকুর, তোমায় আর আমার বাড়ী যেতে হবে না।

[প্রস্থান।

অন্ন। ঠাকুর-পো, একবার যাও তো, গণকঠাকুরের সঙ্গে একটা কথা কইবো।

হল। গোঁ—গোঁ—গোঁ, তবে রে ভট চাজ, আমি

ব্রহ্মদত্যি নই যে, তুই আমার তাড়াস, গোঁ—গোঁ—গোঁ।

অন্ন। ও মা, কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! আহা, তাই বাছা আবল তাবল বকে গা।

গণক। বিবেক করুন গে, জল আনুন, মা জল আনুন, ইষ্টমন্ত্রটী জপেছি আর বক্তার হয়েছে।

অন্ন। এই জল নিন,—এই জল নিন, ওরে ঠাণ্ডা করুন,—ওরে ঠাণ্ডা করুন।

গণক। দাঁড়ান, উঠে একটা মন্ত্র কাণে বলি। হলধর বাবু, আধাআধি বখরা,—আধাআধি বখরা।

হল। বেশ কথা। দেখি ব্যাটা, তুই কেমন তাড়াস, এই আমি চুপ করে বস্‌লেম।

গণক। বস্‌বি নি তো যাবি কোথা? তুই কে?

হল। বল্‌বো না,—গোঁ—গোঁ—গোঁ।

গণক। বস্‌বি নি, সরিষা-বাণের চোটে বলবি, বল বলছি তুই কে?

হল। কৃষ্ণধন ঘোষাল, তোর ঠাকুরদাদা।

গণক। অ্যাঁ! আপনার এমন দশা হলো কিসে?

হল। জানিস্‌ নে, গোঁ—গোঁ—গোঁ; হাড়ীর বাড়ী শোর চুরী কর্‌তে গেছেলেম, ঠেঙ্গিয়ে মেরেছিল; তোর বাপকে বলেছিলেম গয়ায় পিণ্ড দিতে, তা দেয় নি, তাই এদের বেলগাছে দশ বচ্ছর বসে আছি· গোঁ—গোঁ—গোঁ!

গণক। তবে রে, আবার মস্‌কর্‌মো, এই তোর ঠাকুরদাদাগিরী বার কর্‌ছি।

হল। তবে রে, আমার তাড়াবি?

(গণকারের ঘাড়ে কিলমারণ ও গণককারের স্কন্ধে চড়ন ও সাতকড়ির পলায়ন)

গণক। ও বাপ্‌ রে, এ বড় দস্তিভূত—গো দস্তি ভূত।

অন্ন। ও মা গো, ও মা গো!

[প্রস্থান।

গণক। ও হলধর বাবু, নামুন, নামুন,—মারা যাব, মারা যাব!

হল। আমার একটা কাজ করতে পারবি? তাই কর্‌বো। মা আসুন, দেখুন্ এসে, ভুই উড়ান বাণে তাড়িয়েছি।

(অন্নপূর্ণা ও সাতকড়ির পুনঃ প্রবেশ)

অন্ন। হ্যাঁ গণকঠাকুর, ভাল হয়েছে তো? ঠাকুরপো ভাল হয়েছে,—ঠাকুরপো ভাল হয়েছে?

হল। বৌদিদি, আমি কোথায় ছিলেম?

গণক। এই নেও খোকাবাবু, এই বিল্বপত্র নেও, আর তোমায় কেউ স্পর্শাতে পার্‌বে না।

অন্ন। ঠাকুরদাদা, আমার ঘরে নিয়ে খোকাঠাকুরপোকে শোয়াও তো; আর একজন ঝিকে ডেকে বাতাস কর্‌তে বল; আমি গণককার ঠাকুরের সঙ্গে একটা কথা কয়ে যাচ্ছি।

হল। গাটা কেমন ঝিম ঝিম্ কর্‌ছে।

[সাতকড়ির সহিত হলধরের প্রস্থান।

গণক। মা, এর জন্যে ভাববেন না। বিবেক করুন গে, আমি কবচ পড়ে শরীর শুদ্ধ করে দিয়েছি। বিবেক করুন গে, আর কি এ কাছে আসে? বিবেক করুন গে, অ তেমন বামুন নই।

অন্ন। গণককার ঠাকুর, কাকাবাবুর মেজ কেমন খারাপ হয়েছে। ওঁর বাচ-বিচ নাই, মড়া ঘাটেন, মরা ছেলে শিশি পু পুরে রাখেন। হ্যাঁগা, আইবুড়ো মানুষ, কিছু তো দৃষ্টি ফিষ্টি লাগে নি?

গণক। বিবেক করুন গে, আমি গুণে চাটুর্য্যেকে বলেছি, কিন্তু বিবেক করুন গে, ওঁর কাছে তো আমরা ঘেঁসতে পারিনে; তা বিবেক করুন গে, উনি কবচও ধারণ কর্‌বেন না, তা বিবেক করুন, আমি একটা দ্রব্য প'ড়ে দেব, যদি কোন রকমে সেঁাকাতে পারেন, সামান্য দ্রব্য বা কোন সরবতে মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন, তা হলে যার যেখানে যা থাকুক, একেবারে জন্মের মত ছুটে যাবে।

অন্ন। না, আমি খাওয়াতে পার্‌বো না, আপনি একটা বেলপাতা পড়ে দিন।

গণক। মা, বিবেক করুন, বেলপাতায় ব্রহ্মদৈত্য ছাড়ে, শাঁকচুর্ন্নির দৃষ্টি কি ছাড়ে?

অন্ন। আচ্ছা, আজ আপনি আসুন, আমি ঠাকুর-

গণক। বেশ তো, বেশ তো,—আপনারা পাঁচ-জনে বিবেক করুন—বিবেক করুন; চাটুর্য্যে, চল্লুম হে।

সাত। দাঁড়াও দাঁড়াও; কথা আছে—কথা আছে।

গণক। আমি বাইরে আছি।

[প্রস্থান।

(চাটুর্য্যে ও হলধরের পুনঃ প্রবেশ)

অন্ন। খোকাঠাকুর-পো, একটু শুতে পারলে না?

হল। বড় পেট কামড়ুচ্ছে।

অন্ন। দোরগোড়ায় শাস্তেকে দাঁড়াতে বল।

[প্রস্থান।

হল। শোন ঠাকুরদা, ও বিন্নি তোমার জন্তে মরে, ওর বেশ দশটাকা আছে, সব তোমায় দিয়ে যাবে, বাড়ীখানা শুদ্ধ তোমার নামে ক'রে দেবে; তবে লোকলজ্জায় কিছু বলতে পারে না।

সাত। হ্যাঁ, তোমার সব মস্করামো,—তোমার সব মস্করামো।

হল। বটে,—তবে যা তোমার মনে আছে কর।

সাত। বলি রকমখানা কি? রকমখানা কি?

হল। তুমি ঠাট্টাই মনে করছো; তবে আর কি, আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

সাত। দাঁড়াও না হে—দাঁড়াও না; আমিও যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কালীকিঙ্করের বৈজ্ঞানিক-কার্য্যগৃহ।

কালীকিঙ্কর ও রঙ্গিণী।

কালী। রঙ্গিণি! তুমি আর আমার কাছে এস না; আমি তোমায় প্রতিপালন করেছি, এ কথা লোকে বুঝবে না, আমি তোমায় যে থা দেব মনে করেছি। ঐ চাটুর্য্যে বলে, পাঁচজনে দেব, তিনি তোমায় পড়াবেন। যে দিন কোন নূতন এক্সপেরিমেণ্ট করবো, পাঁচ-জনের সঙ্গে এসে দেখো! আর তোমার যদি কোন ইনষ্ট্রুমেণ্টের প্রয়োজন হয়, লিখে পাঠিও, আমি পাঠিয়ে দেব।

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, আমি আসবো।

কালী। না, আর ভাল দেখায় না। বুঝতে পাচ্ছ না, তুমি এখন যুবতী; একটা অপবাদ রটলে আর ভাল পাত্র পাওয়া যাবে না।

রঙ্গিণী। আমি যে করবো না।

কালী। আচ্ছা, যদি কুমারী থেকে লেখা-পড়া শিখতে চাও, আমি আপত্তি করি না, কিন্তু বোঝ, সংসারে বিস্তর প্রলোভন, মন স্থির রাখা অতি কঠিন; তুমি কাঁদছো কেন?

রঙ্গিণী। আর আমায় আপনার কাছে আসতে দেবেন না!

কালী। পাগল, তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি বৌমার কাছে রোজ এস; আমি যখন খেতে যাব, তোমার সঙ্গে কথা কইবো, তোমার যে সন্দেহ হয়, তখন জিজ্ঞাসা করো।

রঙ্গিণী। আমি আর আসবো না।

কালী। কেন বল দেখি, তোমার মনে কি হলো? তুমি কি মনে ক'রছো, তোমার উপর আমি রাগ করেছি?

রঙ্গিণী। আপনি আমায় ত্যাগ করলেন।

কালী। ছি ছি! তুমি অমন কথা মনে করো না; তুমি আমার চক্ষের উপর নির্ম্মল ফুলের মত ফুটেছ, তোমার গায়ে কেউ দাগ দেবে, এ আমার অসহ্য হবে। তুমি কি এ কথা বুঝতে পার না, তুমি তো জান, আমি তোমায় ভালবাসি।

রঙ্গিণী। আপনি কি বোঝেন না যে, আজ ছ-বছর সকাল হলেই কতক্ষণে আপনার কাছে পড়তে আসবো কতক্ষণে আপনাকে দেখবো, এই আমার চিন্তা; যখন বাড়ী পাঠিয়ে দেন, আমার মনে হয় কারাগারে যাচ্ছি; রাত্রে শুয়ে শুয়ে মনে করি, সূর্য্য-দেব শীঘ্র উদয় হও, দিন হলে আমি [illegible]

পাঁচ কথা যায়. মায়াবসান [illegible]

কালী। রজিনী—রজিনী—রজিনী—সেই বালি-
কাই আছে।

(হলধরের প্রবেশ)

হলধর। শুন্‌লেম না কি তুমি চাটুর্য্যের কাছে টাকা নিয়ে বাজার করে এনেছ, এ সব তোমার ভাল নয়। চাটুর্য্যে দুর্জ্জন হ'তে পারে, কিন্তু দুর্জ্জন দমন করবার তুমি কে? আর তুমি দুর্জ্জন নও কেন? চোরের টাকা চুরি করা কি চুরি নয়?

হল। আজ্ঞা, আমি যা নিয়েছি, ফিরিয়ে দেব।

কালী। আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। তুমি লেখা-পড়া শেখ নি, তাতে আমি দুঃখিত নই; লোকের উপকার করে বেড়াও শুন্‌তে পাই, তাতে আমার আনন্দের সীমা নাই। একটী কথা আমার স্মরণ রাখ, পরোপকারী লোক-মাত্রেই পরের অপকারীর উপর রাগ করে, শাস্তি দেবার চেষ্টা পায়, এমন কি, শাস্তি দেবার জন্যে কুকাজও করে, যেমন তুমি করেছ; কিন্তু তুমি নিশ্চিত জেনো, যদি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মের পরিবর্ত্তন হয়, তথাপি কুকাজ দ্বারা কখনও সুফল ফলে না। প্রথমতঃ কুচিন্তা দ্বারা মন কলুষিত হয়, দ্বিতীয়তঃ কুকার্য্যের দ্বারা কুফল ফলে, আজকার তোমার এই কাজের যদি অপর কোন কুফল না ফলে থাকে, অন্ততঃ তোমার চাকর শাস্তেকে শিখিয়েছ, কি করে লোককে ঠকাতে হয়। আজ থেকে মনে রেখো যে, কারুর শাস্তি দেবার ভার তোমার উপর নয়; তোমায় দেখে লোক যেন কুশিক্ষা না পায়, সুশিক্ষাই পায়। জেনো, একজন বিশ্বের শাসনকর্ত্তা আছেন, তিনি সৎ; অসৎ-কার্য্য তাঁর অপ্রিয়। যাও, দুজন ভিজিটার এসেছেন, হেথা পাঠিয়ে দাও।

[হলধরের প্রস্থান।

(ডাক্তার গুঁই ও কৃষ্ণধনবাবুকে লইয়া মাধবের প্রবেশ)

মাধব। ডাক্তার গুঁই, কৃষ্ণধনবাবু! মাই অংকল্

ডাক্তার গুঁই। শুন্‌তে পাই, আপনি কংগ্রেস-বিরোধী, আপনার ন্যায় বিজ্ঞব্যক্তির এ বিরোধ উচিত নয়।

কালী। আমি বিরোধী নই, আমি উদ্দেশ্য বুঝতে পারি না।

কৃষ্ণ। আপনি হিউম (Hume) সাহেবের লেক্-চার পড়েন নি?

কালী। তাঁর মতের সহিত আমার ঐক্য নাই। তিনি রাজাদের গোপনে অর্থ দিয়ে কংগ্রেসের সাহায্য কর্‌তে বলেন।

ডাক্তার। প্রকাশ্য সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট বিরূপ হবেন।

কালী। আমি বুঝেছি; আপনারা কি বিবেচনা করেন, গবর্ণমেণ্টকে লুকুনো সহজ? আর যদিও সহজ হয়, যে কাজে গবর্ণমেণ্টের বিদ্বেষ সে কাজ গোপনে করা কখনও যুক্তিসিদ্ধ নয়।

কৃষ্ণ। আরে মশাই, সব লুটলে—লুটলে।

কালী। সে লুট কি আপনি নিবারণ করবেন? নিশ্চিত জানবেন, ভারত অধিকারে ইংলণ্ডের স্বার্থ আছে, সে স্বার্থ কি ত্যাগ করবেন। হিউম সাহেব যদি ভারতবর্ষের দুঃখে দুঃখিত হয়ে থাকেন, তিনি সমস্ত অবস্থা তাঁর স্বদেশীকে বোঝান। যিনি যথার্থ লোক-হিতকারী, তিনি একাই সহস্র. তাঁর কার্য্য কখনই বিফল হয় না।

ডাক্তার। অ্যাজিটেশন্ (Agetation) আবশ্যক ভারতবাসীর অভাব, ভারতবাসীর রেপ্রেজেণ্ট (Represent) করা উচিত।

কালী। কি রেপ্রেজেণ্ট (Represent করবেন?

কৃষ্ণ। আরে, মশাই বুঝছেন না, কোটি কোটি টাকা খাজনা উঠছে; আমাদের দেশ, সাহেবেরা বিলাত থেকে এসে বড় বড় চাকরী নিয়ে সেই টাকা খাচ্ছে, কোটি কোটি টাকা সৈন্যের ব্যয়ে যাচ্ছে; এই সকল টাকা কমাতে পারলে ভারত ওভারট্যাক্সড (Overtaxed) হয় না, ভারতে এত গরিব

অত কিছু হক না হক, পোলিটিকেল (Political) ভ্রাতৃভাব জন্মেছে।

লী। আমার মতে ভারতের রিলিজস্ ইউনিটী (Religious unity) ভিন্ন অপর কোন ইউনিটী (Unity) হতে পারে না! আপনারা বলেছেন, পলিটীক্যাল ইউনিটী (Political unity) হয়েছে, আর রাজ্য-শাসনের ব্যয় কমাতে চান, ভাল, যে ব্যয় কমান আপনাদের হাতে আছে, সেইটে আগে করুন। গ্রাম, পল্লী, সহর, মোকদ্দমায় উৎসন্ন যাচ্ছে, সব বড়লোক একত্র হয়েছেন, পঞ্চায়েত করে মোকদ্দমার সর্ব্বনাশ নিবারণ করুন; তাতে বিস্তর জজের মাইনে কমে যাবে, কোর্ট ফি বেঁচে যাবে, কৌন্সুলীরা কাঁড়ী কাঁড়ী টাকা নিয়ে যাচ্ছে, সে টাকা দেশে থাক্‌বে। চরক বলেন, যে দেশে উকীল প্রধান, সে দেশ ত্বরায় উৎসন্ন যায়। তাঁর মতে ব্যবহারজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

ষ্ণ। ডাক্তার, নোট ডাউন (Note Down) আদালত তুলে দিতে চান।

কালী। মোড়ে মোড়ে মদের দোকান তুলে দিন। বড়লোক একত্র হয়েছেন, যে মদ খাবে, তাকে সামাজিক শাসন করুন; নিজ নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধারণকে শিক্ষা দিন। চক্ষের উপর দেখ্‌ছেন, দীন দরিদ্র প্রভৃতি ইংরাজ চালে চলে, আয় অনুসারে ব্যয় কর্‌তে পারে না, তাতে যে কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে, একটু চিন্তা কর্‌লেই বুঝ্‌তে পারেন। এমন কুটীর নাই, যেখানে মদের বোতল, স্প্রিং বোতাম, সাবান সেঁধুন নাই, যদি বড়লোক একত্র হয়ে থাকেন, সাধারণকে সুনীতি শিক্ষা দিন, পরিমিতাচারী হতে বলুন, বিলাতে টাকা না পাঠিয়ে, সেই টাকায় দীন দরিদ্রের সাহায্য করুন।

। ডাক্তার, নোট ডাউন (Note Down) সিভিলিজেসন্ (Civilization) তুলে দিতে চান।

লী। না, আপনি আমার কথার মর্ম্ম বুঝেছেন ইংরাজের আচার-ব্যবহার ইংরাজের উপযোগী, ভারতের অহিতকর।

কৃষ্ণ। ডাক্তার, নোট ডাউন, ইংরাজ-বিরোধী হতে বলেন।

ডাক্তার। গুড্ বাই (Good by) আমরা চল্লেম।

কালী। আমি যা বল্লুম, আপনারা কি অসঙ্গত বিবেচনা করেন?

ডাক্তার। ও নো, ও নো, গুড বাই, গুড বাই। Oh! no, Oh! no, Good by, Good by)

[ডাক্তার গুঁই ও কৃষ্ণধন বসুর প্রস্থান।

কালী। মাধব, এদের এনেছিলি কেন?

মাধব। ওঁরা দেখা কর্‌তে চাইলেন।

কালী। আমার কথা সব পাগলামো মনে কর্‌লে, না?

মাধব। আজ্ঞে, না না।

কালী। ওদের দলে মিশিস্ নে, যথাসাধ্য পরের উপকার কর; এই ফেমিন্ (Famine) হয়েছে, গরিবের উপকার কর্‌বার সুযোগ সম্পূর্ণ উপস্থিত। আর দেখ, আমি কাগজ-পত্র দেখেছি, কতকগুলো অন্যায় করে বিষয় নেওয়া হয়েছে, ও সব ভাল নয়। নাবালক, বিধবা, দরিদ্র—সে সব ফিরিয়ে দে; যদি আমার সাক্ষী দিতে হয় সত্য বলতে হবে, ফিরিয়ে দে, আমার বখরা থেকে যাবে, আমি লিখে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—•—

অন্তঃপুর।

অন্নপূর্ণা, ডাক্তার গুঁই ও মাধব।

অন্ন। ডাক্তার সাহেব, তবে কি হবে?

ডাক্তার। লিউন্যাটিক এসাইলমে (Lunatic Asylum) দেওয়া ভিন্ন তো আমি কিছু উপায় দেখছি না।

অন্ন। সে আবার কি?

অন্ন। ও মা, কি হবে! না ঠাকুর-পো, পাগ্‌লা-গারদে পাঠাতে পার্‌বো না; তুমি ঘরে রেখে চিকিৎসাপত্র কর।

মাধব। তোমার যেমন মেয়েমানুষের বুদ্ধি, কোন্ দিন উলঙ্গ হয়ে নাচুন, নয় ইংরেজে ধরে নিয়ে গে, ফাঁসী দিক, উনি পাগলা-মোর চোটে যে কি বলেন, কি না বলেন, তার তো আর ঠিকানা নাই। বলেন, সাহেব তাড়াবো, বিলাত ডুবিয়ে দিব।

অন্ন। তবে ঠাকুর-পো, কি হবে! আহা, অমন মানুষ, এমন হল কেন গা!

মাধব। পাগলাগারদ ভিন্ন উপায় নাই। তুমি বল্‌ছো ঘরে রেখে চিকিৎসা করবে, তা উনি ওষুধপত্র খাবেন কি? এই ডাক্তারেরা দুতিনবার স্নান করতে বলছে, তাই যার স্নান করতে চান না, এই সকালে চা খান, তা বৌদিদি, তুমি একদিন মিছরির সরবৎ খাওয়াও দেখি।

অন্ন। হ্যাঁ, তা আমি অনেক বলে দেখেছি, তিনি খেতে চান না, বলেন ঠাণ্ডা হবে।

ডাক্তা। পাগলের লক্ষণই ঐ, ঠাণ্ডা করতে, স্নান করতে নারাজ হয়।

অন্ন। তা কিন্তু ওঁর কফের ধাত, উনি কখনই ঠাণ্ডা করতে চান না।

মাধব। বৌদিদি, তুমি ওঁর হাতে হাতকড়ী পায়ে বেড়ী না দিয়ে বুঝি ছাড়বে না?

অন্ন। ঠাকুর পো, বেজার হও না,—বেজার হও না, আমি মেয়েমানুষ কি অত শত বুঝি?

মাধব। পাগলাগারদে যেতে দেবে না, ঘরেও চিকিৎসা করতে পারবে না, তবে উপায়?

অন্ন। দেখ গো ঠাকুর পো, গণককার ঠাকুর আমায় একটী ভস্ম দিয়েছেন; উনি খাবার আগে যে পোর্ট খান, তাতে একটু দিয়ে সে খাওয়াতে বলে, আমি ভয়ে খাওয়াতে পারি নি।

মাধব। তাতে কি হবে?

ডাক্তার। না, না, আপনি বোঝেন না, ও দু একটা ওষুধ ওদের খুব ভাল আছে, আপনি আনুন দেখি।

ওষুধের কথা চাটুর্য্যে আমায় বলেছে, সেই যোগাড় করে দিয়েছে, "যা শত্রু পরে পরে" আমাদের উপর ঝুঁকি আস্‌বে না।

(অন্নপূর্ণার পুনঃ প্রবেশ)

অন্ন। ডাক্তার সাহেব, এই দেখুন।

ডাক্তার। ওষুধ ভাল হতে পারে, কিন্তু আমার মতে পাগলাগারদে দেওয়া উচিত; আপনাদের যা বিবেচনা হয় করবেন; আমার একটা আরজেণ্ট কল (Urgeant call) আছে, আমি চল্লেম।

অন্ন। ডাক্তার সাহেব, আমি কি করবো বলে যান।

ডাক্তার। আমি তো বলেছি, এসাইলমে (Asylum) পাঠান; আপনারা পরামর্শ করুন, আমি বিকালে আসছি।

[প্রস্থান

অন্ন। ঠাকুর-পো কি বল, খাইয়ে দেখবে কি?

মাধব। যদি পাগলাগারদে না পাঠাতে চাও তা হলে একটা উপায় করতে হবে তো।

অন্ন। যা থাকে অদৃষ্টে, আমি ওষুধ খাওয়াই কি বল?

মাধব। আমিও ভাবছি। গারদে পাঠানোটা উচিত নয় বটে, সেখানে মারধর করে পায়ে বেড়ী দেয়।

অন্ন। মারে! ও মা, তা আমি কখনো পাঠাতে পারব না! অদৃষ্টে যা থাকে, আমি এ ওষুধ খাইয়ে দেখি।

মাধব। মেয়েমানুষ কিছু বুঝ্‌বে না, শুনবে না, যা বোঝ কর।

[প্রস্থান।

অন্ন। ও মা, আমি পাগলা গারদে পাঠাব না।

(কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

কালী। মা! আমার ভাত হয়েছে?

অন্ন। বামুনঠাকুর, ভাত আনো ত গা।

কালী। আমার সে ওষুধ কোথা গা?

অন্ন। ও ঘরে তুলে রেখেছি, আনছি।

[প্রস্থান।

যদিচ ওষুধের জন্ত এটা ব্যবহার করি, পোর্টকে (Port) ওষুধ বলা ঠিক নয়।

(বোতল ও গেলাস হস্তে অন্নপূর্ণার পুনঃ প্রবেশ)

মা, এ কি জান ?

অন্ন। অ্যাঁ! কই! কি! কি!

কালী। এ কিজ্ঞান, এ অনেকের জীবন রক্ষা করেছে, আর অনেক অট্টালিকা মাঠ করেছে। দেবাসুর উভয়েই এ পান করে। এ পোর্ট, মদ। আমি ডাক্তারী প্রেসক্রিপসন্ (Prescription) মত ব্যবহার করি। কিন্তু মা! তোমার সঙ্গে আমার এই কথা, যে দিন এই দাগের বেশী ঢেলে খাব, সে দিন যেমন ছেলের হাত থেকে বিষ কেড়ে ফেলে দেয়, তেমনি করে ফেলে দিও।

(পাচকের অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া প্রবেশ এবং যথাস্থানে রাখিয়া প্রস্থান ও কালীকিঙ্কর আহার করিতে বসিয়া পোর্ট পান)

মা কি করলে! সর্ব্বনাশ করলে! সর্ব্বনাশ করলে! মেরে ফেললে! বুঝেছি, বুঝেছি, তোমায় পরামর্শ দিয়েছে, তুমি বুঝতে পারনি। (পতন)

অন্ন। ও গো, কি হলো গো! কি সর্ব্বনাশ করলেম!

কালী। মা, চেঁচিও না, চেঁচিও না, আমার জ্ঞান থাকতে থাকতে লিখে দিই যে, আমি আপনি খেয়েছি। না, মিছে হবে, তুমি ওষুধ মনে করে দিয়েছ। শত্রু! শত্রু! আমায় মেরেছে, তোমায় বাঁধাবে! আন আন। ওঃ! হোলি এনার্জি (Holy Energy)।

(মূর্চ্ছা)

অন্ন। ও গো, কি হলো গো! কি সর্ব্বনাশ করলুম গো! পিতৃহত্যা করলুম!

(বিন্দুর প্রবেশ)

বিন্দু। কি গো, কি গো?

অন্ন। ও বিন্দু! সর্ব্বনাশ হয়েছি। সর্ব্বনাশ

(রঙ্গিণীর প্রবেশ)

রঙ্গিণী। না না ছোটবাবু, তুমি মরো না, আমি কোথায় যাবো,—আমি কোথায় দাঁড়াবো। ছোটবাবু, ছোটবাবু, ওঠো, ছোটবাবু, ছোটবাবু!

কালী। উঃ উঃ –

বিন্দু। আমি ডাক্তার আনতে পাঠাই, তোমরা ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গিয়ে তোল!

রঙ্গিণী। ছোটবাবু, ছোটবাবু, তুমি চোখ চাও, আমি তোমায় কখনও মরতে দেবো না! কখনও মরতে দেবো না! ছোটবাবু, ছোট বাবু, তোমার পায় পড়ি, তুমি মরো না, আমি বড় কাঁদবো, আমি তোমায় না দেখতে পেলে বাঁচবো না।

কালী। উঃ!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কালীকিঙ্করের বহির্ব্বাটী।

যাদব, এটর্ণি সিদ্ধেশ্বর দাস ও সাতকড়ি।

সিদ্ধে। ইউ শো এ বোল্ড ফ্রন্ট, (You show a bold front) আপনি সাহস করুন, প্রথমতঃ একটা ক্রিমিন্তাল কেস ইনিষ্টিটিউট (Criminal Case Institute) করুন; আপনাদের বৌয়ের নামে আর আপনার দাদার নামে এটেম্‌ট অ্যাট মার্ডার চার্য্য, (Attempt at murder charge)। এই চাটুয্যে মশাই বলছেন প্রমাণ হবে যে, আপনার দাদা আর বৌ দু'জনে পরা করে আপনার খুড়োকে বিষ খাইয়েছেন। ক্রিমিন্তাল সমনস (Criminal

নাই, আপনি সিভিল সুটে (Civil suit) যান।

সিদ্ধে। কেন, এ ক্লিয়ার কেস, (Clear case) আপনি তো প্রমাণ দিবেন যে,একজন গণককারের কাছে বিষ নিয়েছেন, সে বিষ দুজনে পরামর্শ করে খাইয়েছেন।

সাত। আর দেখুন, সিদ্ধেশ্বর বাবু, এই বামুনের ছেলেকে এ বুড়ো বয়েসে আর ফৌজদারীতে টানাটানি করবেন না; ও আপনি দেওয়ানীই করুন। আপনি এই দেওয়ানী কেসটা সুরু করুন, আপনাকে কত কেস দেব।

সিদ্ধে। হুঁ।

সাত। কি বলেন ছোটবাবু, ফৌজদারীতে কি সুবিধা হবে?

যাদ। সিদ্ধেশ্বর বাবু, ও ফৌজদারীতে কাজ নেই, ঘরের বৌকে নিয়ে টানাটানি।

সিদ্ধে। তা আপনি যেমন ইনিষ্ট্রকট (Instruct) করবেন।

সাত। আর ফৌজদারী করতে চান,তাও হবে। ঐ যে ত্যজ্যপুত্র করা একখানা জাল দলিল বার করেছেন, জালিয়াৎ মোকদ্দমায় ফেলবো।

সিদ্ধে। দেখুন, আমার মাথা থেকে ক্রিমিন্তাল সুটটা (Criminal suit) যাচ্ছে না, ডক্টর ডি, যিনি আপনার খুড়োর ষ্টমাকের কন্টেন্টস অ্যানালাইজ (Stomach contents analize) করেন, তাঁর ঠেঙে কেসটা শুনেছি। আপনার ভাইয়ের ইচ্ছা, আর পুলিসে সেইরূপ রিপোর্টও (Report) করেছেন যে, প্রমাণ হয়, আপনার খুড়ো আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই চাটুয্যে মশাই সাক্ষী দিলেই সব উল্টে যাবে। এই যে মিষ্টার ডি।

(মিষ্টার ডি ডক্টরের প্রবেশ)

যাদব। গুড মর্ণিং (Good morning)।

মিঃ ডি। হা ডুডু, (How do you do) এই যে মিষ্টার সিদ্ধেশ্বর আছেন,এবার কংগ্রেসের কি করছেন?

সিদ্ধে। ওহে, সে কথা পরে হবে, ইনি এখন আমাকে এ্যাটর্ণি এন্‌গেজ (Attorney engage) করছেন।

মিঃ ডি। বেশ তো, বেশ তো; যাদব বাবু, এমন উপযুক্ত লোক আর পাবে না।

সিদ্ধে। ইনি ক্রিমিন্তাল কেস (Criminal case) করতে চান না।

মিঃ ডি। সে কি! এ ক্লিয়ার কেস অফ পয়জনিং (Clear case of poisoning)। আপনার দাদা ডাক্তার শুঁইকে দিয়ে প্রমাণ করতে চান যে, আপনার খুড়ো আত্মহত্যা করতে বিষ খেয়েছেন। পারেন ভাল, আমরা মেডিকেল ম্যান (Medical man) আমরা উকীল নই, কিন্তু আমার যদি সফিনা (Sophoena) করা হয়, তা হলে আমি বলবো যে, আপনাদের বৌঠাকুরুণ আমার কাছে কন্‌ফেস (confess) করেছেন, তিনি আপনার দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে বিষ দিয়েছেন। আর অবস্থা বুঝুন না, যে আত্মহত্যা করবে, সে ঘরে দোর দে কোরবে; ভাত খেতে এসে পোর্টের (port) সঙ্গে বিষ খাবে কেন?

সাত। দেখুন, ও কথাটা ছেড়ে দিন, ও নানান হাঙ্গাম,—নানা উৎপাত!

সিদ্ধে। আপনার ভয় কি, যদি এতে আপনি জড়ান থাকেন, তা আপনাকে কুইন্স এভিডেন্স, (Queen's Evidence করে দেব।

(টি, রে কৌন্সলার প্রবেশ)

টি, রে। হ্যালো, (Hallo)। আপনারা কি কংগ্রেস (congress) ছেড়ে দিচ্ছেন না কি? কিছু উত্তোগ দেখতে পাচ্ছিনে, চেউ দেখে হাল ছেড়ে দিলেন না কি?

সিদ্ধে। সে তো এখন দিন আছে, আপাততঃ এই উপস্থিত মোকদ্দমায় কি বলেন?

টি, রে। আমি তো আপনাকে অপিনিয়ন (opinion) দিয়েছি যে, ক্রিমিন্তাল সুট (Criminal suit) করুন।

মিঃ ডি। ভাটস ইট, (Thats it।)

সিদ্ধে। ঐ শোনেন, সকলেই আপনাকে এই এড্‌ভাইস (Advice) করবে।

সাত। (স্বগত) ইস! ফ্যাসাদে ফেললে! খাল কেটে জল আনলুম! আমিই তো গণকের কাছ থেকে বিষ এনে দিই।

(কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

কালী। এরা কে ?

দাও। ইনি কৌন্সুলী (Counsel) সাহেব, ইনি উকীল বাবু, ইনি ডাক্তার সাহেব।

কালী। হুঁ, উপযুক্ত ভাইপো! কৌন্সুলী সাহেব, উকীল বাবু, ডাক্তার সাহেব, চাটুর্য্যে মশাইও আছেন; কাল খুব শীগ্‌গির এগোচ্ছে; মাঠ হয়ে যাবে! ঠিক ঠাক রেওয়া; রেওয়ার মুহুরী বড় মজ্‌বুত!—বড় মজ্‌বুত! বাবা মরবার পর থেকে ঘর জ্বালান, গ্রামলুঠ, নাবালকী বিষয়, বিধবার সম্পত্তি ঘরে আনা, কড়ায় গণ্ডায় হিসাব—রেওয়ার মুহুরী বড় মজবুত! —বড় মজবুত!

দ। কাকামশাই যান, যান, ঘরে যান।

কালী। ঘরে! না, না,—আজ মাঠে শোব; মাঠে শোব, অভ্যাসটা চাই! অভ্যাসটা চাই! আজ এক ঘণ্টা, কাল দুঘণ্টা, ক্রমে ক্রমে অভ্যাস কর্‌তে হবে, বড়বৌকে ধর্ম্ম-ডাক দেব, বার সঙ্গে যাবে।

রে। (দাদরের প্রতি) ইনি কি ক্র্যাক্‌ট (Cracked ?)

কালী। কৌন্সুলী সাহেব, কি বল্‌ছেন—পাগল, পাগল; পাগলের হাটবাজার;—এই আমি পাগল, তুমি পাগল, ইনি পাগল; দেখাও দেখি পাগল কে নয়? তবে কেউ ধরা পড়ে, আর কেউ পাঁচ পাগলের সঙ্গে চলে যায়। চাটুর্য্যে, চাটুর্য্যে, দিন কতক বেঁচে থাকো, এখনও বাঙ্গালায় বড় ঘর আট ঘণ্টা আছে, সব মাঠ করে কেন!—মাঠ করে কেন! যাস হোক, ছেলেরা ফুটবল খেলুক, রাজনৈতিক সভা হয়ে দেশ-হিতৈষীদের বক্তৃতা হোক।

ট, রে। ইনি কি আপনার কাকা? কই কংগ্রেসে তো (congress) এঁর নামে চাঁদা দেখি না?

কালী। কি! কি!

ট, রে। মশাই কংগ্রেসে (Congress) চাঁদা দেন না কেন?

কালী। ওহো হো বুঝেছি; বুঝেছি। একতা! ভ্রাতৃভাব! সেখ, সাজেদ, মোগল, পাঠান, মারহাট্টা, তৈলঙ্গি, ভোট্টা, খোট্টা, বোম্বাই, মান্দ্রাজী, বাঙ্গালী, গলাগলি করে ভ্রাতৃভাব; উকীল, কৌন্সুলী (Counsel), প্লিডার (Pleader), মোক্তার ভ্রাতৃভাবের পাণ্ডা।

টি, রে। আপনি কি বলেন কংগ্রেস (Congress) ভাল না?

কালী। ভাল নয় এ কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না; উকীল কৌন্সুলী না কর্ত্তা হলে, ভ্রাতৃভাব না ঘরে ঘরে সেঁধুলে, দেশটা মাঠ হবে কি করে! ভ্রাতৃভাব, ভ্রাতৃভাব! উকীল, কৌন্সুলী, প্লিডার, মোক্তার, সোক্তার কি দিসেব নিকেশ মেটে?

টি, রে। আপনি তো বড় নির্ব্বোধ।

মিঃ ডি। মিষ্টার রে কার সঙ্গে কথা কচ্ছেন?

টি, রে। মিষ্টার ডি, আপনি বল্‌ছেন উনি পাগল? ছুষ্ট। লিগেল প্রোফেসনের (Legal profession) উপর ভারি হেট্রেড্ (Hatred)

কালী। ভ্রাতৃভাব! ভ্রাতৃভাব!

টি, রে। আপনি জানেন? সাহেবেরা দেশের সর্ব্বনাশ কর্‌ছে; আমাদের দেশ, আমরা খাজনা দিই, বড় বড় চাকরী সব সাহেবেরা পাচ্ছে। ক্রোর ক্রোর টাকা সৈন্যের জন্য ব্যয় হচ্ছে; এ সব দাব্‌তে হবে,—দাব্‌তে হবে, তা নৈলে দেশ উচ্ছন্ন যাবে।

দাদ। মিষ্টার রে, আপনি ওঁকে কি বোঝাচ্ছেন?

টি, রে। আপনি জানেন না, আপনাদের এঁকে বোঝান উচিত। পাগলামো কর্‌তে হয়, অন্য বিষয় নিয়ে করুন। দেশের লোক সব আহাম্মক, পাগলই হোক আর যাই হোক, ওঁর কথা শুনে বল্‌বে কি জান—যে ঠিক কথা বল্‌ছে। আর পাগল হয়, পাগলা গারদে দিন। আপনি জানেন, কৌন্সুলীরা (Counsel) দেশের মাথা।

কালী। জানি! জানি! খুব জানি! ছেলেবেলা থেকে জানি। এঁরা না থাকলে বড় বাড়ী হতো না, ঘর হতো না, পরের বিষয় ঘরে আসতো না, ঘর জ্বালান, গ্রাম লুঠ চল্‌তো না, প্রজার জমীদারে ঝগড়া বাধ্‌তো না, ভায়ে ভায়ে কাটাকাটি হতো না, ভাইপোয়ে বিষ খাওয়াত না। এঁরা নূতন সাহেব, কাজা সাহেব; আজ সাহেব ভাল লাগে না। সাহেবী কোট, সাহেবী হাট, সাহেবী খাওয়া, সাহেবী

ভাল,সাহেবী ছেলের বাপ,সাহেবী-দেশে বাড়ী; সাহেব ধ্যান, সাহেব জ্ঞান, সাহেব মন, সাহেব প্রাণ, সব সাহেবী; শুদ্ধ কালা রংটুকু ঢাক্‌তে পারেন নি; এঁরা নতুন সাহেব, পূজা খাবার জন্য প্রচার হচ্ছেন। সব সাহেব চলে যাক্, সুধু জজ সাহেব থাকুক। গ্রামে গ্রামে হাইকোর্ট হোক, মায় ব্যাটায় মোকদ্দমা হোক, সুবিচার হোক,—সুবিচার হোক; ওঁরা বক্তৃতা দিন, বাড়ী ঘর দোর বেচে ওঁদের পূজা দাও। ভ্রাতৃভাব! প্রেমভাব! দেশের উন্নতি হতে দাও!

টি, রে। এঁকে লিউনেটীক এসাইলমে (Lunatic asylum) পাঠান না কেন?

কালী। বল্‌তে হবে না, বলতে হবে না, আপনার আগে পরামর্শদার ছিল, পরামর্শ দিয়ে গেছে। আপনার আগে উকীল এসেছে, ডাক্তার এসেছে, পাগল সাব্যস্ত করেছে; পরামর্শ দিয়েছে, বই পড়ে মাথা খারাপ হ'য়েছে, ডাক্তারে অপিনিয়ন (Opinion) দিয়েছে, উকীল কৌন্সলী লড়াই করবে; যাতে বিচারে সাব্যস্ত হয় আমি পাগল! কেন জান? আমার উপযুক্ত ভাইপো জানে, আমি মিথ্যা কথা কব না, চাটুর্য্যে মশাই জানেন, আমি মিথ্যা কথা কব না; সত্য কথা কই, ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস হয়েছে, কি করবো বল। যখন আপনারা আনাগোনা করছেন, মামলা বাধবেই, আমি সত্য কথা বললে ভাই বঞ্চিত হবে না, ভাজ বঞ্চিত হবেন না। আমি পাগল হলে সব ল্যাঠা মিটে যায়; আমার অর্দ্ধেক বখরা শুদ্ধ হাতে এসে। পাছে কাহুকে দিয়ে যাই, পাছে অতিথিশালা করে যাই, পাছে পিসতুতো ভাই কিছু পায়, আমি মলে পরে সব আপদ চুকে যায়; তাই বিষ দিয়েছিল তাই বিষ দিয়েছিল,পাগ্‌লাগারদের তোয়াক্কা করে নাই। বুঝলে কৌন্সলী সাহেব, আপনাদের উপরও মৎলববাজ আছে! দৈবি বেঁচে গেলুম,—বেঁচে গেলুম, কিন্তু কাজ হয়েছে, পাগল সাব্যস্ত হয়েছে।

যাদ। চলুন চলুন মশাই, উনি একেবারেই উন্মাদ হয়েছেন।

কালী। উন্মাদ! উন্মাদ! উন্মাদ ভিন্ন এ সংসারে সত্য কথা কে বল্‌তে চায়। মিথ্যা সাক্ষী দিতে কে নারাজ হয়! ব'য়ে লেখা আছে, সত্যকথা বল্‌তে হয়, পরামর্শ দিতে হয়, সত্যকথা বল্‌তে হয়, ছেলেদের শেখাতে হয়, সত্যকথা বলতে হয়; বড় হলে সত্যকথা বলতে নেই, বিষয়কর্ম্মে সত্য কথা বল্‌তে নেই, পাগলে বলে—পাগলে বলে, বুঝলে?

[প্রস্থান।

যাদ। চাটুর্য্যে মশাই,সঙ্গে যান,—সঙ্গে যান, ঘরে রেখে আসুন,নইলে আবার এখনি ফিরবেন।

[সাতকড়ির প্রস্থান।

বৌ একেবারে বদ্ধ পাগল করে ছেড়ে দিয়েছে। কথাটা কি জানেন মিষ্টার রে, গঙ্গাধর মুখুর্য্যের একটা তালুক ছিল, দেনার জ্বালায় তিনি বাবাকে বিক্রী করেন; তাঁর ছেলেরা মামলা মোকদ্দমা করে তালুক ছাড়িয়ে নিতে আসে। কাকা মশায়ের ধারণা যে, তালুকটা ফাঁকি দিয়ে নেওয়া হয়েছে। ভাগ্যিস উনি ব্যামোয় পড়লেন, তা নৈলে মেজদাকে জেলে দিয়েছিলেন আর কি, কিন্তু সে এক রকম হতো মন্দ নয়, "যা শত্রু পরে পরে।" কি বুঝতে কি বুঝলেন। ওঁর ছেলেবেলা থেকে বাইয়ের ছিট আছে।

সিন্ধে। যাক্, আপনি ক্রিমিন্যাল সুট করুন, চাটুর্য্যের কথা বিশ্বাস করবেন না, ও আপনার ভাইয়ের পক্ষ; আমার বোধ হচ্ছে, ও এতে জড়ান আছে বলে মোকদ্দমায় ভাংচি দিচ্ছে। লড়াই জেতা চাই, তোপের মুখে যে উড়ুক্। বৌই জেলে যা'ক, চাটুর্য্যেই জেলে যা'ক, বা আপনার মেজ দাদাই যান, তাতে আপনার কি? কার্য্যোদ্ধার চাই।

যাদ। তা যে রকম আপনারা এড্‌ভাইস্ (Advice) দেবেন, সেই রকমই আমি করবো। ভাল কথা মনে, পাগ্‌লা শুনতে পাই না কি একখানা উইল করেছে, তাতে না কি যাদের যাদের বিষয় মোকদ্দমা আদ

যেচে দেওয়া গিয়েছে, শুন্‌তে পাই, ওঁর সেয়ার (Share) থেকে কি সব দিয়ে যাবেন।

[ছো]। উনি লিউনেটীক্ (Lunatic) ওঁর আবার সেয়ার কি? সে সব কিছু ভাব্‌বেন না, গুড্‌ ডে (Good day)

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(কালীকিঙ্কর, শান্তিরাম ও বিন্দু)

[কা]লী। বিন্দি, তোর মেজে কোথায়?

[বি]ন্দু। বড় বৌ ঠাকরুণকে কীর্ত্তন শোনাচ্ছে।

[কা]লী। বেশ, তুই নাটক কর্‌তে পার্‌বি?

[শা]ন্তি। বল্ হঃ।

[বি]ন্দু। হঃ—

[কা]লী। আচ্ছা, ইংরেজী নাটক করবি, না বাঙ্গলা নাটক কর্‌বি বল্?

... ক ইঞ্জিরি ক ইঞ্জিরি?

[বিন্দু]। ইঞ্জিরি।

[কা]লী। তবে ওঠ্, এই ঘড়াঞ্চির ওপর ওঠ।

[বি]। আজ্ঞা, আমি উঠ্‌তে পার্‌বো না।

[কা]লী। শান্তে, কাঁধে করে তুলে দে।

[শা]ন্তি। আজ্ঞা, এই চাটুর্য্যে মশাই আস্‌ছিছেন, উনি ঘড়াঞ্চির উঠ্‌বে অ্যানে।

[কা]লী। বিন্দি, তবে কি তুই মেল পার্ট আক্ট (Male part act) করবি?

[শা]ন্তি। বল হঃ—বল হঃ।

[বি]। আজ্ঞে।

[কা]লী। বেশ কথা, এই কোট (Coat) পর।

[বি]। আজ্ঞে, ও আমি মেয়েমানুষ কি পর্‌তে পারি?

[কা]লী। দাঁড়া দাঁড়া,—তুই টুপি পর।

(সাতকড়ির প্রবেশ)

[সা]ত। কি ছোটকর্ত্তা!

[কা]লী। এস, এই গাউন (Gown) আছে পর।

[সা]ত। হাঃ—হাঃ—হাঃ—আজ আবার এ কি কচ্চো?

শান্তি। চাটুর্য্যে মশাই, পরেন পরেন, নইলে কেম্‌ড়ে দেবে, আজ বড় খ্যাপ্‌ছে।

সাত। ছোটকর্ত্তা, একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে এলুম, আপনার তো সে বেনামীর কথা সব মনে আছে দেখ্‌তে পাই।

কালী। তুমি গাউন (Gown) পর, আমার পাগল মনে করো না, আমি আগাগোড়া কথা বল্‌ছি, আমি বেনামী কাগজখানি লুকিয়ে রেখেছি, তোমায় দেব, এই গাউন (Gown) পর।

শান্তি। পরেন পরেন।

কালী। পর, নৈলে কাগজ দিচ্ছি নি।

সাত। এ এক তামাসা। শান্তে, দে তো পরিয়ে।

শান্তি। (গাউন পরাইয়া দেওন) ঘড়াঞ্চির ওপরে ওঠেন।

কালী। না, না, সে অভিনয় নয়, এই থলের ভিতর সেঁধোও?

সাত। ছোটকর্ত্তা, আজ বড় রং কর্‌ছো।

বিন্দু। হাঁ।

কালী। সেঁধোও, তা নৈলে উপায় নাই! আমার এই পরিবারের ঘরে সেঁধিয়েছ, আমি টের পেয়েছি, লাঠি হাতে করে দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে দোরে ধাক্কা দিচ্ছি, ঘরে এসে দেখ্‌লেই লাঠিয়ে মাথা ভেঙ্গে দেব; তাই তুমি থলের ভিতর লুকিয়েছ। লুকোও লুকোও, —তা নইলে লাঠিয়ে মাথা ভেঙ্গে দেব; এই দেখ,আমি দোরে লাথি মার্‌ছি, লাঠি ঠুক্‌ছি, আবার লাঠি ঠুক্‌ছি, এখনও ঘরে আসি নি; তোমার থলের সেঁধোবার সময় আছে; তা নইলে উপায় নাই, আমার মাথা ভাঙতে হবে, নৈলে নাটকত্ব থাক্‌বে না।

শান্তি। আরে সেঁধেন সেঁধেন?

(চাটুর্য্যের থলের ভিতর প্রবেশ)

কালী। বিন্দি, এই চুপ্‌ড়ীটা মাথায় দিয়ে দে, আর এই ওপটো চাকা দে।

(বিন্দু কর্ত্তৃক তথাকরণ)

সাত। ওরে বাবা রে, গেলুম রে।

কালী। চুপ, এখনই কথা শুন্‌তে পেলেই মাথা ভাঙবো, রেগে লাঠি ঠুক্‌ছি। বুঝ্‌তে পাজ

ঠেঙে চাবীর খোলো ভুলিয়ে এনেছি, যদি বিন্দি বেটী টের পায়, তা হলে এখনি রায় বাঘিনীর মত ছুটে আস্‌বে।

(সাতকড়ির প্রবেশ)

সাত। কি দাদা, কি দাদা, সব ঠিক তো?

হল। সব ঠিক। দম্ ফেটে মর্‌ছে, ছটফট কর্‌ছে, এই দেখ, এই দশটাকার নোটখানা আমায় দিয়ে তোমায় ডাক্‌তে পাঠাচ্ছিল।

সাত। তা বাড়ীতে দোর দেওয়া যে, যাব কি করে বল?

হল। দেখ না মজা, ঝুড়ি ঝুলিয়ে দেবে এখন, যেন আরব্য উপন্যাস।

সাত। অঁ্যা! ঝুড়ি করে তুল্‌বে! ভায়া, আমি ঝুড়িতে উঠতে পারবো না,—মেয়েমানুষ, যদি টেনে না তুল্‌তে পারে!

হল। তুল্‌তে পারবে না! ফুলের মতন তুল্‌বে। ও ছেলেবেলা কুস্তি করতো, আজও সকাল বিকেল ২৫।৩০টে ডন্ ফেলে। দাদা, ওঠো ওঠো, শীগ্‌গির ওঠো, ঝুড়ি সাজিয়েছে, দেখ, যেন বাসরঘর!

সাত। আচ্ছা ভাই, তবে তাই উঠি, আর কি কর্‌বো?

(গণক কর্ত্তৃক উপর হইতে ঝুড়ি ঝোলাইয়া দেওন, চাটুর্য্যের ঝুড়িতে উপবেশন ও ঝুড়ীর উত্থান হইয়া অর্দ্ধপথে অবস্থান)

ও বৃন্দে, তোল তোল—

গণ। বৃন্দে তোর বাবা রে শালা! বিবেক করুন গে; আমার ঘরে সিঁধ দেওয়াবে, আমি কি আর ছিরে কামারকে চিনিনি, আমার বাড়ী দেখিয়ে দাও?

সাত। আরে সর্ব্বনাশ হবে, এখনি ধরা পড়ে যাব। তোল, তোল, ঐ কে আস্‌ছে।

(বিন্দুর প্রবেশ)

বিন্দু। খোকাবাবু, তুমি রঙ্গির ঠেঙে বাক্‌স খোলবার নাম করে চাবীর খোলো ভুলিয়ে এনেছ কেন গা? ও তামাসা ভাল লাগে না।

হল। আ মর, ভাল কর্‌তে গেলেম, মন্দ হলো। তোর ঘরে চোর সেঁধিয়েছে, তাই সন্ধান পেয়ে ধর্‌তে এসেছি. ঐ দেখ, দোরে দিয়ে ওপরে গিয়ে উঠে।

বিন্দু। (দেখিয়া) ও মা, স[illegible] ত! ও মা, হবে, চোর—চোর!

সাত। বৃন্দে, বৃন্দে, চেঁচাচেঁচি ক[illegible] না,—চেঁচা চেঁচি করো না, আমিই ঝুল্‌[illegible]

বিন্দু। ও মা, এ কে? চাটুর্য্যে [illegible]কুর? মর[illegible] আমার বাড়ীতে ঝুল্‌ছো কেন?

সাত। ঝুল্‌তে হয়েছে, আর ঝুল্‌ছো কেন[illegible] ভট্‌চাজ ঝুলিয়েছে।

বিন্দু। ঐ যে গো, ঘরের ভেতর আবার [illegible] ঢুকেছে?

গণ। বৃন্দে, বিবেক করুন গে, আমিই আছি[illegible]

হল। ভট্‌চাজ, ভট্‌চাজ, দড়া ছেড়ে দিয়ে খুলে বেরিয়ে পড়, পাহারাওয়ালা বেরিয়েছে।

গণ। অঁ্যা! বলেন কি! বিবেক করুন গে ছাড়্‌লুম। (দড়ী ছাড়িয়া দেওন, সা[illegible] ঝুড়ী সহিত পতন)

সাত। বাবা! ও বৃন্দে, তোমার সঙ্গে হাড়[illegible] ভাঙ্গা পীরিত কল্লুম।

বিন্দু। তবে রে মুখপোড়া বামুন, তুমি পীরি[illegible] করতে এসেছিলে? ছিঃ ছিঃ! ঘেন্নার কথা ঘেন্নার কথা, তোমার গলায় দড়ী জো[illegible] না ঠাকুর?

সাত। এই যে বৃন্দে, এই যে দড়ী জুটেছে।

বিন্দু। তবে ঐ দড়ী গলায় দিয়ে ঝোলো। আ[illegible] তিনকেলে মাগী, আর তুমি তিনকে[illegible] মিন্‌ষে, তুমি আমার সঙ্গে পীরিত [illegible] এসেছ?

সাত। পীরিতের আর বাকী কি বৃন্দে! [illegible] তের আর বাকী কি? ঝুলনযাত্রা [illegible] হয়ে গেল।

(প্রতিবাসিগণের প্রবেশ)

১ম প্র। কি রে, কি রে বৃন্দে, চোর [illegible] ছিলি কেন?

বিন্দু। আমার মনচোর এই ড্যাক্‌রা বামু[illegible] কি না—আমার সঙ্গে পীরিত [illegible] এসেছে। আমার বাড়ীর ভেতর ঐ মুখ[illegible] গণককায় খিল দিয়েছে।

রঙ্গি। তুমি কি করবে? আশ্চর্য্য! এ তোমার উপযুক্ত কথা নয়, তুমি না পার, দেখ, আমি উপায় কর্‌বো।

হল। অ্যাঁ!

রঙ্গি। ভাব্‌ছো, আমি স্ত্রীলোক, কি করবো, আমার বল কত, তুমি জান না, আমার ধর্ম্ম-বল, সত্যবল, কুতজ্ঞতাবল, আমার ইষ্টসেবা, মাতৃসেবাবল, এ সামান্য বিপদকে আমি ভয় করি না, আমার অন্তরে ভগবান্ বলছেন, ভয় কি? আমার অন্তরে ভগবান বলছেন, কৃতজ্ঞতাবলে সুমেরু হেলে যাবে, সাগর জলহীন হবে। তুমি বল্‌ছো বিপদ-সাগর, আমি গোষ্পদ জ্ঞান কর্‌ছি। এস, যদি সাহস থাকে, আমার সঙ্গে এস, আমার বল দেখ্‌বে এস। যাও ঠাকুর, তোমরা বাড়ী যাও, পাব যদি, কুপ্রবৃত্তি ছেড়ো, এস হলধর বাবু, যদি সাহস থাকে এস।

গণ। আরে শোন্, শোন্ ও বেটী শোন্, আজ থেকে তুই আমার মা, তুই যা বলবি, আমি তাই শুনবো, দেখিস।

[প্রস্থান।

১ম প্র। অদ্ভুত বালিকা।

২য় প্র। ও দেবী-অংশ, ও সব কর্‌তে পারে।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

দরদালান।

অন্নপূর্ণা ও শান্তিরাম।

শান্তি। বড় মা দেখসে, গোদের বৌ আইছে।

অন্ন। কবে রে? আমাদের বাড়ী আনিস্‌নে কেন? সে বৌমানুষ, কোথায় রেখেছিস্?

শান্তি। লায়ের মধ্যি আছে, তোমাগার নিতে আইছে, ছোটকর্ত্তা আর তোমারে মোদের ঘরে নিয়ে রাখবো, এখানে থাকতি দেব না, ইভিটেয় থাক্‌লি বেজ্জতি হবা? আমি দেশে চিঠি লেখে ছ্যালাম, আমার ছোট ভাইটে আর দুটো ছ্যালে লা বেয়ে বৌরে আন্‌ছে, তারা বল্‌ছে ছারবা না গেলি খুনোখুনি হবা।

অন্ন। আচ্ছা, এখন তাদের বাড়ীতে নিয়ে আ তখন যাব তার আর কি!

শান্তি। কাটান কথা কইছো, ইভিটেয় তোমাদে থাক্‌তে দেব না, এখনি চল। কি কি ল্যা ল্যাও। আর কি দেবে হরিনামের ঝুলি ল্যাও।

অন্ন। শান্তিরাম, তা আমি মেয়েমানুষ, ঠাকুর পোদের না বলে কি আমি যেতে পারি?

শান্তি। কেনাদের বল্‌বে? তেনারা তোমা পুলিসে দেবার যোগাড় করেছে, আর ছোট কর্ত্তারে পাগলাগারদে ঠেল্‌তি চায়। ল্যা শীগ্‌গির যোগাড় করে ল্যাও, আমি ছোট কর্ত্তারে ভুলায়ে ভালায়ে সাথে লিই, বৌ খিড়কীদোরে আছে, তোমারে সাথে যাবে।

অন্ন। আরে শান্তিরাম কি বলছিস্?

শান্তি। আর বল্‌ছি মোর মাথা! এই যে বিন্দি বৈষ্ণবীর ভিক্ষে ছেলে যে এখন সারজন হইছে, সে বল্‌ছিল, গ্রেপ্তারী পরোয়ান বাইরাবে, আজ বোলে গেল বাইরেছে তারই হাতে আইছে, বলছে যে বৌঠাকু-রণেরে সরায়ে রাখ, আমি সাঁজের বেলা ধর্‌তি যাব।

অন্ন। অ্যাঁ, সে কি রে! ঠাকুরপোকে বল্ গে।

শান্তি। আরে এডা হেব্‌লোর মেয়ে হেব্‌লো দেখ্‌তি পাই, পরোয়ানা বার করেছে কেডা? ছোটবাবু হাকিম সাহেবেরে জানাই-ছিল যে, ম্যাজবাবু আর তুমি, দুজনে মেলে জুলে ছোটকর্ত্তারে বিষ দিয়েছ; ম্যাজবাবুর উকীল সেইখানে ছ্যাল, সে আবার দরখাস্ত করলে যে, ছোটবাবুতে আর তোমাতে বিষ দিয়েছ, দুজন দুজনারে ফাঁসাবার চায়, আর দুজনেই তোমারে ফাঁসাবার চায়। এখন বুঝ্‌ছো, ল্যাও চল চল।

অন্ন। শান্তিরাম, যদি আমি সতী হই, আশীর্ব্বাদ করি, সপরিবারে তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাবে; তোমার দুটী ছেলেকে, ভাইকে, আর বৌমাকে একবার আমার কাছে আন,

আমি একবার দেখ্‌বো। আমি ইষ্টপূজার সময় তোমাদের সপরিবারের মুখ মনে করবো, আর আশীর্ব্বাদ করবো; কিন্তু বাবা, আমার জন্যে ভেবো না, আমি মহাপতকী! আমার পুলিস হওয়াই উচিত! বাপের অধিক খুড়শ্বশুরকে স্বহস্তে বিষ খাইয়েছি।

শান্তি। তুমিও খ্যাপছো না কি? পুলিসে যাবার চাও!

অন্ন। অ্যাঁ! এক মহাপাপ করেছি, আবার পাপ করতে আমায় বলো না। যে শত্রুকে বিষ দেয়, রাজার স্থনিয়মে তার দণ্ড হয়; আমি আমার পরম মিত্রকে স্বহস্তে বিষ দিয়েছি। যে পেটের ছেলের মতন আমি ছাড়া কেউ এনে দিলে খেতো না, যে খিদে পেলে মা বলে আমার কাছে খেতে আসতো, তাকে আমি বিষ দিয়েছি; হরির কৃপায় প্রাণবধ হয় নি, কিন্তু সাধুকে আমি পাগল করেছি! এ মহাপাপের যদি এখানে সাজা হয়ে ফুরোয়, তা হলেও আমি মঙ্গল জানবো।

শান্তি। বড় মা, তোমার পায়ে ধর্‌ছি, এ কি বল্‌ছো—বেভ্রম হবে! তোমার কি দোষ, তুমি কি বিষ বলে জানছিলে,তুমি তো দাউই খাওয়াতে গেছলে। হাদে কত মায়ে যে ছ্যালেরে ভুলে বিষ দ্যাছে, তুমি পাপী হলি কিসে? চল বড় মা, চল।

অন্ন। শান্তিরাম! পাপে মতি দিও না, যদি আমার দোষ না থাকে, রাজার কাছে অবিচার হবে না। রাজা দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, বিচারকর্ত্তা, পরমেশ্বরের প্রতিনিধি। রাজা যদি আমায় পুলিসে নিয়ে যাবার অনুমতি দিয়ে থাকেন, তা হলে আমি পালিয়ে থেকে অনুমতি লঙ্ঘনের চেষ্টা করবো না। রাজার ওপর ভগবান্‌ বিচারের ভার দিয়েছেন; শান্তিরাম! আমি তোমার সঙ্গে পালিয়ে যেতুম, রাজার অনুমতি হেলন কর্‌তুম, যদি ধর্ম্মরাজের কাছ থেকে পালিয়ে থাক্‌তে পার্‌তেম। তাঁর চর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে,তাঁর কাছ থেকে তো পালিয়ে থাক্‌তে পারবো না! আজ বাদে কাল মরতে হবে, তবে দুদিনের জন্যে পালিয়ে থেকে কি হবে?

(হলধর ও বিন্দুর প্রবেশ)

বিন্দু। বৌ ঠাকরুণ, পালাও—পালাও।

হল। বৌদিদি, খিড়্‌কীর বাগানে লুকিয়ে থাক গে।

অন্ন। কেন খোকা ঠাকুর-পো?

বিন্দু। ওগো বলবো কি, পুলিসে ধর্‌তে আস্‌ছে।

অন্ন। আমি শুনেছি, আসুক; আমি যেতে প্রস্তুত।

বিন্দু। ঐ এলো, তুমি একটু লুকুও, তা হলেই সে চলে যাবে। সে আমার ভিক্ষে পুত্র, যার স্কুলের মাইনে তুমি দিতে, সে পারত পক্ষে ধর্‌বে না।

(দিনু ইনেস্পেক্টর ও চাটুর্য্যের প্রবেশ)

সাত। ওগো বৌ-ঠাক্‌রুণ, সর্ব্বনাশ হলো গো।

দিনু। ঠাকুর, তোমার সনাক্ত আমি নেব না। তোমার বাবুদের ডাক, তাঁরা দুজনেই বাড়ী আছেন, আমি দেখেছি। যাও, তাঁদের ডেকে আন, তাঁরা না সনাক্ত কর্‌লে আমি ধরবো না, আমি ফিরে চলে যাব। তুমি জালিয়াৎ, তোমার সনাক্ত আমি নেব না; দুজন স্ত্রীলোক রয়েছে—কাকে ধরবো?

সাত। হ্যাঁ হ্যাঁ—আমি যাচ্ছি যাচ্ছি।

[প্রস্থান

দিনু। হলধর বাবু, কি করেছ? এখনও আমি ফিরে দাঁড়াই, সরিয়ে দাও।

অন্ন। দিনু, তুমি কি বল্‌ছো? তুমি তো আমায় চেনো?

দিনু। কে আসামী চিনি না, কার নামে পরোয়ানা বেরিয়েছে, আমি জানি না।

অন্ন। দিনু, তোমাকে আমি বরাবর সচ্চরিত্র জানি, যার নেমক খাও, তার কাজ কেন কচ্ছো না? তুমি মনে জ্ঞানে জান, আমায় ধরতে এসেছ, তবে কেন ঠাকুরপোদের ডাকছো? আমি ভগবানের সাক্ষাতে মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি যে,আমি জ্ঞানস্বরূপ কখনও পাপ করি নাই,এই এক মহাপাপ করেছি,তার শাস্তি হোক! আমি বিষ জানতুম না, ওষুধ জেনে দিয়েছি বটে, কিন্তু আমি প্রবঞ্চনা করলে আমি সত্যকথা বল্‌তে ভয় পেলুম কেন? যদি সেই মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের মনের বৈলক্ষণ্য

য়েছে ঠাউরেছিলুম, কেন আমি তাঁরে বল্‌লুম ।? কেন ডাক্তার ডেকে তাঁর চিকিৎসার পায় করলুম না? তিনি আমায় বারবার বারণ রেছিলেন যে, বৌমা, যার তার ঠেঙে ওষুধ লা নিও না, যার তার কাছে গোণাগাঁথা রিও না। আমি যদি তাঁর কথা না অবহেলা রতুম, তা হলে এ মহাপাতকে মজ্‌তাম । দিনু, দেখ, তাঁর কথা ঠেলে পাপের চি পুতেছিলুম, ফল ফুলে কত বড় গাছ হয়েছে খ। তুমি মনে জ্ঞানে জান, আমায় ধর্‌তে সছ, তবে কেন নেমকের কাজ করছো না?

দিনু। মা, আমরা পুলিস; আমাদের মনে নে কিছু জানবার যো নেই, জান্‌বার হুকুম ই, জান্‌বার আইন নাই, চুরি ডাকাতি খুন া ধর্‌তে হবে, নৈলে দুর্নাম হবে, কর্ম্ম যাবে, র জ্ঞানে আমাদের কিছু জান্‌বার অধিকার ়। আসুন, আসুন, আপনার ভায়া কোথা? নে সনাক্ত করুন, কাকে ধর্‌বো। ওই যে য়ছেন, চাটুর্য্যে মশাই, এগিয়ে নিয়ে আসুন, কে ওঁরা লুকোচুরি খেল্‌ছেন কেন? খিয়ে দিন কে ওঁদের বৌ।

অন্ন। ঠাকুর-পো, তোমরা এস, আমি মাদের দুভাইকে আশীর্ব্বাদ করে যাই।

(যাদব, মাধব ও চাটুর্য্যের প্রবেশ)

মরা কিছু মনে কোরো না, তোমরা আমার া করেছ, মন্দ কর নাই। এ জন্মে যদি ়ার সাজা হয়, অন্তে ভগবান্ মার্জ্জনা কর্‌- ং করতে পারেন! আমি তোমাদের কোলে ং ক'রে মানুষ করেছি, আমার পেটের ন নাই, তোমরা আমার পেটের সন্তান তুল্য, ়র একটী অনুরোধ রেখো, আমি মলে আগুনে পুড়্‌তে দিও না, তোমরা এক আমার মুখে আগুন দিও, তা নৈলে মাদের অকল্যাণ হবে। মেজবৌ, ছোট- রর সঙ্গে দেখা হলো না! তাদের বলো, র আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি, যেন পাকা চুলে র প'রে নাতির সঙ্গে খেলা করে। আর ার গহনাগুলি ছুবৌয়ে বখ্‌রা করে নিতে আর যা আছে, তিন ভাগ করে, দুভাগ তোমরা দু ভায়ে নিও, এক ভাগ খোকা-ঠাকুর পোকে দিও।

হল। বৌদিদি, বৌদিদি, তুমি ভাব্‌ছো কেন? আমি যেমন করে পারি, তোমাকে খোলসা করে আন্‌বো।

অন্ন। খোকাঠাকুর-পো, তুমি কি মনে করেছ, আর আমি এ ভিটেয় ফির্‌বো? কুলের কুলবধূ হয়ে পুলিসে যাচ্ছি, আর এ প্রাণ রাখবো? আমি অনেক দিন তাঁরে ভুলে সংসার নিয়ে আছি, তিনি কি মনে কর্‌ছেন! আমি তাঁর কাছে যাব।

ইনি। মশাই, মশাই, আপনারা কেউ সনাক্ত করবেন তো করুন, নয় আমি ফিরে গে রিপোর্ট লিখবো যে, কেউ সনাক্ত কর্‌লে না।

যাদ। ইনিই আমাদের বড়বৌ।

দিনু। মাধব বাবু, আপনিও তো সনাক্ত কর্‌তে এসেছেন যে, ইনি আপনাদের বড়বৌ? আপনাদের ছেলাম মশাই,—পুলিসের কাজে অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন দেখি নাই; আর চাটুর্য্যে মশাই, আপনি যদি পরামর্শদার হন, তা হলে আপনার মত মানুষ জেগে নেই।

(কালীকিঙ্কর ও রঙ্গিণীর প্রবেশ)

রঙ্গি। ছোটবাবু, ছোটবাবু, এই দেখ বড় বৌঠাকুরুণকে পুলিসে ধরতে এসেছে, এখনও তুমি পাগল রয়েছ?

কালী। রঙ্গিণি! তবে কি হব, পাগল হব না তো কি হব? তুমি বুঝছ না? পাগল হওয়াই ভাল,—পাগল হওয়াই ভাল। রঙ্গিণি! আমি কাঁদ্‌তে পাচ্ছি না,—কাঁদ্‌তে পাচ্ছি না, বুকটা আমার চেপে ধর,—চেপে ধর,—খুব চেপে ধর; চেপে ধরে একটু চোখ দিয়ে জল বার করে দাও।

রঙ্গি। ছোটবাবু, তুমি দেখছ না, ইনিস্পে- ক্টর এসেছে!

কালী। উহুঁ, জ্ঞান হওয়া ভাল না, জ্ঞান হওয়া ভাল না, সত্য বিষ! সত্য বিষ! পোর্টে মিশিয়ে দেছে। জ্ঞান হলে প্রমাণ হবে, পাগল হওয়া ভাল,—পাগল হওয়া ভাল! এস, এস!

রঙ্গি। ছোটবাবু, স্থির হও, কি সর্ব্বনাশ,

বুঝ্‌তে পাচ্ছ না। তোমার কুলের কামিনীকে ধরে নিয়ে যাবে।

কালী। আমার কি! আমি কুলছাড়া! আমি পাগল! তুমিই বা কি উপায় করবে, আমিই বা কি উপায় করবো? দেখছো না, যাদব বাবু এসেছে মাধব বাবু এসেছে, চাটুর্য্যে মশাই পেছনে আছেন; আমায় যে এখনও বাড়ীতে স্থান দিয়েছে, পাগলাগারদে দেয় নাই, এই ঢের। মাধব, মাধব, এগিয়ে এস, কি করবে কর, ওদিকে কেন? ডুভায়ে ঠাউরে দেখ, কে কোন্ কাজ করবে; আমাকেই বা কে গারদে দেবে, আর বৌমাকে কে পুলিসে দেবে! এস, এস, একটা শলা করে মিটিয়ে ফেল, আপনারা না বুঝতে পার, চাটুর্য্যে মশাইকে জিজ্ঞাসা কর।

[যাদব, মাধব ও চাটুর্য্যের প্রস্থান।

দিনু। মশাই, আপনারা যাচ্ছেন যে? মশাই, আপনারা যাচ্ছেন যে? তবে আমিও চললুম, সনাক্ত না কল্লে আমি গ্রেপ্তার করতে পারবো না। আপনারা সাক্ষী, কেউ সনাক্ত করলেন না।

কালী। রঙ্গিণি, রঙ্গিণি! পালাই চল,—পালাই চল! আজ কাটলো, কাল্ কাটবে কি না জানি না! আপনি বাঁচলে বাপের নাম, পালাই চল—পালাই চল!

[প্রস্থান।

বিন্দু। বড় বৌঠাকরুণ, মুখে অন্ন দাও বা না দাও, এস, স্নান করে ইষ্টদেবতায় নাম করবে এস।

[বিন্দু ও অন্নপূর্ণার প্রস্থান।

হল। রঙ্গিণি! আজ তো কাটলো, কাল কি হবে?

রঙ্গি। আজ যে কাটালে, কালও সে কাটাবে, মানীর মান ভগবান্ রাখ্‌বেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলার সম্মুখস্থ উদ্যান।

ম্যাজিষ্ট্রেট, মেম ও রঙ্গিণী।

ম্যাজি। তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত সাক্ষা[t] করিতে চাহ?

রঙ্গি। মে ইট্ প্লিজ্ ইওর ওয়ারসিপ্।

ম্যাজি। তুমি বাঙ্গালা বোলো, আমি বাঙ্গাল[া] পাঠ করিয়াছি।

রঙ্গি। ধর্ম্মাবতার, আমি জামিন হ'তে এসেছি

ম্যাজি। কাহার জামিন?

রঙ্গি। অন্নপূর্ণা দাসীর, যাঁর নামে আপনি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দিয়েছেন।

ম্যাজি। যে ব্যক্তি শ্বশুরের পোর্ট ওয়াইনে[র] সহিত বিষ দিয়াছিল?

রঙ্গি। ধর্ম্মাবতার, তিনি ওষুধ দিয়েছিলেন।

ম্যাজি। তাহা বিচারের পয়েণ্ট—বিন্দু। তুমি জামিন হইতে চাহ, তোমার বাড়ী আছে?

রঙ্গি। না, আমি মার বাড়ীতে থাকি।

ম্যাজি। তোমার সম্পত্তি আছে? দশ হাজা[র] টাকার কম এ দাবির জামিন হইতে পা[র] না।

রঙ্গি। ধর্ম্মাবতার! আমার অর্থসম্পত্তি নাই।

ম্যাজি। স্থূলসম্পত্তি আছে?

রঙ্গি। না, আমার একমাত্র সম্পত্তি সত্য, আ[মি] আজীবন কখনও মিথ্যাকথা বলি নাই আমার প্রার্থনা, তাঁর পরিবর্ত্তে আমায় বন্দী ক'রে রাখুন।

মেম। এ লেখা তোমার?

রঙ্গি। হ্যাঁ, মেম সাহেব।

মেম। এ কি সত্য ঘটনা লিখিয়াছ?

রঙ্গি। সমস্ত সত্য।

মেম। আমায় এ পত্র লিখিয়াছিলে কেন?

রঙ্গি। আপনি স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের ব্যথা বুঝ[ে]

বেন ; বুঝে আপনার স্বামীকে বোঝাবেন, এই জন্যেই লিখেছিলেম।

ম্যাজি। অন্নপূর্ণা দাসী তোমার কে ?

রঙ্গি। জাতি-সুবাদে তিনি আমার কেউ নন, কিন্তু স্নেহ-সুবাদে তিনি আমার মা। তিনি দেবী, আমার জীবনের আদর্শ।

ম্যাজি। তুমি স্নেহবশতঃ তাহার পক্ষে মিথ্যা কথা বলিতেছ না ?

রঙ্গি। ধর্ম্মাবতার! আমি একজন দেবতার নিকট উপদিষ্ট ; এই দেবী আমার নিয়ত চক্ষের উপর আদর্শ ; আমি মিথ্যা শিখিনে, আমি শিখেছি সত্য ভগবানের স্বরূপ ; মিথ্যাবাদী ভগবানের বিরোধী, আমি শয়নে স্বপনে রাত্রিদিনে গুরু উপদেশে তাঁরে সকল স্থানে বর্ত্তমান দেখি। সত্য বলা আমার বাল্যাবধি অভ্যাস।

ম্যাজি। আমি দেখিয়াছি, মিথ্যাবাদীরাও এইরূপ বলিয়া থাকে ; পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ বলিয়া হলপ করে, আবার তৎক্ষণাৎ মিথ্যা বলে।

রঙ্গি। বিচারপতি! আমার মুখের পানে চেয়ে দেখুন, এতে মিথ্যার চিহ্ন নাই। আপনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি, দুর্জ্জন শাসনের ভার আপনাকে ভগবান্ দিয়েছেন, নয়নপথে আমার অন্তর্দৃষ্টি করুন, মিথ্যার ছায়ামাত্র তথায় নাই। সত্য আমার সম্বল, সত্য আমার সাহস, সেই সত্যবলে আপনার কাছে আবেদন কর্‌তে এসেছি ; নিরপরাধীর মানরক্ষা করুন, অবলাকে আশ্রয় দিন, দুর্জ্জনের মনোভীষ্ট ভঙ্গ করুন, সত্যের গৌরব রক্ষা করুন।

মেম। তিনি কবে বন্দী হইয়াছেন ?

রঙ্গি। তিনি বন্দী হন নাই, পরোয়ানা বেরিয়েছে, বোধ হয় কাল বন্দী হবেন।

ম্যাজি। তবে তুমি জামিন হইতে আসিয়াছ কাহার ?

রঙ্গি। হুজুর, আমার প্রার্থনা, তাঁর পরিবর্ত্তে আমায় বন্দী রাখুন, তাঁকে বন্দী করবার অগ্রে সুযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা এ বিষয় অনুসন্ধান করুন ; যদি মিথ্যা হয়, শাস্তি দেবেন।

(চাপরাসীর প্রবেশ)

চাপ। খোদাবন্দ, এক আদমী হুজুরকা সামনে আওনে মাংতা, ও বোল্‌তা হ্যায়, এ মোকদ্দমাকা ও গাওয়া।

ম্যাজি। লে আও। তুমি কি সাক্ষী আনিয়াছ ?

রঙ্গি। হুজুর, না।

(চাপরাসীর সহিত গণৎকারের প্রবেশ)

ম্যাজি। এ ব্যক্তিকে চেনে ?

রঙ্গি। ধর্ম্মাবতার, ইনি গণক বলে পরিচিত।

গণ। আজ্ঞা বিবেক করুন গে, আর আমি গণক নই, ইনি আমার মা—এঁর আমি ছেলে, বেটী তোর মনে নাই, সে দিন তোরে মা বলেছি।

ম্যাজি। তুমি বিষ বিক্রয় করিয়াছিলে ?

গণ। বিবেক করুন গে, সেইরূপই বটে।

ম্যাজি। আমি হাকিম, আমার সাম্‌নে সতর্ক হইয়া কথা কও, তোমার কথা তোমার বিরুদ্ধে যাইবে।

গণ। আজ্ঞা, হুজুর, বিবেক করুন গে, আমাদের পল্লীগ্রামে ঘর, কিঞ্চিৎ জমীজারাতও রাখি, ফৌজদারী প্রভৃতি জানা আছে ; বিবেক করুন গে, স্বীকার কর্‌লে ম্যাদ হয়, তাও জানা আছে।

ম্যাজি। তবে তুমি স্বীকার করিতেছ কেন ?

গণ। আজ্ঞে, বিবেক করুন গে, একটা মিথ্যাদায়ে এই বেটীই আমায় বাঁচায়। বিবেক করুন—সোজা নয়, চুরির দাবি, দোর ভেঙ্গে গৃহপ্রবেশ, পুলিস সাহেবেরা ডাকাতী বলে সাজাতে পারতেন। ভাব্‌লেম মিথ্যা দায়ে বেঁচে গেলেম, সত্যি দায়ে ঠেকে যদি একজন নিরপরাধীকে রক্ষা করতে পারি, অন্ততঃ এ অধম জীবনে একটা ভাল কাজ করা হবে। যে কাজে ব্রতী হয়েছি, বিবেক করুন্ গে, তাতে তো বংশাবলীতে জেল খরিদ করা আছে। বিবেক করুন গে, প্রপিতামহ ঠাকুর কাজীর কোড়া খেয়ে প্রাণত্যাগ করেন, পিতামহ ঠাকুর নদী সাঁতরে পালাতে গে জলমগ্ন হন, পিতাঠাকুরের দ্বীপান্তরে মৃত্যু ; বিবেক করুন গে, বিষপ্রয়োগটা পূর্ব্বপুরুষ হতে চলে আস্‌ছে কি না, তা আমারও

ঐরূপ সম্পত্তিলাভের বিশেষ অসম্ভাবনা. ভাবলেম, একটা স্ত্রীলোকের মানরক্ষা হোক।

ম্যাজি। আচ্ছা. যদি তোমায় বেকসুর খালাস দিই, তা হলে তুমি পুনর্ব্বার ঐরূপ ব্যবসা করে?

গণ। হুজুর, না। আমি যে দণ্ডের ভয়ে বলছি, এ কথা অভিমান করবেন না, এই বেটীই আমার মাথা বিগড়ে দিয়েছে।

মেম। সে কিরূপ?

গণ। আজ্ঞা, মেম সাহেব, পূর্ব্বে আমার জানা ছিল, মিথ্যাতেই সংসার চলে, সত্য একটা কথার কথা, কিন্তু প্রত্যক্ষ গোটাকতক উল্টোপাল্টা প্রমাণ পেলুম; এই বেটীর কথা শুনে আমার মনে একটা গোলমাল জন্মে গেল; ভাবলেম মিথ্যা ছাড়া আর একটা পথ বুঝি আছে, সেই পথ একবার দেখবো। এ পথে দিবারাত্রি কাঁটার উপর বাস, সর্ব্বদাই ভয়, আর সে পথের আভাস দেখছি, জেলে যাই আর দ্বীপান্তরে যাই, তন্টা ভয় নেই, দিবারাত্রি খোঁচার উপর চলতে হয় না।

ম্যাজি। অদ্য তোমরা গমন কর, আমি যেরূপ হয় করিব।

রঙ্গি। ধর্ম্মাবতার, আমার আর এক প্রার্থনা, যে ব্যক্তিকে বিষ খাওয়ান হয়েছিল, সে বিষের শক্তিতে তাঁর মস্তিষ্ক কিছু চঞ্চল হয়েছে। তিনি দেবতা, তিনি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করবেন। তাঁর ভাইপোরা তাঁকে পাগলা-গারদে দেবার ষড়যন্ত্র করছেন, আমার প্রার্থনা যেন গারদে তাঁরে দেওয়া না হয়।

ম্যাজি। ইহাতে তুমি আপত্তি করিতেছ কেন? যদি মস্তিষ্ক বিকল হইয়া থাকে, তিনি গারদে গেলে আরোগ্যলাভ করিবেন।

রঙ্গি। আমি ব্যতীত কেউ তাঁকে প্রকৃতিস্থ করতে পারবে না।

ম্যাজি। তুমি কি চিকিৎসা বিদ্যা শিখিয়াছ?

রঙ্গি। না।

ম্যাজি। তবে কিরূপে আরোগ্য করিবে?

রঙ্গি। যত্নে। আমি তাঁরে ভালবাসি, তিনি আমার গুরু, ইষ্টদেবতা; তিনি আমার কথা শুনবেন, তিনি আমার কথা শুনে আপনার অবস্থা বুঝবেন, আরোগ্য হতে চেষ্টা করবেন, আরোগ্য হবেন! আমি তাঁরে বিনয় করবো, তিনি আমার কথা ঠেলবেন না, তিনি আমায় ভালবাসেন।

ম্যাজি। কিন্তু অন্নপূর্ণা দাসীর নিমিত্ত ত তুমি স্বয়ং আবদ্ধ হইতে আসিয়াছ, যদি আবদ্ধ করি, কিরূপে তাঁর শুশ্রূষা করিবে?

রঙ্গি। আমি তাঁকে পত্র লিখিব; আমি আবদ্ধ হয়েছি, তিনি জানলে তাঁর মস্তিষ্কের চঞ্চলতা দূর হবে, কিরূপে আমায় উদ্ধার করবেন, তার চেষ্টা পাবেন, তা হলেই তিনি প্রকৃতিস্থ হবেন।

মেম। তুমি এরূপ আশা কর, বালিকা, মিথ্যা আশায় নৈরাশ হইতে হয়, তা কি তুমি জান না?

রঙ্গি। মেম সাহেব, আমার আশা নয়, আমার প্রত্যক্ষ বিশ্বাস। আমি সত্যাশ্রয়ী, সত্যের উপাসনা করি, মিথ্যা বিশ্বাস কখনও আমার হৃদয়ে স্থান পেতো না; আমি বার বার পরীক্ষা করে দেখেছি, সরল অন্তঃকরণে সরল বিশ্বাস কখনও মিথ্যা হয় না।

মেম। তুমি তাঁহাকে ভালবাস, কিন্তু কিরূপে জানিলে তিনি তোমায় ভালবাসেন?

রঙ্গি। আমি ভালবাসা তাঁর নিকট শিক্ষা করেছি, আমার নীরস অন্তঃকরণকে সরস করেছে, কে ভালবাসার বীজ বপন করেছে? তিনি! আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নয়; তিনি ভিন্ন আমার কিছুই নয়; আমার মন নয় তাঁর মন, তাঁর মন দিয়েই তাঁর মন সম্পূর্ণ বুঝেছি; আমার ভালবাসা তাঁর ভালবাসার একটী ক্ষুদ্র বীজমাত্র, সেই বীজ তাঁর যত্নে অঙ্কুরিত হয়ে হৃদয়ে অমৃত ফল ফলেছে।

ম্যাজি। শুনিতেছি, বিষের শক্তিতে তাঁর এরূপ হইয়াছে, আর ঔষধ দ্বারা সে বিষ না হরণ করিতে পারিলে কখনই তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন না।

রঙ্গি। সাহেব, যে মনে চৈতন্য উদয় হয়েছে, সে মন জড় বিষে কতক্ষণ আচ্ছন্ন রাখতে পারে? এ আমার আনুমানিক কথা নয়; শাস্ত্রের উক্তি, পণ্ডিতের উক্তি, প্রত্যক্ষ প্রমাণসঙ্গত।

সাহেব কি শোনেন নি যে, আপনাদের ভিতর অনেক মহাত্মা কথায় রোগ আরাম করেছেন?

ম্যাজি। ওঃ হিপ্‌নটীজম্‌।

মেম। ডিয়ার গ্র্যাণ্টহার পেয়ার, লঙ উইল কিওর ম্যাড্‌নেস।

ম্যাজি। তোমরা যাও, দেখি কিরূপে তোমার সাহায্য করিতে পারি। তোমার নাম, ধাম চাপরাসীকে বলিয়া দাও। ট্রুথ ইস ষ্ট্রেন্‌জার দ্যান ফিক্‌সন্‌।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

গোয়ালবাড়ী।

সাতকড়ি ও হলধর।

সাত। দাদা, তোমার উপর সে দিন থেকে যে আমার কি ভক্তি হয়েছে, তা তোমায় কি বল্‌বো; তা বল্লুম হাঁ, কায়েতের ছেলে বটে, কথায় বলে বুদ্ধিমান শত্রুও ভাল।

হল। দাদামহাশয়, আমি ত মামার ভাতে আছি, আমার উপর এত অনুগ্রহ কেন?

সাত। দাদা, তুমি আমায় বিশ্বাস কর্‌ছো না, আমার প্রকৃতি অতি সরল, আমি আমুদে লোক।

হল। তা এ বছর খুব আমোদে আছ, কি বল? এই আকাল পড়েছে ভূঁইকম্প, মারীভয়।

সাত। ওতে কি আমোদ হবে বল? পল্লীগ্রামে কোথায় কি হচ্ছে, আমার ও রকমে আমোদ নাই!

হল। এতেও বুঝি মন উঠ্‌ছে না দাদা?

সাত। আমার যাতে হাত নেই, তাতে আমার আমোদ নাই। একটা কৌশল করলুম, সরিকান বিবাদ বাধলো, ঝমাঝম মোকদ্দমা মাম্‌লা চল্‌তে লাগলো, দুপক্ষ উস্কাতে লাগলেম, আমোদ হলো। কারুর বৌ ঝি বেরুল, একটা দলাদলি বাধলো, আমোদ হলো। এই বুকের ছাতি ফুলিয়ে গাড়ী চড়ে আফিস চলেছে, সাহেবের কাছে চুক্‌লি করে বেনামি চিঠি লেখা গেল, চাকরী জবাব দিলে, মুখ চূণ করে বাড়ী এল, ছুটে গে আত্মীয়তা কর্‌লুম; গাড়ী ঘোড়া বেচে দিলুম, বাড়ী বন্ধক দেওয়ালেম, একটু আমোদ হলো। দাদা, তুমিও আমার রীতের মানুষ, তুমি ত বুঝ্‌তেই পাচ্ছ, এই সে দিন আমাদের বাঁধিয়ে দেবার যোগাড় করেছিলে, দেখ দেখি, কতটা আমোদ।

হল। হ্যাঁ, তা খুব আমোদ বটে,—খুব আমোদ বটে। দুঃখ রইল বাঁধাতে পারলুম না।

সাত। তা দেখ দাদা, তুমি যে রাগ করে এ কাজটা করেছিলে, তা বুঝেছি, কিন্তু দুটো একটা এম্‌নি কর্‌তে কর্‌তে ও আমোদের জন্যই কর্‌বে; ও রাগ টাগের বড় ধার ধারবে না। আমি তোমার পৈতে ছুঁয়ে বল্‌তে পারি, দুনিয়ার কারুর উপর আমার রাগ নাই, তবে কি জান, একটু আমোদ করা। আর দাদা, কোন্ দিন মর্‌তে হবে, যে কটা দিন আমোদ করে কেটে যায়।

হল। দাদার এ দিকে তত্ত্বজ্ঞানটুকু আছে দেখতে পাচ্ছি।

সাত। আর দাদা, বুড়ো হয়েছি, হবে না, ভাগবত শুন্‌তে যাই, রামায়ণ শুন্‌তে যাই, আমার গায়েনদের আর কথকদের বলা আছে, ঠিক খবর দেবে।

হল। যেখানে হয়, শুন্‌তে যাও নাকি?

সাত। তা যাবই, কিন্তু সব দিন পারি নাই, আর ভালও লাগে না; তবে যে দিন সীতাহরণ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পাশাখেলা, অভিমন্যুবধ হবে, এ কদিন মোকদ্দমা ফেলেও যাব।

হল। দেখ দাদা, তুমি ক্ষণজন্মা পুরুষ।

সাত। তুমিও ক্ষণজন্মা, তোমার যা কৌশল, আমি তোমার কাছে কোথায় লাগি।

হল। দোহাই দাদা, ও গালটা দিও না।

সাত। গাল কি, এ ত সুখ্যাতি; ফন্দীবাজ না হলে ব্যাটা ছেলে?

হল। আর পরের সর্ব্বনাশ নৈলে আমোদ!

সাত। বটে ত, বটে ত, তুমি সুবোধ আছ, ক্রমে

বুঝতে পার্কে, ভায়া বিবেচনা করে দেখ, পরের ভালতে কার ভাল বল? পরের ভাল করে কার বিষয় হয়েছে; কারে দশজনে মেনে চলেছে, ভয় করেছে? পরের ভাল শুনতে ভাল, আপনার ভালই ভাল।

হল। তবে দাদা, তুমি যে আমার ভাল খুঁজছো দেখতে পাচ্ছি, আশীর্ব্বাদ করছ, ক্ষণজন্মা বল্‌ছো।

সাত। এই তো তোমায় বল্লুম, আমি আমুদে লোক, তুমিও আমুদে লোক; তোমার কৌশল কত, তুমি আমার চখে ধূলো দিচ্ছ, বল্‌বো কি দাদা, সে দিন শুয়ে তোমায় কত আশীর্ব্বাদ করেছি, একবার ভাবলেম, তোমায় ডাকৃতে পাঠাই, ডেকে একবার কোলাকুলি করি, সে দিন থেকে তুমি আমায় কিনে রেখেছ।

হল। তা ঠাকুরদাদা, অনেকক্ষণ গৌরচন্দ্রিকা তো কর্‌ছো, এখন পালাটা কি, সুরু কর!

সাত। পালা আর কি, এই সর্ব্বস্ব তোমার।

হল। এমন!

সাত। উপহাস কচ্ছো, কথাটা শোন;—তোমার বড় মামা বুঝেছিলেন যে, দুটো ছেলে বাঁদর হলো; তাই ভাইয়ের নামে সর্ব্বস্ব কর্‌তে চান, তোমার ছোটমামা রাজী হন না, কিন্তু তিনি তা না শুনে তাঁর উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করে, উইল করে যান, যে আমার ভাইয়ের সর্ব্বস্ব আর সেই উইল রেজেষ্টারি আফিসে ডিপজিট রাখেন।

হল। আর দাদা, এ মৎলবটা বার বার কর্‌ছো কেন? ছোট মামার ত এই দশা, বৌদিদিকে কোন্ দিন বেঁধে নে যায়, আর আমি তো পথে দাঁড়িয়েছি, তা দাদা, আমোদটা কাকে নিয়ে কর্‌বে?

সাত। তুমি আমার কথা মিথ্যা বিবেচনা কর্‌ছো, আমার কথাটা কি, একবার স্থির হয়ে শোনো, তার পর যে রকম বোঝ, কর। সে উকীল তার ছেলেকে আফিস দিয়ে দেশে চলে যায়, তার পর তোমার বড় মামার মৃত্যু হলো, উকীলের ছেলে উইলের কথা জান্‌তো না, আর ভাল করে পুরাণো কাগজপত্রও দেখে নি, রেজেষ্টারি আফিসে রসিদখানাও পায় নি, উকীলও শোনেন নি যে, তোমার মামা মরেছে। উকীল ফিরে এসেছে, উইলের রসীদও বার করেছে। তোমার মামাদের বড় বন্ধু ছিল, সে বল্‌লে বিষয়টা বরবাদ যায়, এই উইলের বলে রক্ষা হতে পারে।

হল। তা যদি ছোট মামারই বিষয় হয়, তো আমার কি?

সাত। তোমার কি! ভাইপো দুটো বওয়াটে, তোমার নামে দানপত্র করেছেন।

হল। বুঝেছি ঠাকুরদাদা, বুঝেছি, তোমায় জেলে দিতে গিয়েছিলুম, তুমি আমায় কালাপানি পাঠাবে, একখানা জাল দানপত্র কর্‌তে বল্‌ছো।

সাত। আরে তুমি ভাবছো কেন, আমি তাতে সাক্ষী!

হল। সে দানপত্র কোথায়?

সাত। তোমার ছোটমামা দানপত্র করে দেবেন।

হল। উনি পাগল, ওঁর দানপত্র মঞ্জুর হবে কেন?

সাত। এক মাস আগে ত পাগল ছিলেন না, ভাইপোরা কংগ্রেস কর্‌তে গেল, বার বার বারণ কর্‌লেন শুন্‌লে না; এই রেগে ভাগ্‌নের নামে সম্পত্তি কর্‌লেন।

হল। ঠাকুরদাদা, সাক্‌রেদ কর্‌বে ত একটু একটু করে বুঝিয়ে দাও, একেবারে ভারী পড়া দিলে পারবো কেন বল?

সাত। আজ কি তারিখ, ২রা শ্রাবণ! পাঁচুই জ্যৈষ্ঠীতে তোমার মামা পাগল হন নাই, তারও মস্ত প্রমাণ আছে, সাতুই জ্যৈষ্ঠীতে দুজন মস্ত সাহেব তোমার মামার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসে, তারাও ইলেক্‌টিক্‌টিকি করে;—ইলেক্‌টিক্‌টিকির কথা কইতে এসেছিল, তারা সাক্ষী দেবে যে, তোমার ছোটমামা প্রকৃতিস্থ ছিলেন; আর এ তো জানা কথা যে, ওষুধ বলে বড় বৌঠাকরুণ বিষ দিয়েছিল, তাইতে মাথা খারাপ হ'য়েছে।

হল। তা দাদা, সাক্ষী সমেত ঠিক করে রেখেছ, খালি দলিলখানি জাল করতে হবে, কি বল?

সাত। কিছু না, শুধু রঙিকে হাত কর্‌লেই হলো। চৌঠা তারিখের ষ্ট্যাম্প কাগজ একখানা

হাজার টাকা খরচ করলেই পাওয়া যায়, সে টাকা আমিই গাঁট থেকে খরচ করবো। মনে করো না যে তোমার ঠাকুরদাদা ছেঁড়া পোঁদা, সুদে টুদে খাটিয়ে কিছু করেছি, এ কথা কাউকে বলিনে, তুমি আমার হৃদ্‌বন্ধু, তাই তোমার কাছে ফুট্‌লুম;—আর ষ্ট্যাম্প না পাওয়া যায়, একখানা উইল লিখে নে আপাততঃ সম্পত্তি আটক কর।

হল। তোমার কি দিতে হবে?

সাত। এক্‌টী পয়সা না, আমি তো তোমায় বল্লুম, আমি আমুদে মানুষ; আমোদ হলেই হলো। বিশেষ তোমার টাকা, গোরক্ত ব্রহ্মরক্ত। তবে বিন্দিকে কিছু দিতে হবে, বেশী না, শ পাঁচেক লাগে ত ঢের, তা হলেই রণ্ডি হাত হলো।

হল। রণ্ডি কি করবে?

সাত। তবে আর উইল লেখাবে কে? রণ্ডি ভিন্ন কি এ কাজ হয়? রণ্ডি যা বল্‌বে, ছোটবাবু তাই কর্‌বে।

(শান্তিরামের প্রবেশ)

শান্তি। খোকাবাবু, বিন্দির ভিক্ষে ছেলে খবর আন্‌ছে না কি পরোয়ানা তুলে নেছে, ধর্ম্ম কি নেই, এখনও রাতদিন হতিছে, চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌তিছে, জুয়ার ভাঁটা খেলতিছে।

হল। দিনু কোথা? দিনু কোথা?

শান্তি। সদোরে আছে, তোমায় ডাকতিছে, যাও।

[হলধরের প্রস্থান।

সাত। হুঁ! রণ্ডি বেটী সব পারে, বুঝেছি!

শান্তি। বুঝেছ কচু, আর বোঝবা কি? যা বুঝবার তা ত বুঝে নিয়েছ, বামুনের ঘরেও এমন চাঁড়াল পয়দা হয়।

সাত। শান্তিরাম, তোমার বরাত খুলেছে!

শান্তি। তা ঠাকুর তোমার দর্শনেই বুঝলাম। বোধ হয়, এতক্ষণ ঘরকে চিঠি আসিয়তছে যে, ধানের গোলায় আগুন লেগেছে।

সাত। তুমি ডান হাত পাত টাকা, বাঁ হাত পাত টাকা।

শান্তি। আর দুহাত জুড়ে হাতকড়ি।

সাত। মেজবাবুর কাছে হাত পাত, সেথায় টাকা, ছোটবাবুর কাছে হাত পাত; সেথায়ও টাকা।

শান্তি। আর তোমার কাছে গর্দ্দানা বাড়ায়ে ছুরি।

সাত। তুমি ত বড় বোকা হে।

শান্তি। দেবতা! দেবতা! বামুনের আশীর্ব্বাদে যেন বোকাই থাকি, তোমার মতন শেয়ান না হই। ঠাকুর, এ ভিটের যা করবার, তা ত করেছ, এখন দোসর ভিটেয় যাতায়াত কর, সহুরির মধ্যে ত আরও বড় মানুষের ভিটে আছে।

সাত। শান্তিরাম, আমি তোমায় ভাল কথা বলছিলেম, মনে করছো গ্রেপ্তারী পরোয়ানা কেটেছে, তোমাদের বড়বৌর আর ভয় নাই, আর এদিকে যে খোরাকী রদের নালিস হ'চ্ছে, তার খবর রাখ?

শান্তি। কিসের খোরাকী! ও যায় যাক্। ভিটে বেচে বড়মারে খাওয়াব। আমি আছি, বৌ আছে, দুডো ছ্যালে আছে, ভাইডে আছে, কজনে ভিক্ষা ম্যাগে অ্যানে ও ছোটকর্ত্তারে আর বড় মাকে খাওয়াতে পারবো না? মোরা দুজ্ঞ নারে দ্যাশে নে যাব, তোমার মুখ না আর দেখ্‌তি হয়, কর্ত্তারা স্বর্গে গেছে, তাদেকের পায় আমার কিছু কমি আছে কি?

সাত। আর বদনামের কি ঠাওরালে?

শান্তি। কিসের বদ্‌নাম! সবাই জান্‌ছে, তুমি ভুলায়ে ওষুধ বলে বিষ দেছ।

সাত। শান্তিরাম, তোমায় দুঃখের কথা বল্‌বো কি, আমার ত নাত-বোয়ের ওখানে আসা যাওয়া আছে—

শান্তি। তা নইলে আর এতটা ঘটাবে কিসে।

সাত। কথাটাই শোন!

শান্তি। আর শুন্‌তি চাইনে, তুমি যাও।

সাত। তোমার বাবুরা বড়বৌ ঠাকুরুণের নামে এমন দাগ দেবে যে, তিনি গলায় দড়ি দেবেন; তা তুমি শুন্‌তে না চাও, আমি চল্‌লুম।

শান্তি। তা কি শুনি শুনি,—কও দিনি।

সাত। সে দিন তো তুমি জান, ছোটবাবু তাড়া করলেন, আমি ভয়ে গিয়ে বড় বউ ঠাক্‌রুণের ঘরে লুকুলেম, এই নানান কথা উঠেছে; ছোটকর্ত্তাই তুলেছেন যে, বড়বৌমা ঘরে মানুষ লুকিয়ে রাখে।

শান্তি। দাঁড়া তো বামুন, তোর জিহ্বাটা পুং ছিঁড়ে বার কচ্ছ!

দাত। দোহাই বাবা! আমার দোষ নেই বাবা!

[প্রস্থান।

শান্তি। বারো কুত্তো যদি ফের এ বাড়ী আসবি তো বেহ্মহত্যা মানবো না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দরদালান।

অন্নপূর্ণা, রঙ্গিণী ও বিন্দু।

অন্ন। রঙ্গিণি, চিঠি পড়েছ?

বিন্দু। কিসের চিঠি জান গা, তোমার দেওরেরা বলছে যে, আর খোরাকি দেবো না।

অন্ন। রঙ্গিণি, এই কি? আর কিছু না, চুপ করে রয়েছ যে; সত্যি বল, তুমি কেন কথা কচ্ছ না? আগুনে কাপড় চাপা দিলে ত আগুন নিববে না মা; কি হয়েছে, আমায় বল!

রঙ্গি। মা, তুমি বল, আমি ও কথা মুখে আনতে পারবো না।

অন্ন। বোষ্ণব দিদি, তুমি বলতে ভয় কচ্ছো কেন? কাকাবাবুকে কি ধরিয়ে দেছে?

বিন্দু। না দিদি, কি শুনবে বল, চাটুর্য্যে ছোট-কর্ত্তার ভয়ে তোমার ঘরে লুকিয়ে ছিল।

অন্ন। বোষ্ণব দিদি, বুঝলুম, ভগবান্ ফলদাতা, আমার পাপের ফল ফলেছে!

রঙ্গি। মা, তুমি অমন কথা মুখে এনো না, তোমার পাপ! তোমার দেবদৃষ্টিতে পাপ ভস্ম হয়, তোমার দর্শনে মহাপাপীর পাপ যায়, দরিদ্রের অন্ন হয়, মৃত্যুশয্যায় প্রাণ পায়; তোমার পাপ! এ কথা শুনলে আমার প্রাণ ফেটে যায়, আমার রাত্রিদিন প্রার্থনা, তোমার মত নির্ম্মল প্রকৃতি আমার হয়।

অন্ন। রঙ্গিণি, তুমি বালিকা, শিশির ধোয়া পদ্ম-ফুলের মত ফুটে রয়েছ, তুমি নির্ম্মল, তাই সকলকে নির্ম্মল দেখ। আমি বিধবা হয়ে

রঙ্গ। মা! মা!

অন্ন। তুমি বুঝতে পাচ্ছ না; আমি বিধবা, ভুঁয়ে শুইনে কেন, গো-গ্রাসে হবিষ্যান্ন খাইনে কেন, দেবসেবায়, পতির ধ্যানে দিবারাত্রি থাকিনে কেন; যে ঘরে তিনি থাকতেন, সে ঘরে পরপুরুষকে যেতে দিয়েছি কেন; পর-পুরুষের সঙ্গে কথা কয়েছি কেন; পরপুরু-ষকে দেখেছি কেন? আমার স্বামী নাই, তত্রাচ আমার বলবার জিনিস আছে; আমার গহনা, আমাদের বাড়ী, আমার খোরাকী, আমাদের ঘর; আমার আমার ক'রেই দিন কাটাচ্ছি, তাঁর ধ্যান তো করি নাই।

বিন্দু। বৌঠাকুরুণ, তুমি অমন করছো কেন? উকীল মড়াদের যা বলবে, তাই লিখে দেয়, তোমার কুলাঙ্গার দেওরেরা তোমার গায়ে দাগ দিতে চায়, বলে কি. তোমার গায়ে দাগ লাগবে। চাঁদের গায়ে কেউ কি থুতু দিতে পারে? তোমার শ্বশুর তোমায় খোরাকি দিয়ে গেছে, ওঁরা না বল-লেই না, আমরা বলবো না? আমরা জানিনে যে, ছোটকর্ত্তা তাড়া দিয়েছিল, তাই প্রাণ-ভয়ে এসে মড়া তোমার ঘরে লুকিয়ে ছিল। জজসাহেব তো তোমার দেওরদের মত ঘাস খায় না, তারা সাহেব, তাদের সূক্ষ্ম বিচার।

অন্ন। বোষ্ণব দিদি, তুমি কি মনে কর, এ কালা-মুখ, আমি হাকিমকে দেখাব কি? এই কথা আদালতে গে ঘোঁট করবো? তাঁর নামে অনেক দাগ দিছি; আর কেন?

[গমনোদ্যত।

বিন্দু। বৌঠাকুরুণ, তুমি যাচ্ছ কোথায়?

অন্ন। এক যায়গায় তো যেতে হবে, এখানে তো আর আমার জায়গা নেই।

বিন্দু। চল, আমাদের বাড়ীতে চল।

অন্ন। না বোষ্ণব দিদি, এ অনুরোধ আমায় কোর না, আর আমি লোকালয়ে থাকবো না

রঙ্গি। যাবে যাও, কিন্তু মা, তুমি কুলবধূ।

রঙ্গি। মা, তোমায় কি বলবো; কলঙ্কের ভয়ে কি তুমি কুলবধূর আচার ছাড়তে চাও? মা, আমি বেশী সংসার দেখি নি, কিন্তু যা দেখেছি, যা শুনেছি,যা পড়েছি,তাতে আমার স্থির ধারণা হয়েছে, যে সুকাজ করবে, সে কলঙ্কে না ভয় পায়। মা, দুর্জ্জনের কলঙ্ক নাই, সজ্জনেরই কলঙ্ক।

বিন্দু। রঙি, তুই ঠিক বলেছিস্, চাটুর্য্যে মড়াকে লোক বাড়ী ঢুকতে দেয়, লোক ভয়ে ভয়ে স্তবস্তুতি করে; মনে করে, পঞ্চানন্দ কোন্ দিন ঘাড় ভাঙবে! আর ছোট কর্ত্তাকে কি না বলতো, আর কি না বলে

রঙ্গি। মা, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর; পৃথিবীতে কলঙ্ক কার, যে মন্দ, তার কথা কে আন্দোলন করে? যে বলে,তাকেই লোকে গাল দেয়, তাকেই লোকে মন্দ বলে, মন্দবুদ্ধি সংসার সরলতা বোঝে না, ধর্ম্ম বোঝে না। মা, তুমি ও সব জান, যখন কোন মহাপুরুষ জন্মায়, সকলে তাঁর শত্রু হয়, তাঁরে তাড়না করে, দেশ থেকে তাড়ায়, নামে কলঙ্কের বোঝা চাপায়ে চোর ডাকাতের সঙ্গে দিয়ে শাস্তি দেয়। মা, কেউ কখন কলঙ্কের ভয় করে সত্যের উপাসনা করতে পারে নি, কর্ত্তব্যসাধন করতে পরে নি, ভগবানের কার্য্যে আত্মসমর্পণ করতে পারে নি,মা,তুমি কলঙ্কের ভয়ে কুলবধূর আচার ত্যাগ করো না; আমি তাঁকে ডেকে আনি, তুমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে তাঁকে প্রণাম করে যেখানে যেতে ইচ্ছা হয় যাও।

(কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

কালী। রঙ্গিণি! রঙ্গিণি! আমি কটা বল দেখি?

রঙ্গি। ছোটবাবু, ছোটবাবু, শোন, এখানে সর্ব্বনাশ!

কালী। সর্ব্বনাশ তো হয়েইছে, তা কি আমি জানি নি, ও আর কি শুনবো; তুমি শোন, বল দেখি, বল দেখি? পাল্লে না, বলতে পাল্লে না; আমি দুটো।

রঙ্গি। ছোটবাবু, বড় বৌঠাকরুণ কি বলছেন?

কালী। আমায় বলে কি করবেন, আমায় বলে কি হবে, সে আসুক, তাকে বলবেন, সেও আমি, আমিও আমি, কিন্তু তার কি হ'য়ে গিয়েছে, সে পাগল আমি নই, সে আর এক রকম আমি, আগেকার মত আমি,সে আমি, আমার কাছে এসে বোঝায়, সে আমি আমার কথা শুনতে বলে, রঙ্গিণি! এ আমির কাছে এস না, সে আমি তোমায় পড়াবে, তোমায় আদর করবে, তোমায় ভালবাসবে, তোমার ভালর চেষ্টায় থাকবে, আর এ আমি ভাল না, ভাল না!

অন্ন। কাকাবাবু, আমায় বিদায় দিন; আমি আপনার চরণে বিদায় নিয়ে ইষ্টদেবতার পূজা করি গে।

কালী। বিদেয়, পালাবে! বেশ তো,বেশ তো, চল চল, পালাই চল,—পালাই চল, শীঘ্র চল; সে আমি না আসতে আসতে চল, সে এল বলে, ঐ আসছে, ঐ বলতে বলতে আসছে, ঐ শোন, ঐ বলছে আমার বৌমা; আমার মা, আমার গোকুলচন্দ্র, আমি কোলে ক'রে মানুষ করেছি, আমার বুকের ধন, আমার কোলের ছেলে, ও মা, ও মা, কি হলো!

রঙ্গি। ছোটবাবু, কি করছো?

কালী। বৌমা, বৌমা যাবেন, কোথায় যাবেন, ওঁর যে কেউ নেই, গোকুলকে যমকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব; রঙ্গিণি, তুমি পাগল হতে মানা করো না, বড় যন্ত্রণা!—বড় যন্ত্রণা! পাগল না হ'লে সামলাতে পাত্তুম না! সে আমি গেছে, কেঁদে পালিয়েছে, দুয়োর কেঁদে পালিয়েছে, এস, এস, পালাই চল,—পালাই চল।

[প্রস্থান।

বিন্দু। রঙি, রঙি, যা সঙ্গে যা,—সঙ্গে যা!

[রঙ্গিণীর প্রস্থান।

অন্ন। বোষ্টম দিদি, তুমি যাও, আমার জন্য ভেবো না, তুমি কাকাবাবুকে বলো, আমার আপনার লোক আছে, আমি আপনার লোক দেখতে পেয়েছি, কাকাবাবু যেন নিশ্চিন্ত হন, আমার জন্য না ভাবেন; বোষ্টম দিদি, তোমায় আর অধিক কি বলবো, কাকা-

বাবুকে দেখো, তোমরা ছাড়া
আর কেউ নেই।

বিন্দু। বৌঠাকরুণ, আমি যাচ্ছি, কিন্তু মনের ঘৃণায় হঠাৎ একটা কিছু কোরো না আমি তোমার মুখেই শুনেছি, যে, কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করবার জন্যেই ভগবান পাঠিয়েছেন, যে দিন কর্ম্ম ফুরুবে, সেই দিন ডেঁকে নেবেন। সোণা আগুনে গলিয়ে খাঁটি করে, এ কলঙ্ক আগুনে পুড়িয়ে তোমায় উজ্জ্বল করবে; হরি লজ্জা-নিবারণ, আমি কায়মনোবাক্যে বল্‌ছি, হরি তোমার লজ্জা-নিবারণ করবেন। তুমি সাধ্বী, কলঙ্ক-ভঞ্জন তোমার কলঙ্ক রাখবেন না।

অন্ন। সকল কথাই মনে পড়েছে,—যখন তিনি আস্‌তেন, যেখানে তিনি বস্‌তেন, যেখানে বসে খেতেন, যেখানে আমার সঙ্গে কথা কইতেন, সব আজ আমার চক্ষের উপর আস্‌ছে! না, আর এখানে থাকবো না, এ স্থান আমার নয়, আমি বিধবা, আমি গৃহিণী নহি, তপস্বিনী! তবে গৃহে কেন বাস করবো, তপস্বিনীর বনে স্থান, আমার স্বস্থানে যাই, তপস্যায় তনুত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গিনী হব।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মাধবের বৈঠকখানা।

শান্তিরাম ও মাধব।

শান্তি। মেজবাবু, সর্ব্বনাশ হলো, সর্ব্বনাশ হলো, বড়মা গোস্বা করে বেরোলেন।

মাধ। তা তোর কি?

শান্তি। কুলের বৌ চলি যাতিছে, আর বল্‌তিছ আমার কি?

মাধ। যে বেরিয়ে যাবে, তারে কে কি করবে, আর মানে মানে আপনি বেরুচ্ছেন, এই ভাল, না হলে পেয়াদার হাত ধরে টেনে বার করতো।

শান্তি। মেজবাবু, যোড়হাত করে একটী কথা আপনাকে নিবেদন কচ্ছি, শুনতি পাই, ভ্যান, খাজনা কমাবার চাও, আর ঘরের মধ্যে মোকদ্দমা বেদিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি করতিছ, ভাজেরে গলাধাক্কা দেবে, খুড়ারেও গলাধাক্কা দেবার যোগাড় করতিছ, এটা কি তোমাদের গুণ, না তোমাদের লেখাপড়ার গুণ? আমরা মুরুখ্যু মানুষ, আমাদের মধ্যি এডা হতি পায় না; ঘোয়া কেজিয়া বার করতে দিই? পাঁচজন মুরুব্বি ধরে মেটাত। মার পেটের ভাই, কি খুড়ো জ্যাঠা, এক কাঠা জমি যাস্‌তি চাচ্ছে, মুরুব্বিরি বলে ছাড়ান দে, আমরাও ছাড়ান দিই; পাঁচ বিঘা বেচে এককাঠা বাঁচাবার যোগাড় করি না; আমরা বুঝি কি জান? ভাইডে খেলে কি খুড়োয় খেলে আপনার রক্তের সামগ্রীই ভোগ কল্লে।

মাধ। ভ্যাখ্ ব্যাটা, মুখ সাম্‌লে কথা ক, আমায় লেক্‌চার দিতে এসেছিস্, জুতো খেয়ে দূর হবি জানিস্?

শান্তি। এখানে থাক্‌বে কেডা যে, আপনি দূর করবেন? ছোটকর্ত্তার মায়ায় পড়ি যাতে পারি নে,—তাই তেনারি যখন জায়গা নাই, তখন মোরা কোথায় থাক্‌বো, আমুও আলোয় আলোয় পথ দেখি

মাধ। আরে শোন্ না, রাগ করিস্ কেন?

শান্তি। রাগ করছে কেডা, কোন্ চাঁড়াল; রাগ করতাম বড় কর্ত্তার কাছে, রাগ করতাম গিন্নীর কাছে, রাগ কর্ত্তাম বৌমার কাছে, রাগ কর্ত্তাম ছোটকর্ত্তার কাছে, রাগ করলি এরা মোরে না খেবিয়ে খেতো না, মেজবাবু, তোমার উপর রাগ করবো কি, কোলে কাঁধে নিয়ে মানুষ করেছিলাম, তা মানুষ হলি না, করবো কি? মোদের বরাত!

মাধ। এই নে, এই নে, এই নোটখানা নে।

শান্তি। আচ্ছা নিতেছি, কি বলতিছ শুনি।

মাধ। হাঁরে, রঙি কি করে রে?

শান্তি। বল্‌তিছি,—বল্‌তিছি, আর কি সুধাবে সুধাও।

মাধ। আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিতে

শান্তি। ও কাজটা আমা হতি বড় পাবা না মেজ-বাবু ; রঙ্গিকে তুমি চেন না, ও মৎলব তুমি করো না, ভাব্‌তিছ ছোটঘরের মেয়ে, ছোট-কর্ত্তা আপনার বিটীর মত মানুষ করেছে, রঙ্গির যদি নিশ্বাস পড়ে, যেমন সোণার লঙ্কা ছারখার হয়েছিল, তেমনি তোমরা ছারখার হবে।

[প্রস্থান।

মাধ। আরে শোন্ না,—শোন্ না, এই হাজার টাকা নগদ নে, অ্যাঁ চলে গেল। আমি ত আগেই বলেছিলাম, শান্তে ব্যাটা ভারী পাজী, কৃষ্ণধন বাবু, বল্লে টাকায় কি না হয় ?

(সাতকড়ির প্রবেশ)

সাত। আরে মশাই, তোমার শান্তের‍ও খোসা-মোদ করতে হবে না ; রঙ্গিকে চাও,—রঙ্গি এই তোমার টিনের বাক্সের ভিতর।

মাধ। সে কি ! সে কি !

সাত। এই চাবিটী নাও।

মাধ। তুমি কোথা পেলে ?

সাত। তোমার বড়ভাজ খিড়কী দে বেরুলেন, আমিও তাঁর ঘরে ঢুকলুম। দেখ্‌লুম, চাবির থোলো ভুঁয়ে পড়ে আছে, এই চাবিটী খুলে নিয়ে আর এই বাক্সটী নিয়ে সরে এসেছি।

মাধ। এ বাক্স বৌয়ের ঘরে কি করে এল ?

সাত। আরে, বাড়ী কেন্‌বার সময় বিন্দী ঐ দলীল বাঁধা রেখে দুশো টাকা ধার করে না ? আমিই সে টাকাটা দিইয়ে দিই, টাকা শোধ করেছে, কিন্তু বিশ্বাস করে দলীল আর ফিরিয়ে নেয় নি, এইবার জোর করে গে বাড়ী দখল করুন। তা হ'লে আর যাবে কোথা, ঐ বিন্দীই মেয়েকে নে গে একেবারে বাগানে পৌছুবে।

মাধ। তুমি যে বল্‌চো টাকা দিয়েছে।

সাত। আরে, দখল তো এখন করুন, তার পর মোকদ্দমা করে হেরে হারাব। ও বিন্দী খুব ঘাগী আছে, ও মামলা মোকদ্দমার দিকে যাবে না।

মাধ। তুমি যা জান কর, আমি তো তোমায় বলেছি যে, তোমার উপর সব ভার।

আসুন, একবার উকীলের সঙ্গে পরামর্শটা করে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বিন্দুর বাটীর প্রাঙ্গণ।

বিন্দু ও রঙ্গিণী।

বিন্দু। রঙ্গিণি, মা, আমি হরির কাছে মানত করেছি যে, বড় বৌঠাকুরুণের কাজে প্রাণ দেব, আমার সে মানসিক শোধবার সময় হয়েছে, বড়বৌঠাকুরুণ আর ছোটকর্ত্তা যে কে, তা তুমি কতক জান ; ঠিক জান না। আমাদের বাড়ী ছিল হরিপাল, তুমি কোলে, সে দেড় বচ্ছর ভুগে মরে গেল, চালে খড় নাই, ঘরে চাল নাই, তার সৎকার করবার পয়সা নেই, আমাদের গ্রামে একজন স্ত্রী-লোক বললে, কল্‌কাতায় চল, সে পথ খরচ দিয়ে নিয়ে এল, এনে তুললে কোথায় জান ? সোণাগাছী এক বাড়ীওয়ালার বাড়ীতে।

রঙ্গি। মা, তুমি এ সব পরিচয় আমায় দিচ্ছ কেন ? ছোটবাবু আর বড় বৌমা আমাদের কে, তা কি আমি জানি নে ?

বিন্দু। না, তুমি জান না, স্থির হয়ে শোন, তার পর আমি রাত হতে বুঝতে পাল্লুম যে, কালসাপের গর্ত্তে এসে বাসা নিয়েছি। আমায় কাপড় ছাড়িয়ে ভাল কাপড় পরিয়েছে, ফুলের মালা দিয়েছে, সাবান মাখিয়েছে, চুল বেঁধে দেছে, আমি যত বারণ করি যে, আমি বিধবা মানুষ, এ সব বেশ ভূষা কেন ? ততই বলে, এ কলিকাতায় নোংরা থাকলে পুলিসে ধরে নে যাবে ; যে মাগী আমায় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, সে ঐ বাড়ীওয়ালীর দাসী, তারে দেশে দেখেছিলুম থান কাপড় পরন, এখানে দেখলুম, চুল বেঁধেছে, চুড়ী হাতে দেছে, আমি মনে কল্লেম যে, সত্যিই বুঝি কল্‌কাতার এই চাল। সে রাত্রি তোমায় কোলে করে কি করে বেরিয়ে এসেছিলেম, তা

আমিই জানি, আর ভগবান্ জানেন। পরপুরুষ ছুঁয়েছে, মেরেছে, কামড়েছে, আঁচ্ড়েছে, কিন্তু সূর্য্যদেব সাক্ষী, আমি বহুকষ্টে ধর্ম্মরক্ষা করে পালিয়ে এসেছি। তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় কি না জানি না, কিন্তু এ কথা তুমি বিশ্বাস করো যে, তুমি অসতীর গর্ভে জন্মাও নি।

রঙ্গি। মা, আমিও সূর্য্যদেবকে সাক্ষী করে বলছি যে, আমার মা অসতী, এ কথা আমার ধারণা হয় না; আমার কথা ফুটতে ফুটতে কে আমায় দেবতার স্তব শিখিয়েছিল, কে আমায় ছোটবাবুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল, বড় বৌমাকে কে দেখিয়েছিল?

বিন্দু। আমি সে বাড়ী থেকে কোথায় যাচ্ছি, জানি না; যতক্ষণ জ্ঞান ছিল,ততক্ষণ চলেছি। রাত পুইয়েছে, ফর্শা হয়েছে, কে যেন বল্লে, এটা চাণক, মনে আছে। তার পর জ্ঞান হয়ে দেখি, তোমায় কোলে করে একটী দেবী আমার বিছানায় বসে। তাঁর মুখ দেখেই আমার ভয় দূর হলো, সে দেবী এই বৌঠাকুরুণ। তার পর ছোটকর্ত্তাকে দেখলেম, তাঁর দেবমূর্ত্তি দেখে আমার মনে হলো যে, আমার বাপ, তিনি আমায় মা বলে ডাকেন।

রঙ্গি। মা, মা, সেই ছোটবাবু পাগল হলো! সেই বড় মা চলে গেল! আমরা কিছু কত্তে পাল্লেম না।

বিন্দু। আমি ছ মাস শয্যাগত থাকি, বৌঠাকুরুণ শুচি অশুচি না জ্ঞান করে আমার সেবা করেছেন, সাহেব ডাক্তার দিয়ে ছোটকর্ত্তা আমার চিকিৎসা করিয়েছেন, যেমন মেয়ের ব্যামো হলে খরচ করে, সেইরূপ অকাতরে ব্যয় করেছেন, ভাল হলে আমায় বাসা করে দেন, তিনি একটী দোতালা বাড়ী ভাড়া করেছিলেন, আমি তাঁকে প্রণাম করে এসে খোলার ঘরে রইলেম; তিনি টাকা দিতে চেয়েছিলেন, আমি নিই নে; বড় বৌঠাকুরুণের কাছে দশটী টাকা ধার করে মুড়ি ভাজ্তুম, চিঁড়ে কুট্তুম, চাল ছোলা ভাজ্তুম। ওঁরা কি কর্তেন জান? চাকর দাসী দিয়ে, আমি টের পেতুম না, দোকানকে দোকান কিনে নিতেন। তার পর এই করে কিছু টাকা হাতে হলো, ছোটবাবু কাপড়ের দোকান করে দিলেন!—তাইতে বাড়ী ঘর দোর কর্লুম, আরও দশটাকা হাতে করলুম, দুঃখে সুখে তাই থেকেই চলে যাচ্ছে।

রঙ্গি। মা, তুমি আমায় কি বলছো?

বিন্দু। ছোটকর্ত্তাকে তোমার হাতে দিয়ে গেলুম, আমি বৌঠাকুরুণকে খুঁজে তাঁর কাছেই থাক্বো, আমি চল্লুম, আর দেখা হয় কি না?

রঙ্গি। মা, তুমি সঙ্গে তো কিছু নিলে না, এক কাপড়ে চল্লে?

বিন্দু। বড় বৌঠাকুরুণ এক কাপড়ে বেরিয়েছেন, আমিও এক কাপড়ে চল্লুম। বাড়ীখানি রইলো, তুমি খুঁটে খেতে পার্বে, আমার যা রইলো, এই আকাল পড়েছে, কাঙ্গাল গরিবদের খাইও।

রঙ্গি। মা, আর কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে না?

বিন্দু। প্রাতর্ব্বাক্যে বেঁচে থাক, যদি বড় বৌঠাকুরুণকে ফিরিয়ে আন্তে পারি, তা হলে ফির্বো, নইলে এই শেষ।

রঙ্গি। মা, তোমার কথা আমি মাথায় করে নিলুম। আশীর্ব্বাদ কর যেন ছোটবাবুকে ভাল কর্তে পারি।

বিন্দু। আসি মা!

রঙ্গি। এস মা। [বিন্দুর প্রস্থান।
সূর্য্যদেব, আমারও প্রতিজ্ঞা শোন, যদি ছোটবাবুকে ভাল কর্তে পারি, তবেই অন্নজল মুখে দেব, নচেৎ আজ থেকে আমি অনশনে প্রাণত্যাগ কর্বো।

(গণককারের প্রবেশ)

গণ। ওরে বেটী, দিদি-মা কোথা গেল রে?

রঙ্গি। কেন?

গণ। আরে, তোদের বাড়ী দখল করবে।

রঙ্গি। করুক্, আমার বাড়ী-ঘরে দরকার নাই।

গণ। দরকার নেই তো আমায় দে।

রঙ্গি। নাও, তুমি একটু দাঁড়াও,মার বাক্সটা বার করে নিয়ে আসি।

গণ। আরে শোন, শোন।

রঙ্গি। আমি আসছি।

[প্রস্থান।

(দিনুর প্রবেশ)

গণ। ও ইন্‌স্পেক্টর বাবু, ও ইনিস্পেক্টর বাবু, কিছু খবর রাখেন না কি ?

দিনু। ঠাকুর, তোমার ব্যাপারখানা কি বল দেখি, ম্যাজিষ্ট্রেট ভাল, তা নৈলে তোমাকে শ্রীঘর দেখিয়েছিল, তুমি যে কবুল দিতে গেলে কি সাহসে ?

গণ। ও একটা অমন আছে !

দিনু। বললে না ? আমার ওপর তদারকের ভার আছে, তোমায় যদি গ্রেপ্তার করি ?

গণ। তা বিবেক করুন গে, এ পথ ফাঁসীকাষ্ঠ ধ্যান করেই হয়েছে। ওতে আমি ভয় পাইনে। তবে শনি মঙ্গল বারের মড়া, আর আমি আচার্য্য-বামুন, দোসর নেব ; বৌটা বেঁচে যাবে, এই আমার মনন।

দিনু। তোমার ভয় নাই, ও মাম্‌লা একরকম গুলিয়ে যাবে।

[দিনুর প্রস্থান।

(বাক্সহস্তে লইয়া রঙ্গিনী ও হলধরের প্রবেশ)

রঙ্গি। হলধর বাবু, আমার একটী কাজ কর্‌বে ? এই বাক্সতে কিছু টাকা আছে, যারা খেতে না পায়, তাদের দাও।

হল। এ কার টাকা ?

রঙ্গি। আমার মার টাকা. তিনি গরিবদের খাও-য়াতে বলেছেন। (গমনোদ্যত)

হল। রঙ্গিণি, কোথায় যাও ? মেজদা তোমা-দের বাড়ী দখল কর্‌বে।

রঙ্গি। আমি গণক মশায়ের কাছে শুনিছি।

হল। এতে কত টাকা আছে ?

রঙ্গি। তা আমি জানিনে, এই চাবি লাগান আছে, খুলে দেখো, আমার মার যা ছিল, তাই।

হল। আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে, তোমার মা কোথায় ?

রঙ্গি। যদি দিন পাই, তোমায় সব বলবো, আমার এখন অবকাশ নেই। আমি অনেকক্ষণ ছোটবাবুকে ছেড়ে এসেছি, আমি তাঁর কাছে চল্লুম।

গণ। বলি টাকাত অতিথি-সেবায় দিলি, আর বাড়ীখানা কি সত্যি সত্যি আমায় দিলি না কি ?

রঙ্গি। হাঁ, হলধর বাবু, তুমি শুনে রাখ, আমি বাড়ী ওঁকে দিয়েছি। এই চাবি নাও।

[চাবি দেওন ও প্রস্থান।

হল। হ্যাঁ ভট্‌চাজ্, ব্যাপারটা কি ?

গণ। রসো রসো, বিবেক করুন গে, ঘোর রজনী।

হল। আরে ঠাকুর, কি ভণ্ডামো কর্‌ছো ?

গণ। এই চক্ষু দুটো রগড়ালেম, স্বপ্নই হোক আর জাগ্রতই হোক্, দিন বল্‌তে হয়, আর একেও বিবেক করুনগে, হলধর বাবু, বল্‌তে হয়।

হল। ও ঠাকুর, কি গাঁজাখুরি ক'চ্ছ ? বল না কি হয়েছে ?

গণ। তা বিবেক কর গে, আপনি ত হলধর বাবু ?

হল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ন্যাকরা রাখ না, ঠাকুর, আমি ও সব বুঝি।

গণ। বোঝেন, যদি তো বোঝেন, আমি খবর দিতে এলুম যে, তোমাদের বাড়ী মেজবাবু দখল করবে, ও বেটী বল্‌লে, তোমায় বাড়ী দিলুম, তার পর বাড়ীর ভেতর গেল, টাকার বাক্স নিয়ে এল, তা ত প্রত্যক্ষ জানেন, আপনাকে দিলে ; আমায় বোঝাতে বল্‌ছিলেন, আপনি এখন বোঝান।

হল। তাই ত, এ ব্যাপারখানা কি !

গণ। এর মীমাংসা দু তিন রকমে হয়। এক আপনি পাগল,আমি পাগল, ও বেটী পাগল। আর এক আপনি স্বপ্ন দেখ্‌ছেন, আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, এ দিক দিয়ে এক রকম হয়। আর যা হয়, তা স্বপ্নেরও বাবা, পাগলেরও বাবা।

হল। সে কি ?

গণ। শান্তিরামের ঠেঙে শুন্‌লুম, তোমাদের বড়-বৌঠাকরুণ বিবাগী হয়ে চলে গেছেন, এর মা বেটী যদি খামোকা খামোকা তার পেছু পেছু বিবাগী হয়ে ছুটে থাকে, আর এ তো শুন্‌লেন, আপনার ছোটমামার কাছে গেল। এক আপনার ছোটমামা সার, আর সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্‌লে।

হল। তাই তো ভট্‌চাজ, এমন কি হয় !

গণ। আর তো এই হলো। হলধর বাবু, আমার একটা প্রতিজ্ঞা শুনুন, আপনার দাদাই হোন

আর পীরই হোন, এ বাড়ী যে কেউ দখল করবেন, তা তো আমার প্রাণ থাকতে হচ্ছে না।

হল। তুমি কি করবে?

গণ। ও আমার মার বাড়ী, মাকে ফিরিয়ে দেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কালীকিঙ্করের বৈজ্ঞানিক গৃহ।

কালীকিঙ্কর ও রঙ্গিণী।

কালী। সব তো শুনলুম, এখন তুমি বাড়ী যাও।

রঙ্গি। তোমায় কার কাছে রেখে যাব?

কালী। তবে থাক। তুমি কতদিন পাগল হয়েছ?

রঙ্গি। আমি পাগল হই নি।

কালী। আমার একটী কথা শুন, আমার ব্যথা লাগে না; তলোয়ারের চোট মার, ব্যথা লাগ্‌বে না; কোলের ছেলে না খেতে পেলে সামনে মার, ব্যথা লাগবে না; পৃথিবী শ্মশান হ'লে ব্যথা লাগে না; এক যায়গায় ব্যথা আছে, এক যায়গায় ভাবনা আছে, আমি আর কিছু ভাবিনে,—কিছু ভাবিনে, তার জন্য ভাবি, কেন বল্‌তে পার, এ ভাবনা যায় কিসে বল্‌তে পার? তুমি চক্ষের উপর থাকতে যাবে না, তুমি দূর হও।

রঙ্গি। ছোটবাবু, মনুষ্যত্ব হারিও না, তুমি একটু চেষ্টা কর, এখনি আরাম হবে।

কালী। মিথ্যাবাদী নও জানি, মিথ্যা বল্‌ছো না জানি, বুঝতেও পারি, আরামও হয়, তবে পাগল আরাম হয় না কেন জান?

রঙ্গি। তবে তুমি আরাম হচ্ছো না কেন? ছোটবাবু, আমার এই অনুরোধটী রাখ, তুমি আরাম হও।

কালী। আরাম হই নি কেন জান? আগে কেন পাগল হয় শোন, পুত্রশোকে পাগল হয়, ভাল হলে তার ছেলেকে মনে পড়বে, যন্ত্রণায় প্রাণ বেরবে, তাই পাগল থাকে; সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পাগল হয়, ভাল হয়ে দেখবে আশ্রয়হীন, প্রাণের মমতা থাক্‌বে না, পেটের ছেলে খুন করতে এসেছে, ভাতের সঙ্গে বিষ দিয়েছে, ভাল হলে মনে পড়বে, আবার পাগল হবে, মরতে চাইবে না, যন্ত্রণা সঙ্গে থাক্‌বে, অকৃতজ্ঞতা বিষ, রাবণের চুলির মত জ্বলে, মলেও চুলি জ্বল্‌তে থাকে, জ্বালা নেবে না।

রঙ্গি। ছোটবাবু, সংসারে যদি অকৃতজ্ঞতা না থাক্‌তো, তা হলে কৃতজ্ঞতার আদর কিসের? অধর্ম্ম যদি না থাক্‌তো, তবে ধর্ম্মের আদর কিসের? অসত্য যদি না থাক্‌তো, তা হলে সত্যের আদর কিসের? ছোটবাবু, আমার কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা, যদি আপনি একদিন ভাল হয়ে তার পরদিনেই মৃত্যু হয়, সেও ভাল, অচৈতন্যাবস্থায় মরবে, এই কি তোমার ইচ্ছা? পাগল হয়ে মরবে, এই কি তোমার ইচ্ছা? পশু-মৃত্যু মরবে, এই কি তোমার ইচ্ছা?

কালী। যা যা, কালকের ছুঁড়ী আমায় লেক্‌চার দিতে এসেছে; দূর হ, কেন আর যন্ত্রণা বাড়াস?

রঙ্গি। আমি তো তোমায় বলেছি, আমি যাব না।

কালী। আচ্ছা, তুমি খেয়ে এলেই আমি ভাল হব।

রঙ্গি। ছোটবাবু, তুমি মনে করেছো, আমি গেলেই তুমি সরে যাবে, না? আমায় মা ডেকেছিলেন, তাই একবার গিয়েছিলুম, আর তোমার কাছ থেকে যাব না; যাতে তুমি ভাল হও—আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই, ব্যারাম নাই, মৃত্যু নাই, তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাক্‌বো, বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি, ছোটবাবু, বলতে পারিনে, তোমার যন্ত্রণা এর চেয়ে বেশী কি না; আমারও বড় যন্ত্রণা, কিন্তু দেখ, আমি পাগল হব না, তুমি না যদি ভাল হও, তা হলে আমার এ যন্ত্রণা রাবণের চিতার মত জ্বলুক, আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা। করি তোমার যন্ত্রণায় ভয়, তাই তুমি আরাম হচ্ছো

না, কিন্তু তোমার শিক্ষায় আমার যন্ত্রণায় ভয় নাই, যন্ত্রণাই আমার আনন্দ।

কালী। ভাল হয়ে কি করবো?

রঙ্গি। অনেক কাজ আছে, পৃথিবীর অনেকের উপকার হবে।

কালী। তাতে আমার কি?

রঙ্গি। ছোটবাবু, এ কথার উত্তর তুমি আমায় শিখাও নি, পরোপকারে কি লাভ, তা তুমি আমায় শিক্ষা দাও নি! সত্য বলতে, ধর্ম্মপথে চলতে, পরোপকার কর্‌তে, তুমি বলেছ, তাই করি; আর তুমি বলেছ, যে লাভালাভ বিবেচনা করে, সে ধর্ম্মপথে চল্‌তে পারে না, সত্য বল্‌তে পারে না, পরোপকার কর্‌তে পারে না; আমি তাই শিখেছি, এর লাভালাভ আমি শিখিনে, লাভালাভ আমি জানিনে।

কালী। ভাল হব?

রঙ্গি। হ্যাঁ।

কালী। তুমি সত্যি সত্যি বল, আমি ভাল হয়েছি।

রঙ্গি। আমি সত্যি বল্‌ছি, তুমি ভাল হয়েছ।

কালী। আমি ভাল হয়েছি, আর আমি পাগল নই।

রঙ্গি। ভগবান্ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌লেন, এতদিনে আমার কাজ ফুরুল, আমায় রাঙ্গাপদে স্থান দাও। (মূর্চ্ছা)

কালী। রঙ্গিণি, রঙ্গিণি! কি কর্‌লে, এই জন্য আমায় ভাল ক'রলে?

রঙ্গি। (উঠিয়া) না না, এখনও কাজ রয়েছে, ছোটবাবু, তুমি ভেবো না, আমি মরিনে!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৃষ্ণধন বসুর বাটীর বারান্দা।

কৃষ্ণ। আমিও চিঠি পেয়েছি; উইল সত্যি হলেই তো দুজনে ফাঁকে পড়লেম।

সিদ্ধে। আর সত্যি হলে কি বল্‌ছো! রেজেষ্ট্রারের কাছে ডিপোজিট (Deposit) ছিল, তিন বৎসর হয়ে গেলেও একটা আপত্তি হতে পারতো, কদ্দূর টিক্‌তো বলা যায় না, এই সবে দুবচ্ছর দশমাস হয়েছে।

কৃষ্ণ। এখন উপায় কি?

সিদ্ধে। তোমার তো উপায় যা হোক, এক রকম করেছ, আমি যে অৰ্দ্ধেক সেয়ার (Share) বাঁধা রেখে, ঘর থেকে খরচা দিয়েছি।

কৃষ্ণ। আর আমিই বুঝি খরচা পেয়েছি? তুমিই তো ইন্‌জংসন্ (Iniunction) বার করে নগদ টাকা আটক করেছ; তোমারও যে দশা, আমারও সে দশা।

সিদ্ধে। আচ্ছা, ডোকে কিছু কব্‌লালে হয় না?

কৃষ্ণ। ভাই, তোমার আমার মতন কটা এটর্ণি পাবে? তা হলে ভাবনা কি ছিল বল, আমাদের মতন হলে কৌন্‌সুলীর অন্ন খায় কে?

সিদ্ধে। একবার চেষ্টা করলে হয় না?

কৃষ্ণ। তুমি কি মনে কর, আমি কসুর করেছি? তোমার সঙ্গে না পরামর্শ করেই অৰ্দ্ধেক দিতে চেয়েছি।

সিদ্ধে। তা কি বল্‌লে?

কৃষ্ণ। ঐ চাটুয্যে আসছে, চাটুয্যের কাছে শোন।

(সাতকড়ির প্রবেশ)

চাটুয্যে। মশাই, ডো কি বলেছে বল।

সাত। আরে মশাই, ডো ব্যাটা ভারী পাজী, বললে, সমস্ত ভারতবর্ষের টাকা দিলেও অন্যায় কার্য্য কর্‌তে পার্‌বো না।

কৃষ্ণ। ব্যাটা কি হিপক্রীট (hypocrite) দেখেছ!

সাত। মশাই, একা ওঁকেই বছো কেন, ঠক বাছতে গাঁ উজোড়। মিষ্টার টি রের মতন কৌন্‌সুলী, আপনাদের মতন উকীল, অমন সরল অন্তঃকরণের লোক কজন পাবেন বলুন? দেখেছেন, ক'ব্যাটা কৌন্‌সুলী দুপক্ষ খায়? আর উকীল ব্যাটাদের ঢুয়ো হয়েছে কি জানেন, যে আমরা জোচ্চুরী নিবারণ করবো হলপ করেছি। বিচারের সহায়তা করা আমাদের কাজ। রাণীর আইন শ আমা-

ন্দের ধর্ম্ম। এই এমন সব বেকুবদের আপনি কি বোঝাবেন?

সিদ্ধে। বেকুব নয় হে—বেকুব নয়, বেশী খাই, বুঝতে পার না?

সাত। আজ্ঞা না, বেকুবই বটে। অনেকে মিথ্যা মোকদ্দমা জানলে নেয় না; না হলে আপনাদের অনুগত হয়েছে কিসে, আপনাদের গুণে না?

কৃষ্ণ। আচ্ছা চাটুয্যে, তুমি একটা মৎলব বার কর, এখন কি করা যায়, যথাসর্ব্বস্ব বাঁধা দিয়ে ঘর থেকে টাকা বার করে আউট-পকেট দেওয়া গেছে।

সাত। বড় শক্ত ব্যাপার! বড় শক্ত সমিস্যা! ডো ব্যাটা কি কম পাজী, মেডিকেল বোর্ডেতে (Medical board) একজামিন (examine) করিয়ে সার্টিফিকেট (Certificate) নিয়েছে যে, ছোটকর্ত্তা পাগল নয়। আর আপনাদের ঘরের ঢেঁকি কুমীর, মিষ্টার গুঁই আর ডি, দু জনে তার যোগাড় করেছে।

সিদ্ধে। ওহে, তখন তোমায় বল্লুম যে, দুটোকে কিছু কাঁটাপোঁটা খেতে দাও।

কৃষ্ণ। তা হলে কি হতো, মেডিক্যাল বোর্ড আর ডো বসাতে পারতো না?

সাত। তবু দুটো বিলেতফেরা ডাক্তার হাতে থাকতো। তা দেখুন, একটা ভাবছি যদি হয়।

উভ। কি? কি?

সাত। ঐ কালীকিঙ্কর আদালতে আনাগোনা করতে পারবে না বলে, ঐ হলধরটার নামে মোক্তারনামা দিয়েছে, তাকে যদি বাগিয়ে কিছু করতে পারেন।

কৃষ্ণ। সে তোমায় করতে হবে।

সিদ্ধে। চাটুর্য্যে, তোমার হাতেই আমাদের মরণ বাঁচন।

কৃষ্ণ। কিন্তু ডো থাকতে হলধরকে দিয়ে যে কিছু হয়, এমন তো আমি বুঝি না।

সাত। আর ব্রহ্ম-অস্ত্র, যদি রঙ্গিকে হাত করতে পার; তা হলে ডোই বলুন, আর সোই বলুন, কালীকিঙ্করকে ওঠাবে বসাবে।

সিদ্ধে। শুনতে পাই, বুড়োর ওর ওপর ভারি আসনাই।

কৃষ্ণ। আমাদের মিছে বলছো, সব তোমারই করতে হবে।

সাত। উটি আমার কর্ম্ম নয়। ও ছুঁড়ী যে কে, আমি কিছু বুঝলুম না; তবে হলধরকে দিয়ে যদি আপনারা পারেন।

(যাদব ও মাধবের প্রবেশ)

মাধ। মশাই, সর্ব্বনাশ হলো!

কৃষ্ণ। তোমরা জোচ্চোর, জোচ্চোরের সর্ব্বনাশ হবে না তো কি? বিষয় নাই, আশয় নাই, পার্টিসন সুট (Partition suit) করতে গেলেন; দুজন এটর্ণির সর্ব্বনাশ করেছ, তা জান?

যাদ। মশাই, শুনতে পাচ্ছি, আমাদের নামে ক্রিমিনেল ওয়ারিণ (Criminal warrant) বেরুবে।

সিদ্ধে। তোমাদের ক্রিমিনেল জেল (Criminal Jail) হওয়াই উচিত।

কৃষ্ণ। যাও, তোমরা দু'জনেই শ্বশুরবাড়ী যাও, স্ত্রীর গহনা সব নিয়ে এস, আর নোর সিন্দুক খুলে দেখ গে, জহরৎ ফহরৎ কি আছে।

মাধ। মশাই, নোর সিন্দুক খুলে, যা ছিল, সব তো এনে দিয়েছি।

যাদ। বড়বৌর গহনার বাক্সো শুদ্ধ তো আপনারা নিয়েছেন। একটা রূপোর ঘড়ী, পোকরাজের আঙটী পর্য্যন্ত বাড়ীতে নেই।

কৃষ্ণ। দেখ, রঙ্গিদের বাড়ীটে ছেড়ে দাও গে যাও।

মাধ। আজ্ঞা, সেও তো আপনার কাছে বাঁধা।

কৃষ্ণ। আমি সে ছেড়ে দিচ্ছি। আমি তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই, তুমি দেখা করিয়ে দিতে পার?

মাধ। আজ্ঞা, সে আমি কি করে দেখা করিয়ে দেব?

সিদ্ধে। তুমি পার?

যাদ। আজ্ঞা না।

কৃষ্ণ। তবে তোমরা দু'ভাই দূর হয়ে যাও।

মাধ। মশাই, ওয়ারিণ হবে শুনছি, জেলে নিয়ে যাবে।

সিদ্ধে। যাও, তোমরা শ্বশুরবাড়ী যাও; স্ত্রীর গহনা টহনা নিয়ে এস, আর শ্বশুরকে বলে যা খরচপত্র পাও, নিয়ে এস।

যাদ। আজ্ঞা, সে কিছুই পাব না, আমার শ্বশুর দেবেন না। জানানার বার হতে চায় নি বলে আমাদের পরিবারদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম, তাইতে শ্বশুর বড় রেগেছেন; মোকদ্দমা হওয়া অবধি দু বার তিন বার আনতে পাঠিয়েছি, পাঠান নি।

কৃষ্ণ। ফুল (Fool)! তোমার ?

মাধ। আজ্ঞা,আমার শ্বশুরও যে, ওরও সে,তাদের দু বনের সঙ্গে আমাদের দুজনের বে হয়েছে।

কৃষ্ণ। তা হলে গহনাগাটি খরচাপাতি কিছুই আনতে পারবে না ?

মাধ। কোথায় পাব বলুন।

কৃষ্ণ। রঙ্গির সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারবে না?

মাধ। কাকাবাবু তাকে বাগানে রেখেছেন; ডাক্তারে চিকিৎসা ক'চ্ছে, আমাদের সেথা যাবার যো নেই।

কৃষ্ণ। দূর হও,—এখান থেকে।

মাধ। মশায়, জেলে গেলে আর বাঁচবো না, পাথর ভেঙ্গেই মরে যাব।

কৃষ্ণ। ত্যক্ত করো না, বেরিয়ে যাও।

যাদ। মেজ দা, চক্ষু খুলেছে কি ?

মাধ। খুলেছে;—এখন আর কি হবে ?

সিদ্ধে। বেরিয়ে যাও,—বাইরে গিয়ে চোখ ফুটো-ফুটি খেল গে।

মাধ। মশাই, রক্ষা করুন।

যাদ। মেজদা, আর ইজ্জত খোয়াচ্ছ কেন?

মাধ। যাদব, কোথায় যাব—কি করবো?

যাদ। কাকাবাবুর পায়ে পড়িগে চল।

মাধ। যেদো, ঠিক বলেছিস্।

[উভয়ের প্রস্থান।

সিদ্ধে। ওহে, ওদের রিভারসনেরি রাইট (Reversionary Right) লিখে নিলে হতো না ?

কৃষ্ণ। মন্দ বল নাই।

সাত। আরে মশাই, আপনিও যেমন, ওদের খুড়ো মুখ দেখে না, বিষয় দিয়ে যাবে।

কৃষ্ণ। অত করতেও হবে না, সম্পত্তিই না হয় ছাড়িয়ে নেবে, আমাদের পাওনা তো ঘুচবে না।

সিদ্ধে। আর একটা বাঁধন দিয়ে রাখলে হতো।

কৃষ্ণ। তাও কোন্ হাতছাড়া হয়েছে? কল্লেই হবে! চাটুর্য্যে, রঙ্গির উপায় কি বল ?

সাত। সে আপনাদের হাত।

কৃষ্ণ। ডিনার রেডি, (Dinner ready) ওঠো।

সাত। আমিও আসি।

কৃষ্ণ। আচ্ছা।

[উভয়ের প্রস্থান।

সাত। আমার ইচ্ছা,ভট্চাজ যেমন কবুল দিয়েছে, তেম্নি গে কবুল দিই। আমায় ছাড়বে না; না ছাড়ে, আর ক'দিনই বা বাঁচবো? না হয় আমায় শুদ্ধ জেলে দিবে। চক্ষের সুখ তো করবো, আর, বেশ হয়, রোজার ঘাড়ে বোঝা, উকীলের জেল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কালীকিঙ্করের উদ্যানসম্মুখ।

কালীকিঙ্কর, যাদব, মাধব ও শান্তিরাম।

মাধ। কাকাবাবু, রক্ষা করুন।

কালী। তোমার কি কথা? ভায়ে ভায়ে মিল হয়েছে যে দেখ্ছি।

মাধ। কাকাবাবু, মাফ করুন। পরের পরামর্শে করে ফেলেছি, দুভায়ে বুঝতে পারি নি।

কালী। পরের পরামর্শে ভাইকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা করেছ, খুড়োকে বিষ দিয়েছ, বড় ভাজকে বাড়ী থেকে তাড়িয়েছ, আর আপনার লোকের পরামর্শ বালককাল থেকে শুনেও বোঝ নি যে, এ সব কুকাজ। পরের পরামর্শ শোন নি, আপনাদের পরামর্শে এই সব কাজ করেছ; পরকে দুষো না,তোমাদের স্বার্থপর মনের পরামর্শ শুনেছ। ভেবেছিলে

সকলকে বঞ্চিত কর্‌বে। যে মরুক, যে চলে যাক, যে পা'ল গোক, তা তোমাদের কি, আত্মসুখই সুখ।

যাদ। কাকাবাবু, কাকাবাবু, বুঝতে পারি নি।

কালী। বুঝ্‌তে পার নি কেন, সমস্তই বুঝ্‌তে পেরেছিলে। আপনার পায়ে কাঁটা ফুট্‌লে অস্থির হও, যারে বুঝ্‌তে পার নি যে পরকে বিষ খাওয়ালে তার যন্ত্রণা হবে, বুঝ্‌তে পার নি অনাথা বিধবা অন্নাভাবে পথে পথে বেড়াবে? রাজরাণী থেকে ভিখারিণী হবে? তাতে তার কষ্ট আছে, এ কথা বুঝ্‌তে পার নি? জেলের ভয়ে অস্থির হয়ে আমার পায়ে ধরতে এসেছ, সেই জেলে মাতৃবৎ বড় ভাজকে পাঠাবার চেষ্টা করেছিলে! বুঝ্‌তে পার নি যে, জেলে কষ্ট আছে—গেলে তার ক্লেশ হবে! সতীর নামে কলঙ্ক দিয়েছ, অপকলঙ্ক দিয়েছ, যে অপকলঙ্কে আত্মহত্যা করে, বুঝতে পার নি অবলা পতিহীনার কি যন্ত্রণা? নির্ম্মল বালিকা, পদ্মফুলের ন্যায় ফুটেছে, তাকে কলঙ্কিত কর্‌বার ইচ্ছায় তোমার চাকর শান্তিরামকে টাকা কবলেছিলে; বুঝ্‌তে পার নি যে কি দুর্নীত কাজ? সমস্তই বুঝে-ছিলে, কিন্তু পশুবৎ মনের দাস হয়ে, আত্মসুখের বশবর্ত্তী হয়ে, পরের বেদনা উপেক্ষা করেছ। তোমাদের সাহায্য করা মহাপাপ, —সমাজবিরুদ্ধ পাপ, ন্যায়বিরুদ্ধ পাপ, নীতিবিরুদ্ধ পাপ।

শান্তি। তুমিও বুদ্ধিহারা হয়েছ? তা বেশ হয়েছে।

কালী। কি বল্‌ছিস্ শান্তে?

শান্তি। বল্‌ছি আমার মাথা আর মুণ্ডু! প্যাটের ছেলে ডরিয়ে অ্যাসে পায়ে ধর্‌তিছে, আর পা ঝিন্‌কুটে ফেল্‌তিছো? আক্কেল থাক্‌লে এ-গুলো করে!

কালী। তুই কি বল্‌ছিস্, দুর্জ্জনের সাজা হওয়াই উচিত।

শান্তি। তুমি বাপের ভাই, তাই বল্‌তিছ, বাপ হলি আর এ বল্‌তি না। এরা দুর্জ্জন, এদের সাজা দিতি চাও, আর এদের যে বে দিয়ে এনেছ: সেডা মনে রাখ? সে ডুডা বৌরি জ্যান্ত মরা কর্‌বা! বাপ দাদার নামটা ডেবাবা! মনের পচা পাঁক উট্‌কে দেখ্‌বে কেউ কারুকে দুর্জ্জন বল্‌তো নি, তা আমরা মুরুখু, আমরা আর তোমাদের কি বল্‌বো।

কালী। তা আমারে কি কর্‌তে বলিস্?

শান্তি। সে জুদো কথা, সেটা শলা কর, কিসে বাঁচে, তার একটা যোগাড় কর। দিনু সার-জন কেস্ সাজাইছে যে, ছোটবাবু মিথ্যা-মিথি বৌ ঠাকুরুণেরে জেলে দেবার জোগাড় করেছিল, আর ম্যাজবাবু, উনি জোগাড় ক... বৌ-ঠাকুরুণেরে দাওয়াই বলে বিষ দেওয়ায়ে... ছেল; দিনুরে ডেকে চুপি চুপি কিছু দিয়ে থামায়ে দিলে থেমে যাবে এখন।

কালী। তোমরা কি কর্‌তে বল?

যাদ। আজ্ঞা হ্যাঁ, আপনি দিনুকে ডাক্‌লেই স... চুকে যায়।

মাধ। তা হলে আর কোন ভয় থাক্‌বে না।

কালী। তোমাদের মন্তব্য এই যে,—ঘুষ দেব মিথ্যা বল্‌বো, মিথ্যা শেখাব; বালককা... থেকে অতটা শিক্ষা হয় নি, বৃদ্ধকালে পারবে না। আমার চিরদিন ধারণা, মিথ্যায় কখ... নও সুফল ফলে না; সত্যের সংসার—সত্য পথই পথ। তোমরা বল্‌ছো, তোমরা শিখেছ, কিন্তু এখনও মিথ্যার আশ্র... কর্‌ছো, কিছুই শেখ নি, এখনও বালি... উপর বনেদ কর্‌ছো। শিক্ষা কার না... জান?—যে পথে অধঃপতন হয়েছ, সে প... থেকে ফেরা; যে কুকাজ করেছ, তা সংশোধন করার চেষ্টা পাওয়া—অনুতা... করা। দণ্ডের ভয়ে না, পুলিসের ভয়ে না বল্‌ছো শিক্ষা হয়েছে, কিন্তু দেখ্‌ছি আ... নাদের জন্যেই তো ব্যতিব্যস্ত হয়েছ। সে... অবলা, এক বস্ত্রে চলে গেছে, তার ... কোন সন্ধান নিয়েছ? তাকে কি ঘ... আন্‌বার চেষ্টা পেয়েছ? শান্তিরাম, তু... আমায় তিরস্কার কর্‌লে যে, আমি বাপ হ... এরূপ কর্‌তেম না; কিন্তু বাপ হলে য... সন্তানকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যা অবলম্ব... কর্‌তে হয়, তা হলে ভগবান্‌কে শতসহ... ধন্যবাদ দিই যে, তিনি আমার সন্তান দে...

নি। বাপ দাদার নাম! যদি মিথ্যাকথায় বাপদাদার নাম রক্ষা কর্‌তে হয়, সে নাম লোপ হওয়াই ভাল। আমার কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা যে, মান, ধন, মমতা, প্রাণ, যে কোন প্রলোভনে মিথ্যার পথ অবলম্বন না করি। মিথ্যায় যেন আমার চিরদিন দ্বেষ থাকে। মাধব, যাদব, যদি তোমাদের নিজ নিজ দুষ্কর্ম্ম আদালতে স্বীকার পাও, তা হলে আমি ভাল কৌন্সুলী দিয়ে তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করাব। তাতে না হয়, লাট সাহেবকে ধর্‌বো; আমি স্বীকার পাচ্ছি—অর্থ, পরিশ্রম, সৎপরামর্শে যত দূর হয়, তোমাদের দণ্ডনিবারণের জন্য কর্‌বো, কিন্তু মিথ্যার সাহায্য আমা দ্বারা হবে না, মিথ্যায় আমার ঘৃণা, সে ঘৃণা বৃদ্ধ বয়সে ত্যাগ কর্‌বো না।

[প্রস্থান।

মাধ। শান্তিরাম, সর্ব্বনাশ হলো! কাকাবাবু তো কিছু কর্‌লেন না।

(দিনু ইনিস্পেকৃটরের প্রবেশ)

দিনু। মশায়দের আমার সঙ্গে আস্‌তে হয়েছে।

শান্তি। এ্যাঁ! ধর্‌তি আইছো নাকি! হ্যাঁ দেখ সারজন বাবু, আমি ঘং দরজা ব্যাচে অ্যানে তোমারে পান খাতি দিচ্ছি, এ ছুড়ো ছোঁয়ারে ছারান দ্যাও।

দিনু। শান্তিরাম, আমার হাতে নাই; মাজিষ্ট্রেট সাহেব ডিটেক্‌টিভকে (ditective) দিয়ে স্বয়ং তদারক করিয়েছেন, এঁদের গ্রেপ্তার কর্‌তে স্বয়ং এসেছেন।

মাধ। যেদো, এই তো জেলে নিয়ে চল্‌লো,—আমাদের কি কেউ নেই রে যে রক্ষা করে?

যাদ। দাদা, আমি আছি; তুমি ভেবো না, আমি তোমায় বাঁচাব। আমি বল্‌বো যে, আমি তোমার নামে মিথ্যা মোকদ্দমা করেছিলুম। আমি বিষ দিয়েছি।

মাধ। না যেদো, চল, দুজনেই সত্যি কথা বল্‌বো, অদৃষ্টে যা থাকে হবে। কিন্তু একটী অমূল্য-ধন আমি পেলুম, সম্পদে ভাই খুইয়েছিলেম, বিপদে ভাই খুঁজে পেলেম।

যাদ। দাদা, জীবনে মরণে আর আমাদের কেউ তফাৎ কর্‌তে পার্‌বে না।

দিনু। পুলিসের চাকরীতে রকম রকম দেখ্‌তে হয়! গোড়ায় ভাল বীজ পড়েছে, বোধ হয় এ্যাদ্দিনে কাঁটাবন ঠেলে তাই গজাচ্ছে। বিপদের কোদালে বড় কাঁটাগাছ চেঁচে ফেলে।

(রঙ্গিণীর প্রবেশ)

রঙ্গি। দিনু দাদা, এঁদের কোথায় নিয়ে যাও?

দিনু। ওয়ারেণ্টে ধরেছি।

রঙ্গি। এঁদের বাঁচাবার কোন উপায় আছে?

দিনু। আমি তো দেখ্‌ছিনে। মাজিষ্ট্রেট যে রেগেছে, বোধ হয় আগে থাকৃতে রায় লিখে বসে আছে। আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনে, আমি চল্‌লুম, এর পর দেখা করে সব কথা বল্‌বো।

[দিনু, যাদব ও মাধবের প্রস্থান।

শান্তি। হা অদৃষ্ট! কি হলো! কি হলো! সংসারটা খানেখারাপ হলো!

[প্রস্থান।

রঙ্গি। নিশ্চিন্ত মায়া! এমন ভোজবাজী আর নেই। এই সুন্দর সংসার মৃত্যুর আগার, সমস্তই বিপরীত! বিপরীত বস্তু এক স্থানে বর্ত্তমান, অবিচ্ছিন্নরূপে সংলিপ্ত। আলোর সঙ্গে অন্ধকার, ভালর সঙ্গে মন্দ, সুখের সঙ্গে দুঃখ, দুধ জলের সঙ্গে যেমন মিশ্রিত। কোথায় সুখের শেষ, কোথায় দুঃখের আরম্ভ, কোথায় আলোর শেষ, কোথায় অন্ধকার আরম্ভ; এ কার সাধ্য নির্ণয় করে? কার্য্য-কারণ অনন্তকাল শৃঙ্খলাবদ্ধ, আজ যেটা কার্য্য, কাল সেটা কারণ; আবার কালকার কার্য্য পরশুর কারণ; কার্য্য কারণ স্থির করা, কার্য্যফল বিচার করা মানবশক্তির অতীত। চক্ষের উপর আমার কার্য্যের ফল দেখলুম, বৌমাকে বাঁচাতে গেলুম, সেই ফলে এঁদের বাঁধালুম! এদের পরিবারদের অনাথা কর্‌লুম! ভাল করেছি, কি মন্দ করেছি, ভগবান্ তুমি জান! প্রভু, যতদিন দেহে প্রাণ আছে, কার্য্যের স্রোত নিবারণ হবে না; কিন্তু হে সর্ব্বমঙ্গলাকর, হে জ্ঞানদাতা, রাজীব-পদে অবলার কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, আর যেন কার্য্য-গরিমা মনে স্থান না পায়। তুমি

সর্ব্বনিয়ন্তা, ভাল মন্দ তোমার পদে অর্পণ করলেম।

(কালীকিঙ্করের পুনঃপ্রবেশ)

কালী। তুমি হেথায় উঠে এলে কেন? তোমায় ডাক্তার বাইরে আস্‌তে বারণ করেছে।

রঙ্গি। ছোটবাবু কে চেঁচিয়ে বল্‌লে যে, "আমাদের রক্ষা করে, এমন কেউ নেই?" কথাটা শেলের মতন অন্তরে বাজলো, তাই চলে এসেছিলেম। এসে দেখলুম কি জান? তোমার দুই ভাইপোকে পুলিসে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

কালী। পাপের দণ্ড হয়েছে, তুমি কি করবে?

রঙ্গি। পাপের দণ্ড; মার্জ্জনা নাই? তবে তো মানবদেহধারণ মহা বিপদ্! যদি মার্জ্জনা না থাকে, কোথায় যাব,—কোথায় দাঁড়াব! আমি অন্তর্দ্দৃষ্টিতে দেখেছি, এ জীবন কেবল কার্য্যপ্রবাহ, সকল কার্য্যই কলুষিত; এর যদি দণ্ড হয়, যদি মার্জ্জনা না থাকে, এ কার্য্যফল যদি ভোগ হয়, তা হলে তো অনন্তকালেও নিস্তার নাই।

কালী। ও সব তর্কের সময় এখন নয়, তোমার শরীর বড় অসুস্থ, এ সব চিন্তায় তোমার পীড়া বৃদ্ধি হবে।

রঙ্গি। ছোটবাবু, তুমি সামান্য রোগকে ভয় করতে বল্‌ছো, কিন্তু মহারোগের কি উপায়! এ রোগে দেহনাশ করবে, এই আশঙ্কা; কিন্তু দেহনাশেও ত সে রোগের নিষ্কৃতি নাই। মার্জ্জনা নাই! অতি ভয়ানক কথা, অকূল পাথার! আমার প্রাণ আকুল হচ্ছে!

কালী। কে বল্‌লে মার্জ্জনা নাই? ভগবান্ অপরাধভঞ্জন, তিনি মার্জ্জনা করেন।

রঙ্গি। তবে কি মার্জ্জনা কেবল মানুষের নিষেধ? তা হলে মানুষ অপেক্ষা হিংস্রক জন্তু হওয়া ভাল; আমি কুকুরকেও মার্জ্জনা করতে দেখেছি। যদি মানুষের মার্জ্জনা নিষেধ হয়, তা হলে এমন হীনজন্ম আর নাই।

কালী। তুমি আমায় কি বল্‌ছো?

রঙ্গি। আমি তোমায় কিছু বলি নি, আমি আপনাকে বল্‌ছি। যে দিন তুমি বলেছিলে তুমি আর পাগল নও, তুমি ভাল হয়েছ, আমার মনে হয়েছিল যে, আমার কার্য্য শেষ হয়েছে। দেহ অবশ হলো, ভাবলুম, আমার চরমকাল! কিন্তু কে যেন আমার বল্‌লে, "তোর এখন সময় নয়, তোর কাজ বাকী আছে!" আমার সেই কথায় দেহ সবল হ'য়ে আবার কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মাল; কিন্তু আজ দেখ্‌ছি সকল কার্য্যই কলুষিত—ঘোর অন্ধকার! কেবল দূরে একটি ক্ষীণ আলো,—দয়া! সকলি অন্ধকার! কেবল দয়ারই উজ্জ্বল শিখা দেখ্‌তে পাচ্ছি। ছোটবাবু, ছোটবাবু, পথ দেখ্‌তে পাচ্ছি, এই যে আমার সম্মুখে রাজপথ। সুন্দরস্বরে গান হচ্ছে—মার্জ্জনা, মার্জ্জনা! দেবদূতে গান করছে—মার্জ্জনা, মার্জ্জনা! সকলকে মার্জ্জনা; শত্রুকেও মার্জ্জনা। দূরে মনুষ্যত্বের সুন্দর মন্দির, আমি চল্‌লেম।

কালী। কোথায় যাবে?

রঙ্গি। তুমি ভেবো না, বাধা দিও না। আমার অনেক কাজ আছে, কাজ থাক্‌তে দেহ যাবে না, আমি চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

কালী। বালিকা আমার শিক্ষাদাত্রী। বালিকা আমার গুরু। ক্রোধ আমার হৃদয় অধিকার করেছে, প্রতিহিংসা আসন গ্রহণ করেছে, তাই সত্যের দোহাই দিয়ে ভয়ার্ত্ত বালকদের মার্জ্জনা করি নাই। কিন্তু আজ হ'তে মার্জ্জনা—মার্জ্জনা! মার্জ্জনাই মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

পথ।

পাহারাওয়ালা, দিনু, যাদব, মাধব, ম্যাজিষ্ট্রেট, মন্দাকিনী, নিস্তারিণী।

মন্দা। কোথায় যাচ্ছ? কোথায় যাও? এ যে সাহেব, সার্জন, পাহারাওয়ালা, এই নাও

আমাদের গহনা নাও। আমরা তোমাদের পত্র পেয়েই বাপ মাকে না বলে রাতারাতি বেরিয়ে এসেছি। এই নাও—নাও সাহেবদের দিয়ে চলে এস।

ম্যাজি। ঐ স্ত্রীলোকদ্বয় কে, কি বলিতেছে?

মন্দা। সাহেব, ইনি আমার স্বামী, আর ইনি আমার ভগ্নীর স্বামী। এই নাও আমাদের গহনা নাও, এঁদের ছেড়ে দাও।

ম্যাজি। দিনু, উহাদিগকে এ কথা বলিতে বারণ কর, ইহাতে আমাকে ঘুষ নিতে বলা হয়, তাহা হইলে উহাদের সাজা হইতে পারে।

নিস্তা। সাহেব, যে সাজা হয় দাও, আমাদের প্রাণদণ্ড কর, এঁদের ছেড়ে দাও।

যাদ। দাদা, দাদা, দেখেছ,—অতি সুবিচার! অতি সুবিচার!! মার মতন বড় ভাজকে তাড়িয়ে দিয়েছি, স্ত্রী এসে পথে দাঁড়িয়েছে, অতি সুবিচার! অতি সুবিচার!! আর সাজাতে আমার ভয় নাই।

মাধ। মন্দাকিনি! বৌমা! তোমরা ঘরে যাও।

মন্দা। ঘর! কোথায়! কোথায় যাব! যেখানে তুমি, সেইখানে আমার ঘর; যেখানে ঠাকুরপো, সেখানে নিস্তারিণীর ঘর; আর তো আমাদের ঘর নেই! বাপের বাড়ী ছেড়ে এসেছি—আর কোথায় যাব? যদি তোমাদের নিয়ে যায়, তা হলে আমরা পথের কাঙ্গালী—পথে পথেই ফিরবো।

নিস্তা। সাহেব, দয়া কর; যদি ওঁরা দোষী হন, আমরা নির্দ্দোষী, আমাদের সাজা দেবেন না। সাহেব, সকলের মুখে শুনি, তোমাদের সুবিচার; তবে একের দোষে অন্যের সাজা কেন দেন? আর যদি নিতান্তই সাজা দেবেন, তবে আমাদের সাজা দিয়ে এঁদের নিষ্কৃতি দিন্! সাহেব, আমরা কুলস্ত্রী, আমাদের কিছুই নাই, আমাদের স্বামীই সর্ব্বস্ব; স্বামীই দেবতা, স্বামীই উপাসনা, স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান, একমাত্র স্বামীর মুখ চেয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। স্বামীধনে যে স্ত্রী বঞ্চিতা, সে রাজরাণী হলেও কাঙ্গালিনী, হীনের হীন, দীনের দীন—জীবন্মৃত। সাহেব, বিনা অপরাধে অবলাদের এ কঠিন সাজা দেবেন না।

ম্যাজি। তোমরা কি আমায় সাজা লইতে বল? দোষী ছাড়ান দিলে সাজা পাইব।

মন্দা। সাহেবেরা সকলি পারে। যদি এঁদের খালাস দিলে তোমায় সাজা পেতে হয়, আমি প্রাণ থাকৃতে এ কথা কখনও মুখে আন্‌বো না, কিন্তু আমাদের উপায় করুন, আমরা আপনার চরণে প্রাণভিক্ষা চাচ্ছি—আমাদের প্রাণভিক্ষা দিন! আর যদি নিতান্তই সাজা দেবেন, তবে এঁদের সঙ্গে আমাদেরও সাজা দিন! স্বামীর কাছে থাকৃতে দিন, স্বামীর সেবা করতে দিন, অবলাকে ভিক্ষা দিন—বঞ্চিত করবেন না।

ম্যাজি। দিনু, দেখিতেছি কর্ত্তব্যের অপেক্ষা বড় কর্ত্তব্য আছে। দিনু, ইহাদের কেহ জামিন হইতে পারে?

(রঙ্গিণীর প্রবেশ)

রঙ্গি। ধর্ম্মাবতার সেলাম, আমি জামিন।

ম্যাজি। তুমি জামিন! তোমারি কথায় আমি তদারক করাইয়া ইহাদিগকে দোষী জানিয়া ধরিয়াছি। আমি জানিতাম যে, ইহারাই তোমার শত্রু।

রঙ্গি। ধর্ম্মাবতার, আমার শত্রু আমি, আর আমার শত্রু নেই। তবে আমার কথা শুনে হুজুর এই বিষয় যে অনুসন্ধান করেছেন, তা আমি বুঝতে পেরেছি। আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমা হ'তে একটা সংসার উচ্ছন্ন যাচ্ছে; দুজন নির্দ্দোষী স্ত্রীলোক পথে দাঁড়িয়েছে, অধিক কি হয় জানি না—চিরদিন সুখে লালিত, কারাগারে কষ্টে হয় তো প্রাণবিয়োগ হ'তে পারে। ভাবছি, ভগবান্ কি করবেন, আমায় কি নরহত্যা স্ত্রীহত্যার ভাগী করবেন!

ম্যাজি। জামিন হইয়া অদ্য খালাস করিতে পারে, কিন্তু ইহারা দোষী, দণ্ড নিবারণ কিরূপে করিবে?

রঙ্গি। আমি মহারাণীর কাছে যাব, তাঁর জুবিলির দিন উপস্থিত।

ম্যাজি। শুনিয়াছি, তুমি ইহাদের খুড়োকে ভাল করিয়াছ। তিনি কোথায়?

(কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

কালী। হুজুর, আমি উপস্থিত।

ম্যাজি। কি নিমিত্ত?

কালী। অভাগাদের জামিন হব, পুত্রবধূদের ঘরে নিয়ে যাব।

ম্যাজি। এই স্ত্রীলোকটী আপনার কে?

কালী। আমার শিক্ষাদাত্রী দেবী—ধ্যানের মূরতি!

ম্যাজি। আপনি আমার সহিত আসুন। তুমি এই স্ত্রীলোক দুইটীকে লইয়া যাও। আপনারা ভাবিবেন না, ভগবান্ আপনাদিগের সাহায্য করিতে পারেন। আমি জামিন লইয়া ইহাদিগকে খোলসা দিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রঙ্গিণীর গৃহ।

সাতকড়ি, গণৎকার ও হলধর।

গণ। হলধর বাবু, আপনি যে এক নারী-বিদ্যা আমায় দিতেছেন, তাইতেই বশ আছে।

হল। তারা আস্‌বে তো?

সাত। আজ্ঞা, এই আমাদের বাড়ীতে এসেছিল। আমি একজনকে বলিছি আটটার সময় আস্‌তে, আর একজনকে বল্‌লুম সাড়ে আট টার সময় আস্‌তে।

হল। অবিশ্বাস করবে না তো?

সাত। আজ্ঞা না, তারা দুজনেই সন্ধান নিয়েছে যে, এ রঙ্গিণীর বাড়ী; আর সিদ্ধেশ্বর বাবু তো সদর দোরের চাবি পেয়েই আহ্লাদে আটখানা।

হল। ব্যাটারা কি জোচ্চোর, কি পাজী! আপনাদের ভেতরও মিল নাই।

সাত। আরে মশাই, কৃষ্ণধন বাবু বলে সিদ্ধেশ্বরকে বোলো না, সিদ্ধেশ্বর বাবু বলে কৃষ্ণধনকে বোলো না। দিনু বাবুকে ঠিক করেছেন তো।

হল। সে সকল কথা শুনে রেগে লাল হয়ে আছে!

নে কৃষ্ণ! চাটুর্য্যে! চাটুর্য্যে!

সাত। দোর খোলা আছে আসুন,—আমি হলধর বাবুকে ডেকে আন্‌ছি।

[সাতকড়ি ও হলধরের প্রস্থান।

গণ। এই কাজটী আমার শেষ। এইটী বংশের শেষকীর্ত্তি। বেটী রাগ করবে, তা করুক!

(কৃষ্ণধনের প্রবেশ)

গণ। মশাই, মশাই, এ ঘরে বস্‌বেন না—এ ঘরে বস্‌বেন না।

কৃষ্ণ। কেন, আমি এ বাড়ী দখল করেছি।

গণ। আজ্ঞা, এ পাগ্‌লা ঘর।

কৃষ্ণ। পাগ্‌লা ঘর কি?

গণ। ডাক্তার বাবু, বিবেক করুন গে; আমার মাথাটা কেমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

কৃষ্ণ। ডাক্তার কে, আমি কৃষ্ণধন বসু, এটর্ণি-এ্যাট-ল।

গণ। তা ভট্‌চায্যি মশাই, সরে আসুন, সরে আসুন; এখনি উন্মাদ ক্ষেপে উঠবেন।

কৃষ্ণ। পাগল না কি!

গণ। আজ্ঞা হ্যাঁ, এ ঘরেরি গুণ, পোদ্দারের পো, পালাই চল—পালাই চল।

কৃষ্ণ। তুমি সরে যাও, তা না হলে আমি তোমায় বাঁধিয়ে দেব।

[গণকের প্রস্থান।

(সাতকড়ি ও হলধরের পুনঃ প্রবেশ)

সাত। মশাই, হলধর বাবু বলে দিয়েছিলেন এই দেখুন।

কৃষ্ণ। হলধর বাবু, আপনি এ রকম করে বেড়ান কেন? আপনি অত বড় বিষয়ের আম্‌মোক্তার, আপনার মামা চক্ষু বুজলেই শুনেছি আপনাকে সব দিয়ে যাবেন, আপনার কি ধুতি চাদর পরে বেড়ান ভাল দেখায়?

হল। মশাই, আর লজ্জা দেবেন না,—লজ্জা দেবেন না। এই মেলটা (Mail) এলেই ঠিক আপনাদের মত কালা সাহেব হয়ে বেড়াচ্ছি।

কৃষ্ণ। না, আমি আজই আপনার সুট কিনে দেবো, আপনার টাকা না থাকে, আমি টাকা দিচ্ছি।

হল। মশাই, টাকার অভাব কি; এই সে দিন ছোটমামার বাকি খাজনার ছক্রোর টাকা এল, আমার নামেই ব্যাঙ্কে জমা দিলেন; এই কাল পঁচিশ লাখ টাকা সুদ এল, আমার জলপানি দিলেন, এই পাঁচ ক্রোর টাকা আবাদ কিন্‌তে দিয়েছেন।

সাত। ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু, এ কথা মিথ্যা বিবেচনা করুবেন না।

কৃষ্ণ। ডাক্তার কে, বাবু কে, চাটুর্য্যে কি গাঁজা খেয়েছ?

হল। ওঁর কথা ধরবেন না। উনি পাগল, ওঁর কথা ধরবেন না,—

কৃষ্ণ। উঃ—

হল। কি বল্‌ছেন?

কৃষ্ণ। আপনার আমাদের সঙ্গে মেশা ভারি উচিত; কংগ্রেস প্রভৃতি বড় বড় কাজে আপনার হাত দেওয়া উচিত।

হল। বল্‌তে হবে না মশাই,—বলতে হবে না; এই মেলটা আসুক।

কৃষ্ণ। মেলটা আসুক কি?

হল। আমি বিলেতি পোষাক অর্ডার দিয়েছি, এই মেলে পঁহুছিবে; আমার এ দিশী পোষাক পছন্দ হয় না।

কৃষ্ণ। কি অর্ডার দিযেছেন?

হল। দেড়শ ডজন সাট, পৌনে দুশ ডজন পেন্টু-লেন,—

কৃষ্ণ। ঠাট্টা কর্‌ছেন?

হল। আজ্ঞা না, আর পৌনে চারশ ডজন নেক-টাই, স পাচশ ডজন ষ্টীক, আর সাড়ে পাঁচশ ডজন ফ্ল্যাগ।

কৃষ্ণ। কি পাগ্‌লামো ক'র্‌ছেন?

সাত। আজ্ঞা না মশাই, সত্যি সত্যি দিয়েছেন।

কৃষ্ণ। চাটুর্য্যে, কি তুমি বক্‌ছো?

সাত। আজ্ঞা হ্যাঁ, দিয়েছেন।

কৃষ্ণ। ফ্ল্যাগ ফরমাস দিয়েছেন কেন?

হল। আজ্ঞা, আপনাদের সঙ্গে মিশলে লাট সাহেব হব তো? তখন বাড়ীর ওপর দেব।

কৃষ্ণ। কি বল্‌ছে! চাটুর্য্যে ব্যাটাও তো সায় দিচ্ছে, ওরা মদ খেয়ে এল নাকি! এই তো বেশ ছিল।

হল। আর ধরুন গে, ঘোড়া ফরমাস দিয়েছি বাইশ কাহন, গাড়ী ফরমাস দিয়েছি দশ পোণ, সইস ফরমাস দিয়েছি ন গণ্ডা, কোচম্যান ফরমাস দিয়েছি আড়াই গণ্ডা।

সাত। আজ্ঞা হ্যাঁ দিয়েছেন।

কৃষ্ণ। অ্যাঁ! এ কি সত্যি পাগলা ঘর নাকি?

সাত। আজ্ঞে।

হল। আর উকীল ফরমাস দিয়েছি তিনটে, কৌন্সুলী ফরমাস দিয়েছি সাতটা!

কৃষ্ণ। চাটুর্য্যে, এও ফরমাস দিয়েছেন না কি?

সাত। আজ্ঞা হ্যাঁ দিয়েছেন।

কৃষ্ণ। না বাবা, পালাতে হলো, এদের কি বদ-মায়েসি মৎলব আছে।

(নেপথ্যে)—শাস্তি। দীনু, দীনু, কেডা, দোর খোল, এর মধ্যি সাহেব আছে—খুন করবো। দীনুদীনু, দোল খোল।

(গণৎকারের পুনঃপ্রবেশ)

গণ। সর্ব্বনাশ করলেন,—সর্ব্বনাশ করলেন। এই রায়টের (Riot) দিনে আপনি সাহেবের পোষাকে বাড়ী সেঁধিয়েছেন, মুসলমানেরা টের পেয়েছে; এই খুন করতে এসেছে, আর পালাবেন কোথা? এই সাড়ীখানা নিন্, সেই হাত পা ধোবার ঘরে গে লুকুন, পোষা-কটা ছেড়ে ফুকোর গলিয়ে ফেলে দেবেন।

নেপ-শা। দীনু দীনু।

কৃষ্ণ। আর তো উপায় নাই।

[প্রস্থান।

গণ। তারে কিছু বিশেষ ফল চাই, তার রঙ্গিণীর সতীত্ব-ভঞ্জনের প্রয়াস!

নেপ-সিদ্ধে। চাটুর্য্যে, চাটুর্য্যে?

সাত। আজ্ঞে যাই!

[সাতকড়ির প্রস্থান।

হল। ঐ তিনি আসছেন।

(সিদ্ধেশ্বর ও সাতকড়ির পুনঃপ্রবেশ)

গণ। হলধর বাবু, আসুন আমরা সরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সিদ্ধে। তিনি কোথায় ?

সাত। এইখানেই আছেন, আপনি বসুন।

সিদ্ধে। তাঁরে ডাকুন।

সাত। আসুন।

নেপ-গ। আমি আলো থাকতে যেতে পারবো না।

সাত। মশাই, উনি বল্‌ছেন, আলো থাকলে যেতে পারবো না।

সিদ্ধে। আচ্ছা, আলোটা না হয় কম করেই দিন না।

সাত। সেই ভাল,—সেই ভাল।

(সাতকড়ির আলো কমকরণ ও স্ত্রীলোকের বেশে গণককারের প্রবেশ)

গণ। বিবেক করুন গে, আপনি এসেছেন, আমার বড় সৌভাগ্য! চাটুর্য্যে, তুমি সরে যাও, তুমি সরে যাও।

সিদ্ধে। ও বাবা,—এ যে ভরাট্ মরদানা আওয়াজ! আপনার নাম রঙ্গিণী ?

গণ। আজ্ঞা না, মাতঙ্গিনী।

সিদ্ধে। ও বাবা, এ কে রে! এ ত মদমত্ত মাতঙ্গিনীই বটে! আপনি কে ?

গণ। আজ্ঞা, আমি আমার মার জ্যেষ্ঠা কন্যা।

সিদ্ধে। এ কি! আপনার এই বাড়ী ?

গণ। আজ্ঞা, আমার মার বাড়ী, মা আমায় দিয়েছেন।

সিদ্ধে। কালীকিঙ্কর বাবুর উইল আপনার ঠেঁয়ে আছে ?

গণ। আজ্ঞা হ্যাঁ।

সিদ্ধে। আপনি আমায় সেখানা দিন।

গণ। যে আজ্ঞা, দেব; চাবিটা হারিয়ে গেছে।

সিদ্ধে। তা ভেঙ্গে ফেল্‌লেই হবে।

গণ। আচ্ছা, আপনি যেমন বলেন; যখন আপনি আমার সঙ্গে আস্‌নাই করবেন বল্‌ছেন।

সিদ্ধে। হুঁ, হুঁ, তাতো বটেই—তাতো বটেই।

গণ। চাটুর্য্যে মশাই বল্লেন, আপনি আমায় রাস্তায় দেখেই মোহিত হয়েছেন!

সিদ্ধে। তাতো বটেই,—তাতো বটেই।

গণ। তা আমি কি এতই সুন্দরী ?

সিদ্ধে। আহা, চমৎকার—চমৎকার!

গণ। আপনি যে মোগলের পোষাকে এসেছেন, ও পোষাক আমি বড় ভালবাসি; আমার মুখখানি দেখবেন ?

সিদ্ধে। তাতো বটেই—তাতো বটেই।

গণ। তবে আলোটা ভাল করে জ্বালি ?

সিদ্ধে। ও বাবা!—এ কে!

গণ। আমার মুখ দেখে আপনি মূর্চ্ছা যাবেন না কি ?

সিদ্ধে। তা বটে তো—তা বটে তো; উইল কোথায়? উইলখানা দিন।

গণ। এই বাক্‌সো নিন, আর এই দা দিয়ে বাক্‌সোটা ভাঙ্গুন।

সিদ্ধে। (বাক্‌সো ভাঙ্গন)

গণ। (স্ত্রীলোকের বস্ত্র ফেলিয়া দেওন) ও বাবা রে, গেলুম রে, পাহারোলা, পাহারোলা, চোর—চোর।

(শান্তিরামের প্রবেশ)

শান্তি। আরে চোর চোর,—হালার পুত শ্যাল ফাঁদে পড়েছে; হালার পুত শ্যাল ফাঁদে পড়েছে, মার—মার।

(প্রহার)

সিদ্ধে। ও বাবা, ও বাবা!

শান্তি। হালার পুত তোবা বল্।

সিদ্ধে। ও বাবা, আর এমন কাজ করবো না বাবা!

শান্তি। ভট্‌চাজ্, চিৎ করে ফেল—ওর মুখে ছুটো লাথি মারি।

গণ। শান্তিরাম, আমার নাগর বাসরঘরে এসেছেন, দুপাশ থেকে দুটো কাণ মল।

শান্তি। তুমি মলতে থাক, আমি গোটা দুই কিল মারি।

সিদ্ধে। পাহারোলা, খুন করলে—খুন করলে!

শান্তি। চোর—চোর, পাহারোলা, চোর—চোর।

(দিনু ইন্‌স্পেক্‌টার ও
পাহারাওয়ালাগণের প্রবেশ)

দিনু। কি হয়েছে? কি হয়েছে?

গণ। ও বাবা, এই মোগল ব্যাটা এই বাড়ীতে সেঁধিয়ে বাক্‌সো ভাঙ্গছে।

দিনু। বাঁধো।

গণ। আর বাবা, এদিকে এক ব্যাটা ছুটে গেছে!

দিনু। বটে, আচ্ছা দেখ্‌ছি।

[প্রস্থান।

গণ। প্রাণনাথ যেন বিদ্যাসুন্দরের পালা, বিদ্যার মন্দিরে প্রবেশ ও কোটাল কর্ত্তৃক চোরধরণ। এখন মালিনী মাসীর সঙ্গে রাজদরবারে বেগে হাজির হওন।

(কৃষ্ণধন বসুকে লইয়া দিনুর পুনঃপ্রবেশ)

কৃষ্ণ। আমরা উকীল, জান? বেইজ্জত করো না। আমাদের এ বাড়ী; আমাদের কাছে বাঁধা ছিল, আমরা পজেশন (Possession) নিয়েছি।

দিনু। তা মশাই, আমায় অপরাধী কর্‌ছেন কেন? রেতের বেলায় একজন মোগলের পোষাক পরে, একজন মেয়েমানুষ সেজে এসে আপনারা বাক্‌সো ভাঙ্গছেন।

সিদ্ধে। মিষ্টার বসু, বড় ফল্‌স্ পোজিসনে (False Position) ফেলেছে।

কালী। দিনু বাবু, এ কি?

দিনু। আজ্ঞা!—

কৃষ্ণ। মশাই, শুনেছি আপনি মহৎ লোক, আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। আমি মাধব বাবুর ও ইনি যাদব বাবুর এটর্ণি; সমস্ত সম্পত্তি অল্প টাকায় মর্ট্‌গেজ (mortgage) লিখে নিয়েছি। তার পর আপনার এটর্ণি আপনার বড় দাদার উইল বার করেন, চাটুর্য্যে সংবাদ দিলে, সেই উইল রঙ্গিণীর কাছে আছে। ঐ চাটুর্য্যেই বলেছিল যে, কিছু টাকা খরচ করলে রঙ্গিণীই সেই উইল দেবে। তার পর এঁদেরই কৌশলে এখন এই স্ত্রীলোকের বেশে পুলিসে ধরা পড়েছি। উনি কেন এসেছেন, তা আমি জানি না।

সিদ্ধে। মশাই, আমায়ও রক্ষা করুন। আমিও ঐরূপ প্রতারিত হয়েছি; আমার এই বেশী বেকুবি যে, রঙ্গিণীকে আমি টাকা দিয়ে বশ কর্‌তে আসি নি—প্রেমে বশ কর্‌তে এসেছি। শুনেছিলেম, রঙ্গিণীর মোগলের পোষাকে বড় সখ, তাই আমি মোগলের পোষাকে এসেছিলেম।

কৃষ্ণ। মশাই, আমি সে সমস্ত কাগজপত্র ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি। একরার দিতে রাজী আছি যে, মিথ্যা ক'রে ভুলিয়ে নিয়েছি, আমাকে রক্ষা করুন।

সিদ্ধে। মশাই, আপনি যা বলবেন, আমি তাই করতে প্রস্তুত আছি।

কালী। দিনু বাবু, যদি চোর গ্রেপ্তার করে থাকেন, তা হলে সকলকে গ্রেপ্তার করুন। আমি চার্জ্জ (charge) দিচ্ছি যে, এঁরা চোর ডেকে এনে ধরিয়ে দেছে; যদি চুরি হ'য়ে থাকে ত এঁরা তার অংশী।

দিনু। মশাই, আমায় মার্জ্জনা করবেন। রঙ্গিণীকে আমি ভগ্নী অপেক্ষা স্নেহ করি; তার প্রতি অত্যাচার হবে শুনলেম, বড়-মা পথে পথে বেড়াচ্ছেন, তাঁর অনুসন্ধানে আমার ভিক্ষা মাও পথে পথে বেড়াচ্ছেন—এঁরা আপনাদের সর্ব্বনাশ করেছেন, এই ক্রোধে আমিও সহকারী হয়েছি। যদি কৃপা করে মার্জ্জনা করেন করুন; নচেৎ অপর ইন্‌স্পেক্টার ডেকে আমায় শুদ্ধ বাঁধিয়ে দিন। আমিও এঁদের সহকারী।

কালী। রঙ্গিণী যদি তোমার ভগ্নীর অধিক হয়, তা হলে আদালতে তার নামে কলঙ্ক করতে কিরূপে প্রস্তুত হয়েছিলে? সকল কথাই আদালতে প্রকাশ হতো, তা হলে লোকে মন্দই বিশ্বাস করতো। নীরব হ'য়ে আছ যে? মনে স্থান দিও না যে, কখনও কুকাজে সুফল ফলে। তোমরা লোকরক্ষক, মহারাণী তোমাদিগকে লোকরক্ষার জন্য নিযুক্ত করেছেন। যদি কায়মনোবাক্যে কর্ত্তব্যসাধন করতে, যদি যমের ন্যায় লোকে তোমাদের না ভয় কর্ত্তো, রক্ষক বলে জ্ঞান করতো, তা হলে কি চুরি ডাকাতি খুন চাপা

থাকে? যদি পদবৃদ্ধি উপেক্ষা করতে, যদি কর্ত্তব্য একমাত্র অবলম্বন করতে, তা হলে হতে পারে যে, তোমার উপরস্থ লোক তোমায় অকর্ম্মণ ভাবতো; কিন্তু নিরপেক্ষ ভগবান্ তোমার কার্য্য দেখতেন। কর্ত্তব্য-সাধনে উপস্থিত ত্যাগস্বীকার করতে হয় সত্য, কিন্তু পরিণাম অতি উজ্জ্বল। এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তোমাদের পুলিসে অনেক পাবে। তাঁহারাই যথার্থ শান্তিরক্ষক,—শান্তিময় ভগবান তাঁদের হৃদয়ে বিরাজিত!

দিনু। মশাই, আমি বড় আক্ষেপ করতেম যে, আমি ক্ষমতাশালী হইনে কেন? কিন্তু আজ আমি বুঝতে পারলুম যে, তা হলে আমি কত মহাপাপে লিপ্ত হতুম, তার আর সংখ্যা নাই। আমি আজিই ডিপুটী কমিশনরের (Deputy Commissioner) কাছে যেয়ে কাজে জবাব দেব। আমি আপনাদের ছেড়ে দিলুম, আপনাদের যথা ইচ্ছা যেতে পারেন; মশাই, আমি ব্রাহ্মণ, আপনাকে নমস্কার করতে পারি না, কিন্তু অন্তরের কথা কি বলবো, আপনি আমার শ্রদ্ধাস্পদ দেবতা! [প্রস্থান।

কৃষ্ণ। মশাই—মশাই, আমার সঙ্গে আসুন,—আপনার ভাইপোর বিষয় আমি রিকনভে (Re-convey) করে দিচ্ছি।

সিদ্ধে। মশাই, আমিও প্রস্তুত।

কালী। কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন করবেন; আমায় ডাকছেন কেন?

কৃষ্ণ। যে আজ্ঞা।

কালী। হলধর, শান্তিরাম, তোমাদের কার্য্যের ফল কি জান? আমাকে সাজা দেবে, তোমরা সাজার যোগ্য; কিন্তু রঙ্গিণী বলেছে, মার্জ্জনা, আমি শিখেছি—মার্জ্জনা, তোমাদের মার্জ্জনা করলুম। দুজন নিরপরাধীকে চোর বলে বাঁধিয়েছিলে, এতে তোমরা পুলিসে দণ্ডনীয়, আমি এ সকল জেনে তোমাদের পুলিসে ধরাচ্ছি না, এতে আমি দণ্ডনীয়; আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গে দণ্ড নেবো, তোমাদের নাম করবো না। রঙ্গিণী মার্জ্জনা করতে বলেছে; মার্জ্জনা করলুম।

(রঙ্গিণীর প্রবেশ)

রঙ্গি। ছোট বাবু,—ছোট বাবু, আমি বিদায় হ'তে এসেছি, আমার কাজ আছে, আমি চল্লুম। বড়-মা, মা পথে পথে বেড়াচ্ছেন, আমার মন বলছে—অনাহারে বেড়াচ্ছেন, হয় তো কোথায় মুমূর্ষু হয়ে পড়ে আছেন, আমি আর থাকৃতে পাচ্ছি নে। আমায় টানছে—আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

কালী। যাও, রঙ্গিণী যাও! আমারও কাজ আছে, আমিও চল্লুম।

[প্রস্থান।

সাত। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, আমোদ হলো না,—আমোদ হলো না।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ হে, সত্য কথা তো সত্য দেখতে পাই, সজ্জন সত্য আছে।

সিদ্ধে। তাই তো দেখছি, এ পথ দেখলে হয় না?

কৃষ্ণ। তাই ভাবছি।

গণ। বিবেক করুন গে, আমিও ঐরূপ ভেবেছিলাম; কিন্তু আল্‌কাতরা ধুলে যায় না।

কৃষ্ণ। দেখ, কতগুলো পাগলামো মনে উঠছে। অন্যায় নিবারণ করবো, দুর্ব্বলের পক্ষ হব, অত্যাচারীর বিপক্ষ হব, নর গৌরব রাখবো, জাষ্টিসের সাহায্য করবো, প্রোফেসনের কলঙ্ক ওঠাবো।

[প্রস্থান।

সিদ্ধে। ঠিক অমনি' আমার মাথাও গুলিয়ে উঠ্‌ছে।

[প্রস্থান।

গণ। আমারও গুলিয়ে উঠেছেল, কিন্তু শেষটা রাখাই ভার।

[প্রস্থান।

শান্তি। খোকাবাবু কি করলাম—সর্ব্বনাশ করলাম!

হল। শান্তিরাম,আমার নরকেও কি স্থান আছে? আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত, ছোটমামা বাবুকে জিজ্ঞাসা করি; যদি তুষানল হয়, তাও করবো।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বারাকপুর—গঙ্গাতীর।

ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালীকিঙ্কর।

ম্যাজি। আচ্ছা, আপনার সাজা এই,—আপনি আমার সহিত নদীর কূলে ভ্রমণ করুন। এক ঘণ্টা আমার নজরবন্দী হইলেন, এই আপনার সাজা হইল। দিনুর কি হইয়াছে জানেন? কমিশনার সাহেব তাকে রেপ্রিম্যাণ্ড করিয়া বলিয়াছেন যে, এমন কার্য্য আর করিও না, আর তাহার পদবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন; এইমাত্র তাহাকে টম্‌টমে লইয়া সাহেব গিয়াছেন। মিলের পরিশ্রমীরা ক্ষেপিয়াছে, তাদের দমন করিতে হইবে। আমি উপস্থিত আছিল, আপনার নাম শুনিয়া সমস্ত বুঝিল ও কমিশনার সাহেবকে বুঝাইয়া দিল। আপনি কয়লাকে হীরা করিতে পারেন, আপনি সর্ব্বদা আমাকে বন্ধু বলিয়া লইবেন।

কালী। সাহেব, আপনি মহাশয় ব্যক্তি! আপনার এ দীনতায় আমি অপ্যায়িত।

ম্যাজি। আপনার ভাইপোদের কি হইয়াছে শোনেন নাই? ছোটলাট সাহেবের আমাদের ফ্রিমেসন্ লজে সাক্ষাৎ হয়,—কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি—বুঝিয়াছেন, তাহাদিগের উভয়ের ছয় ছয় মাস মেয়াদ হয়; কিন্তু কারাগারে একদিন মাত্র থাকিয়া খোলসা পাইয়াছেন; ছোটলাট সাহেব জুবিলি উপলক্ষে মুক্তি দিয়াছেন। বোধ করি, তাঁহারা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। আমি চলিলাম, আপনি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গুড্‌ডে।

[প্রস্থান।

(মাধব ও যাদবের প্রবেশ)

মাধব। হলধর ঠিক বলেছে, এই যে কাকাবাবু; কাকাবাবু, কাকাবাবু, আমাদের খোলসা দিয়েছেন।

যাদব। একদিন জেলে ছিলুম, কিন্তু খাট্‌তে হয় নি। জেলের ডাক্তার তার বাড়ী নে রেখেছিল।

কালী। আমি সব জানি, তোমরা ম্যাজিষ্ট্রেটের কৃপায় খোলসা পেয়েছ। তিনি লাট সাহেবকে অনুরোধ করেছিলেন।

মাধ। কাকাবাবু, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আমাদের শত সহস্র সেলাম দেবেন। এই দুখানা রেজেষ্টরী আফিসের রসিদ নিন। শান্তিরাম বল্লে, কৃষ্ণধন বাবুর আপীস থেকে, আর সিদ্ধেশ্বর বাবুর আপীস থেকে এসেছে না কি, তাঁরা আমাদের মর্টগেজের রি-কন্‌ভেয়েন্স করে দিয়েছেন।

কালী। আমার প্রয়োজন নাই, তোমরা রাখ।

মাধ। কাকাবাবু, আপনার চরণে আমরা বিদায় নিতে এসেছি।

কালী। কোথায় যাবে?

মাধ। কোথায় যাব জানি নে। বৌদিদিকে খুঁজ্‌বো; ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আন্‌তে পারি, তা হলে ঘরে ফিরবো; নচেৎ এ অকর্ম্মণ্য দেহপাত হওয়াই ভাল; যত শীগ্‌গির পাত হয়, ততই মঙ্গল।

কালী। নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্য প্রায়ই বিফল হয় না। যদি কখনও বিফল হয়, তাতে নিশ্চয় সুফল ফলে। তোমাদের বাধা দোবো না, যাও।

[প্রস্থান।

মাধ। ভাই!

যাদব। দাদা!

মাধ। আয়, একবার কোলাকুলি করি, আর কখনও দেখা হবে কি না, জানি না।

(কোলাকুলি করণ)

যাদব। দাদা, তুমি কোন্ দিকে যাবে?

মাধ। চল, দু'জন দু'দিকে বেরিয়ে পড়ি তুমি যদি দেখা পাও, কাগজে এড্‌ভার্টাইসমেণ্ট দিও, আমিও দেখা পেলে কাগজে এড্‌ভার্টাইস্‌মেণ্ট দেবো।

যাদব। দেখা কি পাব?

মাধ। ভাগ্যে কি আছে জানি না।

যাদ। দাদা, তুমি কি সঙ্গে টাকাকড়ি নিয়েছ?

মাধ। না; বড় বৌঠাকরুণ নিঃসম্বল, আমি টাকা কেমন করে নেবো?

যাদ। তুমি সুখী মানুষ, নিঃসম্বলে কি করে পথ চল্‌বে?

মাধ। ভাই, আর পৃথক্ ফল কেন? তুমি যদি নিঃসম্বল পথে যেতে পার, আমিও পারবো।

যাদ। তবে চল; শুনেছি, ভগবান্ রক্ষাকর্ত্তা।

মাধ। ভাই ভাই টাকার জন্যে পর হ'য়েছিলুম।

যাদ। আবার তো ভগবান্ আপনার করেছেন, জয় জগদীশ্বর।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মন্দাকিনী ও নিস্তারিণীর বালকবেশে প্রবেশ)

নিস্তা। দিদি! দেখলি তো, ওঁরা দু'জনে দু'-দিকে চলে গেলেন চল, আমরাও দু'জন দু'দিকে যাই।

মন্দা। ওঁরা ফিরে এসে যদি রাগ করেন?

নিস্তা। ঘরে ফিরে এসে না দেখ্‌তে পেলে তবে তো রাগ কর্বেন? ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন বড়দিদিকে নিয়ে ওঁরা ফেরেন। রাগ কর্‌বেন, ছুটো মন্দ বল্‌বেন, মারবেন, না হয় ত্যাগ কর্‌বেন, তাতে কি এসে গেল? স্বামী পথে পথে ফির্‌বেন, আর আমরা কি সুখে অট্টালিকায় থাক্‌বো? স্বামী নিঃসম্বল, দিনান্তে ভিক্ষান্ন জুটবে কি না জানি না, কি সুখে মুখে অন্ন দেবো? স্বামীর তরুতলে শয়ন, কি করে শয্যায় শোবো?

মন্দা। ঠিক বলেছিস্—যদি ত্যাগ করেন, প্রাণ-ত্যাগ কর্‌বো। মনে মনে জান্‌বো, স্বামী সুখে আছেন। আমরা মলেম, তাতে ক্ষতি কি? আমাদের মত কত লোক ওঁদের পদ-সেবা কর্‌বে। এক ভয়—লোকনিন্দা!

নিস্তা। কিসের লোকনিন্দা? স্বামীর পিছু পিছু গিয়েছি, তাতে লোকনিন্দা কি? স্বামীর সেবার জন্ম গিয়েছি, তাতে লোকনিন্দা কি? স্বামীর সাহায্যের জন্ম যাচ্ছি, তাতে লোক-নিন্দা কি? আর নিন্দা তো আমাদের আভ-রণ হয়েছে। বাপের বাড়ী থেকে চলে এসেছি, কুলোকে কতই কুকথা বলছে, যদি যথার্থ স্বামীভক্তি থাকে, লোকের কথায় কিছু এসে যাবে না।

মন্দা। তবে চল ভাই, আমরা পেছু পেছু যাই, আর বিলম্ব কর্‌বো না। এখনও ওঁদের খাওয়া হয় নি। দেখি যদি ভিক্ষা করে ছুটী অন্ন পাই, রেঁধে খাওয়াব

নিস্তা। কি করে খাওয়াবি?

মন্দা। এ বেশে আমাদের চিন্‌তে পারবেন না, অন্ন নিয়ে এসে বল্‌বো যে, আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণবালক। স্ত্রীলোকের পতি ইষ্টদেবতা, পতিসেবা'য় কখনও বিঘ্ন হবে না।

নিস্তা। তবে চল ভাই, আর বিলম্ব করবো না।

মন্দা। যদি দেখা হয় ভাল, না হলে এই শেষ দেখা।

নিস্তা। দিদি, ভগবানের মনে যা আছে, তাই হবে। চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

ট্রাঙ্করোড।

বিন্দু বৈষ্ণবী।

বিন্দু। হায়, কোথাও তো অভাগিনীর সন্ধান পেলুম না! রঙ্গিণীর কাছে শুনেছি, মরুভূমে দূরে মায়া-সরোবর দেখা যায়; পথিক বারি আশায় যত আগে যায়, সরোবর ততই পেছোয়। আমারও সেইরূপ হলো! ঐ এক-জন পাগলী যাচ্ছে,—ঐ একজন পাগলী যাচ্ছে, এই কথাই তো বারবার শুন্‌তে পাচ্ছি; কিন্তু কই, দর্শন তো পেলুম না। কি কর্‌বো, কোথায় যাব? পা আর চলে না। পিপাসার কণ্ঠ শুষ্ক হচ্ছে, কিন্তু কোন্ প্রাণে মুখে জল দেবো। সে অভাগী অনশনে চলেছে, সে মুখে জল দেয় নি, যদি তার না দেখা পাই, তা হলে আমারও অনশনব্রত। মরি তার ক্ষতি নাই, কিন্তু এই খেদ চক্ষের উপর রাজরাণী ভিখারিণী দেখলুম। আমার রাস্তার ভিখারিণী জেনে কুড়িয়ে নিয়ে প্রাণ-

দান দিয়েছেন, হীন বলে কখনও ঘৃণা করেন নি, পরিচারিকার মত সেবা করেছেন, আমি তাঁর কিছু করতে পারলুম না। সে ঋণের এক কণাও সুধতে পারলুম না! দেহ, কাতর হয়ো না; যাঁর অন্নে পালিত হয়েছ, এখন তাঁহারই কার্য্যে আত্মসমর্পণ কর। বিরামের সময় নয়—চল।

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অন্ন। হা প্রভু! কোথায় তুমি?

বিন্দু। ঐ যে, ঐ যে, ঐ যে আসছেন। ভগবান্ বুঝি দাসীর মনস্কামনা পূর্ণ করলেন; বড় বৌঠাকরুণ! বড় বৌঠাকরুণ!

অন্ন। কে তুমি? কাকে ডাকছো? কে তুমি বিন্দু; তাঁর দেখা পেয়েছ কি? তিনি আসছেন কি?

বিন্দু। কি বলছো দিদি! কেন মিছে ব্যাকুল হচ্ছো? তোমার কপাল ভেঙেছে তা ত তুমি জান। যম কি কারুকে ফিরিয়ে দেয়?

অন্ন। সে কি বলছো? পতিপ্রাণা পতি পাবে! যদি যমরাজ না ফেরে দেন, আমি যমরাজার কাছে যাব; এত দিন যাই নি, মহাপাপ করেছি, তাই এ যন্ত্রণা, আর যন্ত্রণা সইবো না।

বিন্দু। কোথায় যাবে?

অন্ন। তাঁর উদ্দেশে—তাঁর উদ্দেশে।

বিন্দু। কি করবো, কি করে ফেরাবো? তুমি কি আর ফিরবে না?

অন্ন। মহাপথে চলেছি, মহাপ্রস্থান করেছি, আর ফিরবো কেন? আর ফিরবো না।

বিন্দু। আচ্ছা, আমিও তোমার সঙ্গে চললুম, আমারও মহাপ্রস্থান। তুমি আমার জীবনদাত্রী—তোমারও যে দশা, আমারও সে দশা।

অন্ন। কই প্রভু, কোথায় তুমি? কোথায় তুমি? বড় ব্যাকুল হয়েছি—দেখা দাও।

বিন্দু। অভাগিনীর আর অধিক বিলম্ব নাই। দেখা পেলুম বটে, কিন্তু কোন ফল হলো না। আমারই বা প্রাণের এত মমতা কেন? আমারও তো সংসারে কোন কাজ বাকি নেই। আমিও তো স্বামীহারা, আমিও তাঁর উদ্দেশে অনশনে প্রাণত্যাগ করি। আমি আমার নির্ম্মল কন্যার নামে কলঙ্ক দিয়েছি, লোকে তারে বেশ্যার দুহিতা বলে; আমিও মহাব্রত করে জনসমাজে পরিচয় দিই যে, আমি বেশ্যা নই। বড় বৌঠাকরুণ আমার শিক্ষাদাত্রী—আমার গুরু। ওঁরও যে পথ, আমারও সে পথ। আমার হৃদয়ে অনেক দিনের পর আনন্দ উদয় হচ্ছে; আবার যেন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে আশা হচ্ছে; কে আমার অন্তরে বলছে, তোরও এ পথ—তবে আর মমতা কেন, কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে—কাজ। এখনও মনে হচ্ছে—অভাগিনীকে ফেরাব, নইলে সংসার ছারেখারে যাবে। আমি কে? ছারেখারে যাক, আমার কি? না, না, কাজ—কাজ! এখনও কাজ আছে। এ কি আমার প্রাণের মমতা? না, না, বৌঠাকরুণকে ফেরাব; না পারি, মরবার জন্তে তো প্রস্তুত—দুইজনেই মরবো!

অন্ন। পথ আর নির্ণয় করতে পাচ্ছি নে, দিগ্‌দিক্ জ্ঞানশূন্য হয়েছি, দেহ আর চলে না। অতিশয় ক্লান্ত, আমার জীবনের ভার আর বইতে পাচ্ছে না। চক্ষু, দৃষ্টিহারা হয়ো না, তাঁরে দেখে মহানিদ্রায় মুদ্রিত হয়ো। দেহ, তোমায় বহু যত্নে চিরদিন রেখেছি, রাজভোগে পুষ্ট করেছি, আমার শেষ এই কাজ কর। তাঁর দেখা পেলেই তোমাকে ছেড়ে তাঁর সঙ্গে যাব, তুমি চিরদিন বিশ্রাম কোরো। চল চল, নতুবা আমায় ছেড়ে দাও—আমি বিদ্যুদ্বেগে তাঁর কাছে যাই। চল চল, ঐ আলো দেখতে পাচ্ছি, ঐখানে তিনি আছেন, চল—চল।

বিন্দু। বৌঠাকরুণ, বৌঠাকরুণ। কি করছো? আত্মহত্যা করবে? অনশনে প্রাণ দেবে?

অন্ন। কে ও বড়বৌদিদি? তুমি এখনও আমার সঙ্গে আছ?

বিন্দু। আমি তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব? কিন্তু তুমি আমায় ছেড়ে যাচ্ছ। আক্ষেপ এই, তুমি আমায় মৃত্যুশয্যা থেকে তুলেছিলে, আর আমি তোমায় মৃত্যুশয্যায় দেখে জীবিত থাকবো।

অন্ন। মা, মা আমার মৃত্যুশয্যা না, এখনও মর্‌বার সময় হয় নি; আমি তাঁর কাছে যাব বলে চলেছি; তিনি আসবেন, আমায় সঙ্গে নেবেন। বষ্টম দিদি! বল্‌তে পার কেন তিনি আসছেন না? বোধ হয়, কলঙ্কের ভয়ে তিনি এখনও আস্‌ছেন না; পাপিনী বলে ঘৃণা করে আস্‌ছেন না! ঐ দেখ, ঐ দেখ, বুঝি আস্‌ছেন—ঐ আলো!

বিন্দু। কোথায় আলো, এ বনপথ, নিবিড় অন্ধকার, কোথায় যাচ্ছ?

অন্ন। না, না, ঐ যে আলো—ঐ যে আলো! দেখতে পাচ্ছ না,- দেখ্‌তে পাচ্ছ না? ঐ শোন, তিনি আস্‌ছেন, তাঁর গলার স্বর শুনতে পাচ্ছি, ঐ যে, ঐ যে, ঐ! (পতন ও মূর্চ্ছা—বিন্দু কর্ত্তৃক ধৃত)

(একজন সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যা। মা, ইনি কে? এঁর এই অবস্থা, তুমি একা স্ত্রীলোক, তোমাদের সঙ্গে লোক দেখছি না তো?

বিন্দু। বাবা, বিস্তর দুঃখের কাহিনী, কি শুন্‌বে? একটু জল দাও, মুখে দিই।

সন্ন্যা। এই আমার কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল আছে, দাও। (জলদান)

অন্ন। আবার অন্ধকার - কই, কোথা গেলে? প্রভু, দেখা দাও।

সন্ন্যা। উনি কি বল্‌ছেন?

বিন্দু। বাবা, কি শুন্‌বে? ইনি বিধবা, পতির উদ্দেশে অনশনে বেরিয়েছেন।

সন্ন্যা। বুঝেছি, আতুর সন্ন্যাস! সন্ন্যাসীর মায়া-মমতা নিষেধ, দয়া যদি নিষেধ হয়, তা হলে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ত্যাগ করাই ভাল। এ কি! মনের ছলনা! হয় হোক, অনেকবার মনের ছলনায় প্রতারিত হয়েছি, এবারেও না হয় হব।

বিন্দু। (পুনর্ব্বার জল প্রদান)

অন্ন। মুখে জল দিও না, জল দিও না। কে ও? কে ও? আমার ব্রতভঙ্গ কোরো না, আমি স্বামীর উদ্দেশে ব্রত করেছি। ঐ যে! ঐ যে! ঐ পথে দাঁড়িয়ে আছেন! (পতন)

বিন্দু। কি সর্ব্বনাশ হলো!

সন্ন্যা। অভাগিনী এখনও জীবিতা, এ পতিপ্রাণার যদি প্রাণরক্ষা হয়, সংসারের বিস্তর উপকার। ধর্ম্ম ভিন্ন মুক্তি নাই, দয়া অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই। আহার রয়েছে, নিদ্রা রয়েছে, শরীরে বোধ রয়েছে, তবে কেন দয়া ত্যাগ কর্‌বো? চক্ষের উপর স্ত্রী-হত্যা দেখা উচিত নয়। (পুনর্ব্বার জল দান।)

(গণককারের প্রবেশ)

গণ। বিবেক কর গে—ঠিকঠাক।

বিন্দু। ভটচাজ্, ভটচাজ্, শুনেছি, তুমি ওষুধ জান; বড় বৌঠাকরুণকে বাঁচাও। ভট্‌চাজ্, তোমার পায়ে পড়ি রক্ষা কর। (পতন ও মূর্চ্ছা)

গণ। আমার বিষ নয়, অশ্বত্থামার ব্রহ্ম-অস্ত্র! অর্জ্জুনকে মেরেছিলুম, উত্তরার গর্ভপাত হলো।

সন্ন্যা। ঠাকুর, এঁকে চেন না কি?

গণ। বিবেক করুন গে। আপনার আশ্রয় কি এই নিকটে?

সন্ন্যা। হাঁ, আমি লোক ডেকে আন্‌ছি।

গণ। বিবেক করুন, লোকের দরকার নাই। অপর্য্যাপ্ত আতপ চাউল ভক্ষণ করে থাকি—উভয়কেই উভয় স্কন্ধে আমি নিয়ে যাচ্ছি; আপনি মুখে জল দিতে দিতে চলুন।

অন্ন। হায়, কোথায় তুমি! এখনও দেখা দিলে না?

বিন্দু। ঐ যে! ঐ যে! বৌঠাকরুণ বেঁচে আছেন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

(মাধব ও মন্দাকিনী)

মাধ। তুমি ক'দিন আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার হয়ে ভিক্ষে করে আন্‌ছো, ভাত দিচ্ছো, তুমি কে ভাই?

মন্দা। ও মা, কতবার বল্‌বো গো, আমি ভিখিরী বামুনের ছেলে, ভিক্ষা করে খাই।

মাধ। তা তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছ কেন? তোমার কি কেউ নেই?

মন্দা। আমি ভিখিরী, আমার আর কে আছে? বিধাতা তোমায় মিলিয়ে দেছেন, তোমার সঙ্গেই আছি, আর কোথায় যাব বল?

মাধ। দেখ, তুমি আমার সঙ্গে থেকো না।

মন্দা। কেন?

মাধ। আমি কে, তা জান?

মন্দা। জানি—জানি, তোমার পরিচয় দিতে হবে না।

মাধ। না, তুমি জান না। আমি চণ্ডাল! মাতৃঘাতী! দুষ্ট! নষ্ট! পাপিষ্ঠ!

মন্দা। তুমি যে হও, আমার কি!

মাধ। তুমি আমার সঙ্গে কেন আছ?

মন্দা। কেন আছি? আমার আপনার কাজে আছি, আমার বুকে বড় আঘাত লেগেছে; আমার দেবতা বলে দেছেন, তোমার সেবা করলে ভাল থাকবো। তোমার সেবা ক'রে ভাল আছি, তাই তোমার সেবা কর্‌ছি।

মাধ। কে তুমি?

মন্দা। কতবার বল্‌বো?

মাধ। তোমায় যেন কোথায় দেখেছি। তোমার স্বর যেন পূর্ব্বে শুনেছি।

মন্দা। হবে, আশ্চর্য্য কি!

মাধ। তুমি আমায় প্রতারণা কোরো না। সত্য বল, তুমি কে?

মন্দা। আমি কে, শুনে তোমার কি হবে?

মাধ। জানিনে। আমার প্রাণ কেন ব্যাকুল হ'চ্ছে, বল্‌তে পারিনে। আমি তোমার মতন স্বর শুনেছি, তোমার মতন মূর্ত্তি দেখেছি।

সে?

কোন অভাগিনী!

না, সে অভাগিনী নয়, সে ভাগ্য-

বল্‌ছো?

আমি তাকে জানি, সে তোমার স্ত্রী।

মাধ। তবে তারে ভাগ্যবতী বল্‌ছো যে?

মন্দা। যে স্বামী সেবা কর্‌তে পায়, সেই ভাগ্যবতী,—আর ভাগ্যবতী কে?

মাধ। কি! কি! কি বল্‌লে?

মন্দা। আমিই তোমার দাসী।

মাধ। মন্দাকিনি! ভগবান্ আমায় নানা রত্ন দিয়েছিলেন আমি অভাগা—চিন্‌লুম না।

মন্দা। ঐ বুঝি ঠাকুরপো আস্‌ছে, পরিচয় দিও নি।

(যাদবের প্রবেশ)

যাদ। দাদা! দাদা! সংবাদ পেয়েছ কি? শুনেছি, এইখানে কোন সন্ন্যাসীর কুটীরে তিনি আছেন।

মাধ। তা জানি না, অনেক খোঁজা হয়েছে—খুঁজে পাচ্ছিনে। তুমি বসো, একটু বিশ্রাম কর। কুটীর কোথায়, আমি অনুসন্ধান করে দেখে আস্‌ছি।

যাদ। দাদা, এ কে?

মাধ। ও আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছে।

যাদ। অমনি বালায়ে আমি পড়েছি। ভিক্ষা করে আনে, রেঁধে খাওয়ায়, আমি এত পালাবার চেষ্টা করেছি, কিছুতেই পারি নাই। সে বলে কি জান? তার বুকে ব্যথা, আমার সেবা করলে তার ব্যথা ভাল হবে!

মাধ। সত্যিই তার বুকে ব্যথা, আমি তারে জানি, তুমি আর তারে তাড়িও না। সে কোথায় গেল?

যাদ। সে এল বলে, ভাবতে হবে না; ঐ দেখ।

মাধ। তুমি ওরে সঙ্গে করে নিয়ে এস। আমি বড় ভাই, আমার কথা ঠেলো না, আমার আজ্ঞা পালন কর। বৌদিদিকে খুঁজে পাই ভাল; না পাই, এইখানেই ফিরে এসে যেরূপ কর্ত্তব্য করা যাবে।

[মাধব ও মন্দাকিনীর প্রস্থান।

যাদ। কথাটা কি? কিছু তো বুঝতে পাচ্ছিনে। এ ছোঁড়া কে? দাদা কি করে চিন্‌লে? যেন চেনো চেনো কর্‌ছি, কোথায় দেখেছি বটে।

(নিস্তারিণীর প্রবেশ)

তুই ছোঁড়া কে রে?

নন্তা। যে হই, তোমার কি?

যাদ। আচ্ছা, তুই আমায় চিনিস্?

নিস্তা। চিনি, তোমায় জানিনে আর তোমার সঙ্গে ঘুরছি?

যাদ। বড় বৌদিদিকে জানিস্?

নিস্তা। খুব জানি বিনি আমার সন্তানের মতন ভালবাসেন।

যাদ। দেখ্ দেখ, এই বনে কোন্ কুটীরে আছেন, সন্ধান কর্‌তে পারিস্?

নিস্তা পারি।

যাদ। তা যদি পারিস্, তা হলে আমি তোর গোলাম হয়ে থাকি।

নিস্তা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! দাসীকে ও কথা বোলো না। এস, দিদির কাছেই নিয়ে যেতে তোমায় এসেছি।

। উঃ নিস্তারিণী! তুমি নিস্তারিণীর মতনই পবিত্র! আমি তোমায় বিবি সাজ্‌তে বলেছিলেম, আমার প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে, তা বুঝতে পেরেছ?

নিস্তা। আর ও সব কথা মনে কোরো না। এস, শীগ্‌গির এস, দিদি তোমাদের অপেক্ষা করছেন।

ধ। যাদব, যাদব, এদিকে এস; সন্ধান পেয়েছি, ঐ কুটীর।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

হলধর।

পাপের বিচি, বটগাছের বিচের বাবা! চাটুর্য্যেকে ধোঁকা দিতে পাপের বিচি পুঁতলুম, দিব্যি ফলফুলে দিগ্‌ব্যাপী সাজন্ত গাছটি হ'য়ে উঠেছে! বটগাছ বাড়ী ভাঙে, আমি গাছ পুঁতে সংসার ভাঙলুম! ছোটমামার খাওয়া নাই, থাওয়া নাই, শোয়া নাই —দিনরাত পাগলের মতন বেড়াচ্ছেন; বড় বৌদিদি হয় তো রাস্তায় পড়ে মরেছেন। ছট ভাই বিবাগী, সঙ্গে সঙ্গে ছুটো বৌও সরেছে। বেশ হয়েছে। দিব্যি অট্টালিকায় আমোদ করে বেড়াও। আবার মজা দেখ, বিন্দী বৈষ্ণবীও মায়ে ঝিয়ে নিরুদ্দেশ! গাছের শেকড় ডুব দিয়ে গে তাদের বাড়ী ঠেলে উঠেছে। ত' বেশ!

(শান্তিরামের প্রবেশ।

শান্তি। হ্যাদে খোকা বাব, কার সাথি বকতিছ?

হল। চুপ! দেখ্‌ছিসনে বাড়ীর নক্সা নিয়ে এসেছে।

শান্তি। হ্যাদে কেডা?

হল। ইন্দ্রের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। আমার যায়গাও পছন্দ হ'চ্ছে না, বাড়ীর নক্সাও পছন্দ হচ্ছে না, তাই ভাবছি।

শান্তি। হ্যাদে, কি বকতিছ? খ্যাপবার যোগাড় যে স্যাখতিছি।

হল। আরে না না, বুঝিসনে—ঝক্‌ড়া চল্‌ছে। ইন্দ্রি বল্‌ছে যে, চাটুর্য্যের বাড়ী সেই পাড়ায় করবে, আমি বল্‌ছি, কখন না তাতে আমার অপমান হবে। অন্ততঃ স্বর্গের নীচে চাটুর্য্যের থাকা উচিত। সে থাকবে পঞ্চম স্বর্গে, আর আমি থাক্‌বো সপ্তম স্বর্গের উপর।

শান্তি। খোকাবাবু, আর খেদ করে করবা কি?

হল। না, খেদ নয়—ঠিক কথা। আমার শ্রীকৃষ্ণ-অংশে জন্ম, মাতুলবংশ নির্ম্মূল করলুম!

শান্তি। খোকাবাবু, তুমি তো যা করবার তা করতিছ—তেনাদের সন্ধানে লোক পেঠিয়েছ, আপনি ঘুরতিছ, ছোটমামার সেবা করতিছ, আর কি কর্‌বো?

হল। কি আর করবো, সশরীরে স্বর্গে যাব।

শান্তি। অমনডা করতি থেকো না, মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। তুমি আর করেছ কি? হ্যালা বুদ্ধিতে চাটুর্য্যের সাথে ছুটো মস্করা করেছ!

হল। কি করেছি? 'খাল কেটে ঘরে কুমীর এনেছি। কি শুভক্ষণে জন্ম হয়েছিল! ছেলে বয়সে বাপ মা খেলুম, এ বাড়ীতে পদার্পণ করেই বড় মামার, বড় দাদার ঘাড় ভাঙলুম, আর জ্ঞান হয়ে যা করবার নয় তাই করলুম। বুদ্ধির দৌড়ে চাটুর্য্যে সেলাম দিয়েছে।

শান্তে, তুই ছোটমামাকে দেখিস, আমি আর একবার খুঁজতে বেরুই।

শান্তি। হ্যাঁ দে, ছোটকর্ত্তা থানায় থানায় খপর দেছে, কাঁড়ি কাঁড় টাকা ঢ্যালে চারিদিকে লোক ছুটায়েছে, তুমি আর কনে খুঁজতি যাবা কও?

হল। ছোটমামা কোথায়?

শান্তি। তিনি সারা'টা বাড়ী বেড়িয়ে দুরবীন হয়ে পে উঠেছেন, এই যে আস্‌তেছেন।

(কালীকিঙ্করের প্রবেশ)

কালী। চিন্তা! চিন্তা! চিন্তা!! চিন্তা-স্রোত কাল-স্রোতের মতন চলেছে—অনিবার্য্য, অবিরাম-গতি! এই স্রোতের নাম জীবন।

শান্তি। ছোটকর্ত্তা, শুতি যাবা না? তোমার বাইয়ের ধাত, না ঘুমু'লি অসুখ করবে।

কালী। শান্তে, অনেক চেষ্টা কর্‌ছি, আমার বাঁচবার সাধ বেড়েছে। জীবনের চরম সীমা কি বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি—মানবজীবনের পরিণাম কি?

শান্তি। দেখ, ছোটকর্ত্তা, অমন যক্কট মক্কট ভেবো না, বরাত ছাড়া ত পথ করতি পার্‌বা না। যার চারা নাই, তার সঙ্গে দাঙ্গা করে কি কর্‌বা?

কালী। আমি ভাবতে চাইনে, ভাবায়; আমি স্থির হ'তে চাই কিন্তু অশান্তির সাগর উথ্‌লে উঠে। অদ্ভুত ব্যাপার!

শান্তি। ছোটকর্ত্তা, একটু বুক বাঁধো।

কালী। হলধর, জান কি? এইখানে মাঠ ছিল, আমি বাড়ীর নক্‌সা করি, দাদার সঙ্গে ঝকড়া করে সাতমহল বাড়ী করেছি। তিন জন ভাইপো এক একজন এক এক মহলে থাকবে; পূজার বাড়ী, অতিথশালা, আমার আলাদা মহল, দাদার আলাদা মহল, দেখে এস পড়ে রয়েছে—কেউ নাই!—কেউ নাই! একা আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। আর কেউ নাই—কেউ নাই!

শান্তি। তেনারা কনে যাবে, ভাবতিছ কেন?

কালী। আমার বিবাহ নিয়ে বড় বৌঠাকুরুণের সঙ্গে ঝকড়া হয়। তিনি সম্বন্ধ করেছিলেন বলে, আমি তাঁর কাছে সাতদিন খেতে যাই নি; আমি মনে মনে ভেবেছিলেম, আমার ইন্দ্রের মতন তিন ভাইপো রয়েছে, আমার জঞ্জালটা সংসার আবার যে করে কেন সংসারী হব? সে কথা আমার স্মরণ রয়েছে। স্মৃতির ভেতর জল্‌ছে।

শান্তি। ছোটকর্ত্তা, কেন আর চাপা আগুন উটকে তুলতেছ—একে তোমারি চারদিকে জ্বালা।

কালী। হলধর, কাঁদছো, কাঁদ। যত দিন কাঁদতে পাও, কাঁদ। গোকুল মলে আমিও কেঁদেছিলেম। যে দিন গোকুল মরে, সে দিন বারিধারার ন্যায় চক্ষে জল পড়েছে. বুক ভেসে গেছে, মাটি ভেসে গেছে। বৌঠাকরুণ মলে ভেবেছিলুম যে আবার মাতৃহারা হ'লুম, গঙ্গাতীরে দু'ফোঁটা চকের জল ফেলেছিলুম—গঙ্গার জলে শিশিরের মত মিশিয়ে গেল! দাদা মলো—ইস্পাত হলো; আর চখে জল পড়েছিল কি না স্মরণ হয় না। এখন আর চখে জল নাই, শুষ্ক-নীরস! শাখ শূন্য বজ্রাহত তরুর ন্যায় হয়েছি। তোমরা যাও, আমি একটু ঘুমুবার চেষ্টা করি।

[হলধর ও শান্তিরামের প্রস্থান।

মমতা, তুমি দূর হও—আর তোমায় হৃদয়ে স্থান দেব না। যদি না যাও, আর আমায় আলোড়িত কর্‌তে পারবে না। এখনও মনে হচ্ছে, আমার বাড়ী, আমার ধন, আমার বৌ, আমার ভাইপো, আমার রঙ্গিণী; আজ থেকে সে আমার দূর হলো। যারে আমার ভাবি, সেই থাকে না, এই দণ্ডে আমার বলা শেষ হলো। বিদ্যার গৌরব, ধর্ম্মের গৌরব, চরিত্রের গৌরব, কথার গৌরব মাত্র! নিস্ফল, কাকবিষ্ঠা! জীবনে দুঃখই সার্থক, ভূমিষ্ঠ হয়ে দুঃখ, আজীবন দুঃখ—মরণে দুঃখ।

(সাতকড়ির প্রবেশ)

সাত। ঘুমিয়েছে, বেশ সুযোগ! বিলেতি কল, এ সব চাবিতে কি খুলবে? বরাত দেখ—এই যে চাবির খোলো পড়ে। এইটাই বটে, এই যে ঠিক লেগেছে!

[টীনের বাক্স উদ্‌ঘাটন।

কালী। কে ও, চাটুর্য্যে?

সাত। আজ্ঞা—আজ্ঞা।

কালী। ভয় করছো কেন? কি চাও, নাও। আমি কিছু বলবো না, আমি মিথ্যাবাদী নই, জান? নাও, যা ইচ্ছা নাও।

সাত। আজ্ঞা না, আমি টাকা কড়ি চাই নে ;—

কালী। তবে, তবে কি চাও? যা চাও বল, আমি এখন দিচ্ছি; একটা কথা আমায় সত্য বল। তোমারও তো বয়েস হয়েছে, মানবজীবন কি দেখলে—লাভালাভ কিছু বুঝলে? কি চাও নাও, আমার কথার উত্তর দাও।

সাত। আজ্ঞা, আমি টাকা-কড়ি নিতে আসি নি।

কালী। ভাল, আমার কথার উত্তর দাও।

সাত। আজ্ঞা, সেই কথারই উত্তর দিচ্ছি। এতে যে টাকাকড়ি নাই, তা আমি জানি। এটা কেবল আপনার হাতের লেখা কাগজে ভরাট, সেই কাগজগুলি নিয়ে পুড়িয়ে ফেল্‌বো মনে করেছিলেম।

কালী। তাতে তোমার লাভ?

সাত। আজ্ঞা, আপনার টাকায় দরদ নাই, স্ত্রীলোকে দরদ নাই, মানসম্ভ্রমের খাতির করেন না—দরদের ভেতর এক ভাইপো, ভাইপো-বৌ আর রঙ্গিনী। আর বলেন তো এক ভাগ্‌নে। তা তাঁরা তো নিরুদ্দেশ হয়েছেন, ভাগ্‌নেটীও ভাবে বুঝ্‌ছি, কোন্ দিন চম্পট দেন। তা হলেই এদিক এক রকম ফুরুল ; আর দরদের ভেতর দেখেছি, আপনার বিদ্যার, আর ঐ কাগজগুলির। কাগজগুলিতে বোধ হয় আপনি যা পড়েছেন, দেখেছেন, তাই টুকে রেখেছেন। ঐগুলি আপনার খুব দরদের। তাই ভেবেছিলাম, ঐগুলি নিয়ে পুড়িয়ে ফেলবো।

কালী। তোমার লাভ তো বুঝতে পারলেম না।

সাত। আজ্ঞা, ছেলেবেলায় মাষ্টার গল্প করেছিলেন যে, "কে একজন ফরাসির পণ্ডিত, রুকো ফুকো তাঁর নাম, তাঁর মতে পরের দুঃখই মানুষের আনন্দ।" আমি কথাটী শুনে আমার মনের কথা বুঝতে পারলেম, জীবনে দুঃখ আছে, দুঃখের হাত এড়াবার যো নাই। তার পর দেখলেম, আর একজন দুঃখ পাচ্ছে, প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হলো, তাই দুঃখে সুখে এই আনন্দে বেড়াই।

কালী। তুমি সত্যই ভেবেছিলে, ঐ কাগজগুলি আমার অতি যত্নের সামগ্রী ছিল। সমস্ত রাত্রি জাগরণ করে দূরবীক্ষণে আকাশে তারার গতি লক্ষ্য করেছি, অণুবীক্ষণে কীটাণুর ব্যাভার দেখেছি, বিজ্ঞান চর্চ্চা, জীবন উপেক্ষা করে তাড়িৎপরীক্ষা, রাসায়নিক পরীক্ষা, নিজ দেহের দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করেছি। যা যা দেখেছি, যা যা ভেবেছি, সব ওতে টুকে রেখেছি, কেন জান? ভেবেছিলেম, এ প্রকাশ করলে মানুষের উপকার হবে; কিন্তু আজ বুঝেছি যে, মানবদুঃখের এক কণাও কমবে না।

সাত। আজ্ঞা, অনুমতি হয় ত আমি চল্লেম।

কালী। কই, এ কাগজ নিলে না?

সাত। আজ্ঞা, আর ও কি করবো? ওতে তো আপনার আর কোন মমতা নাই।

কালী। তুমি কি মনে কর, যারা পর-উপকার করে, তারা আহাম্মক?

সাত। মহাভারত! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, অমন কথা মুখে আন্‌তে পারি? তবে কি জানেন? যার যে সখ—যার যে সখ! কেউ বিশ ক্রোশ রাস্তা ছুটে বনে সেঁধিয়ে বাঘ মারতে যায়, আর কেউ তাকিয়ার হেলে পড়ে নল মুখে দিয়ে ঝিমোয়। যার যে সখ,—যাঁর যে সখ!

কালী। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—জীবনে সুখ বেশী, কি দুঃখ বেশী?

সাত। জলের ঢেউ; ওঠেও যত, ডোবেও তত। তবে খতালে দুঃখ বেশী। কি জানেন? আমি আমুদে লোক, আমোদ করেই বেড়াই। কার কি হবে, কার কি হলো, অত ধার ধারিনে।

[প্রস্থান।

কালী। পরের অনিষ্ট জীবনের ব্রত; কিন্তু আশ্চর্য্য! একে তো আমি একদিনও বিমর্ষ দেখি না। পড়েছি, শুনেছি, লোককে উপ-

দেখ দিয়েছি যে, দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ। কিন্তু এর যথার্থ মর্ম একদিনও বুঝি নি। সুখের প্রত্যাশায়, দুঃখের ভয়ে দুঃখ শতগুণে বৃদ্ধি করেছি। পরের জন্যে অনেক সয়েছি, অনেক ভেবেছি, আর কেন? আজ থেকে আমি আমার! আর আমার কেউ নাই! যা হবার হবে।

(রঙ্গিণীর প্রবেশ)

রঙ্গি। ছোটবাবু, ছোটবাবু, ওঠো, শীগ্‌গির চল, বড় মা মৃত্যু-শয্যায়।

কালী। সম্ভব।

রঙ্গি। সম্ভব কি বল্‌ছো? আমি দেখে এসেছি। মেজবাবু, ছোটবাবু, মেজবৌমা, ছোটবৌমা, মা, সকলে সেখানে আছেন। শীগ্‌গির চল, নচেৎ দেখা হবে কি না, বলতে পারি না।

কালী। তোমার ইচ্ছা হয় ফিরে যাও, আমি যাব না।

রঙ্গি। কি বল্লে? এ কথা তোমার মুখে কখনও শুনি নি, শুনবো বলে মনে করি নি। কি নিষ্ঠুর কথা বল্লে! তুমি কি আমার কথা বুঝ্‌তে পার নি?

কালী। বড় বৌমা মৃত্যুশয্যায়, এই তো বল্‌ছো? তোমার কথা বুঝেছি,—তুমি আমার কথা বোঝ নি। আত্মীয়ের মৃত্যুশয্যায় অনেকবার বসেছি, অনেকবার মৃত্যুযন্ত্রণা দেখেছি, অনেক সয়েছি, অনেক দেখেছি, আর দেখ্‌বার সাধ নাই।

রঙ্গি। কি বল্‌ছো! কি কথা বল্‌ছো, ছোট বাবু? হয় তো তিনি তোমায় দেখ্‌বার জন্ম ব্যাকুল হয়েছেন, চক্ষের জ্যোতি রয়েছে, কি যেন খুঁজছেন, কি যেন দেখছেন, কার যেন আস্‌বার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছেন; শীগ্‌গির এস, বিলম্ব করো না।

কালী। আমার শক্তি নাই, মন নাই, সে মানুষ আর আমি নাই! আমার কেউ নাই, আমি কারুর নই।

রঙ্গি। সত্যই তোমার কথা আমি বুঝলেম না। মারীভয় উপস্থিত হলে, কুটীরে কুটীরে মুমূর্ষু ব্যক্তির সেবা কর্‌তে তোমায় দেখেছি, পরের দুঃখে প্রাণ দিতে তোমায় উদ্যত দেখেছি, সামান্য জীব-জন্তুর দুঃখে ব্যাকুল হতে দেখেছি,—আজ এ কি বিপরীত! যে বড় বৌমার দুঃখে তুমি আজীবন দুঃখিত; যাঁরে তুমি তোমার কন্যা অপেক্ষা স্নেহ করতে; যিনি এক বেলার জন্যে দেখ্‌লে না গেলে তুমি অস্থির হয়ে বেড়াতে; তিনি মৃত্যুশয্যায়—আর তুমি স্থির আছ! এ কি বিপরীত! আমার ধারণা ছিল, যদি সাগর জলশূন্য হয়, আকাশ চন্দ্রশূন্য হয়, অগ্নি তাপশূন্য হয়, তথাপি দেবতা দয়াশূন্য হন না। অনেক সয়েছ, তাই দুঃখে ভয়? এ তোমার যোগ্য কথা নয়। আমিও সয়েছি, আমি তোমার উপদেশে ভয়শূন্য হয়েছি, আমি তোমার মুখেই শুনেছি যে, এ ক্ষণভঙ্গুর পাঞ্চভৌতিক দেহ দুঃখের আগার, তবে আজ কি বল্‌ছো? জীবন দুঃখময়; কতবার বলেছ, জীবন সুখের জন্য নয়—সাধনের জন্য। তুমি তোমার কথা ভুলেছ, আমি তোমার উপদেশ ভুললেনে—আমি চল্‌লেম।

কালী। নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় মন। শুনেছি সেই আনন্দের অবস্থা। কিন্তু এ কি সম্ভব! কখন না। কল্পনা মাত্র। প্রলোভন-বাক্য! সুখ দুঃখ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, বায়ুসজ্ঘর্ষণে ঘোরতর ঘূর্ণবায়ু উপস্থিত হয়। দীপনির্ব্বাণ সম্ভব। নিষ্কম্প দীপ অসম্ভব! স্বভাবে অসম্ভব। ঐ যে দীপ কম্পিত হ'চ্ছে, প্রবল বায়ুতে নির্ব্বাণ হবে, বায়ুহীন হলেও নির্ব্বাণ হবে। এ দীপ নির্ব্বাণ হবে, মৃত্যুতে কি জ্ঞানদীপ নির্ব্বাণ হবে? অসম্ভব! জড়েরই পরিবর্ত্তন—জড়েরই ধ্বংস। চৈতন্যের বিনাশ! কল্পনা করা যায় না। বিপদ ঘোর বিপদ—অনন্ত বিপদ! এ কি? এ কি আভাষ! আত্মত্যাগ! সে কি? সে কি? নূতন কথা,—নূতন কথা! আপনার জন্যেই সব, আপনার জন্যই যন্ত্রণা। আত্মত্যাগ সম্ভব! সম্ভব!! সম্ভব!!! রঙ্গিণি! রঙ্গিণি! শোন, শোন! পেয়েছি, পেয়েছি!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাতীর—শ্মশান।

বিন্দু, অন্নপূর্ণা, মাধব, যাদব, জলধর, গণক, মন্দা কমা ও নিস্তারিণী।

বিন্দু। বৌ-ঠাকরুণ, বৌ-ঠাকুরুণ। আমি গাচ্ছি, শোন।

(গীত)

গহনে স্বজনী বাঁশরী ধ্বনি ব্যাকুল ঘন বোলে।
এস স্বাস্বরি ডাকিছে বাঁশরী
করুণ বোল বোলে॥ (স্বজনী)
ধারা নয়নে, ভ্রমে বনে বনে,
পথপানে চাকে সই,
না জানি কেমনে, আছি সে বিহনে,
সে জানে না আমা বই ;
সব গৃহকাজে, আর কি লো সাজে,
বেদনা কতই এবে,
সে কত সেধেছে, সে কত কেঁদেছে,
যতন করেছি কবে ;
রব না রব না, বেদনা দেব না,
ছি ছি আছি তারে ভুলে।
সখি মম আশে, অকূলে সে ভাসে,
কেন আর রব কূলে॥

বৌ ঠাকরুণ—বৌ-ঠাকরুণ, আমি গান গাইলেম, শুনলে না ?

অন্ন। শুনেছি, উনি শুনতে এসেছেন ; তোমার গান বড় ভালবাসেন। তোমার গান শুনে আমার নিতে এসেছেন, ক্লান্ত হয়ে বসেছেন। ঐ দেখ, ঐ দেখ, বড় মলিন হয়েছেন। একটু বিশ্রাম করুন, তার পর দুজনে যাব। অরুণ উদয় হোক, ভাগীরথী পট্টবসনে নৃত্য করুন, ভাগীরথীর ধারা ধরে হিমাচলে উঠবো ; যে পথে দুন্দুভি-ধ্বনি, সেই পথে যাব, ধারা ধরে যাব, বিষ্ণুপাদপদ্মে বিশ্রাম কর্ব্বো।

মাধ। বৌদিদি !

অন্ন। আর আমায় ডেকো না, আর আমায় ফিরিও না। আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রে এসেছি, মনে মনে বিদায় নিয়ে এসেছি। আমি মহাপথে চলেছি, একটু বিশ্রাম ক'চ্ছি, এখানে তোমরা কেন ? যাও,—ফিরে যাও। অনেকদিন তোমায় ভুলেছিলুম,—অনেক দিন তোমায় ভুলেছিলুম।

যাদ। দাদা, কি করবো ? কি হবে ? পবিত্র কুললক্ষ্মী ত্যাগ করলেম !

মাধ। যাদব, ভাবিস্‌নে, কাঁদিস্‌নে। বৌদিদি বল্লেন, আমাদের আশীর্ব্বাদ করেছেন, মহাপাপী বটে, কিন্তু সতীর আশীর্ব্বাদে আমাদের পাপ দূরে যাবে।

অন্ন। বোঠাকুরদিদি, শোন, শোন, ঐ মৃদঙ্গ বাজিয়ে গান কর্‌তে কর্‌তে আস্‌ছেন, ঐ নাম কচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছ ? আমার ও নাম মুখে করতে নেই, পাছে হৃদয় থেকে বেরিয়ে যায় ! স্ত্রীলোকের স্বামীর নাম কর্‌তে নেই ; হৃদয়ে চেপে রাখ্‌তে হয়।

মাধ। বিন্দু, উনি কি বল্‌ছেন ?

বিন্দু। বল্‌ছেন, খোল বাজিয়ে গান কর্‌ছেন—গোকুলচন্দ্র, গোকুলচন্দ্র।

অন্ন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ নাম, ঐ নাম। বৈষ্ণবেরা আস্‌ছেন, গান কর্‌তে কর্‌তে আস্‌ছেন, তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে আস্‌ছেন, আমায় নিয়ে যেতে আস্‌ছেন।

যাদ। কই, কই, কিছু ত শুনতে পাচ্ছিনে, কে আস্‌ছে ? কে গান কর্‌ছে ?

বিন্দু। আমরা কি শুনবো—আমরা কি দেখ্‌বো ? উনি দিব্যকর্ণে শুনছেন, দিব্যদৃষ্টিতে দেখ্‌ছেন, বিষ্ণুদূত গান কর্‌তে কর্‌তে আস্‌ছেন, স্বয়ং বিষ্ণু ওঁর পতিরূপে শিয়রে এসে বসেছেন।

অন্ন। না, না, বিষ্ণু নন ; তিনি, তিনি ! ঐ দেখতে পাচ্ছ না ?

বিন্দু। বৌঠাকরুণ বৌঠাকরুণ, তুমি চললে ? কিন্তু দাসীকে কেন ফেলে গেলে ? সঙ্গে নাও, পথে সেবা করবো।

অন্ন। এখন নয়—এখন নয়। তুমি অপেক্ষা ক'রে থেকো, আমি নিতে আস্‌বো। ঐ দেখ, ঐ দেখ, তিনি ! বিষ্ণু নন। তিনি আমার হাত ধরেছেন, ঐ দেখ, অরুণ উদয় হয়েছেন, আমায় উঠ্‌তে বল্‌ছেন, দেখতে পাচ্ছ না ?—

দেখতে পাচ্ছ না? বিষ্ণু নন, তিনি। যে নাম বল্লে, যে নাম বৈষ্ণবেরা গাচ্ছে,তিনি। আমার হৃদয়চন্দ্র। (মৃত্যু)

নিস্তা। দিদি, সব ফুরুল।

নন্দা। আয় পায়ের ধুলো নি—পতিভক্তি শিখি।

হল। বৌদিদি! বৌদিদি। আমায় কার কাছে দিয়ে গেলে! আমায় কে দেখবে? আমি কার কাছে জোর করবো? ওঠো, ওঠো, অভাগার মুখ চেয়ে ওঠো।

মাধ। হলধর, কাঁদিসনে, আমরা রয়েছি,ভয় কি?

হল। দাদা, আমিই এ সর্ব্বনাশ করেছি।

মাদ। আর লজ্জা দিসনে হলধর! আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, তবে বৌদিদি আশীর্ব্বাদ করেছেন, এই ভরসা।

বিন্দু। বৌঠাকরুণ, গেলে? যাও; কিন্তু ভুলে থেকো না। গঙ্গাতীরে প্রতিজ্ঞা করেছ, আমি তোমার অপেক্ষায় রইলেম। মা গঙ্গা, এখন না সময় হয়ে থাকে, এখন আমি তোমার কূলে আশ্রয় নিলেম; যারা তোমার জলে জীবন অর্পণ করতে আসবে, আজ থেকে তাঁদের আমি দাসী হলেম। মা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার ভক্তের সেবা কায়মনে কর্তে পারি; তা হলেই তোমার কৃপা হবে, রাঙ্গা চরণে স্থান পাব। বৌঠাকরুণ, বৌঠাকরুণ, গেলে—আহা হা হা!

শাস্তি। আর কাঁদাকাটি করে কি করবা? ভাগ্যধরী স্বর্গে গিয়েছে, তোমাদের কাজ তোমরা কর্‌তে থাক।

গণ। এই দুটো পেটে যাও, আর এই থলে শুদ্ধ মা গঙ্গা নাও।

(ঔষধের থলি ফেলিয়া দেওন)

হল। ভটচাজ, কি করলে? কি করলে?

গণ। বিবেক করুন গে। বিষের থলেটা গঙ্গায় দিলেম, আর দুটো উদরে দিলেম। এই স্ত্রীহত্যাটা আমা হ'তেই হয়েছে। রাজার সাজা দিলেন না, আপনিই সাজাটা নিলেম।

সকলে। কি সর্ব্বনাশ কল্লে!—কি সর্ব্বনাশ কল্লে!

গণ। বিবেক করুন গে; সর্ব্বনাশ নয় সর্ব্বরক্ষা। বিবেক করুন গে, যে থলিটা মা গঙ্গা নিলেন, ওতে অন্ততঃ হাজার ঘর উৎসন্ন যেতো, আর এ রংঢ় থাকলে হাজার পলি সৃষ্টি হতো, বংশপরম্পরা বিদ্যাটা চল্‌তো।

মাধ। হলধর, হলধর, এখানে কোথা ডাক্তার আছে, দেখ, শীগ্‌গির ডাক।

গণ। আর কাকে ডাক্‌বে? আমি নিজে যম ডেকেছি। বিবেক করুন গে। খুব চড়া বিষ, এর মধ্যে পরমে তুলেছি, ঐই গঙ্গাজলে পড়লেম।

(পশ্চিমীর প্রবেশ)

কি রে, তুই বেটী এসেছিস? তোরে দেখবার সাধটাই ছিল, মা গঙ্গা তা পুরালেন। এই মা গঙ্গা—আমি মলেম, মলেম, মলেম। (মৃত্যু)

রঙ্গি। কঠোর প্রায়শ্চিত্ত।

(কালী কহ্বরের প্রবেশ)

রঙ্গি। ছোটবাবু, দেখ, কনকপদ্ম ধুলোয় পড়ে।

কালী। দেখেছি; তোমায় একটা কথা বল্‌তে এসেছি, এই আমার শেষ কথা। তুমি কথাটি বুঝলে আমার বন্ধন কাটে। শুনেছিলে কি আত্মত্যাগ। মনে করেছিলেম, একটা কথার কথা চলে আসছে, তা নয়, সত্যই আত্মত্যাগ আছে। মরণে আত্মত্যাগ হবে না, আয় সঙ্গে যাবে; এইখানে আপনাকে বিলিয়ে দিলে তবে আত্মত্যাগ হবে।

রঙ্গি। ছোটবাবু, কি বলছো? আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে।

কালী। তোমায় এত দিন উপদেশ দিয়েছি, পরের উপকার কর; আমিও পরহিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেম। কিন্তু শান্তি পাই নি কেন জান? মুখে বলতেম, নিষ্কাম ধর্ম্ম নিষ্কাম ধর্ম্ম; কিন্তু অভিমান ফলকামনা ছাড়ে না। সুখ-আশায় পরহিত করিছে,ধর্ম্ম উপার্জ্জন করতে পরাহত করেছি, আত্মোন্নতির জন্যে পরাহত করেছি,—ফলকামনায় পরহিত করেছি। আজ গঙ্গাজলে ফল বিসর্জ্জন দিয়ে পরকার্য্যে রইলেম; রইলেম কি—জগতে মিশ্‌লেম।

রঙ্গি। আমিও আভাস পাচ্ছি, আমিও মিলিয়ে যাচ্ছি।

মায়াবসান।

কালী। বেশ। আমাদের অপূর্ব্ব মিলনে আর বিচ্ছেদ হ'বে না।

রতি। সত্য। অবিচ্ছিন্ন মিলন! প্রতি পরমাণুতে মিলন! অনন্ত মিলন!

রঙ্গিণী। গীত

মেদিনী মিশিল, তরল সলিলে,
তপনে শুষিল বারি।
তপন নিভিল,
অনিল বহিল,
বিপুল ব্যোমচারী॥
নীরব রব শূন্য শরীরে,
শূন্যে শূন্য মিশিল ধীরে,
নিবিড় তিমিরে চেতন হরাসে
মায়াকায়াহারী।

—

যবনিকা-পতন।

ঈশজ্ঞান।

আদি সমাজ মাত্রেই দৈহিক বলের উপাসনা করিতেন। মানব যখন সমাজবদ্ধ হন, তখন তাঁহাকে ভীষণ বন্য জন্তুর সহিত যুদ্ধ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। বুদ্ধিকৌশলে অস্ত্রের সৃষ্টি করিতে পারেন নাই, লৌহ গলাইতে শিখেন নাই, কেবল কাষ্ঠ ও প্রস্তরনির্ম্মিত আয়ুধ লইয়া ভীমদন্ত ও সাংঘাতিক নখ-সজ্জিত শ্বাপদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন! বাহুবলের উপর রণজয় নির্ভর করিত। যিনি সমধিক বলশালী, তিনি সমাজের অলৌকিক ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। সকলেই তাঁহার কৃপাভাজন হইবার চেষ্টা করিত এবং পরলোকগত হইলেও তাঁহার তুষ্টিকামনায় পূজা দিত। ইউরোপীয় পুরাবেত্তারা বলেন, এইরূপে দেবতার সৃষ্টি হয়। বাল্যকালে সকল বস্তুই চৈতন্যসম্পন্ন অনুমান করা স্বভাবসিদ্ধ, বালক ভূমিতলে পড়িয়া ভূমিকে প্রহার করে; অতএব, প্রাকৃতিক যে যে বস্তু বল ও তেজের পরিচয় দেয়, তাহারাও পূজ্য হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে দেবদেবীর সংখ্যা অসংখ্য হইয়া উঠিল।

কল্পনাবলে কল্পিত সংখ্যাও সংযোজিত হইল; এই সময়ে উপাসনায় আবার ভয়। ক্রমে বলের কার্য্য কতক পরিমাণে কৌশলে হইতে লাগিল; অতএব, আরাধ্য দেবতারাও কৌশলে ভূষিত হইলেন। সামাজিক উন্নতির সহিত দেবতার উপর দয়া প্রভৃতি নানা সদ্গুণ অর্পিত হইল; যীশুখ্রীষ্ট ঐ দয়ার অবতার। যাঁহারা বলে পূজা পাইতেছিলেন, তাঁহারা দেবস্থানচ্যুত হইয়া দৈত্যনামে ঘৃণাস্পদ হইলেন ও তাঁহাদের পূজার মানবের অধোগতি হইতে লাগিল। যীশুখ্রীষ্ট এক ঈশ্বরের পূজা স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু কল্পনা দেবসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে ত্রুটি করিল না, যীশু-অবলম্বী সাধু ব্যক্তিরা জীবনে ও মরণে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে পূজা পাইলেন! তৎপরে বিজ্ঞানোন্নত সমাজ নরে দেবত্ব প্রদানে অসম্মত হইল ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন একমাত্র স্বয়ম্ভু ঈশ্বর মানবপূজা অধিকার করিলেন। উক্ত কারণ বশতঃ পণ্ডিত প্রধান স্পেন্সর বলেন যে, উন্নতির সহিত ঈশ্বরজ্ঞানের আরও পরিবর্ত্তন হইবে, ক্রমে প্রার্থনা ও পূজার আবশ্যক থাকিবে না। আমরা স্পেন্সর সাহেবের যুক্তি বুঝিতে পারি না।

আদি সমাজ যখন বলের উপাসনা করিত, তখন যে কেবল ভয়ে চালিত হইয়াছিল, এ কথা স্বীকার করি না। আদি সমাজে বলই রক্ষার কারণ ও জনহিতকর, অতএব, আদি সমাজ জনহিতকারী রক্ষাকর্ত্তার পূজা করিত। সমাজ সকল অবস্থাতেই রক্ষাকর্ত্তার পূজা করিয়াছে এবং উন্নত মানব নৈবেদ্যাদি দিয়া পূজা না করুক, প্রাণে প্রাণে রক্ষাকর্ত্তার গুণগান করিবে সন্দেহ নাই। ঈশজ্ঞানের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, ঈশ্বর রক্ষাকর্ত্তা চিরদিনই ধারণা। পাপের দণ্ড ও পুণ্যের আদর ভিন্ন পালনকার্য্য সম্পাদিত হয় না; অতএব প্রাচীন ও উন্নত সমাজ উভয়েই ঈশ্বরকে দণ্ডকর্ত্তা বলিয়া অনুমান করেন এবং ঐ দণ্ডবিধান তাঁহার দয়ার পরিচয় মাত্র।

যে সমাজে দয়াবান্ ঈশ্বর অবতার হইয়া সমাজের হিতসাধন করেন, তিনিও সেই দণ্ডকারীর ঈশ্বর। জুলু (Zulu) যখন তাহার দেবতাকে মৃতআত্মা ভক্ষণ করিতে দেখে, তখন সেই দয়ালু জনহিতকারী ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু কল্পন করে না। সভ্যজ্ঞানে আত্মা-ভক্ষ্য ঈশ্বর নিষ্ঠুর বটে, কিন্তু আদি সমাজের হিতকারী সন্দেহ নাই। তৎকালে মানবের পশুস্বভাব বলবান্ ছিল মহানিষ্ঠুর কার্য্য অনায়াসে চরিত; অতএব নিষ্ঠুরতা ব্যতীত পাপীর দণ্ড হইতে পারে, মনুষ্যের ধারণা হইতে পারিত না; কিন্তু তথাপি, ঈশজ্ঞানে কোন ব্যতিক্রম নাই। উন্নত সমাজ ঈশ্বরকে অন্য গুণে ভূষিত করিয়া পালনকর্ত্তারই পূজা করেন এবং উন্নত সমাজ যখন পাপই পাপের দণ্ড, পুণ্যই পুণ্যের পুরস্কার বুঝিবেন, তখনও ঈশ্বরতুষ্টির নিমিত্ত পূজা করিতে হয় না জানিবেন; যখন নরহিতসাধন একমাত্র পূজা নির্দ্ধারিত করিবেন এবং আত্মোন্নতি সমাজ হিতসাধনে একমাত্র পথ অবধারিত হইবে, তখনও তিনি ঈশজ্ঞানে জুলু হইতে কোন অংশে উন্নত হইবেন না। বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মে পাপই পাপের দণ্ড হইয়াছে, আর আত্মা ভক্ষণের প্রয়োজন নাই; পুণ্যই পুণ্যের পুরস্কার ও সমাজ-হিতকারী ঈশ্বরের পূজা সেই পালনকর্ত্তার আরাধনা এবং বিজ্ঞানচক্ষে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড দর্শনে অনন্ত জ্ঞানই তাঁহার গুণগান। জুলু পাপের দণ্ডকারী, জনহিতসাধক মহাবলিষ্ঠ ঈশ্বরের পূজা ও গুণগান করিতেন, বৃহৎ বিজ্ঞান-চক্ষে উন্নত মানব পাপের পাপই দণ্ড বিধানকর্ত্তা, জনহিত সাধক, বৃত্তিদাতা ও মহাশক্তিসম্পন্ন জগৎস্রষ্টার পূজা ও গুণগান করেন। বুদ্ধি উন্নত হইয়াছে, আরও উন্নত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু মানবপ্রকৃতি চিরদিনই মানব-প্রকৃতি দেখা গিয়াছে এবং চিরকালই থাকিবে বলা বোধ হয় অসঙ্গত নয়।

নূতন-আগমনী।

বোঝাব মায়ের ব্যথা,
গণেশকে তোর আটকে রেখে।
মায়ের প্রাণে বাজে কেমন,
জান্‌বি তখন আপনি ঠেকে ॥
তো বিনে কে আছে আমার,
গিরিপুরী ছিল আঁধার,
পাঠাব না তোরে তো আর,
নিতে এলে কৈলাস থেকে ॥
জামাই সে তো পেটের ছেলে,
দোষ কি হবে হেতা এলে,
বেড়ান তিনি নেচে খেলে
রাজা গিয়ে আন্‌বে ডেকে ॥
বেড়ায় তো সে যেথায় সেথায়,
যে ডাকে সে তার কাছে যায়
রাজার জামাই থাকবে হেথায়,
প্রাণ জুড়াবে যুগল দেখে ॥

সংকীর্ত্তন।

(প্লেগকালীন)

কলিকাতা আনন্দধাম।
প্লেগ বন্ধু হ'য়ে এসেছে হে
ছড়াছড়ি হরি নাম ॥
কাঁপিয়ে ভুবন গগনভেদী রোল,
হুহুঙ্কারে উথ্‌লে উঠে হরি হরি বোল,
মত্ত হয়ে নৃত্য সদা গর্জ্জে শত খোল,—
ঝঙ্কারে করতালি ঝঞ্ঝা-সম অবিরাম।
মরণ তো হবে এড়ায় কে কবে,
চার যুগে কে মরে এমন নামের উৎসবে?
হরি বোল—বোল হরি বোল,
হরি হরি—ধুলোট হয় ভবে,
ওরে ভয় কি ভবে, গভীর রবে—
নামে পেয়ে আয় পুরাই কাম ॥
যে নামে হয় রে মৃত্যুঞ্জয়,
তত্ত্ব জেনে মত্ত হ'য়ে গায় রে মৃত্যুঞ্জয়,
যে অভয় নামে—নাই রে যমের ভয়,—
নামের সনে হৃদ্‌মাঝারে নাচে নব ঘনশ্যাম
প্লেগ—থাক্‌বি যদি থাক্,
শমন-দমন নামে শমন হয়েছে অবাক্,
হরিনাম প্রাণ ভ'রে শোন, এই কথাটী রাখ,
নাম শুনে প্রাণ ত্যজবে যে জন,
কিন্‌বে হরি গুণধাম ॥

উমা-সঙ্গীত।

পরজ-বাহার—যৎ।

জামাই না কি শ্মশানবাসী শুন্‌তে পাই
আমি ভেবে সারা, বল মা তারা,
সত্যি কি না শুধাই তাই ॥
একে সে খ্যাপা সন্ন্যাসী,
বুঝিয়ে কোথায় করবি ঘরবাসী,
পোড়ার উপর এ কি পোড়া শুনে ভয় বাসি,
হয়ে এলোকেশী উলঙ্গিনী
বসিস্ বুকে সরম নাই ॥
মরি ভেবে বুঝবি আর কবে,
ক্ষেপাকে কে বোঝাবে তবে,
মার প্রাণে বল্ আর কত সবে—
ঘর করেছিস ভূতের বাসা,
মেতে বেড়াস্—মেখে ছাই ॥
নয় তো এখন কচি মেয়ে,
সে দিন গিয়েছে,
যা হোক ছুটো গুঁড়োগাড়া কোলে হয়েছে
আর কত কাল এলো হয়ে বেড়াবি নেচে
তুই যদি না বুঝে চলিস্,
বুঝবে কি ভাঙ্গড় জামাই ॥

ভৈরব—একতালা।
এসেছিস্ মা থাক্ না উমা দিন কত।
হয়েছিস্ ডাগোর-ডোগর
কিসের এখন ভক্ক এত ?
বলিস্ যদি আনি মা জামাই,
সকালে লোক কৈলাসে পাঠাই,
সবাই মিলে কর্‌বো যতন,
জোগাব তার মন্‌মত।
খল কপট তো নাইকো তার মনে,
যে ডাকে সে ফেরে তার সনে,—
মান অভিমান তার মনে নাই,
কুচুটে তো তুই যত ॥
এখন বুঝি ঘর চিনেছিস্,
তাই হয়েছি পর,
কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিতিস্,
নিতে এলে হর,
সঁপে দিছি পরের হাতে,
জোর আমার নাই তত ॥

ভক্তচরিত।

ঈশপদে স্থির মতি অটল যাহার।
সত্য তার মনুষ্যত্ব,
যখন, না জন্মে বিকার
কার্য্যে রত,
যেই জন মহাব্রত,
সদা মাত্র কার্য্যে অধিকার
সক, জন্ম সার্থক তাহার।
ভাসমান এ সংসার রোদন-ধারায়
যেই জন স্বার্থত্যাগী,
পর দুঃখে হয়ে ভাগী,
অনাথ বিধবা অশ্রু যতনে মুছায়,
দুর্জ্জন শাসনে বল, সুজনের শান্তিজল,
বুভুক্ষু তাপিত ভীত—আশ্রিত যথায়,
পর ভারবাহী তার তুলনা কোথায় ॥

বাল্য প্রেম, বাল্য বন্ধু বাল্যসংস্কার,
যেই জন উচ্চাসনে,
বাল্যদিন রাখি মনে,
বাল্যবন্ধু সনে করে বালক ব্যভার,
সেইরূপ একান্তর, নাহি কভু ভাবান্তর,
নিরন্তর সরল নির্ম্মল প্রেমধার,
প্রেমপুষ্পে সুবাসিত হৃদয়-আগার !
সুধীর সুজনব্রজ নিয়ত বেষ্টিত,
বহি গুরু রাজ্যভার,
সদসদ্ সুবিচার,
প্রচার মঙ্গল রত সতত যে চিত,
প্রিয়পুত্র জননীর, স্বদেশবৎসল বীর,
জয় জয় রাজেশ্বর মহিমা-মণ্ডিত,
প্রীতি-পুলকিত নট করে গুণগীত।

হাপ্ আকড়াই।

দ্রৌপদীহরণে পাণ্ডবলাঞ্ছিত
জয়দ্রথের প্রতি তৎপত্নীর উক্তি।
আমারে ভুলে রে প্রাণ,
ভাল তো ছিলে,
কি জন্য আর দেখি না হে
পথ ভুলে কি এলে ?
শুন্‌ছি লোকে, প্রাণ, ক'রে ভাণ,
ঢুক্‌লে গে কার অন্দরে !
মুখে ছাই—দেখ্‌লে ঘর কামাই,
ধর্‌লে খপ্ করে, সরমে মরমে
মরি ছি !—
গায়ে কি দাগ দেখি ?
ননদী কাছে না যায় যে ব্যভার,
ভ্যালা বুড়ো প্রাণ,
মস্তানি মচ্‌কেচে এবার,
পাঁচ চুলো গোলাম ওরে প্রাণ ॥

পূজার-তত্ত্ব।

(১)

"আবার পূজা এলো। এই অভাগিনীকে যন্ত্রণা দিবার জন্যই কি বছরে বছরে পূজা আসে? মা দুর্গা, তুমি না কি দুর্গতিহারিণী, তুমি এলে না কি সকলের দুঃখ দূর হয়। তবে মা আমার জন্য এ উল্টো বিধান কেন? পূজা এলেই যে আমার গা কাঁপে। গেল বছর এই পূজার সময় আমার কত লাঞ্ছনা গিয়েছে, পূজার কয়দিন আমার চোখের জল থামে নাই। আবার এ বছর অদৃষ্টে কি আছে কে জানে? বাবা আমার বড় গরীব, তিনি বড় কোরে পূজার তত্ত্ব পাঠাবেন কেমন করে? তাঁর যে দিন চলা ভার। তা ত এরা বুঝবে না, কিন্তু আমার যে কি অপরাধ, তা ত আমি খুঁজে পাই না। অপরাধ আছে বই কি? আমি গরীবের মেয়ে,আমার বাপ মা গরীব—তাঁরা ভাল দিতে থুতে পারেন না, এই অপরাধ। আমার জীবনান্ত না হোলে আর এ যন্ত্রণার অবসান হবে না। মা গো দুর্গা, তাই কি তোমার ইচ্ছা মা, তবে তাই হোক।" হোগলকুড়ের এক অন্ধকার ঘরে বসিয়া গভীর রাত্রে একটি সতর বছরের মেয়ে হৃদয়ের কবাট খুলিয়া প্রাণের দুঃখ বলিতেছিল। তাহার এ দুঃখের কাহিনী শুনিবার কেহ নাই,—স্বামী রাত্রে বাড়ী আসেন না—কোথায় থাকেন তিনিই জানেন। নীল আকাশের গভীর অন্ধকারের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি নীরবে দাঁড়াইয়া অভাগিনীর এই করুণ ক্রন্দন, এই মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস শুনিতেছিল, নিশীথ পবন ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া যুবতীর দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু হৃদয়ের তাপ দূর করিতে কেহই পারিল না।

অনেকক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিয়া যুবতী বলিয়া উঠিল,"আর ত সহ্য হয় না। দুর্গা, আর কত কষ্ট দিবে। যা থাকে কপালে, এইবার সকল জ্বালার শেষ। যুবতী বিছানায় গেল না, ঘরের শীতল মেঝের বিনা উপাধানে শয়ন করিল, ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাদেবী ক্ষণকালের জন্য তাহার সকল সন্তাপ দূর করিয়াছিল। নিশিশেষে কাহার করুণ কণ্ঠস্বরে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল কাণ পাতিয়া শুনিল, রাস্তা দিয়া কে একজন ভিখারী গান গাহিয়া যাইতেছে—

সারা বরষ দেখি নি মা,
মা তুই আমা : কেমনধারা।
নয়নতারা হারিয়ে আমার,
অন্ধ হে'ল নয়নতারা॥
এলি কি পাষাণী ওরে,
দেখব তোরে নয়ন ভোরে,
কিছুতেই থামে না যে মা,
পোড়া এ নয়নধারা॥
...ার কবে,

যুবতী জয় মা দুর্গা ব ...বে তবে,
করিল। ঝি বলিয়া গিয়াছে ... বে—
তত্ত্ব আসিবে। যুবতীর বুক দুরু ... া,
লাগিল। আজ অদৃষ্টে কি ... াই।
যুবতী ধীরপদবিক্ষেপে সংসারে ... য়ে,
করিতে গেল।

(২)

ভূতোর মা চ'টে আগুন। ভূতোর গেল বৎসর শ্রাবণ মাসে বে হয়েছিল, পাওনা-থোয়না তো একেবারেই ভূতোর ম'র মনে ধরে নাই; গেল পূজায় তত্ত্ব তেমন হয় নাই, তার জন্য নূতন বৌয়ের অদৃষ্টে যাহা হইবার

হইয়া গিয়াছে। পাড়ার দশজনে ভূতোর মাকে প্রবোধ দিয়াছিল, বেয়াই মেয়ের বিয়েতে বড় বিব্রত হয়েছেন, তাই এবার তত্ত্বটা তেমন সুবিধামত হয় নাই, আস্‌ছে বছর ভালই হবে। দুই একজন হিতিসীর মা প্রতিবাসী বুঝিয়েছিল, "দেখই না এবার পূজোর তত্ত্ব কেমন করে।" ক'নের বাপও এবার বলে পাঠিয়েছিল,—"এতো আমার মূলো তোলা নয়. আমার ঝি জামাই ঈশ্বরের ইচ্ছায় বেঁচে থাকুক, বরাবরই দেওয়া থোয়া চল্‌বে।" এ কথায় ভূতোর মা গালও দিয়েছিল আর একটু আশাও পেয়েছিল। ভেবেছিল, পোড়ারমুখো মিনসে (ক'নের বাপ) নেহাত কম দেয়—তিনমণ সন্দেশ আর মণটাক মাছের কম পাঠাতে পারবে না, আর কাপড়-চোপড় ভূতোর তো তিন চার সুট পাঠাবেই, বারাণসী, ঢাকাই, সিমলের ধুতি, ... সাটীনের জামা, সিল্ক ও জরির চা... জরির রুমাল,ঢাকাই রুমাল, [illegible] রুমাল, সিল্কের মোজা, তিন জোড়া জুতা এ না [illegible]য়ে কি বাঁচবে? আর ভূতোর বউয়ের বারাণসী, ঢাকাই, সিমলের সাড়ী, দু'চার... [illegible], সিল্কের সেমিজ, বডি এ [illegible]ক সব খুঁটিয়ে দিতে হয়, [illegible] জানে না; পড়সী-জ্ঞাসা করে, তার যেমন যেমন বলে, [illegible]ন খতায়। একটা খরচও আছে, ;, জনকুড়ি লোক আস্‌বে। বিদেয় আট [illegible]ম চল্‌বে না। জলখাবার না হয় একটা তত্ত্বের সন্দেশ দিয়ে চালিয়ে দেবে, [illegible]র এইখান থেকে ঐখান বই ত নয়, বাড়ী গিয়ে সব খাবে।

ভূতোর বাপ দালালিতে বেরিয়েছে। ভূতোর মা ভাত খেয়ে একটু গড়িয়ে তাঙ্গা বকে ব'সে এই সব ভাবছিল, এমন সময় ক'নের [illegible] এলো। ক'নের বাড়ীর পুরোণ ঝি তসর কাপড়খানি প'রে একখানি থালায় ঢাকাই ধুতি, চাদর, ঢাকাই রুমাল আর একখানি ঢাকাই সাড়ী নিয়ে আস্‌ছে দেখ্‌লে। আর দু'জন চাকর আস্‌ছে, তাদেরও হাতে এক একখানা থালা। একখানি থালায় খুনুজেপোষ ঢাকা ছাপা সন্দেশ। আর একখানিতে সের দেড়েক একটা মাছ। এরা ক'নের বাপের বাড়ীর চাকর নয়, ক'নের বাপের বাড়ী চাকর নাই, পড়সীর চাকর! বাড়ী ঢুকলো, ভূতোর মা দেখ্‌লে। ভাবলে, কনের বাড়ী থেকেই তো আস্‌ছে,ঝিটে কনের বাড়ী থেকে কনের সঙ্গে যে এসেছিলো, তারই মতন। তবে কি তত্ত্ব এলো! সেই রকমই তো বোধ হচ্চে। আর সব ভারী টারী বুঝি সব পেছিয়ে পড়েছে। না—তা নয়, এই তিন জনই তত্ত্ব নিয়ে এসেছে! মাগী অমনি ঝাঁকি দিয়ে উঠে বল্লে, "ভূতো—ভূতো!" ভূতোর দেখা কোথায় পাবে, ভূতো সকাল বিকেল দু'বার খেতে আসে, আর টেরী কেটে বেরোয়! ভূতো তো বে ক'রে নাই, একটা গৃহস্থ মেয়ের সর্ব্বনাশ করেছে। ঝি, চাকরদের হাত থেকে এক একখানি থালা নিয়ে তাঙ্গা রকের উপর রাখলে! ভূতোর মা চুপ করে আছে। তখন মুড়কিমুখী ঝি একটু হেসে বল্লে, "ও মা, তোমার বউবাড়ী থেকে তত্ত্ব নিয়ে এসেছি।" তখন মাগীকে আর পায় কে! মাগী কুটবল খেল্‌তে লাগ্‌লো! লাথী মারে আর থালাখানা গিয়ে উঠোনে পড়ে। ঝি হতভম্ব হয়ে হাঁ করে এক পাশে গিয়ে গালে হাত দিয়ে ব'সলো। একটা চাকর মাগীর ভঙ্গী দেখেই দৌড় মারুক, আর একটা চাকর থতমত খেয়ে পালাতে না পেরে ঝির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

Ghose's Works. Series No. 15.

গিরিশ

গ্রন্থাবলী

১। রাবণ-বধ, ২। দক্ষযজ্ঞ, ৩। আয়না, ৪। শাস্তি, ৫। সই,
৬। বাঙ্গাল, ৭। বড়-বউ, ৮। [illegible]।
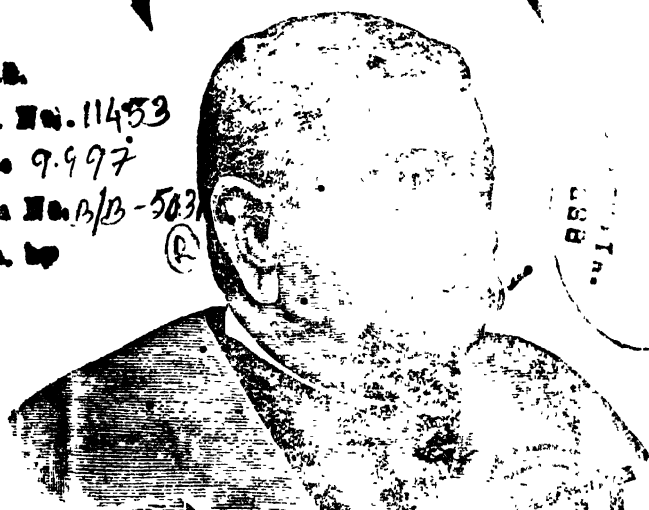
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।

কলিকাতা।
৪নং গ্রে ষ্ট্রীট, "নূতন কলিকাতা ইলেক্ট্রিক মেসিন প্রেসে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৩

রাবণ বধ

(পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)

"নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে
"বাল্মীকি, হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি।
* *
"কৃত্তিবাস কীর্ত্তিবাস কবি---
"বঙ্গভূমি-অলঙ্কার----"

মাইকেল মধুস্থদন দত্ত।

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।	স্ত্রীগণ।
ব্রহ্মা।	দুর্গা।
মহাদেব।	কালী।
ইন্দ্র।	সীতা।
অগ্নি।	নিকষা।
রাম।	মন্দোদরী।
লক্ষ্মণ।	সরমা।
হনুমান।	ত্রিজটা।
সুগ্রীব।	
রাবণ।	
বিভীষণ।	
শুক।	
সারণ।	

বানরসেনাগণ, রাক্ষসসেনানায়ক, দূত, সৈনিকগণ, তাল, বেতাল, প্রমথগণ যোগিনীগণ, অপ্সরাগণ, গন্ধর্ব্বগণ ইত্যাদি।

রাবণ বধ

(পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজসভা।

(রাবণ, নিকষা ও সেনাপতিগণ দণ্ডায়মান।

নিকষা। ধর বৎস,
ধর উপদেশ, রাখ বাক্য জননীর।
প্রাণ কাঁদে তাই বলি তোরে,
কেন প্রাণ হারাও আহবে ?
কর আপন কল্যাণ, রাখ জননীর মান।
ঠেকেছ জেনেছ পুত্র-শোক,
জেনে শুনে কেন মহাজ্ঞানী তুমি,—
হান সেই শেল মায়ের হৃদয়ে।
ফিরাইয়ে দেহ ভিখারীর ধন ভিখারীরে,
রাজ-ধর্ম্ম করহ পালন।
দমিয়াছ ইন্দ্র চন্দ্র যমে কুবের বরুণে,
নহে দর্পী রঘুপতি—
ত্রিভুবনপতি ! কি কারণে তবে
বিবাদ তাহার সনে ?
উচ্চ আশা তব, নাশিবে নরককুণ্ড,
স্বর্গের সোপান গঠিবে বাসনা মনে ;
ভুলিয়াছ হেন উচ্চ আশা
মাতিয়া কি ছার রণে ?
[illegible] নয়,
যাই হ'ক [illegible] সংগ্রামে, [illegible]
[illegible]।
[illegible]
দেহ ফিরে ভিখারীর ধন।
রাবণ। মাতঃ।
ক্ষমা কর মোরে।
না শুনেছি [illegible] বুদ্ধিদোষে ইন্দ্রজিত
মহাবলী কুম্ভকর্ণ মহাশূরে,
মহাপার্শ্ব, দেবান্তক, নরান্তক, অতিকায়,
সে মহীরাবণ—কাঁপিত ভুবন যার ডরে,
হ'ল সর্ব্বনাশ, এবে রাজ্য-আশ
করিব কি সুখে, কহ তা জননি মোরে।
পুত্রের কল্যাণ করিতে বিধান
এসেছ জননি, তুমি ;
তিনলোকে, কহ মাতঃ,
লক্ষ পুত্র-শোকে কার প্রাণ ধৈর্য্য ধরে ?
শাসন করিব দেবরাজে পুনঃ কার তেজে,
নাহি মোর ইন্দ্রজিত,
বধিয়াছে তারে দুর্জ্জয় বানর নরে !
শূন্য নিদ্রাগার, নাহি কুম্ভকর্ণ আর,
আর কি শমন ডরিবে আমার মাতঃ ?
বীরবাহু ছিন্নবাহু সাগরের তীরে !
ত্যজি মান, এ ছার জীবন
রাখিব কি সুখে, মাতঃ !
তিনলোক-ত্রাস দুর্জ্জয় রথীন্দ্রবৃন্দ,

ছায় নয় ‍ ানরের রং ‍ াকিয়াছে
কলেবর-
প্রতিশোধ নাচি দিয়ে তার, বুঝা'ব
নরককুণ্ড।
স্বর্গে সুখ কি আমার চক্ষে।
পুত্রশোক ভাবিষ্টি মা আমি,
ইন্দ্রজিত পুত্র হন্ত।
তবে কি কারণে
স্বর্গের সোপান গড়িব জননি।
গ্রহ তারা নভঃস্থল,
কম্পিত শমন পুরন্দর আদি—
হেন দর্প দিব বিসর্জন ভিখারীর প্রায় !
যবে ধরি ধনু করে,
ঘোর সিংহনাদে প্রবেশ করেছি রণে—
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি চরাচর
কে কবে হয়েছে স্থির ?
যদি যায় প্রাণ মাতঃ! কর গো কল্যাণ,
সেই দর্পে, সেই শরাসন করে,
সেই রণক্ষেত্রে—আনন্দ যথায় মম—
হইব ধরণীশায়ী অনন্ত শয্যায়।
আর বুঝা'ও না—বুঝাইলে মাতঃ !
অবুঝ-সন্তান একবার হ'বে গো জননী !
যাও ফিরি নিজ গৃহে—

(সৈন্যগণের প্রতি)

বাজাও দুন্দুভি,
লঙ্কাপুরে নর-বানর-সমরে,
জীবিত যে আছে যথা সাজুক সত্বরে ;
দেখুক জগৎ—
কি হেতু রাক্ষসগণ ভুবন-বিজয়ী।
বুঝুক ভুবন—
কি হেতু রাবণ আছিল দুর্জ্জয় হেন !
সাজ সাজ, আন রে পুষ্পক রথ।

[নিকষা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নিকষা। লক্ষ তারা নহে এক চন্দ্র সম !
লক্ষ পুত্র হত তোর,
সেই শোকে যাও যুঝিবারে,
ধরিতে না পার প্রাণ .
লক্ষ পুত্র-মাঝে তোর,
কে তোর শতাংশ ছিল গুণে !
হে বিধাতঃ ! প্রাণ কি কঠিন এত !
অভাগিনী আমি রোদন করিতে নারি,
হেরি তমোময় চারিদিক্ !
এত দিনে জানিনু রে হায়,
কি কারণে নিকষা রাক্ষসী আমি !

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

সজ্জা-ভূমি।

(মন্ত্রী ও সৈনিকগণ)

মন্ত্রী। সুসজ্জিত লঙ্কাপতি আসিবে এখনি—
মাত রে উল্লাসে সবে,
বাজাও দুন্দুভি, ঘোর শৃঙ্গ ভীমরবে !
সৈ-গ। জয় জয় লঙ্কাপতি !

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। জিনিয়াছি এ তিন ভুবন
তোমাদের বাহুবলে ;
পুনঃ আজি রণস্থলে
দেখাও সে বীরদাপ।
শমনে দমিতে নারে কেহ ;
বীর কিন্তু নাহি তারে ডরে।
তোমাদের অস্ত্রের প্রভাবে
কে কবে হয়েছে স্থির ?
যদি নর বানর দুর্জ্জয়,

তথাপিও হে বীরেন্দ্রদল, আছে স্থল
প্রকাশিতে নিজ নিজ বাহুবল।
যদি সে দুর্জ্জয় রাম নাহি মানে পরাভব,
তোমাদের দুর্জ্জয় প্রতাপে,
তোমাদের নারিবে জিনিতে।
মরণ-সঙ্কল্প বীরগণে কে কবে জিনেছে
রণে?
চল ত্বরা,
বীরের বাঞ্ছিত শয্যা আছে পাতা,
হউক রাক্ষসকুল নির্ম্মূল সমরে;
নহে পুনঃ
ভুবনবিজয়ী দুন্দুভি নিনাদি
জয় জয় নাদে প্রবেশিব পুরে,
করি অরির শোণিতে
আত্মীয়ের প্রেতাত্মা-তর্পণ।

সৈ-গ। জয় জয় লঙ্কাপতি!

রাবণ। বজ্রদন্ত!
সহ গজসেনা, পূর্ব্বদ্বারে দেহ হানা।
বিশালাক্ষ, রুদ্রমুষ্টি
ভুবনবিজয়ী বীরদ্বয়,
যাও রে পশ্চাতে তার।
উত্তরে, সত্বরে—সহ অশ্বারোহী—
অশ্বমালি দেহ রণ, যথা ভাঙ্গি গুল্মবন
করিয়ে গর্জ্জন কেশরী আক্রমে গজে।
লম্বোদর, খরকর! দোঁহে
হও গিয়া সহায় সমরে।
ক্ষণপ্রভামালা! রথীন্দ্র-বেষ্টিত
ঘোর সিংহনাদে আক্রম দক্ষিণ দ্বার।
বিদ্যুজ্জিহ্বা, বিদ্যুন্মালি!
বিদ্যুতের গতি দোঁহে ধাও পাছে!
পদাতিকদলে
পশ্চিম দ্বারেতে প্রবেশিব আমি;
সে ভিখারী,
যোগ্য অরি কি না, দেখিব পরীক্ষা করি,
বিজয়-রাক্ষসগণ বাজাও দুন্দুভি!

সৈ-গ। জয় লঙ্কাপতি!
বিনাশিব রাঘবে সংগ্রামে?

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দো। কটাক্ষে ঈক্ষণ কর প্রাণনাথ,
দাসী প্রতি।
কোথা যাও ত্যজি পদাশ্রিতে?

রাবণ। রাণী মন্দোদরি!
নহে বীরাঙ্গনা-রীতি এই—

মন্দো। নাথ! নহি রাণী, নহি বীরাঙ্গনা;—
ছার রাজ্য ছার সিংহাসন;
সার মাত্র তোমার চরণ-সেবা।
সতী নারী আমি, অধিক না জানি,
অধিক না চাহি আর;
চল, বিজন বিপিনে ভিখারীর বেশে—
ত্যজিও দাসীরে সেই দিন,
যদি কভু বাচি রাজ্যসুখ।

রাবণ। সতী তুমি পতিসেবা তব ব্রত,
তবে কি কারণে আজি নিবার আমারে?
বহু দিন অলস এ ভুজ,
রণোল্লাস বহু দিন আছি ভুলে.
সৃজিয়াছ তুমি রণ-ক্রীড়া ভুলিতে
আমার মন;
দিবানিশি, শয়নে স্বপনে,
রণসাধ বিনা নাহি অন্য সাধ রাণী,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন ভ্রমিয়াছি
আমি রণসাধে;
তুল্য অরি মিলেছে ঘরের দ্বারে।

মন্দো। নাথ!
কি কারণে বিক্রমের পরিচয় আজি?
যবে দিগ্বিজয়ে করেছ গমন,
পড়িয়া মঙ্গল সাজায়েছি স্বহস্তে তোমায়,
অশ্রুবিন্দু হের নি নয়নে!
নহে সাধারণ অরি জটাধারী রাম—
শুনেছি রাক্ষসবংশ ধ্বংসের কারণ

অবনীতে অবতীর্ণ আপনি গোলোকপতি
নহে কার প্রাণে বানর সহায়ে
আসিত জিনিতে ইন্দ্রজিতে?
হেরি কুম্ভকর্ণ বীরে থাকিত সমরে স্থির?
পেয়ে সমর-আরতি দম্ভে পশিল সংগ্রামে
ভুবনবিজয়ী বীরবৃন্দ সিংহনাদে,
সুরবৃন্দ টলিল গগনে,
পদভরে নড়িল বাসুকি-শির—
কিন্তু হায় দারুণ রামের বাণ—
প্রাণ লয়ে কেহ না আইল ফিরে।
রণে যেই যায় আর নাহি দেখি তায়;
তাই নাথ কাঁদে পোড়া প্রাণ!
নহি বীরাঙ্গনা আমি,
"অবোধ অধীনী নারী রাবণের দাসী"
এ হ'তে অধিক পরিচয় নাহি আর মম।
পড়িয়াছে অক্ষয়কুমার ইন্দ্রজিত,
ভুলিয়াছি সে দারুণ জ্বালা,
তোমার চরণ সেবি।
ভুবনবিজয়ী তুমি নাথ,
তব স্বেচ্ছাধীনী আমি;
তবু কোন বাঞ্ছা ও পদে
করে নাই কভু রাণী মন্দোদরী!
ভাসি নয়নের জলে পড়ি পদতলে,
যাচি পাপিনী-রূপিণী সীতা।
রাজধর্ম্মে সুপণ্ডিত তুমি,
নাহি লাজ রমণীর যাচিতে প্রণয়,
সতীর সর্ব্বস্ব ধন পতির নিকটে।
তোমার কৃপায় লঙ্কার ঈশ্বরী আমি,
সুন্দরী রমণী
আমার সম্মুখে কি হেতু অশোকবনে?

রাবণ। সকলি জেনেছি, সকলি বুঝেছি,
অধিক বুঝাবে কি বা রাণী মন্দোদরি?
জানিয়াছি রক্ষোবংশ ধ্বংস এত দিনে;
কিন্তু হায় প্রাণ হেতু
মান বিসর্জ্জন কদাচন করিব না!
দর্পে লঙ্কা ত্রিভুবন পূজ্য, দর্পে হবে ক্ষয়
এ কথা নিশ্চয় জানি চিরদিন আমি।
নিজ শির ছেদি নিজ করে
যাচিনু অমর বর ব্রহ্মার চরণে,
বিরিঞ্চি বঞ্চনা করিল অধীনে,
না দিল অমর বর;
ক্ষোভ নাহি তাহে,
মরিয়ে অমর আমি হ'ব মন্দোদরি!
প্রকারে হইব মৃত্যুঞ্জয়! দেখিবেন
মৃত্যুঞ্জয় পদ্মযোনি কেশব বাসব,
ভূচর খেচর জলচর আদি—
পুনঃ কহি, মরিয়ে হইব মৃত্যুঞ্জয়।
সতী তুমি,
যবে অনন্ত শয়নে এ দেহ হইবে শায়ী,
জুড়াও প্রাণের জ্বালা শুয়ে মম পাশে,
সমদর্পে জীবনে মরণে,
করিব বিহার দুইজনে!

মন্দো। হায়! অভাগিনী আমি—

রাবণ। অভাগিনী তুমি!
পতিভাগ্যে ভাগ্যবতী নারী।
খুঁজে দেখ এ তিন ভুবন,
কেবা আছে ভাগ্যবান্ সম।
যোগে যোগী যে চরণ ধ্যান করে,
দিবানিশি যার গুণগান—
করে পঞ্চানন পঞ্চাননে,
ব্রহ্মা যারে নাহি পায় ধ্যানে,
সে অখিলপতি,
ব্রহ্মসনাতন রাজীবলোচন,
ধ্যানে জ্ঞানে হেরিছেন মোরে!
জীব-মাত্র বহে দেহভার,
এ সংসারে মৃত্যুর অধীন সবে;
কিন্তু হেন মৃত্যু,
কে কবে লভেছে ভূমণ্ডলে!
এসেছেন গোলোকের পতি
সহি জঠর-যন্ত্রণা, বহি দেহভার,

ছার রাবণ-সংহার হেতু।
আত্মীয়-স্বজন
পড়িয়াছ যে যে কাল রণে,
অশরীরী বাক্যে সবে কর উত্তেজনা!
কভু ক'র না, ধারণা,
ভয়ে রণে ক্ষমা দিবে লঙ্কাপতি!
শুনিয়াছি ভৃগুরাম পরাভব
রাম ভুজতেজে,
সে ভুবন-পূজ্য রঘুবীর
হবেন যশস্বী যুঝিয়া আমার সনে!
(নেপথ্যে। "জয় জয় লঙ্কাপতি'।
শুন সিংহনাদ!
বিলম্ব সহে না আর—
বিদায় এখন—যদি সাধ থাকে মনে,
গোলোকে পুলকে
আবার মিলিব দোঁহে—
আন রথ সত্বর সারথি!
দেখাইব বাহুবল—
প্রচার করিব ভূমণ্ডলে
কোন্ দর্পে দর্পী লঙ্কেশ্বর—
কি বা দর্পে যম করে ডর,
কি বা দর্পে অরুণ দুয়ারে দ্বারী,
কেন সহস্রলোচন, সহ দেবগণ,
কাঁপে ডরে,
শুনি রথের ঘর্ঘর ঘোর ধনুর টঙ্কার।
হে বাহু! তুলিয়াছ কৈলাস পর্ব্বত,
আদ্যাশক্তি সহ পঞ্চানন মহাদেব
বিরাজিত যথা,
বীর-দর্পে ধর ধনু,
যদি ছিন্ন হও রামের সমরে,
তথাপি ত্যজ না মুষ্টি।

[প্রস্থান।

মন্দো। দেব দিগম্বর! দেখ চেয়ে দাসী প্রতি,
দিয়েছিলে সকলি দাসীরে,
লয়েছে সকলি ফিরে,
আছে মাত্র কপালে সিন্দুর;
দেখ মনে বিশ্বনাথ!

(প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শিবির।

(রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, ইন্দ্র ও ব্রহ্মার প্রবেশ)

রাম। সকল জীবন মম,
সহস্রলোচন অতিথি কুটীরে,
পদ্মযোনি প্রণমি চরণে,
প্রণাম ব্যতীত ভিখারীর কি আছে জগতে?
তব যোগ্য, সৃষ্টির ঈশ্বর!

ব্রহ্মা। আপন বিস্মৃত তুমি ব্রহ্মসনাতন,
সে কারণ, ইন্দ্রের আদেশে
আসিয়াছি লঙ্কাপুরে।
সাজিছে রাবণ রণে;
যেন না হও বিস্মৃত
জনক-নন্দিনী সীতা রাবণের ঘরে,
শক্তিশেল লক্ষ্মণের বুকে,
অলঙ্ঘ্য সাগর পরেছে বন্ধন-
প্রাণ দেছে অসংখ্য বানর জয়রাম নাদে
উদ্ধারিতে সীতাদেবী,
কাঁদে গৃহে তাদের প্রেয়সী,
ভুল না ভুল না, ত্যজ না হে ধনুর্ব্বাণ,
রাক্ষস-মায়ায়, মায়াময়!
যদি তব শরে সকরুণ স্বরে
রাবণ করে হে স্তুতি,

দেখ মনে হে অখিলপতি,
সকাতরে ব্রহ্মা যাচে রাবণ-নিধন।
রাজীবলোচন!
দেখ হে ইন্দ্রের সাজ,
নহে দেবরাজ, আজ মালাকর!
নন্দন-কাননে ফুল চুরি,
নিজ হাতে গাঁথে মালা রাবণে পরাতে।

রাম। অপরাধী হে বিরিঞ্চি!
ক'র না আমায় আর;
কি সাধ্য আমার, ক্ষুদ্র নর আমি,
তুষিব তোমারে দেবরাজ!
দুর্জ্জয় রাক্ষসকুল,
তবে যে সদলে আজও রয়েছি জীবিত,
সে কেবল তব আশীর্ব্বাদে।
দেবের চরণ ধ্যান বিনা
নাহি অন্য বল মম।
দুর্ব্বলের বল
কি আছে এমন আর এ সংসারে!
তব আশীর্ব্বাদে,
অবশ্য নাশিব রণে লঙ্কার অধিপে।
ওহে পদ্মযোনি কমণ্ডলু-পাণি!
নিজ কার্য্য সাধিবে আপনি,
নিমিত্ত মাত্র আমি র'ব ধনুর্ব্বাণ হাতে।
ভূমণ্ডলে হেন সাধ্য কার,
হয়ে দেব-ভার দৈব-বল বিনা;
দেবকার্য্য কে পারে সাধিতে
নহে যেই দেবের আশ্রিত?
সুপ্রসন্ন হও হে নলিন।
তব বরে রাবণ দুর্জ্জয়,
দেহ বর দাসে,
উদ্ধারি দুঃখিনী জনক-নন্দিনী সীতা।

ইন্দ্র। গর্জ্জিছে রাক্ষস-ঠাট শুন দয়াময়!
প্রলয় উথলে যেন;
ধর ধনুর্ব্বাণ, হও আগুয়ান রণে,
বিকম্পিত বসুন্ধরা কর তারে স্থির।

ব্রহ্মা। এবে বিদায় হইনু প্রভু!

রাম। করুন্ কল্যাণ, হ'ক রণজয়ী দাস।

ব্রহ্মা। স্বস্তি।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। ঘুচাও বাসবত্রাস আজিকার রণে,
ওহে পীতবাস বৈকুণ্ঠবিহারি!

[প্রস্থান।

(সুগ্রীবের প্রবেশ)

সুগ্রীব। রাজীবলোচন,
আজিকার রণে ঠেকেছি বিষম দায়।
যথা বহ্নি দহে তূলা-রাশি,
বাণানলে দহিছে রাক্ষস বানরদলে,
নল নীল অঙ্গদ প্রভৃতি,
বিশাল বিক্রম বীর হনুমান্,
অচেতন সবে দারুণ রাবণ শরে!
হের মম বক্ষে লক্ষ বাণ,
নয়ন মেলিতে নারি,
বধির শ্রবণ শুনি ভৈরব গর্জ্জন।
পড়িয়াছে অসংখ্য বানর
রথের ঘর্ঘর-নাদে;
চারিদিক্ অন্ধকার বাণে,
বিজলী সমান চমকিছে রণথান,
কভু বা দক্ষিণে, কভু বামে,
না পারি লক্ষিতে যুঝে বেটা,কোথা হতে;
সহস্র রাবণ জ্ঞান হয় রঘুপতি!
হের রঘুবীর,
প্রলয়ের তম ঘেরিয়াছে রণস্থল
রুদ্ধ চন্দ্র সূর্য্য পবন গমন,
কভু দীপ্ত সে ঘোর তিমির বাণের অনলে,
কোটি বজ্রনাদে টঙ্কারে ধনুক রক্ষঃ,
কে জানিত রাবণ দুর্জ্জয় হেন!

রাম। স্থির হও মিত্রবর,
কুম্ভকর্ণে তুমি জিনিয়াছ রণে,
কি কারণে আপন বিস্মৃত আজি

লক্ষ্মণ। দেহ পদধূলি প্রভু নাশি রক্ষঃপুরে।

রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ কি কাজ অসাধ্য তব!
বধিয়াছ ইন্দ্রজিতে নিজ ভুজ-তেজে,
এবে বিষহীন ফণি দশানন;
ছিল ইন্দ্রজিত দুর্দ্দম জগতে,
দেবে ভীত মানিত সতত,
শুনি যার ধনুকটঙ্কার,
হইয়াছি সে সাগরপার তোমার সহায়ে
এবে এ গোখুর জলে নাহি ডরি।
পড়ে মনে ভাই রে লক্ষ্মণ,
যবে মায়ামৃগ বধি ফিরি পঞ্চবটীবনে,
হেরি শূন্য নিকেতন,
'হা সীতা' বলিয়া হয়েছিনু অচেতন,
পড়ে মনে সীতার উদ্দেশে, কিরাতের বেশে,
নয়নসলিলে ভাসি ভ্রমণ বিপিনে।
পড়ে মনে অচেতন প্রায়,
পর্ব্বত পাষাণে, স্থাবরজঙ্গমে,
তরুগুল্মলতা আদি সুধিয়াছি একে একে,
কোথা মম প্রাণের পুতলি সীতা!
পড়ে মনে পিতৃসখা জটায়ু-নিধন;
পড়ে মনে ভাই রে লক্ষ্মণ,
বালির নিধন চোরাবাণে;
পড়ে মনে তারার রোদন সাগরবন্ধন,
নাগপাশ পড়ে মনে;
পড়ে মনে ইন্দ্রজিত-শরে,
চারিদ্বারে অচেতন বানর-কটক!
জলে হৃদে অনল সমান
তোর বুকে শক্তিশেল!
পাইয়াছি তারে, যার তরে সহিয়াছি এত,
সেই অরি সম্মুখ-সমরে;
ভাই রে লক্ষ্মণ!
প্রাণের দোসর ভাই, দেহ ভিক্ষা,
নিভাইব দুখানল রাবণ-শোণিতে!
মিত্রবর ফিরাও কটকে,
পর্ব্বত-উপরে বসি সবে দেখ সুখে,
পতঙ্গের প্রায়,
পুড়াইব শরানলে দুষ্ট দশাননে।
করিয়াছ বহু রণ-শ্রম সবে
আমার কারণে,
মরিয়াছে অসংখ্য বানর মোর লাগি,
তোমার আশ্রয়ে জানি নাই দুঃখ-লেশ;
ক্ষত্রবংশোদ্ভব আমি,
পরীক্ষিতে বাহুবল উচিত আমার।

[প্রস্থান।

বিভী। সংহার-মূরতি আজি ধরেছেন প্রভু,
রাক্ষসকুলের অরি;
কার সাধ্য রক্ষে দশাননে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

(হনুমানের প্রবেশ)

হনু। রণভঙ্গ না দেহ বানর!
ফের ফের যুবরাজ,
এ কি লাজ, ধাইছে রাক্ষসদল
পাছু পাছু ধর ধর রবে,
আমরা সকলে শ্রীরামের দাস,
কলঙ্ক রটিবে রামনামে,
যদি মোসবারে বিমুখে সমরে
ছার লঙ্কার রাক্ষস!
দেখ চাহি বক্ষঃস্থলে মম, রুধিরপ্রবাহ,
কাতর নহিক আমি,
বীরের ভূষণ অস্ত্রলেখা,
জয় রাম নাদে বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে
বিনাশিব রাঘবারি,
পড়িবে রাক্ষসকুল আমার প্রতাপে,

কদলী যেমতি বাতে,
চল পুনঃ জয় শ্রীরাম নাদে,
শমন-প্রতাপে পশি রণে—

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। শত্রুপুঞ্জ, এখন সমর-সাধ—
হনু। রে মূঢ়! তোর মম বজ্রের নির্ম্মিত তনু,
সীতার প্রসাদে, কে করে আহবে
পরাভবে নগদাসে।

(রামের প্রবেশ)

রাম। আয় হও হনুমান,
করেছ অনেক শ্রম মোর হেতু বাছাধন,
দেখাবে রাবণে মোরে
আছিল প্রতিজ্ঞা তব,
সে প্রতিজ্ঞা তুমি করেছ পালন বীরবর,
এবে ঘুচাই মনের জ্বালা
স্বহস্তে কাটিয়া অরি শির,
পুরাও বাসনা মম।
ক্ষমা দেহ রণে।
রাবণ। রে মূঢ় তপস্বী ভণ্ড,
এই তোর বীরপণ!
ধারণা কি মনে তোর,
বনের বানর পরাজিবে রাবণেরে?
ভীরু তুই আছিলি পশ্চাতে।
রাম। কি কাজ হে বৃথা বাক্যব্যয়ে,
লঙ্কেশ্বর!
ভুবনবিজয়ী তুমি এই দম্ভ মনে,
দেখ এবে মানবের ভুজবল;
ছিলি লুকাইয়ে প্রাণভয়ে এত দিন,
ক্ষুদ্র জীবে পাঠায়ে সমরে;
দেখ রে দেখ রে চেয়ে দেখ রে পামর,
দেখ চেয়ে রণস্থল,
চারিদিকে আত্মীয়-স্বজন তোর
শৃগাল-কুকুর-ভক্ষ্য,
আপন লাঞ্ছনা করিয়াছি কত শত
জানি অস্ত্র হীনবীর্য্য জনে।
রাবণ। হীনবীর্য্য আমার আত্মীয়!
বিধাতা বিমুখ মোর প্রতি,
তাই তুই ভণ্ড জটাধারী
রয়েছ জীবিত আজি;
তব কি স্মরণ নাগপাশের বন্ধন?
হীনবীর্য্য আত্মীয় আমার
দিয়েছিল রণে হানা।
পড়ে কি রে মনে শক্তিশেল?
ভক্তের প্রসাদে
পাইয়াছ প্রাণদান বার বার,
ধিক্ তোরে! নহে এত দিনে
গৃধিনী জঠরে থাকিত তোমার চক্ষুদ্বয়;
হীনবীর্য্য কহিস কাহাকে মূঢ়?
কোন্ রক্ষ বর্ণী
তুমি বধিয়াছ নিজ ভুজ-তেজে?
মূঢ়, ভাই মোর রাজ্যলোভী বিভীষণ
মিলিয়াছে তোর সনে,
তাই তোর এত অহঙ্কার।
কিন্তু আজ নাহিক নিস্তার মোর হাতে।
রাম। রে পতঙ্গ পড়ে মর শরানলে।
[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—•—

ইন্দ্রসভা।

গীত।

রাগিণী দেশ—তাল কাহারবা।

অপ্সরীগণ।
সুধা পিও পিও সখি প্রাণ ভরে।
হের ঝর ঝর মধু ঝরে॥
ভাবে ঢল ঢল, চল নেচে চল,
ধর ফুলহার, পর থরে থরে॥

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। নাহি জানি কি সাহসে রয়েছ বাসব,
গীতনাট্য কর সবে,
সৃষ্টি নাশ হবে আজি রণে!
কোটি অক্ষৌহিণী ঠাট পড়িলে সমরে,
নাচে রণস্থলে কবন্ধ,
কোটি অক্ষৌহিণী কবন্ধ নিধনে
জয়-ঘণ্টা বাজে রামের ধনুকে;
সেই ঘণ্টারব
হইতেছে মুহুর্মুহুঃ সপ্ত দিন আজি,
জল স্থল ব্যোমদেশ বাণে আবরিত
নাহি চলে চন্দ্র সূর্য্য,
না পারে সহিতে ভার ধরা,
রাবণে নাশিতে বিভীষণ-উপদেশে
বিশ্ব-বিনাশক শর ধরেছেন রঘুবর,
মরিবে না রাবণ সে শরে,
বিফল হবে না বাণ,
বিশ্বনাশ হইবে সত্বর!
রজোগুণে তমোগুণে,
বড়ই বিষম রঘুনাথ,
মাতি রক্ষ রণে
ভুলেছেন আজি সৃষ্টির পালন-ভার;
হের দেখ দীপ্ত রণস্থল;
প্রলয়-অনলে যেন,
ধূর্জ্জটির বরে
পেয়েছে দুর্জ্জয় জাঠা দশানন,
অস্ত্র-শ্রেষ্ঠ পাশুপত হীন যার তেজে,
বধির হইল কর্ণ অস্ত্রের আরাবে,
ত্যজেছে রাবণ জাঠা,
নাহিক সংশয় হইল প্রলয়,
ত্যজেছেন রঘুনাথ শর,
নাহি জানি কি হয় কি হয়
অস্ত্র-দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে এবে;
পালাও সত্বর দেবরাজ,
নহে সহিত অমর
হবে ভস্মরাশি অস্ত্রানলে।
চেয়ে দেখ কোটি কোটি ভানু-তেজে
দীপিতেছে অম্বর,
নাহি পাবে নিস্তার শমন,
তমোগুণ প্রদীপ্ত অনলে।

সকলে। প্রলয় প্রলয় মহাকাল সন্নিকট আজি।

[ব্রহ্মা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ব্রহ্মা।
রাখ মা তারিণী, প্রলয়-বারিণী,
ব্রহ্মসনাতনী জগত-জননী।
দিয়ে সৃষ্টিভার, কর' না সংহার,
ত্রৈলোকেশী উমা উমেশ-ঘরণী॥
শ্যামা নিস্তারিণী, মহিষ-মর্দ্দিনী,
বরাভয়-করা অভয়দায়িনী।
ত্রৈলোক্য-শুভদে, তার মা বরদে,
মাতঙ্গী মোক্ষদে জগতপালিনী॥
কোটি ব্রহ্ম পায়, বিষ্ণু ব্যাপ্তি কায়,
দেব মৃত্যুঞ্জয় জঠরধারিণী।
কারণ-সলিলে, নিত্য সৃষ্টি লীলে,
মৃত্যুঞ্জয় হৃদি চিরবিহারিণী॥

দৈববাণী। হয় নিজ তেজ পদ্মযোনি!
নহে রাবণ-নিধন
দেবের অসাধ্য জেনো স্থির,
এই মাত্র উপায় রক্ষিতে বিশ্ব।

(মহাদেবের সহিত প্রমথগণের গান
করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত।

রাগিণী সারঙ্গ—তাল তেওরা।

দেও দেও ডিমি ডম্বুর তাল।
দেও তাল করতাল বেতাল তাল মিলি মিলি।

শক্তির সাধন, গুণ-কীর্ত্তন গান, ভোল তান,
গভীর সাগর, ভূধর কম্পিত থর থর,
ভব ভোম শিঙ্গা ঘোর বোলে,
বববোম্, বববোম্ বোমববোম্ বোলা গালে
বোলো।

ব্রহ্মা। রক্ষ বিশ্ব বিশ্বনাথ। পালন-কারণ
জনার্দ্দন সংহার মগন আজি।
মহা। বিরিঞ্চি বেসো না ভয়,
এস দোঁহে করি আদ্যাশক্তি উপাসনা,
সেই শক্তি-বলে এ বাণ-অনলে,
রবে হবে সৃষ্টি,
নাহি নাহি নাহিক সংশয়।

[দেও দেও ডিম্ ইত্যাদি গান করিতে
করিতে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রণস্থলের এক পার্শ্ব।

(হনুমান্, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব ইত্যাদি)

হনু। হও স্থির কপিগণ,
নাহি ভয়,
প্রভুর রক্ষিত মোরা সবে।
লক্ষ্মণ। নিশ্চয় রাবণ নিধন হইবে রণে।
সুগ্রী। কিন্তু বিশ্ব যাবে রসাতলে।
বিভী। রক্ষ রক্ষ ঠাকুর লক্ষ্মণ
ছুটিতেছে শরানল চারিদিকে।
লক্ষ্মণ। কি ভয় হে রক্ষোবর!
স্থির হও কপি সবে,
অসংখ্য সমরে
সিংহনাদে হইয়াছ রক্ষজয়ী,
যুঝিছেন আপনি শ্রীরাম,
হেথায় নাহিক রণ,
তবে কি কারণে চঞ্চল কটক হেরি?
হনু। রক্ষা কর নিজ নিজ থানা কপিগণ,
ঠাকুর লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ-করে
রক্ষিবেন মো সবারে।
বিভী। হে প্রভু,
বিশ্ববিনাশন শেল
তুলিয়াছে হাতে দশানন,
বিশ্ব-বিনাশিনী নিস্তারিণী পূজে
পাইয়াছে অস্ত্র রক্ষঃ।
লক্ষ্মণ। চেয়ে দেখ রক্ষঃশ্রেষ্ঠ,
আপনি চামুণ্ডা দিয়াছেন খড়্গ রঘুনাথে,
খড়্গের প্রভাবে শেল ভস্মরাশি,
জয়রাম নাদে গর্জ্জে কপিগণ,
হের দেখ রক্ষঃশির পতিত ভূতলে,
জয় রাম।
এ কি কাটা মাথা লাগে জোড়া!
কাল-চক্র শরে
অবশ্য বিনাশ হইবে দশানন,
গর্জ্জে অস্ত্র মহাকাল তেজে,
জয় রঘুপতি ভূপতিত দশানন!
বড়ই দুর্ব্বার বেটা যোঝে আর বার।
হনু। দেখুন ঠাকুর লক্ষ্মণ চেয়ে
জ্বলে নীলানল অস্ত্রমুখে,
উভচির হয়েছে রাবণ,
জয় রঘুপতি!
এ কি
অঙ্গ অঙ্গ লাগে যোড়া!
সুগ্রী। দেখ শালবৃক্ষ সম
ডানি হস্ত কাটি পেড়েছেন ভূমে রঘুনাথ।
বিভী। হবে না রাবণ নিধন,
দেখ হস্ত লাগিয়াছে জোড়া
এক্ষারবে প্রকারে অমর লঙ্কেশ্বর,
পঞ্চানন আপনি আসিয়া
কুড়াইয়া হস্ত পদ শির,

মৃত্যুসঞ্জীবনী-শক্তি-তেজে দেন প্রাণ দান,
দ্বিগুণ প্রভাবে যোঝে পুনঃ দশানন।

হনু। যা থাকে অদৃষ্টে আজি
পরীক্ষিব বাহুবল,
স্মরি রাম নাম,
বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে করিব রাবণ শির চুর।

[হনুমানের প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। স্থির হও স্থির হও বীরবর,
বীর্য্য তব ব্যাপ্ত চরাচরে,
অকারণে কেন রণশ্রম!
লও কপিসেনা আগুয়ান হও রণে,
হনূর সহায়ে,
চল পুনঃ মাতিব সমরে!

সকলে। পশিব সমরে পুনঃ যায় যাবে প্রাণ।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণস্থল—অপর পার্শ্ব।

(রক্ষঃসৈন্যগণ)

১ম রাক্ষ। গর্জ্জি কপিসেনা পুনঃ পশিয়াছে রণে,
শার্দ্দূল-বিক্রমে কর আক্রমণ সবে,
যেন প্রাণ লয়ে ফিরে নাহি যায় এক কপি।

২য় রাক্ষ। হা ইন্দ্রজিত!

৩য় রাক্ষ। হা কুম্ভকর্ণ শূর!

সকলে। জয় লঙ্কাপতি দশানন!

(রাম-সৈন্যগণের প্রবেশ)

রাম-সৈ। জয় রাম!

(উভয় দলের যুদ্ধ)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রণস্থল।

(রাম ও রাবণের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ)

রাম। কর রে শমন দরশন—

(রাবণের মূর্চ্ছা)

এই মুখে হরিলি জানকী!
দিতেছি জীবন দান, ফিরে দেহ সীতা।
ভুবন-ঈশ্বর লঙ্কেশ্বর তুমি,
কিসের বিবাদ তব ভিখারীর সনে?
নাহি কোন দোষে দোষী আমি,
মম প্রাণের পুত্তলি সীতা
কেন রাখ বাঁধি অশোক-কাননে?
আজ্ঞা কর অনুচরে আনিতে সীতারে,
সুখে থাক লঙ্কাপুরে আশীর্ব্বাদ করি।

রাবণ। সাগর ভূধর তরুবর,
স্থাবর জঙ্গম ভুজঙ্গম বিহঙ্গম আদি,
বিরাজিত প্রান্ত লোমকূপে,
ভৃগুপদ-চিহ্ন বক্ষঃস্থলে;
নিরুপম শ্যাম-কান্তি,
শ্রীচরণে পতিত-পাবনী গঙ্গা!
ওহে প্রভু দয়াময়,
কর কর অস্ত্রাঘাত,
ত্যজিয়া রাক্ষস-বপু,
পুলকে গোলোকে চলে যাই!
অনাদি তুমি হে আদি সৃষ্টির কারণ,
জনার্দ্দন পালন তোমাতে,
ভগবন্ করুণানিধান,
কর ত্রাণ অভাগা রাক্ষসে।
অন্তিমে হে অন্তক-অরি,

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ;
দেহ শ্রীচরণ ব্রহ্মরন্ধ্রে,
এ তাপিত প্রাণ
ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদি, লয় হ'ক রাঙ্গাপদে!
পতিতপাবন তার হে পতিতে,
ভক্তি-স্তুতি-বিহীন এ মূঢ় জনে,
অগতির গতি বিশ্বপতি বিশ্বনাথ,
হে মুরারি রক্ষঃ অরি,
দাও দাসে শ্রীচরণে স্থান।

(লক্ষ্মণ, হনুমান্ ও সুগ্রীবের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। এইবার নিস্তেজ পামর,
বধুন বধুন প্রভু।
রাম। অবোধ লক্ষ্মণ,
পরম ভকত মম লঙ্কা-অধিপতি
হায় হেরি এ দুর্গতি তার,
বিদরে আমার হিয়া।
লক্ষ্মণ। কেবা ভক্ত তব দয়াময়?
এখনি পুনঃ উঠিবে রাক্ষস,
ব্রহ্মঅস্ত্রে কর সংহার।
রাম। জান না বিশেষ তত্ত্ব বালক লক্ষ্মণ,
বধিলে রাবণে,
বল রামনাম কেবা লবে এ জগতে আর?
ভক্ত পিতা মাতা মম, ভক্ত মম প্রাণ,
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া
ভক্তের কোমল কায় করিয়াছি অস্ত্রাঘাত।
অস্ত্র স্পর্শ না করিব কভু,
দারুণ প্রহার
সহিয়াছে কত লঙ্কা-অধিকারী।
ছার রাজ্য ধন, ধিক্ ধিক্ সীতা।
হেন ভক্তে প্রহারিনু সীতা লাগি,
রটিল কলঙ্ক নামে,
এত দিনে রাম নাম উঠিল ধরাতে!
ফুটিলে কণ্টক মম ভক্তের চরণে,
শেল সম বাজে হৃদে।
ওঠ লঙ্কেশ্বর,
অক্ষয় শরীরে ভোগ কর লঙ্কাসুখ,
কাজ নাই সীতা, ফিরে যাই বনবাসে।
রাবণ। (স্বগত) শুনিয়া মিনতি,
রঘুপতি করেছেন দয়া ;
এ রাক্ষস-দেহ-ভার কত দিন ব'ব আর,
করি কটুবাক্যে উত্তেজিত রোষ।
(প্রকাশ্যে) রে ভণ্ড তপস্বি জটাধারি রাম!
পূজিলাম ইষ্টদেবে,
ভয়ে অস্ত্র তেয়াগিয়া জানাও মাহাত্ম্য নিজ?
যদি তুই ব্রহ্মসনাতন,
বাকল বসন কেন তোর?
যদি তুই রমেশ,
পামর কিরাতের বেশে, দেশে দেশে
কি হেতু ভ্রমিস তুই?
কপট তাপস,
আজ রক্ষা তোর নাহি মোর হাতে।
রাম। একান্ত কি ইচ্ছা নিজ মরণ?

(উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। ধন্য মায়াধর নিশাচর!
পরম দয়াল রাম,
ভাগ্যে দুষ্ট সরস্বতী
বসিল আসিয়া রাবণের কণ্ঠদেশে,
নহে আজি ঘটিত বিষম,
ত্যজি ধনুর্ব্বাণ রঘুমণি
পশিতেন পুনঃ বনে,
নাহি হ'ত রাবণ সংহার,
সীতার উদ্ধার না হইত কভু।
জয় রাম

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(মন্ত্রী ও সৈন্যগণের দ্বারা বেষ্টিত
রাবণ অচেতন)

মন্ত্রী। উঠ উঠ লঙ্কেশ্বর,
কেন সম্মুখ-সমরে অচেতন আজি?
ধর পুনঃ ধনুর্ব্বাণ,
বধিয়ে বানর নরে রাখ লঙ্কাপুরী,
মুছাও হে বিধবা-রোদন!

রাবণ। (চেতনা প্রাপ্ত হইয়া স্তব)
জয় দুর্গতি-নাশিনী, দামিনী-হাসিনী,
দুর্জ্জন-ত্রাসিনী মুক্তকেশী।
জয় গিরীশ-নন্দিনী, গিরীশ-বন্দিনী
গিরিশ-মোহিনী ঘোরবেশা॥
জয় ভৈরবী ভীষণা, দেবী শবাসনা,
লক্ লক্ রসনা দিগঙ্গনা।
জয় নৃমুণ্ড-মালিনী, শিশু-শশি-ভালিনী,
ত্রিশূল-চালিনী রণাঙ্গনা॥
জয় যোগিনী-সঙ্গিনী, জয় রণ-রঙ্গিণী,
ভবভয়ভঞ্জিনী ভয়ঙ্করী।
জয় ভবেশ-ভামিনী, তমোময়ী কামিনী,
যামিনীরূপিণী শুভঙ্করী॥
জয় মৃত্যুঞ্জয়-জায়া, দেহি পদছায়া,
রক্ষ মহামায়া দীন জনে।
জয় মৃগেন্দ্র-আসনা, পূর হৃদি বাসনা,
পদ্মাসনা দেহি কৃপাকণা॥

(কালীর সহিত যোগিনীগণের গান
করিতে করিতে প্রবেশ)

যোগি। (গীত)

রাগিণী পাহাড়ী পিলু—তাল খেমটা।

রাঙ্গা জবা কে দিলে তোর পায় মুটো মুটো।
দে না মা সাধ হয়েছে, পরিয়ে দে মা
মাথায় দুটো॥
মা বলে ডাকবো তোরে, হাততালি দে
নাচবো ঘুরে,
দেখে মা নাচাব কত, আবার বেঁধে দিবি
ঝুঁটো॥

কালী। মা ভৈঃ! মা ভৈঃ!
হও রণজয়ী, কি ভয় তোমার আর,
এ তিন ভুবনে আর কার প্রাণে
হবে আগুয়ান্ রণে তোর,
রক্ষিব সমরে আমি তোরে;
হবে মৃত্যুঞ্জয় রণে ক্ষয় আজি!
যদি শূলী পশেন সংগ্রামে;
ত্রৈলোক্য উপর হবে রাজ্যেশ্বর
পুনঃ রে ভক্ত মম;
সুখে সীতা লয়ে কর কেলি চিরদিন,
আছি বহুদিন রণরঙ্গ ভুলে,
আমি করিব প্রলয়, হবে বিশ্বক্ষয়,
দিনু বরাভয় তোরে।
পুনঃ রণ-মাঝে দৈত্য বিনাশিনী-সাজে
নাচিব রে তোমারে লইয়ে কোলে।

যোগি। মা ভৈঃ! মা ভৈঃ!

(রাবণকে ক্রোড়ে লইয়া কালীর উপবেশন)

যোগিনীগণের গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল খেমটা।

সকলে। কেঁদেছি আপন দোষে,
বেজেছে মায়ের প্রাণে!
মা বলে আয় রে কোলে,
মুখ মুছায়ে কোলে টানে॥
পেয়েছি অভয়ারে,
আর কি রে ভয় করি কারে,
মা বলে' বারে বারে,
চেয়ে রব চরণ পানে॥

রাবণ। মা ভৈঃ! মা ভৈঃ!

চল পুনঃ রণে রক্ষসেনা,
রক্ষিবেন আপনি শঙ্করী।
সকলে। জয় জয় ব্রহ্মময়ী শ্যামা!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

রণস্থল।

(রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান্, সুগ্রীব, বিভীষণ ইত্যাদি দণ্ডায়মান)

রাম। হের মিত্র,
ঘোর সিংহনাদে পুনঃ
পশিছে সমরে লঙ্কানাথ;
বাম অঙ্গ মম, কাঁপে ঘন ঘন,
ধনু-মুষ্টি নহে দৃঢ়।
তিষ্ঠ সবে সাবধানে,
যা থাকে কপালে, হই অগ্রসর,
মরি কিম্বা মারিব রাবণে।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। এ কি! ঘোর বিজলীর ছটা,
উজলিছে রক্ষসেনা,
নৃত্যকালী-হাসি সম
নিবারে আঁধার ঘোর!
টলমল ক্ষিতি, রক্ষদল-পদ-ভরে;
কাঁপে হিয়া দুর দুর,
বুঝিবা বিপদ কোন ঘটে অকস্মাৎ।
উল্কাপাত, রক্তবৃষ্টি বিনা মেঘে,
হইতেছে মুহুর্মুহুঃ;
স্তম্ভিত প্রকৃতি, স্তম্ভিত জলধি,
ঘোর তমোরাশি ঘেরিতেছে চারিদিকে;
ঘোর-নাদে নিনাদিছে কে বা
কর্ণ মম বধিব যে রবে;
শঙ্খের নিনাদ—রথের ঘর্ঘর—
তূর্য্যধ্বনি—দুন্দুভি-আরাব—
ঘোর সিংহনাদ—অনন্ত নাগিনী-ত্রাস—
কোটি বজ্রনাদে,
কোটি কোটি ধনুক-টঙ্কার—
অরির বাণের গর্জ্জন;
শুনেছি এ সব লক্ষ লক্ষ,
লক্ষ লক্ষ রক্ষ-রণে;
কিন্তু কভু হৃদিকম্প হয় নি আমার;
না জানি, কি মহাশক্তি-তেজে
তেজস্বী রাক্ষস-চমূ!
স্থির নহে প্রাণ মম ডরে।

(রামের প্রবেশ)

রাম। যাও ফিরে, যাও রে লক্ষ্মণ অযোধ্যায়,
সঙ্গে লও মিত্র বিভীষণে;
কিষ্কিন্ধ্যায় পালাও সুগ্রীব মিতা;
পর্ব্বত পাষাণ ত্যজি হনুমান্ দেহ রড়,
নাহিক নিস্তার কারো;
আপনি মা নিস্তারিণী,
সংহার-রূপিণী-বেশে,
নাচিছেন রণমাঝে,
ডাকিনী হাকিনী সাথে!
কে পাবে উদ্ধার আ'জ তারার সমরে,
মৃত্যুঞ্জয় যার পদ-ভরে অচেতন!
হের দূরে,
তিমির-রূপিণী নাচিতেছে,
দুলায়ে ভীষণা বিস্তার রসনা,
ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে, মহা-বহ্নি ভালে!
পালাও সত্বর,
আমি একেশ্বর রহি রণে,
করালবদনী-পদে অর্পিব এ পোড়া প্রাণ।

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। রণ ত্যজি রঘুমণি পালাও সত্বর,

কেন পুড়ে মর, পতঙ্গের প্রায়,
চামুণ্ডার খড়্গ-অগ্নি-তেজে?

[সকলের প্রস্থান।

(কতিপয় রাক্ষস ও যোগিনীর প্রবেশ)

গীত।

রাগিণী বাহার—তাল যৎ।

মা আমার ভক্ত বই আর জানে না,
হৃদয় খুলে ডাক মা বলে
পুরবে মনের বাসনা।
মা বলে ডাক্‌লে পরে,
তাপিত প্রাণ বারি ঝরে,
প্রেমময়ী প্রেমের ভরে,
ডাক্‌ছে রে ভাই শোন না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সমুদ্র-তীর।

(রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান্, সুগ্রীব অঙ্গদ ও অন্য অন্য নেতৃপতিগণ দণ্ডায়মান।

রাম। শত জন্মে, শুধিতে নারিব
তব ভ্রাতৃ-প্রেম-ঋণ,
জন্মের মতন করি আলিঙ্গন তোরে!
আমা বিনা হনু, কিছু নাহি জানে
এ সংসারে, লহ সঙ্গে তারে;
মো সবারে প্রাণদান দেছে বার বার
রেখো মনে।
হনুমান্, নাহি অন্য সাধ তব মনে;
আমার কারণ,
করিয়াছ বহু শ্রম বাছাধন,
প্রাণ কাঁদে বহু তোর তরে,
কি দিয়ে শুধিব তোর ধার।
আছিল বাসনা, মিত্র বিভীষণ!
স্বর্ণ-লঙ্কা-সিংহাসনে হেরিব তোমায়;
কিন্তু হায়! বিধাতা বিমুখ,
সাধে বাদ সাধিলেন তারা
নাহি জানি, জননীর পায়,
কোন্ অপরাধে, অপরাধী দাস।
যাও ফিরি
কিষ্কিন্ধ্যানগরে, কিষ্কিন্ধ্যা-ঈশ্বর,
বিশৃঙ্খল নব রাজ্য তব;
কভু মিথ্যা নয়, কব মনে অভাগায়,
পুত্র সম পালিও অঙ্গদে
নিজ জন জানি,
যেই হে অঙ্গদ যুবরাজ, সঁপিনু তোমায়;
যে গুণ যে দাস,
কি সাধ্য আমার বাখানিতে।
পিতৃ অরির সহায়,
প্রাণপণে করেছ সমর।
কহিও সুগ্রীব মিত্র নেতৃপতিগণে,
রহিলাম ঋণে আমি সবার নিকটে।
সবে সহাস্য-বদনে, দেহ বিদায় আমায়,
সাগর-সলিলে ত্যজিব তাপিত প্রাণ!

বিভী। হে প্রভু! নাহি মম ত্রিজগতে স্থান,
এ তিন ভুবনে, নাহি স্থান
রাবণের অগোচর।
স্মরণ লয়েছি পদে,
কেন তবে ত্যজ দাসে?

লক্ষ্মণ। আজ্ঞা অপেক্ষায়,
আছি দাঁড়াইয়া রঘুমণি!
নমি বিশ্বামিত্র গুরুর চরণে,
পশিব সময়ে প্রভু;
ব্রহ্ম-অস্ত্র দিয়াছেন গুরু দান;
স্থাবরজঙ্গম, দেব, নর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
সৃষ্ট বস্তু যা আছে সংসারে,

এমনি মরিব আমি অস্ত্র-অগ্নিতেজে।
এত দিনে জানিলাম স্থির—
নাহি ধর্ম্ম, নাহি কর্ম্ম, নাহি বেদ-বিধি,
নহে কেন
দুরন্ত রাবণে—পরম অধর্ম্মাচারী—
কাত্যায়নী দিলেন আশ্রয় ?
তব শ্রীচরণ ধ্যান জ্ঞান,
অন্য কিছু নাহি জানি,
তবে কি কারণে, এ নিষ্ঠুর ব্যথা
দিতেছেন প্রভু-হৃদে ?
পাইলে তোমার পদধূলি,
নাহি ডরি কাত্যায়নী,
নাহি ডরি শূলী পঞ্চাননে।

হনু। ঠাকুর লক্ষ্মণ !
আমিও যাইব রণে তোমার পশ্চাতে।

(নেপথ্যে। "জয় লঙ্কাপতি")

লক্ষ্মণ। রাক্ষসের সিংহনাদ,
নাহি সহে প্রাণে রঘুবীর !

(ধনুকে শর যোজনা করিয়া)

জয় রঘুবীর,
জয় জয় বিশ্বামিত্র মুনির প্রধান।

রাম। কি কয় লক্ষ্মণ ভাই !
ক্ষুদ্র নরে কভু
নাহি পারে বুঝিতে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি।
কি কাজ সাধিবা ভাই, নাশিয়া সংসার
নাশিবে আমারে—যার তরে
বনবাসী তুমি রাজ্য পরিহরি ;
নাশিবা জানকী
শক্তিশেল হৃদে, ধরেছিলে যার তরে ;
বিনাশিবে পবননন্দন হনু—
বার বার, প্রাণ দান মোরা
পাইয়াছি যাহার প্রসাদে,
শূন্য হবে অযোধ্যানগরী,
সর্ব্বনাশ কর কি কারণ ?
হের যে তূণীরে মম, কালসর্পাকৃতি শর,
শূল চক্র পাশ দণ্ড আদি
মহা অস্ত্র, কি আছে জগতে,
বিমুখিতে নাহি পারি কোদণ্ডপ্রভাবে ;
কিন্তু তথাপিও নারি বিনাশিতে দশাননে !
তাহার চরণে, ভক্তি-অস্ত্র বিনে,
কি পারে বিন্ধিতে আর !
হের দূরে, জলে পদতলে
মৃত্যুঞ্জয়-নাশিনী অনল।

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। কি হেতু এ ভাব সবাকার,
এখনও নাহি দেবী-পূজা আয়োজন ?

রাম। কহ বিধি, কোন্ বিধিমতে,
অম্বিকা-অর্চ্চনা করিব হে এ অকালে ?
করিয়াছি স্থির, এ শরীর,
সাগর-সলিলে দিব বিসর্জ্জন।
চিন্তি নানা মতে, দেখিলাম,
মম ভাগ্যে দেবী-আরাধনা,
ঘটিল না এ জনমে।
করি উদ্বোধন, সুরথ রাজন,
যেই দিনে পূজেছিল অম্বিকা-চরণ,
সে দিন নাহিক আর,
অস্ত্র যোগ যত, হইয়াছে গত,
ক্রমে ক্রমে, শুক্ল ষষ্ঠী মিলিবে প্রভাতে।
তবে হায় অম্বিকা-অর্চ্চনা,
কিরূপে সম্ভবে বিধি ?
তেঁই চাই ত্যজিতে পরাণ।

ব্রহ্মা। শুন প্রভু রাম গুণধাম,
ব্যাঘাত হবে না ;
আমি বিধি দিতেছি এ বিধি,
কল্য কর উদ্বোধন জাগাইতে মহাশক্তি ।।
তব প্রতি তুষ্টা দয়াময়ী,
সে হেতু ছলনা,
লইতে রাজীব-পদে, রাজীবলোচন,

কেন পুড়ে মর, পতঙ্গের প্রায়,
চামুণ্ডার খড়্গ-অগ্নি-তেজে?

[সকলের প্রস্থান।

(কতিপয় রাক্ষস ও যোগিনীর প্রবেশ)

গীত।

রাগিণী বাহার—তাল যৎ।

মা আমার ভক্ত বই আর জানে না,
হৃদয় খুলে ডাক মা বলে
পুরবে মনের বাসনা।
মা বলে ডাক্‌লে পরে,
তাপিত প্রাণ বারি ঝরে,
প্রেমময়ী প্রেমের ভরে,
ডাক্‌ছে রে ভাই শোন না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সমুদ্র-তীর।

(রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনূমান্, সুগ্রীব, অঙ্গদ
ও অন্য অন্য নেতৃপতিগণ দণ্ডায়মান।

রাম। শত জন্মে, শুধিতে না পার
তব ভ্রাতৃ-প্রেম-ঋণ,
জন্মের মতন করি আলিঙ্গন তোরে!
আমা বিনা হনূ, কিছু নাহি জানে
এ সংসারে, লহ সঙ্গে তারে;
মো সবারে প্রাণদান দেছে বার বার
রেখো মনে।
হনুমান্, নাহি অন্য সাধ তব মনে;
আমার কারণ,
করিয়াছ বহু শ্রম বাছাধন,
প্রাণ কাঁদে বহু তোর তরে,
কি দিয়ে শুধিব তোর ধার।
আছিল বাসনা, মিত্র বিভীষণ!
স্বর্ণ-লঙ্কা-সিংহাসনে হেরিব তোমায়;
কিন্তু হায়! বিধাতা বিমুখ,
সাধে বাদ সাধিলেন তারা
নাহি জানি, জননীর পায়,
কোন্ অপরাধে, অপরাধী দাস।
যাও ফিরি
কিষ্কিন্ধ্যানগরে, কিষ্কিন্ধ্যা-ঈশ্বর,
বিশৃঙ্খল সব রাজ্য তব;
কভু মিথ্যা নয়, কব মনে অভাগায়,
পুত্র সম পালিও অঙ্গদে
নিরাশ্রয় জানি,
তুমিই হে অঙ্গদ যুবরাজ, সঁপিনু তোমায়;
যে গুণ কে জানে,
কি সাধ্য আমার বাখানিতে।
পিতৃ অরির সহায়,
প্রাণপণে করেছ সমর।
কহিও সুগ্রীব মিত্র নেতৃপতিগণে,
রহিলেম ঋণী আমি সবার নিকটে
সবে সহাস্য-বদনে, দেহ বিদায় আমায়,
সাগর-সলিলে ত্যজিব তাপিত প্রাণ!

বিভী। হে প্রভু! নাহি মম ত্রিজগতে স্থান,
এ তিন ভুবনে, নাহি স্থান
রাবণের অগোচর,
স্মরণ লয়েছি পদে,
কেন তবে ত্যজ দয়াময়।

লক্ষ্মণ। আজ্ঞা অপেক্ষায়,
আছি দাঁড়াইয়া রঘুমণি!
নমি বিশ্বামিত্র গুরুর চরণে,
পশিব সমরে প্রভু;
ব্রহ্ম-অস্ত্র দিয়াছেন গুরু দান;
স্থাবরজঙ্গম, দেব, নর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
সৃষ্ট বস্তু যা আছে সংসারে,

এখনি বধিব আমি অস্ত্র-অভিষেকে।
এত দিনে জানিলাম স্থির—
নাহি ধর্ম্ম, নাহি কর্ম্ম, নাহি বেদ-বিধি
নহে কেন
দুরন্ত রাবণে—পরম অধর্ম্মাচারী—
কাত্যায়নী দিলেন আশ্রয় ?
তব শ্রীচরণ ধ্যান জ্ঞান,
অন্য কিছু নাহি জানি,
তবে কি কারণে, এ নিষ্ঠুর বাণ
দিতেছেন প্রভু-হৃদে ?
পাইলে তোমার পদধূলি,
নাহি ডরি কাত্যায়নী,
নাহি ডরি শূলী পঞ্চাননে।

হনূ। ঠাকুর লক্ষ্মণ !
আমিও যাইব রণে তোমার পশ্চাতে।

(নেপথ্যে। "জয় লঙ্কাপতি"

লক্ষ্মণ। রাক্ষসের সিংহনাদ,
নাহি সহে প্রাণে রঘুবীর !

(ধনুকে শর যোজনা করিয়া)

জয় রঘুবীর,
জয় জয় বিশ্বামিত্র মুনির প্রধান।

রাম। কি কর লক্ষ্মণ ভাই !
ক্ষুদ্র নরে কভু
নাহি পারে বুঝিতে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি।
কি কাজ সাধিবা ভাই, নাশিয়া সংসার
নাশিবে আমারে—যার তরে
বনবাসী তুমি রাজ্য পরিহরি ;
নাশিবা জানকী
শক্তিশেল হৃদে, ধরেছিলে যার তরে ;
বিনাশিবে পবননন্দন হনূ—
বার বার, প্রাণ দান মোরা
পাইয়াছি যাহার প্রসাদে,
জয় হবে অযোধ্যানগরী,
সর্ব্বনাশ কর কি কারণ ?
হের যে তূণীরে মম, কালসর্পাকৃতি শর,
শূল চক্র পাশ দণ্ড আদি
মহা অস্ত্র, কি আছে জগতে,
বিমুখিতে নাহি পারি কোদণ্ডপ্রভাবে ;
কিন্তু তথাপিও নারি বিনাশিতে দশাননে !
তাহার চরণে, ভক্তি-অস্ত্র বিনে,
কি পারে বিন্ধিতে আর !
হের দূরে, জ্বলে পদতলে
মৃত্যুঞ্জয়-নাশিনী অনল !

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। কি হেতু এ ভাব সবাকার,
এখনও নাহি দেবী-পূজা আয়োজন ?

রাম। কহ বিধি, কোন্ বিধিমতে,
অম্বিকা-অর্চ্চনা করিব হে এ অকালে ?
করিয়াছি স্থির, এ শরীর,
সাগর-সলিলে দিব বিসর্জ্জন।
চিন্তি নানা মতে, দেখিলাম,
মম ভাগ্যে দেবী-আরাধনা,
ঘটিল না এ জনমে।
করি উদ্বোধন, সুরথ রাজন,
যেই দিনে পূজেছিল অম্বিকা-চরণ,
সে দিন নাহিক আর,
অন্য যোগ যত, হইয়াছে গত,
ক্রমে ক্রমে, শুক্ল ষষ্ঠী মিলিবে প্রভাতে।
তবে হায় অম্বিকা-অর্চ্চনা,
কিরূপে সম্ভবে বিধি ?
তেঁই চাই ত্যজিতে পরাণ।

ব্রহ্মা। শুন প্রভু রাম গুণধাম,
ব্যাঘাত হবে না ;
আমি বিধি দিতেছি এ বিধি,
কল্য কর উদ্বোধন জাগাইতে মহাশক্তি।
তব প্রতি তুষ্টা দয়াময়ী,
সে হেতু ছলনা,
লইতে রাজীব-পদে, রাজীবলোচন,

রাজীব-অঞ্জলি তব করে।
বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন,
কর আয়োজন শীঘ্র,
বিল্বাধিবাসনে স্থাপনা করহ ঘট।
মহামায়া করেছেন মায়া,
যাহার প্রভাবে, অন্ধ দশানন
সময়ে না দিবে হানা।
অর্চ্চনায় হবে না ব্যাঘাত।

রাম। শুনিলে বিধান মিত্রবর,
শুনিলে লক্ষ্মণ,
শুনেছ হে পবনকুমার, দেই ভার,
ভুবনের সার, যেখানে আছে যে ফুল,
আন তুলি ;
সকল ভুবন, কর আচ্ছাদন,
তুমি নিজ করে, দেবীর পূজার ফুল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণস্থল।

(রক্ষ-সৈন্যগণ)

১ম সৈ। নাহি জানি কি হেতু অলস দশানন,
আজও অরিদল, বেড়িয়া রয়েছে লঙ্কা।
যদি কালী দিয়েছেন কূল,
কি হেতু নির্ম্মূল নাহি করি শত্রুপুঞ্জ।
নিরুৎসাহ অরাতি এখন,
উচিত এখন আক্রমণ।
উগ্রচণ্ডা, বসিলে পুষ্পক রথে,
কি আছে জগতে, নাহি হবে পরমাণু,
রবে তারা গর্জ্জিবেন রুষি।

২য় সৈ। পুনঃ কি ভূপতি,
পশিলেন পুরে আজি ?

১ম সৈ। শুনিনু সংবাদ দূতমুখে,
গিয়েছেন অশোক-কাননে,
জনক-নন্দিনী-সম্ভাষণে।

২য় সৈ। হায় মজিল সকলি,
সাপিলা জানকী হেতু!

১ম সৈ। হায় কিবা দৈব বিড়ম্বনা!
যেই লঙ্কেশ্বর, শুনিলে সমরবার্ত্তা
সাপটি ধরিত ধনু ;
গৃহদ্বারে অরি,
তাহে আপনি সহায় ভীমা,
জ্বলিছে হৃদয়ে সতত
ইন্দ্রজিত পুত্র হত শোক।

২য় সৈ। জানিনু নিশ্চয়, মজিল কনক লঙ্কা।

১ম সৈ। জানিলাম স্থির
ধার্ম্মিক ব্যতীত ধর্ম্ম বল নাহি থাকে,
আনি হর-বরাঙ্গনা, করিয়ে ছলনা,
নিভাইলা মাতা, রাক্ষসের সোম-জ্যোতি ;
শত্রু নাহি নিশাচর সমান।

২য় সৈ। চল যাই, সাবধানে রক্ষা করি থানা।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

শিবির—দুর্গোৎসব

(রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ হনুমান
গন্ধর্ব্বগণ ইত্যাদি।)

গীত।

মালকোষ—আড়াঠেকা।

রাঙ্গা কমল রাঙ্গা করে, রাঙ্গা কমল রাঙ্গা পায়।
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হাসি, রাঙ্গামালা রাঙ্গা গায়॥
রাঙ্গা ভূষণ রাঙ্গা বসন, রাঙ্গা মায়ের ত্রিনয়ন,
কত রাঙ্গা রবি শশী, রাঙ্গা নখে প'ড়ে হায়॥
পদ্ম ভ্রমে পদতলে, পড়ে অলি দলে দলে,
এলোকেশী কে রূপসী,
ডাকলে তাপিত প্রাণ জুড়ায়॥

রাম। না মানে প্রত্যয় পোড়া মন,
মিত্র বিভীষণ, বিনা দরশন।
করালবদনী, সাক্ষাৎ আপনি
বিরাজিতা রাবণের রথে ;
আমি মূঢ়মতি,
না দেখিনু জগদম্বা ঘটে অধিষ্ঠান ;
তবে মানিব কেমনে.
মম পুষ্পাঞ্জলি, পড়িয়াছে রাঙ্গা পায়।
মা ভৈঃ মা ভৈঃ রব,
শুনেছি স্বকর্ণে আমি, রাবণের রথে,
মম দুর্গোৎসবে, কি হেতু হে তবে,
নাহি শুনি সে অভয় রব।
কেন নাহি হেরি দশভুজা দমুজ দলনী
মহিষ মর্দ্দিনী অট্টহাস !
বিভী। করুন অর্পণ নীল নলিনী.
নলিনী-শান্তি ও রাঙ্গা পদে।
ফুটে পদ্ম দেবী দহে.
দেবের অগম্য স্থান রঘুবীর।
রাম। দেবের অগম্য স্থানে.
কেমনে হে মিত্র সম্ভবে নরের গতি ?
বিধান সকলি তুষ্ট আমার ভাগ্যে।
হনু। কি চিন্তা হে রঘুবীর.
যদি পাই শ্রীচরণধূলি,
স্বর্গ মর্ত্ত্য এ তিন ভুবনে,
অগম্য নাহিক স্থান.
দেহ পদধূলি বনমালি.
দেবীদহে চলি, যাইব এখনি,
আনিব হে তুলি নীলোৎপল।
রাম। যাও বৎস !
জীও চিরদিন অক্ষয় শরীরে।
যতদিন ভবে, অচিরে,
দৈত্য-বিনাশিনী মায়।
সঙ্কল্প করিয়ে, রহিনু বসিয়ে,
আন তুলি শতাষ্ট নলিনী।

[হনুমানের প্রস্থান।

আশ্রিতে অভয়া, দে মা পদছায়া,
আশুতোষ-জায়া, ছায়া কায়া মহামায়া।
তাপিত তনয়, চাহে গো আশ্রয়,
দেহ রণ জয়, জয়ন্তী বিজয়া জয়া ॥
রক্ষ দক্ষবালা, কল্যাণি কমলা,
জানাই মা জ্বালা রণজয়ী রাঙ্গা পদে।
বরদে বর দে, নিবিড় নীরদে,
জয়দে শুভদে, তার মা বিপদ-হ্রদে ॥
রক্ষ রণে রক্ষ, বিরূপাক্ষ-বক্ষ-
বিহারিণী বামা, বগলা বিমলা তারা।
জয় ভদ্রকালী, নিশানাথ-ভালী,
জয় মুণ্ডমালী, মানব-মালিন্য-হরা ॥

গীত।

টোড়ী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

গন্ধর্ব্ব। রাখ মা রাখ মা, রমা রণরঙ্গিণী।
উমেশ-হৃদয়ে বাস, দিগ্‌বাস-অঙ্গিনী।
বরদে বর দে শ্যামা, বিপদ-বারিণী বামা.
শুভদে শিবসঙ্গিনী, অশিব-ভয়-ভঞ্জিনী ॥

(নীলপদ্ম লইয়া হনুমানের প্রবেশ)

রাম। এস বৎস পবন-তনয়,
এস হে রাঘব-সখা।

(নীলপদ্ম লইয়া স্তব)

রুদ্রবেশ, ব্যোমকেশী,
অট্টহাসি ভীষণা।
দৈত্যহন্তা, রক্ত-দন্তা.
লিহি লোহ রসনা ॥
উগ্র-তুণ্ডা, উগ্রচণ্ডা,
চণ্ডঘাতী চণ্ডিকে।
ফেরুরোল, গণ্ডগোল,
ফণ্য ফণি মণ্ডিকে ॥
লিহি লিহি, হিহি হিহি,
ভীম-ভাব-ভাবিণী।
বিশ্ব কাণ্ড, লণ্ড ভণ্ড,
দণ্ডপাণি-ত্রাসিনী ॥

ঝক্ক ঝক্ক, পূরকম্প,
দৈত্য-দন্ত-বারিণী।
চন্দ্রভালী, নৃত্যকালী,
খড়্গ-শূল-ধারিণী ॥
ধক্ ধক্ ধক্ ধক্,
অগ্নি ভালে ভৈরবী।
কোটি রবি, বহ্নি ছবি,
বিরূপাক্ষ কৈরবী ॥
থেই থেই, থেই থেই,
ভূত প্রেত ডাকিনী।
মত্ত রঙ্গে, নৃত্য সঙ্গে,
ঘোর ডাকে হাকিনী ॥
মুণ্ড হস্তে, ছিন্নমস্তে,
মুণ্ডমালা দলনা।
শবারূঢ়া, ব্যোম-চূড়া,
ধূম্র-নেত্র ললনা ॥
রক্তমগ্না, রক্তলগ্না,
দেবী রক্তদন্তিকে।
রক্তপান, রক্তদান,
রক্তবীজ-হন্তিকে।
সর্ব্বনাশী, সর্ব্বগ্রাসী
শক্তি শিবা শঙ্করী।
জয়ং দেহি, জয়ং দেহি,
দেহি মে ভয়ঙ্করী ॥
এ কি, কোথা এক নীলোৎপল আর!
হনু। প্রভু, শতাষ্ট গণেছে দাস।
রাম। তবে কোথা হারা'ল নলিনী?
যাও পুনঃ দেবীদহে,
আন এক পদ্ম আর।
হনু। প্রভু পরাৎপর, ভুবনের সার,
দেবীদহে নাহি পদ্ম আর।
বুঝি বনমালী, ছলিতে তোমারে কালী,
হয়েছেন নীলোৎপল।
রাম। জানি, বুঝিব ছলনা—
মোরে নীলোৎপল আঁখি,
সংসারে সকলে কহে
আন রে লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ,
এক আঁখি দেবী-পদতলে,
অর্পিব এখনি ভাই,
সংকল্প না হবে ভঙ্গ
দেখি রঙ্গ রণ-রঙ্গিণীর,
কত দুঃখ দেন আর ॥
নমস্তে বরদে, রাখ রাঙ্গা পদে,
তাপিতে, তারিণী তারা।
শিবে শুভঙ্করী, শুভদে শঙ্করী,
পরাৎপরা সারাৎসারা ॥
শ্রীপদ-নলিনী, বিপদ-দলিনী,
রাখ মা রাজীবপদে।
পড়ে ঘোর দায়, ডাকি মা তোমায়,
তার মা দুস্তর হ্রদে ॥
ইচ্ছাময়ী শ্যামা, কল্পতরু বামা,
কমলা কমল আঁখি।
কাতর কিঙ্কর, বরাভয়-কর,
লুকালি কাতরে ডাকি।
দুর্গে দুর্গ-অরি, দেবী দিগম্বরী,
হর-রমা এলোকেশী।
দুস্তার সমর, পাইয়াছি ডর,
সুহাসিনী ঘোর-বেশী ॥
দিও না যন্ত্রণা, হর-বরাঙ্গনা,
কেন মা ছলনা দাসে।
নলিন-নয়না, কর মা করুণা,
নলিনী-নয়ন ভাবে।
পাষাণ-নন্দিনী, জননী পাষাণী,
পাষাণী পাষাণ প্রাণ।
নীলোৎপল আঁখি, যে মা পদে রাখি,
কর মা করুণা দান ॥
দুর্গা। কি কর কি কর দয়াময়!
ওহে গোলোক-বিহারী,
দেখ স্মরি পূর্ব্বের বারতা—
আছিল রাবণ তব বৈরী;

উদ্ধারিতে নিজ দাসে,
অবতীর্ণ হয়েছ ভূতলে;
কার পূজা কর তুমি,
কি প্রভেদ তোমার আমার!
তবে যে পূজেছ মোরে,
সে কেবল করিতে প্রচার,
আপন মহিমা ভবে!
পরমা প্রকৃতি তোমার জানকী;
হেন সাধ্য কি বা ধরে দশানন
হরিতে তাহারে, রঘুবীর?
অন্নপূর্ণা-রূপে, নিত্য নিশিযোগে,
ঘুমাইলে চেড়ীদল,
পশিয়া অশোক-বনে,
পরমান্ন ভুঞ্জাই সীতায়।
ছাড়িনু লঙ্কা, ছাড়িনু রাবণে;
মম বরে নাশ তারে, হে রাবণ-অরি।
দুষ্ট চেড়ীগণে যত মেরেছে সীতায়,
হের সে সকল চিহ্ন মম কায়,
আর আমি না পারি
সহিতে সে তাড়না।

(অপ্সরীগণের প্রবেশ)

গীত।

টোড়ী—চিমেতেতালা।

সকলে। জয় হয়হৃদি-নিবাসিনী,
মা শমন-ত্রাসিনী।
নিবিড় নিরুপমা, তমোরূপা ভীষণা
ঈশান-ঈশ্বরী, ঈশান-আসনা,
ঝলকে চপলা পদে, ভীম-ভাব-ভাবিনী॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

(রাবণ, মন্দোদরী, শুক, সারণ ইত্যাদি)

মন্দো। বীরকার্য্য ভুলি কি হেতু হে লঙ্কেশ্বর,
ত্যজি রণস্থল, এ অলস ভাব,
চারি দিন আজি?
আপনি শঙ্করী সহায় তোমার রথে,
তবে রঘুনাথে, কি হেতু না দেহ রণ?
নিঃসহায় নিরুপায় যবে,
পশিলে সংগ্রামে তুমি,
না শুনি নিষেধ-বাণী কারো;
বীরাঙ্গনা করে উত্তেজনা তোমা,
দেহ চারি ধারে হানা,
রঞ্জনা সম অস্ত্রবলে,
বিনাশ সম্মুখ-অরি।
সারণ। হে লঙ্কাপতি,
এ মিনতি মো সবার তব পদে,
কেন নব ভাব, হে ভূপাল তব?
শুনি রণের সংবাদ,
কভু অবসাদ জন্মে নাই তব মনে।
গর্জ্জে নর বানরীয় চমূ লঙ্কাদ্বারে,
মহেশ্বরী সহায় তোমার,
দম এ দুরন্ত রিপু, দানবদলনী-বলে;
নহে দেহ আজ্ঞা মো সবারে,
স্মরি জগৎ-ঈশ্বরী,
জয় কালী রবে পশি রণে।
রাবণ। নির্ব্বোধ তোমরা সবে,
বোধহীনা নারী মন্দোদরী।
বৃথায় বিবাদ, নাশিলে শ্রীরামে আজি,
কিন্তু পেয়েছি যে সুখ,

সমুচিত প্রতিশোধ তার দিব আমি।
সীতা লয়ে কোলে,
সম্মুখে তাহার, করিব বিহার,
তবে শোক নিভিবে আমার।

মন্দো। বোধহীনা আমি,
ভেবেছ কি মনে, সুবোধ লঙ্কার ভূপ,
দুর্ব্বল তাড়নে হইবেন প্রীত
দীন-জন-গতি জগদম্বে?
জানিনু নিশ্চয় লঙ্কার ক্ষয়!
অকারণে কেন এখানে রহিব আমি,
যাও তুমি অশোক-কাননে,
পশি দেবাগারে আমি,
পূজি দিগম্বরে তোমার মঙ্গল হেতু,
সতী নারী অধিক কি পারে আর।
ধন্য তব বিলাস-বাসনা!
ইন্দ্রজিত অনন্ত শয়নে,
সীতার লালসা আজো জাগে তব মনে!
কে রক্ষিতে পারে তারে হায়,
বিধি বাদী যার প্রতি।
(নেপথ্যে "জয়রাম"।)
শুন পুনঃ বানরের সিংহনাদ।
ভক্ত বিনা কে রাখিতে পারে,
ভক্তাধীনা ভগবতী!
বুঝি কৃপাময়ী, করেছেন কৃপা,
কাতর রাঘবে আজি;
নহে চারি দ্বারে অকস্মাৎ,
কি হেতু ভূপতি গর্জ্জিছে বিকট ঠাট?
অহঙ্কারে গেলে ছারে খারে!

[প্রস্থান।

রাবণ। হে শুক সারণ, কর অন্বেষণ,
নিরানন্দ বৈরী-বৃন্দ,
কি হেতু গর্জ্জিল অকস্মাৎ?
আদ্যাশক্তি তুষ্টা মম স্তবে,
তবে কি শক্তিপ্রভাবে,
আসিছে রাঘব পুনঃ পশিতে আহবে?
হও সুসজ্জিত নেতৃবৃন্দ,
আক্রমণ করিব এখনি।

[প্রস্থান।

সারণ। পরম মায়াবী রঘুপতি,
ব্রহ্মা আদি দেবতা সহায় তা'র,
নিশ্চয় কি মায়ার প্রভাবে,
ভুলায়েছে আজি মহামায়া;
যা হোক তা হোক ভালে,
প্রাণপণে যুঝিব রাজার পক্ষে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অশোক-কানন।

(সীতা, সরমা)

সীতা। শুন লো সরমে প্রাণ-সই,
ঘোর নিশাকালে, ঘুমাইলে চেড়ীদল,
কে রমণী নলিনী-নিন্দিত-পাণি,
বীণা-ধ্বনি-বিনিন্দিত বাণী,
বসিয়ে শিয়রে কন বিধুমুখী,
"আমি রে জননী তোর"
পরমান্ন দেন মুখে,
তেঁই লো সজনি, নিরাহারে বাঁচে প্রাণ।
কয়দিন রণের বারতা নাহি শুনি,
কেহ কহে দূর্ব্বাদল-শ্যাম,
পরাভূত রাবণের রণে,
কেহ বলে দনুজদলনী
দিয়াছেন আশ্রয় রাবণে,
মানুষ-পরাণে কি পারে করিতে রাম।
প্রত্যয় তাহে না মানি কভু;
কভু কি সম্ভবে,

জগদম্বে ত্যজিবেন তনয়ারে?
দীনদয়াময়ী নামে রটিবে কলঙ্ক তাঁর।
কাঁদি দিবানিশি, আমি অরিপুরে,
স্মরি দুর্গা-অরি-পদযুগ!
ইন্দ্রজিত হত যেই দিনে,
এসেছিল মোরে কাটিতে রাবণ ;
সে অবধি দিন কত, আসে নাই মূঢ়।
ক্রমে দিন চারি, নিত্য আসে, মম পাশে
শুকায় শোণিত মম,
হেরিলে তাহার ছায়া,
মহামায়া পদ করি ধ্যান,
পুন আসে পলায় ফিরে।

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। চন্দ্রাননি, এখন ভজহ মোরে
সতী নারী সাধে সদা পতির কল্যাণ,
না ভজিলে মোরে, পতিতপাবনী বরে,
পতি তব পড়িবে সমরে আজি।
কর আলিঙ্গন দান,
চাহ যদি পতির কল্যাণ।
নাহি তব পতির শকতি আর,
হৈমবতী সহায় আমার,
বলে নি কি চেড়ীগণে?
তোর সংগোপনে মোর মন,
চাহ যদি পতি দরশন।

সীতা। ও রে মূঢ়মতি,
নাহি কি রে সতী তোর ঘরে
ছলে কভু ভুলে সতী নারী?
বোধ-হীন তুমি, তাই ভাব মনে,
ত্যজিয়ে সীতায় দুঃখিনী,
জননী তার অসিত-বরণী,
সাপক্ষ হবেন তোর?
সতীর আদর্শ দক্ষসুতা!

(নেপথ্যে—"জয় রাম")

রাবণ। পুনঃ কি ভিখারী রাম পশিল সমরে?
যে হয় সে হোক্ আজি,
যাব পুনঃ রণস্থলে ;
বিলম্বে নাহিক কাজ।

(একজন দূতের প্রবেশ)

দূত। মজিল সকলি লঙ্কাপতি,
অশুদ্ধ হয়েছে চণ্ডী।

রাবণ। কি কহিলে, মূঢ় দূত,
শতধা বিদীর্ণ এখন হ'ল না মুণ্ড তোর।
বৃহস্পতি করে চণ্ডী পাঠ।

দূত। হায় লঙ্কাপতি!
শমন সমান অরি বীর হনুমান,
পশি লঙ্কাগৃহে কাড়িয়া লয়েছে পুঁথি,
প্রথম মাহাত্ম্য তিন শ্লোক
পুঁছিয়াছে মূঢ়মতি!
স্বচক্ষে দেখেছি রক্ষোনাথ,
দুই হাতে উঠে তেজোরাশি
ধাইল উত্তর-মুখে,
ব্যোম ব্যোম রবে বেষ্টিত পিশাচদলে,
ভূতনাথ শূন্যে কৈল দেবী-আরাধনা,
তাথেই তাথেই নাচিল ডাকিনীগণে ;
দেখিনু প্রাচীর হতে,
রাঘব-শিবির সমুজ্জ্বল চরণ-প্রভায়।

রাবণ। (স্বগত) ভাল, না চাহি সাহায্য কারো,
ব্রহ্ম বরে মম মৃত্যুশর মম ঘরে,
দেবের অবধ্য জনে
কি করিতে পারে নরে?
(প্রকাশ্যে) বাজাও দুন্দুভি,
সাজি চতুরঙ্গে রণরঙ্গে মাতিব সত্বর।

দূত ও রাবণের প্রস্থান

সরমা। চল আজি মম পুরে দেবি,
চেড়ীদল বিকল সকলে
অশুভ বারতা শুনি ;
বুঝি এতদিনে বিপদবারিণী

সমুচিত প্রতিশোধ তার দিব আমি।
সীতা লয়ে কোলে,
সম্মুখে তাহার, করিব বিহার,
তবে শোক নিভিবে আমার।

মন্দো। বোধহীনা আমি,
ভেবেছ কি মনে, সুবোধ লঙ্কার ভূপ,
দুর্ব্বল তাড়নে হইবেন প্রীত
দীন-জন-গতি জগদম্বে?
জানিনু নিশ্চয় লঙ্কার ক্ষয়!
অকারণে কেন এখানে রহিব আমি;
যাও তুমি অশোক-কাননে,
পশি দেবাগারে আমি,
পূজি দিগম্বরে তোমার মঙ্গল হেতু,
সতী নারী অধিক কি পারে আর।
ধন্য তব বিলাস-বাসনা!
ইন্দ্রজিত অনন্ত শয়নে,
সীতার লালসা আজো জাগে তব মনে!
কে রক্ষিতে পারে তোরে হায়,
বিধি বাদী যার প্রতি।
(নেপথ্যে "জয়রাম"!)
শুন পুনঃ বানরের সিংহনাদ।
ভক্ত বিনা কে রাখিতে পারে,
ভক্তাধীনা ভগবতী।
বুঝি কৃপাময়ী, করেছেন কৃপা,
কাতর রাঘবে আজি;
নহে চারি দ্বারে অকস্মাৎ,
কি হেতু ভূপতি গর্জ্জিছে বিকট ঠাট?
অহঙ্কারে গেলে ছারে খারে!

[প্রস্থান।

রাবণ। হে শুক সারণ, কর অন্বেষণ,
নিরানন্দ বৈরী-বৃন্দ,
কি হেতু গর্জ্জিল অকস্মাৎ?
আদ্যাশক্তি তুষ্টা মম স্তবে,
তবে কি শক্তিপ্রভাবে,
আসিছে রাঘব পুনঃ পশিতে আহবে?
হও সুসজ্জিত নেতৃবৃন্দ,
আক্রমণ করিব এখনি।

[প্রস্থান।

সারণ। পরম মায়াবী রঘুপতি,
ব্রহ্মা আদি দেবতা সহায় তা'র,
নিশ্চয় কি মায়ার প্রভাবে,
ভুলায়েছে আজি মহামায়া;
না হোক্ তা হোক্ ভালে,
প্রাণপণে যুঝিব রাজার পক্ষে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অশোক-কানন

(সীতা, সরমা)

সীতা। শুন লো সরমে প্রাণ-সই,
ঘোর নিশাকালে, ঘুমাইলে চেড়ীদল,
কে রমণী নলিনী-নিন্দিত-পাণি,
বীণা-ধ্বনিবিনিন্দিত বাণী,
বসিয়ে শিয়রে কন বিধুমুখী,
'আমি রে জননী তোর"
পরমান্ন দেন মুখে,
তেঁই লো সজনি, নিরাহারে বাঁচে প্রাণ।
কয়দিন রণের বারতা নাহি শুনি,
কেহ কহে দূর্ব্বাদল-শ্যাম,
পরাভূত রাবণের রণে,
কেহ বলে দনুজদলনী
দিয়াছেন আশ্রয় রাবণে,
মানুষ-পরাণে কি পারে করিতে রাম।
প্রত্যয় তাহে না মানি কভু;
কভু কি সম্ভবে,

জগদম্বে ত্যজিলেন তনয়ারে?
দীনদয়াময়ী নামে রটিবে কলঙ্ক তাঁর।
কাঁদি দিবানিশি, আমি অরিপুরে,
স্মরি দুর্গা-অরি-পদযুগ!
ইন্দ্রজিত হত যেই দিনে,
এসেছিল মোরে কাটিতে রাবণ:
সে অবধি দিন কত, আসে নাই মূঢ়।
ক্রমে দিন চারি, নিত্য আসে, মম পাশে
শুকায় শোণিত মম,
হেরিলে তাহার ছায়া,
মহামায়া পদ করি ধ্যান;
পুন আসে পুনঃ যায় ফিরে।

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। চন্দ্রাননি, এখন ভজহ মোরে
সতী নারী সাধে সদা পতির কল্যাণ,
না ভজিলে মোরে, পতিতপাবনী বরে,
পতি তব পড়িবে সমরে আজি।
কর আলিঙ্গন দান,
চাহ যদি পতির কল্যাণ,
নাহি তব পতির শকতি আর,
হৈমবতী সহায় আমার,
বলে নি কি চেড়ীগণে?
তোর সংগোপনে মোর মন,
চাহ যদি পতি-দরশন।
সীতা। ও রে মূঢ়মতি,
নাহি কি রে সতী তোর ঘরে
ছলে কভু ভুলে সতী নারী?
বোধ-হীন তুমি, তাই ভাব মনে,
ত্যজিবে সীতায় দুঃখিনী,
জননী তার অসিত-বরণী,
সাপক্ষ হবেন তোর?
সতীর আদর্শ দক্ষসুতা!

(নেপথ্যে—"জয় রাম")

রাবণ। পুনঃ কি ভিখারী রাম পশিল সমরে?
যে হয় সে হোক আজি,
যাব পুনঃ রণস্থলে;
বিলম্বে নাহিক কাজ।

(একজন দূতের প্রবেশ)

দূত। মজিল সকলি লঙ্কাপতি,
অশুদ্ধ হয়েছে চণ্ডী।
রাবণ। কি কহিলে, মূঢ় দূত,
শতধা বিদীর্ণ এখন হ'ল না মুণ্ড তোর।
বৃহস্পতি করে চণ্ডী পাঠ।
দূত। হায় লঙ্কাপতি!
পবন সমান অরি বীর হনুমান,
পশি যজ্ঞাগারে কাড়িয়া লয়েছে পুঁথি,
প্রথম মাহাত্ম্য তিন শ্লোক
পুঁছিয়াছে মূঢ়মতি।
স্বচক্ষে দেখেছি রক্ষোনাথ,
দুই হাতে উঠে তেজোরাশি
ধাইল উত্তর-মুখে,
বোম বোম রবে বেষ্টিত পিশাচদলে,
ভূতনাথ শূন্যে কৈল দেবী-আরাধনা,
তাথেই তাথেই নাচিল ডাকিনীগণে;
দেখিনু প্রাচীর হতে,
রাঘব-শিবির সমুজ্জ্বল চরণ-প্রভায়।
রাবণ। (স্বগত) ভাল, না চাহি সাহায্য কারো,
ব্রহ্মা বরে মম মৃত্যুশর মম ঘরে,
দেবের অবধ্য জনে
কি করিতে পারে নরে?
(প্রকাশ্যে) বাজাও দুন্দুভি,
সাজি চতুরঙ্গে রণরঙ্গে মাতিব সত্বর।

[দূত ও রাবণের প্রস্থান।

সরমা। চল আজি মম পুরে দেবি,
চেড়ীদল বিকল সকলে
অশুভ বারতা শুনি;
বুঝি এতদিনে বিপদবারিণী

ঘারিল বিপদ তব।
দৈববলে আছিল অজেয় লঙ্কাপতি,
এবে দেব বাম তার প্রতি,
অবশ্য হইবে ক্ষয় রামের সংগ্রামে।
ঘুচিল কুদিন তব,
সুদিন আগত বিধুমুখি।

সীতা। চল লো সজনি ; চল যাই তব পুরে ;
নাহি জীব আর,
পুনঃ যদি আইসে দশানন
ভেটিতে আমায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দির-সম্মুখ।

(ত্রিজটা ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে হনুমান্)

হনু। খেয়ে পূজোর কলা গণ্ডা গণ্ডা,
তুই বেটী হয়েছিস্ ষণ্ডা,
উগ্রচণ্ডা বাকি্য বেটী ছাড তো।
দোরে ছিল চাপ্‌দেড়ে,
বামুন দেখে দেছে ছেড়ে,
বেটী এলি খোব্‌না নেড়ে?

ত্রিজটা। বুড়োর ভেলা বাড় তো।
দাঁড়া লাগাই তোরে তিন সোঁটা,
কপালে কেটেছিস্ ফোঁটা,
মাথায় তোর তরমুজের বোঁটা,
উপ্‌ড়ে নেব টেনে।
ভাল চাস তো সর্ বেহায়া,
নইলে এখনি দেব হায়া।

হনু। তুই বেটী তো আচ্ছা ভ্যানভেনে!
গাইতে এলুম রাজার জয়,
ফিরতে বলিস্ ফিরি না হয়,
আক্কেল দেবো রাজার কাছে ব'লে।

ত্রিজটা। ভাল চাস্ তো সর্ বুড়ো,
নইলে এখনি খাবি হুড়ো,
যেমন এয়েছিস্ তেমনি যা তো চলে।

হনু। উঃ! বেটীর কিবা বাঁকা ঠাম,
রঙ্ যেন পাকা জাম,
বুকের উপর ঝুল্‌ছে ছটো কদু।

ত্রিজটা। তো বেটার কি রূপের ছটা,
ঘোঙা সরু পেট্‌টা মোটা,
বাকির মধ্যে লেজ নাইকো সুদ্ধ!

হনু। বেটীর নাকের কিবা গাড়,
চলে যায় তিনখানা জাহাজ,
অমন মুখে পড়ে না বাজ,
আমায় বলিস্ বুড়ো।

ত্রিজটা। আ মরি কি ভঙ্গিমা,
তোমার রূপের নাইকো সীমা,
চাকা মুখে জেলে দিব নুড়ো।

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দো। কি হেতু ত্রিজটে, দুয়ারে এ গণ্ডগোল?

হনু। আসিয়াছি, রাণী মন্দোদরী,
রাজার কল্যাণ হেতু ;
গণনা-শাস্ত্রেতে বড়ই পণ্ডিত আমি ;
দুলায়ে দুবাহু, মেলিয়ে বদন-রাহু ;
মাগী মাগী করিছে বিবাদ।

মন্দো। কে তুমি হে দ্বিজবর?

হনু। যোগী আমি, ছিনু এতদিন যোগে,
লঙ্কায় দুর্যোগ জানি নাই সে কারণে,
অকস্মাৎ টলিল আসন,
চাহিনু নয়ন মেলি,
দেখিলাম গণনায় লঙ্কার দুর্গতি যত,
দুষ্ট গ্রহ-কোপে অনিষ্ট ঘটেছে পুরে,
কর আয়োজন রাণী,
গ্রহশান্তি করি গাইব রাজার জয়।

মন্দো। এস তবে মন্দির-ভিতরে দ্বিজবর।

(মন্দোদরী ও হনুমানের মন্দিরমধ্যে গমন)

ত্রিজটা। কোথা থেকে এলো কাপ,
আমার বুকে লাগ্‌ছে হাঁপ,
এখানে ছিলেন সর্ব্বনাশীর বেটা।
এটা সেটা কথা ক'য়ে,
রাণীর দিলে মন ভুলিয়ে,
আমি হ'লে লাগা'তেম বিশ ঝাঁটা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

মন্দিরাভ্যন্তর।

(মন্দোদরী ও হনুমান)

হনু। গ্রহশান্তি কিবা প্রয়োজন আর ;
দেখিনু গণিয়ে,
শত রামে কি করিতে পারে ?
জয় লঙ্কেশ্বর !
বিদায় হইনু আমি।

মন্দো। এ কি দ্বিজবর।
করিলাম আয়োজন গ্রহশান্তি হেতু,
তবে ফিরে যাও কি কারণ ?

হনু। গ্রহশান্তি নাহি প্রয়োজন
স্মরণ হইল এবে,
আছে মৃত্যুশর তব ঘরে,
অজ্ঞ জনে নাহিক রাজার ক্ষয়,
তবে আর কি ভয় রাঘবে ?

মন্দো। বুঝিলাম সুপণ্ডিত তুমি দ্বিজ ;
ডরি বিভীষণে,
কি জানি সে যদি দেয় এ সন্ধান ক'রে।

হনু। ক'র না ছলনা মন্দোদরী,
রাখিয়াছ অস্ত্র লয়ে তুমি
ব্রহ্মার অজ্ঞাত স্থানে,
সে তত্ত্ব কেমনে জানিবে গো বিভীষণ ;
তবে যদি শঙ্কা হয় চিতে,
কহ মোরে কোথা আছে বাণ,
করিব চেতনা মন্ত্রবলে ;
আপনি শমন
মরিবে পরশে তার মন্ত্রের প্রভাবে।

মন্দো। রাখিয়াছি অস্ত্র সংগোপনে ;
কিন্তু ডরি দেখাইতে স্থান—

হনু। ভাল ভাল,
ঘটুক রাজার জয়, চলিলাম ঘরে।

মন্দো। ত্যজ রোষ দ্বিজবর,
অবোধ রমণী আমি
আছে অস্ত্র স্তম্ভের ভিতর।

হনু। নাহি প্রয়োজন তার,
তবু পূজি তব অনুরোধে,
যাও রাণী,
স্বহস্তে আন গে তুলি অতসী-কুসুম !

[মন্দোদরীর প্রস্থান।

হনু। (স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া বাণ গ্রহণ)
কে বোঝে নারীর রীতি !
ছিল অস্ত্র ব্রহ্মার অজ্ঞাত স্থানে,
দিল তুলি অরাতির করে ;
জয় রাম !

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

—○—

প্রথম দৃশ্য।

—*—

শিবির।

(লক্ষ্মণ ও বিভীষণ)

বিভী। করিনু কঠোর তপ তাই তিন জনে,
সদয় হলেন পদ্মযোনি,

চাহিল নিদ্রার বর কুম্ভকর্ণ বলী,
তথাস্তু বলিল ব্রহ্মা,
বর শুনি শাপ অনুমানি
করিলাম মিনতি চরণে,
তেঁই পুনঃ করিল বিধান বিধি,
ছয় মাসান্তর জাগরণ একদিন,
অকালে ভাঙ্গিলে নিদ্রা মরণ সে দিনে,
ভয়ে নিরুপায়ে অকালে জাগালে দশানন,
তেঁই শূর প'ড়ল রামের শরে,
নহে তার রণে ছিল না নিস্তার কারো।
চতুর্ম্মুখ সদয় হইয়া শেষে,
দিলেন অমর বর।
চাহিল অমর বর ভাই লঙ্কেশ্বর,
কমণ্ডলু-পাণি না দিল সে বর তারে,
কিন্তু বীর প্রকারে অমর;
দেখেছ স্বচক্ষে বীরমণি,
লাগিয়াছে যোড়া ছিন্ন হস্ত পদ শির রণে,
বিধি-দত্ত মৃত্যুবাণ বিনা
না মরিবে অন্য শরে।

লক্ষ্মণ। তুমি ওহে রক্ষোত্তম!
নাহি জান কোথা সেই বাণ,
কেমনে সন্ধান তার পাবে হনুমান?
দেখি বিঘ্ন সীতার উদ্ধারে পদে পদে।

বিভী। হের দূরে বীরমণি,
গর্জ্জিছে রাক্ষস-ঠাট,
ধর ধর ডাকে সবে,
ভঙ্গীয়ান কপিসেনা।

লক্ষ্মণ। সত্য রক্ষোবর,
প্রবল হ'ল কি অরি রামের সম্মুখে?
চল দোঁহে যাই শীঘ্র পশি রণস্থলে।

বিভী। লঙ্ঘিতে রামের আজ্ঞা
না হয় উচিত বীরবর,
তিষ্ঠ শূর,
যতক্ষণ নাহি আইসে হনু।

লক্ষ্মণ। শুন শুন হাহাকার রবে
নাদিছে বানর সেনা,
ছোট নহে কাজ,
হের সুগ্রীব আপনি পলায় সমর ত্যজি,
না পারি রহিতে আর,
রহ অস্ত্র প্রতীক্ষায় তুমি,—

(হনুমানের প্রবেশ)

হনু। আনিয়াছি অস্ত্র বীরবর।

সকলে। জয় রাম।

লক্ষ্মণ। চল শীঘ্র রণস্থলে বান্ধব-রাঘব,
নাহি পঞ্চানন আমি,
কি সাধ্য আমার
বর্ণিতে তোমার গুণ, ভীমবাহু।
চল শীঘ্র বিলম্ব না সহে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। চল শীঘ্র বীরমণি,
অচেতন রাম রঘুমণি
দারুণ রাক্ষস-শরে;
পলায় বানর-সেনা,
পাছে পাছে ধাইছে রাক্ষস,
নাহি জানি এতক্ষণ কি হয় সংগ্রামে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

(রাম, রাবণ ও উভয় পক্ষের সৈন্যগণ)

রাবণ। এই শক্তি ধর ভুজে!
চাহ ক্ষমা,
নহে রক্ষা নাহি তোর রণে।

(উভয়ের যুদ্ধ)

(লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও হনুমানের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। কেন অন্য-মন রণে রঘুবীর!
লহ রাবণের মৃত্যুতীর,
আনিয়াছে হনুমান,
প্রতিজ্ঞাপালন কর নারায়ণ
বধিয়ে দুর্ম্মদ রিপু।

(রাবণের প্রতি)

ত্যজ অহঙ্কার, ত্যজ সিংহনাদ,
তোর মৃত্যুশর
হের রে পামর মোর হাতে।

রাবণ। কি ? মিথ্যা কথা।

লক্ষ্মণ। নহে মিথ্যা বাণী,
হের মৃত্যু নিকটে তোমার

(রামচন্দ্রকে বাণ প্রদান)

রাবণ। রাণী মন্দোদরি, তুমিও হয়েছ অরি!
রণে ক্ষমা দেহ রে রাক্ষস।

(রামচন্দ্র রাবণকে অস্ত্রাঘাত ও রাবণের পতন)

সকলে। জয় রাম!

(স্বর্গ হইতে পুষ্প বৃষ্টি)

রাম। সাবধান কপিসেনা,
কেহ নাহি মার লঙ্কেশ্বরে,
না পালাও রক্ষসেনা,
ত্যজ অস্ত্র দানিনু অভয়।

বিভী। ভাই নহি, আমি রে চণ্ডাল —
তেঁই তব মরণ-সন্ধান
কহিনু অরির কাণে।
ওঠ ভাই ধর পুনঃ ধনু,
বিনাশ সম্মুখ-অরি।
চন্দ্র সূর্য্য যতদিন উদিবে জগতে,
রহিবে অখ্যাতি মম,
জ্বলিবে স্মৃতি চিতানল সম হৃদে,
ধর্ম্ম অনুরোধে করিনু অধর্ম্ম, মূঢ় আমি,
কর্ব্বুর-সংহার-কারণ
ধরেছিল গর্ভে মোরে নিকষা জননী!
হা ভ্রাতঃ! হা ভুবনবিজয়ি!
দমি পুরন্দরে প্রাণ দিলে নরের সমরে ?

রাবণ। ভাই বিভীষণ!
দারুণ প্রহারে বিকল শরীর মম,
না কাঁদ আমার লাগি
জীবনে মরণে সম দণ্ড কাটাইনু আমি,
[illegible]
এ অন্তিমে
হেরি পরম রিপু পরম-ঈশ্বরে,
তোমার প্রসাদে ভাই
[illegible] তোমার জন্যে।

রাম। চল রে লক্ষ্মণ ভাই রাবণ-সমীপে,
আছে যুদ্ধ রীতি হেন,
রণে নিপীড়িত অরি,
বীর ভুলে বৈরিভাব;
বিশেষতঃ বীর লঙ্কেশ্বর,
ত্রিভুবনে ছিল রাজা,
রাজনীতি উচিত শিখিতে তার ঠাঁই।
হরেছিল জনকনন্দিনী,
বুঝে দেখ মনে, কভু নহে সামান্য রাবণ,
প্রাণ দিল পণরক্ষা হেতু।

লক্ষ্মণ। হে প্রভু! হে রঘুকুলপতি!
হে অনাথ বান্ধব! যথা যাবে তুমি,
যাব আমি তোমার পশ্চাতে ছায়া সম

বিভী। হের লঙ্কানাথ,
এসেছেন রঘুনাথ ভেটিতে তোমায়।

রাবণ। দেহ দয়াময় শ্রীচরণ শিরে,
যতক্ষণ পাপদেহে রহে প্রাণ,
রহ প্রভু আমার নিকটে;
ভক্তিস্তুতি নাহি জানি মূঢ়মতি আমি
নিজ গুণে কর হে করুণা,
অরিরূপী করুণানিদান

রাম। ধন্য বীর তুমি ত্রিভুবন-মাঝে ;
জয় পরাজয় নহে আয়ত্ত-অধীন,
কিন্তু বীরধর্ম্ম নাহি ভুলে বীর ;
নিঃসহায় তুমি বীরবর,
যুঝিয়াছ একেশ্বর ;
দেব-অবতার বীরবৃন্দ সাপক্ষ আমার,
কম্পিত তোমার দাপে।
ত্যজে দেহ দেহগত প্রাণী,
কিন্তু কে কবে এ ভবে,
ত্যজিয়াছে দেহ সম্মুখ-সমরে,
তোমা হেন বীরদাপে !
লহ পদধূলি, বাঞ্ছা যদি তব চিতে,
দিতেছি হে তব ইচ্ছামতে।
এক ভিক্ষা দেহ লঙ্কেশ্বর,
রাজকার্য্যে সুপণ্ডিত তুমি,
রাজপুত্র আমি,
কিন্তু কিশোরে হে বনচারী,
কহ উপদেশকথা,
ঘুচুক্ মালিন্য মোর তোমার প্রসাদে।

রাবণ। হে অখিলপতি! অপার মহিমা তব,
তেঁই চাহ উপদেশ রাক্ষসের ঠাঁই ;
সত্য রঘুনাথ,
ভাগ্যবান্ আমি কে করিবে অস্বীকার ?
আপনি অখিলপতি
আসিয়াছ রাজনীতি শিক্ষা হেতু
আমার সদনে ;
এ চরম কালে,
পাইনু পরম ছাত্র পরম-ঈশ্বর !
কহি শুন যথাজ্ঞান তোমার সদনে—
"শুভ কর্ম্মে কর'না হেলা,
কুকর্ম্মে বিলম্ব শ্রেয়ঃ,"
এ নীতি নীতির সার।
শুন পূর্ব্বের কাহিনী,
দণ্ডিবারে দণ্ডপাণি দিনু হানা
ছায়া-কায়া প্রাণী ভ্রমিছে অসংখ্য তথা,
গণ্ডগোল, বিলাপের রোল চারিদিকে,
আভাহীন রবিতাপ, না বহে পবন,
নিরুপম তমাচ্ছন্ন দিক্ ;
ঘোর ঘনঘটা,
নীল বিজলীর ছটা, রহি রহি,
বজ্রনাদে বধির শ্রবণ,
সে ঘোর আরাব ভেদি
হাহাকার ধ্বনি পশিল শ্রবণে
ভেবেছিনু বুজাইব কুণ্ড,
ঘুচাইব পাপীর যন্ত্রণা,
গড়িব স্বর্গের সিঁড়ি,
সিক্ত লবণ সমুদ্র নীর,
ক্ষীরপূর্ণ করিব সাগর,
কিন্তু আজকাল করি
রহিল মনের সাধ মনে।
বাধিল সমর অতঃপর
স্বপনখা উপদেশে আনিনু সীতায়,
বিলম্ব না কৈনু তায়,
নেহার দুর্গতি তার বিষময় ফল।
জড়িত রসনা, না সরে বচন আর—
সম্মুখে দাঁড়াও প্রভু—
ধনেশ্বর। লহ ফিরি রথ তব—
দেখ রে দেখ রে রথ,
সারথি মুরলিধারী শ্যাম,
বংশীরবে করে আবাহন ;
কার এ সুন্দর পুরী,
শতলঙ্কাপুরী লাঞ্ছিত সৌন্দর্য্যে যার।
আনন্দ! আনন্দ অপার! এ পুর আমার
আনন্দের ধাম নাচিছে আনন্দময় !

বিভী। সে আনন্দধাম কভু না হেরিব আমি !

রাম। না কর আক্ষেপ মিত্রবর ;
তোমায় আমায় নাহি ভেদ,
সর্ব্বস্থানে জীবনে মরণে,

নাহি প্রয়োজন মিত্রবর
রহিয়ে এ স্থানে,
উদ্দীপন হবে শোক
দেখিয়া জ্যেষ্ঠের দশা।

বভী। দেহ আজ্ঞা ক্ষণকাল রহি এই স্থানে,
বহুযত্নে পুত্র সম পালিয়াছিলেন ভাই,
সাধু আমি,
শোধ দিনু তার, বধিয়া রাজায়।
ক্ষম রঘুমণি,
কঠোর নয়নে একবিন্দু অশ্রুবারি!
দেহ আজ্ঞা প্রভু,
করি রাজার সৎকার বিধিমতে।

রাম। তব যোগ্য বাক্য মিত্রবর।
দেহ আজ্ঞা রক্ষোগণে আনিতে চন্দনকাষ্ঠ,
ভাণ্ডারের ধন
অকাতরে দীনজনে কর বিতরণ।

[বিভীষণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(মন্দোদরীর প্রবেশ

মন্দো। হায় নাথ,
কোথা গেলে ত্যজিয়ে আমায়,
ছিনু ভুবনের রাণী,
সাজাইলে পতি-পুত্র-হীনা! অনাথিনী,
কোন অপরাধে ঠেলিলে হে পায়!
কি দোষে করেছ রোষ গুণমণি,
ধূলায় শুয়েছ আজি।
শূন্য স্বর্ণপুরী, শূন্য পারিজাত-শয্যা তব,
উঠ নাথ,
চাহ ফিরে বারেক অধীনী-পানে,
চেয়ে দেখ চারিদিকে অরি,
করে হাহাকার তবাশ্রিত প্রজাগণ;
সুসজ্জিত রথ তব,
পুনঃ ধর ধনু, বিনাশ বানরগণে।
করিলে কঠোর তপ স্বহস্তে ছেদিয়ে শির,
এই কি হে তার পরিণাম!
শঙ্কর শঙ্করী ত্যজিল তোমারে
এ বিপত্তিকালে।
কেন বা আনিলে এ কালসাপিনী সীতা।
বীরভূমি লঙ্কা বীরহীন
হে বিধি,
কি দোষে সাধিলে হেন বাদ!
উঠ নাথ, তোষ পুনঃ মধুর বচনে,
কাঁদিছে চরণে, দাসী মন্দোদরী

বিভী। বুদ্ধিমতী সতী নারী তুমি,
কি বুঝাব আমি হে তোমায়।
নয়ন-সলিলে কভু নাহি ফিরে
গতজীব জন।
ভাগ্যবান পতি তব,
পড়ি সম্মুখ-সমরে
গেছে চলি বৈকুণ্ঠভুবনে

মন্দো। বল বিভীষণ,
এ সংসারে কার প্রাণ ধৈর্য ধরে,
দেবারি,
রাবণ সমান স্বামী শোকায় শায়িত
হাহাকারে কাঁদে লঙ্কাপুরী,
খসিল তোমার চূড়া!
গগনবিদারী বিলাপ হে রক্ষোবৃন্দ,
কর্বুর-গৌরব ঘুচিল রে এত দিনে।
ছিল লঙ্কা সংসারের সার,
এবে ছারখার, রাবণ বিহনে!
নিতান্ত পাষাণী আমি,
নহে ভুবন-বিজয়ী স্বামী ভূপতিত,
এখন রয়েছে দেহে প্রাণ!
কার কাছে জানাব মনের জ্বালা,
নাহি স্বামী, কোথায় করিব অভিমান,
ফুরাল সকলি এত দিনে!
কহ বিভীষণ, কোথা সে রাঘব,
বারেক হেরিব আমি পতিঘাতী অরি!
শুনেছি হে তিনি দয়াময়,

ছিল পতি মম বৈরী তাঁর;
কিন্তু কোন্ অপরাধে,
অপরাধী শ্রীচরণে রাণী মন্দোদরী?
কোন্ দোষে দোষী লঙ্কার সুন্দরী যত?
ওই শুন ঘরে ঘরে বিলাপের রোল,
কাঁদে পতি-পুত্র-হীনা নারী,
বারেক সুধাব রামে,
কেন হেন বজ্রাঘাত অবলার হৃদে!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শিবির।

(রাম, লক্ষ্মণ)

রাম। ভাগ্যহীন মম সম কে বা এ ভুবনে
অযোধ্যার পতি,
পিতা ত্যজিলেন শোকে প্রাণ
[illegible]কান্তি তুমি হে লক্ষ্মণ,
সিংহাসন-যোগ্য ভাই,
বনচারী আমার কারণে;
সতী নারী জানকী সুন্দরী,
স্বহস্তে সঁপিনু ভাই রাক্ষসের করে,
মরিল জটায়ু পক্ষিরাজ পিতৃসখা,
আমা হেতু,
করিলাম বালির নিধন,
কিষ্কিন্ধ্যা পুরিনু হাহারবে;
উদ্ভব সগরবংশে,
সে সাগরে পরানু শৃঙ্খল;
স্বর্ণলঙ্কাপুরী শ্মশান সমান মম শরে,
দেখ চারিদিকে ভূপতিত
ভুবন-বিজয়ী রথী,
পর্ব্বত-আকার কপি,
হাতে লয়ে পর্ব্বত পাষাণ,
লম্বমান ধরণী-শয়নে,
শৃগাল-কুক্কুর-রোল,
কঠোর চঞ্চুর ধ্বনি গৃধিনীর,
শুন কাণ দিয়া, বিনাইয়া কাঁদে বামাকুল
পতি-পুত্র শোকে তাপিত অবলা-প্রাণ
যাও ফিরি অযোধ্যানগরে ভাই,
বনচারী রব চিরদিন,
ব্রহ্মচর্য্য উচিত আমার,
গৃহে রহিতে মহাপাপ।

লক্ষ্মণ। রঘুমণি, কর দয়া পদাশ্রিত জনে,
শুনি তব বিলাপ-বচন,
জীবন ধরিতে নারি।

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

রাম। দেখ দেখ জানকী আমার,
আপনি এসেছে হেথা,
জন্মএয়ো হও গুণবতী—
কহ কে তুমি সুন্দরী,
অবিরল নয়নে বারি, মুকুতার সারি,
ঝরে কুরঙ্গ-নয়নে কি কারণে?

মন্দো। শুন মম পরিচয় রঘুমণি।
দানব-সম্ভবা আমি—
কভু কি শুনেছ রাম,
ভুবন-বিজয়ী ময়দানব নাম?
তাহার নন্দিনী দাসী,
যার মহাশেলে টলিল ভুবন,
অচেতন ঠাকুর লক্ষ্মণ,
দশানন স্বামী মম,
ছিল মম ইন্দ্রজিত সুত,
দেখেছ স্বচক্ষে বীরমণি,
মম পতি-পুত্র-ভুজ-তেজ,
এবে অনাথিনী,
পতিঘাতী অরির সম্মুখে।
ভাল, শোক নাহি তায়;
কিন্তু এই খেদ রহিল হে মনে,

পাতিয়ে ছলনা, ভুলায়ে ললনা,
হরিলে পতির মৃত্যু-বাণ ;
ভগবান্ করুণা-নিধান তুমি,
স্বর্ণ-চূড়া সম পতি মম
ভূপতিত তব শরে,
পুনঃ ছল পাতি রঘুমণি,
দিলে জন্ম-এয়ো বর ,
থরে থরে বিঁধে আছে বুকে ,
দিয়েছ যতেক জ্বালা ;
সহেছি সকল, সহিব সকল,
সহিয়াছি ইন্দ্রজিত হত শোক।
কিন্তু নারী আমি, অধিক কি পারি আর,
রটাইব ভবে মিথ্যাবাদী রঘুমণি।

রাম। কেন লজ্জা দেহ, বিধুমুখি।
সতী তুমি,
এয়ো রবে চিরদিন নিজ পুণ্য-ফলে,
সতীর প্রসাদে,
মিথ্যা না হইবে মম বাণী ,
রাবণের চিতা,
কভু না নিভিবে সুলোচনে।
স্মরিলে তোমার নাম প্রাতে,
পাপহীন হবে নর।
যাও রে লক্ষ্মণ ভাই,
কহ কপিগণে আনিবারে চতুর্দ্দোল।
গৃহে যাও রাণী মন্দোদরী,
ভাগ্যহীন আমি,
আমারে না বল মন্দ বোল ,
বুঝে দেখ মনে, বিধির নির্ব্বন্ধ সব,
নিমিত্তের ভাগী মাত্র আমি,
ক'র না আমায় অপরাধী।

[মন্দোদরীর প্রস্থান।

চল সবে সাগরের কূলে,
দেখি গিয়ে রাজার সৎকার,
বীরশ্রেষ্ঠ দশানন !

লক্ষ্মণ। যদি আজ্ঞা হয় দাসে,
প্রেরি দূত আনিতে সীতায়।

রাম। যথা ইচ্ছা কর ভাই,
অনর্থের মূল সীতা !

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপথ।

(বিভীষণ, হনুমান্, সৈন্যগণ ও চতুর্দ্দোলে সীতা)

বিভী। দুই ধারে রহ সবে মধ্যে দেহ পথ,
আসিছেন সীতাদেবী,
জনম সফল হবে হেরি মা জানকী।

হনু। দেখ রে দেখ রে কপিগণ,
যার তরে করেছ ভীষণ রণ,
মা জানকী দেখ আঁখি মেলি,
কর সবে সার্থক জীবন,
রবে না শমন ভয়।

(সৈন্যগণের গীত)

যোগিয়া— একতালা।

আর কারে কর শঙ্কা, বাজাও বাজাও ডঙ্কা,
বাজাও দুন্দুভি ভেরী ভেদিয়া গগন।
ফুলের সৌরভ ধায়, ফুল বরষিয়ে যায়,
ফুলবান, ফুল্ল প্রাণ, ফুলে বিমোহন॥
জয় মা জানকী সতী, জয় জয় রঘুপতি,
জয় অগতির গতি ভুবন-পাবন
ঘুচিল ঘুচিল ভয়, গাও সবে জয় জয়,
শ্রীরাম জয়রাম নাম ডাক ত্রিভুবন॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

শিবির।

(রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান্ ইত্যাদি উপস্থিত)

লক্ষ্মণ। রঘুবীর! বুঝি আসিছেন সীতা দেবী--
রাম। আসুক জানকী, নাহি মম প্রয়োজন।

(সীতার প্রবেশ)

শুন শুন জনকনন্দিনি
রঘু-বধূ তুমি,
করিলাম ভয়ঙ্কর সমর,
রাখিতে বংশের মান;
ছিলে দশমাস রাক্ষসের ঘরে,
অযোধ্যা-নগরে,
না পারিব লইতে তোমারে,
না পারিব কুলে দিতে কালি।
যথা ইচ্ছা করহ গমন;—
যাও তব জনক সদনে ইচ্ছা যদি,
কিষ্কিন্ধ্যা-নগরে, সুগ্রীবের ঘরে,
থাক গিয়ে যদি সাধ মনে,
কিম্বা রহ লঙ্কাপুরে, যথা ইচ্ছা তব।

সীতা। এই কি লিখেছ ভালে,রে দারুণ বিধি।
হে নাথ! এ পদাশ্রিত জনে,
কি কারণে ঠেল পায়?
জাগরণে শয়নে স্বপনে,
রাম নাম বিনে, কভু নাহি জানে দাসী;
গুণমণি!
নাহি সাধ মনে হইতে তোমার রাণী,
যাচি নাহি সিংহাসন,
মাত্র আকিঞ্চন, সেবিব রাজীবপদ,
তাহে নাথ ক'র না বঞ্চনা।
কোন্ দোষে অপরাধী শ্রীচরণে?
কহ অধীনীরে কেন ত্যজ গুণনিধি?
সতী নারী আমি,
কহি চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করি,
সাক্ষী মম দিবস-শর্ব্বরী,
সাক্ষী রুক্ষ কেশ, মলিন বসন,
সাক্ষী শীর্ণ কায়,
সাক্ষী আপাদ-মস্তক বেত্রাঘাত,
সাক্ষী নয়নে রোদন-চিহ্ন
সাক্ষী দেখ নয়নের নীর,
ঝরিতেছে অবিরল,
সাক্ষী পবন-নন্দন হনু,
সাক্ষী বিভীষণ, সাক্ষী নাথ তোমার অন্তর
তবে যদি,
নিতান্ত ঠেলিলে পদে, রাজীবলোচন,
নাহি খেদ আর,
পাইয়াছি পতি-দরশন!
আজ্ঞা দেহ অনুচরে সাজাইতে চিতা,
হয়ে হর্ষযুতা,
ত্যজি দেহ স্বামীর সম্মুখে।
বাছা হনুমান্ আমি যে জননী তোর;
ত্যজিলেন স্বামী,
চাব কার মুখপানে আর?
তুমি রে সন্তান মোর,
সাজাইয়া দেহ চিতা,
দেব নর দেখুক সাক্ষাতে,
সতী নারী না ডরে অনলে।

হনু। সংবর রোদন মাতঃ;
আছে পুত্র তব,
কি ভয় গো জননি,
তোমার!
বনবাসী পুত্র তোর, সীতা,
কুটীরে আদরে তোরে রাখিবে জননি;
ত্যজ শোক জনক-দুহিতা।

রাম। সতী নারী যদি তুমি,
সতীত্ব-প্রভাব তব দেখাও ভুবনে।
কর রে লক্ষ্মণ চিতা আয়োজন।

হনু। ঝাঁপ দিব সাগর-সলিলে
তাজিব এ পাপ তনু!
সীতা। স্থির হও বাছাধন;
সতী আমি
কি সাধ্য অনল পারে পরশিতে মোরে,
বিদ্যমান দেখাব সবারে,
অনল শীতল সতীতেজে।
(লক্ষ্মণের প্রবেশ)
লক্ষ্ম। করিয়াছি চিতা আয়োজন,
সাগরের কূলে প্রভু।
সীতা। কেন রে লক্ষ্মণ তুমি না সম্ভাষ মোরে।
লক্ষ্ম। জ্যেষ্ঠ-অনুগামী মাতঃ।
(স্বগত) কেন মা গো সুমিত্রা জননী,
দিয়েছিলে গর্ভে স্থান।
কেন রে দারুণ বিধি, সাধিলি এ বাদ।
ধিক্ ধিক্ জন্ম মম, ধিক্ ধনুর্ব্বাণ।
ধিক্ রে লক্ষ্মণ নাম।
বড় সাধ ছিল মনে,
বসিবেন রাম সিংহাসনে,
বামে জনক-নন্দিনী,
সফল করিব জন্ম, ছত্র ধরি শিরে।
সেই আশে বঞ্চিলাম বনে,
অকাতরে অনাহারে অনিদ্রায়,
করিনু দুষ্কর রণ,
ধরিলাম শক্তি—শেল বুকে;
হায় সকলি বিফল!
স্বহস্তে রচিনু আমি জানকীর চিতা।
নাহি জানি,
কোন্ দোষে দোষী দাস প্রভুর চরণে,
কি কারণে কেন বজ্রাঘাত, হায় হায়!
সীতা। চল হনুমান্,
চল কপিগণ, সাগরের তীরে,
পুত্র হেন মানি তোমা সবে,
দেখাইব সতীত্ব-প্রভাব।
[হনুমান্ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।
হনু। যদি অগ্নি-কুণ্ডে আজি পুড়ে সীতা দেবী,
অগ্নি নাম রাখিব না আর;
উপাড়িব চন্দ্র সূর্য্য নভঃস্থল,
সৃষ্টি আজ দিব রসাতল।
না রাখিব দেবতার মান,
যদি পতিপ্রাণা, জনক নন্দিনী,
প্রাণ ত্যজে দারুণ অনলে।
[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সমুদ্র-তীর।
(সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ইত্যাদি।)
(চিতা প্রজ্বলিত)
সীতা। সাক্ষী হও জগত-জননী তারা,
সাক্ষী হও দেব পঞ্চানন,
সাক্ষী হও পদ্মযোনি,
সাক্ষী হও,
পুরন্দর সনে দেবতা তেত্রিশ কোটি,
সাক্ষী হও,
ভূচর খেচর দেব যক্ষ নর,
বিদ্যাধর অষ্টবসু দিক্‌পাল আদি;
রামের চরণ বিনা,
অন্য কভু যদি মনে পেয়ে থাকে স্থান,
ভস্ম হ'ক এ পাপ শরীর;
নহে যেন,
না স্পর্শে অনল মোরে কর আশীর্ব্বাদ
রক্ষ নিস্তারিণি!
নমি মহা গুরু, শ্রীরামচরণে।
(সীতার অগ্নিপ্রবেশ)
রাম। হা সীতা! হা নদীর পুত্তলি!
(মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মণ। ওঠ ওঠ রাজীবলোচন,
না পারি বুঝিতে তব মায়া, মায়াময়;
সীতার বর্জ্জন, আপনি করিলে প্রভু—

রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ!
আনি দেহ সীতা মোরে,
ধিক্ ধিক্! জন্ম রাজকুলে,
কলঙ্কে সতত ডর;
কলঙ্কের ভয়ে,
ত্যজিলাম প্রাণের বনিতা সীতা।
চলে গেলে জানকী আমার,
কুশাঙ্কুর বিঁধিত চরণে,
দেখিতাম ফিরে ফিরে তিলে শতবার;
দেখ চেয়ে,
পর্ব্বতপ্রমাণ বহ্নি গর্জ্জে নভঃস্থলে;
আর কি পাব রে,
কুসুম-নির্ম্মিতা জানকী আমার ভাই!
হা সীতা! হা জানকী আমার!
আ রে আ রে দারুণ অনল,
এত বল তোর বুকে:
হারা নিধি হরিলি আমার?
ফিরে দেহ সীতা মোর,
দেহ মম হৃদয়-রতন,
রামের সর্ব্বস্ব ধন ফিরে দে অনল!
দেখ নাই লঙ্কার দুর্গতি;
এত দর্প তোর, উত্তর না দেহ মোরে?
আন রে লক্ষ্মণ, আন ধনুর্ব্বাণ,
অনন্ত সলিলে সৃষ্টি ডুবাব এখনি।

(সীতাকে লইয়া ব্রহ্মা ও অগ্নির চিতা হইতে উত্থান)

ব্রহ্মা। কি হেতু হে রোষ চিন্তামণি!
নাহি জানি কিসের রোদন;
আমি ব্রহ্মা নারি বুঝিবারে তব লীলা,
ধন্য মায়া মায়াময়,
মায়ায় বিস্মৃত আছ সব!
পরমা প্রকৃতি ভস্ম হইবে অনলে।
তাই চাহ নাশিতে অনল!

রাম। দেব!
পাইলাম সীতা পুনঃ তোমার কৃপায়!
ধন্য নারী-কুলে তুমি সতী,
কীর্ত্তি তব গাইবে জগৎ,
দেখিলেন বংশের নিদান সূর্য্যদেব,
সতীত্ব-মহিমা তব!
রাম নাম হইল উজ্জ্বল,
সীতারাম সম্মিলনে।

যবনিকা-পতন।

দক্ষযজ্ঞ

নাটক

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

দক্ষ, মহাদেব, মন্ত্রী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারদ, দধীচি, নন্দী, ভৃঙ্গী, প্রহরী, দূতগণ, প্রমথগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

প্রসূতি, সতী, ভৃগুপত্নী, তপস্বিনী, চেড়ী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কানন।

(তপস্বিনী তপে মগ্ন—মহামায়া আবির্ভাব)

মহা। বর নে রে ; পূর্ণ মনস্কাম তোর।

তপ। মা, মা আমার !
কোথা ভুলে ছিলে মোরে ?

মহা। বর নে, সদয়া তোরে আমি।

তপ। মা গো, চিরদিন রব তোর সনে,
অন্য সাধ নাহি মা আমার,
আর কভু নাহি রহ মোরে ছাড়ি।

মহা। আজি হতে তুমি মম প্রধানা সঙ্গিনী।
শুন তপস্বিনি,
দেহ হ'তে যে হেতু সৃজিনু তোরে ;
আছি মুগ্ধ নিজ মায়া-পাশে,
মায়া-পাশে বাঁধিতে মহেশে
এ বেশে এ লীলা মম।
শিব নাহি বিমুগ্ধ হইলে
জীব নাহি রবে ধরা-মাঝে
আনন্দ-উৎসব—
বহুরূপে করিব আনন্দ-লীলা।
শিব-শক্তি-সঙ্গিনী হইবি তুই।

তপ। মা, মা, অপার করুণা তব।

মহা। এবে কার্য্য বাকী তোর।

তপ। মা, মা, আর নাহি দেহ কার্য্যভার।

মহা। বৎসে ! শিব-পূজা শিখাইবি মোরে ;
হেন কার্য্য-ভার আমার বাঞ্ছিত সদা।

তপ। মা, মা, তোরে পূজা কি শিখাব ?

মহা। মুগ্ধ নিজ মায়ার প্রভাবে,
দক্ষালয়ে আছি মহাদেবে ভুলি,
তুমি মোরে করিবে চেতন।

তপ। মাতা, কোথা দক্ষগৃহ ?

ব্রহ্মা। দেখ, নাহি একার্ণব আর ;
স্তম্ভিত লহর-মালা,
শ্যামকান্তি ধরা শোভে তায়,
মায়ার প্রভাবে
ভৃঙ্গ গুঞ্জে কুসুম-সৌরভে ,
রাজ্য এবে, যথা ছিল একাকার।
দিব্য আঁখি করিনু প্রদান,
উচ্চ তত্ত্ব হও অবগত,
চতুর্ম্মুখ-অগোচর যাহা।
পদ্মা নাম পাইবি কৈলাসে,
পাইবি সুন্দর কান্তি রবিশশী জিনি।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—*—

উদ্যান ।

(দক্ষের প্রবেশ)

দক্ষ। কি মধুর স্নিগ্ধ বায়ু পরশিছে ভালে!
মম করে আদরে অর্পিল তাত
প্রজা-স্থাপনের ভার ;
দক্ষ নাম দক্ষ জানি, দিল।
কি কৌশলে করি ভবে প্রজার স্থাপন ?
বার বার কত প্রজাপতি
কত মত করিল নির্ণয়
কিন্তু কোন মতে
না হইল প্রজার স্থাপন।
সমাজ-বন্ধনে কেমনে মানব রবে ?

(চেড়ীর প্রবেশ)

চেড়ী। প্রভু, রাজ্ঞী যাচে রাজ-দরশন।
দক্ষ। (স্বগত) একতা-বন্ধন ;
কিন্তু কোন্ সাধারণ প্রয়োজনে
একতা-বন্ধনে রবে জীব ধরাতলে ?
একতার মূল প্রয়োজন!
চেড়ী। প্রভু, চাহে রাজ্ঞী চরণ-দর্শন।
দক্ষ। (স্বগত) তর্ক অতি চমৎকার,
কিন্তু দোষ মূলে!
প্রয়োজন বিনে,
একতা-বন্ধনে কভু না মানব রবে।
কত দিনে ওঠে কথা, মায়ার বন্ধন,—
অনুমান, অনুমান,
যুক্তি মাত্র নাহি তাহে,—
মায়া—মায়া!
কিবা মায়া, কহ, কে বা জানে ?
মায়া বলি, বর্ণনা যাহার,
মায়া নাম দিলে তারে,
এ সংসারে মায়া নয় কিবা।
তুমি মায়া, আমি মায়া,
মায়া বোম তরুলতাগণে।
তবে মায়ার বন্ধনে
কি হেতু না রহে নর ?
চেড়ী। দেব!

[চেড়ীর প্রস্থান।

দক্ষ। (স্বগত) অযৌক্তিক কথা—
মায়ার বন্ধন,
শিশুকালে ঘুমাইতে উপকথা!
কিম্বা সাধারণ নরে,
হিত-চিন্তা সাধারণ সবাকার
নিজ হিত-হেতু।
যে সংসারে মৃত্যু ভয়।
অনাচার মৃত্যুর কারণ—

(প্রসূতির প্রবেশ)

প্রসূতি। নাথ, এস ত্বরা, একা আছে সতী।
নাথ,
না জানি গো কেন মম কপাল ভাঙিল!

দক্ষ। রাজ্ঞি,
সতীর বিবাহ ভুলি নাই, প্রাণেশ্বরি!

(সতীর প্রবেশ)

সতী। মা, আর ত পোরে না;
একা রেখে এলে তুমি;
পিতা, পিতা—
দক্ষ। সতি, আমি ছেলে তোর;
আর ক'টী আছে ছেলে?
প্রসূতি। নাথ, ধরি পায়,
এ কথা সতীরে পুনঃ না জিজ্ঞাস, প্রভু,
আয়, মা আমার!
দক্ষ। কি হয়েছে, রাণি?
প্রসূতি। নাথ, আজ গোধূলির বেলা
সতী মোর খেলিতে খেলিতে,
মা ব'লে আইল ধেয়ে;
বদন মুছিনু, চাঁদমুখ মুছিনু যতনে,
কোলে লয়ে বসিনু তরুর তলে—
দক্ষ। কি হয়েছে মা আমার?
সতী। শুয়েছিনু মা'র কাছে,
একা রেখে এলেন জননী,
তাই আইনু উপবনে।
প্রসূতি। নাথ,
না শুনিলে কেমনে বুঝিবে?
কোলে লয়ে সুধাইনু সতীরে আমার,
"কত পুত্র আছে তোর?"
উঠি' দ্রুত বিল্বমূলে বসিল সহসা;
শত রবি-ছবি লুটিল উদ্যানে অকস্মাৎ;
নাহি সতী আর,
উজ্জ্বল কিরণময়ী প্রতিমা সুন্দর!
কত শত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব লোটে পায়?
করযোড়ে তিন লোকে
"মা" ব'লে ডাকিছে;
হাস্যময়ী করুণা-প্রতিমা,
কৃপাকণা সবারে দানিছে;
আনন্দে নাচিছে সবে।
"সতী, সতী" বলি উচ্চৈঃস্বরে,
অচেতন হইনু, প্রভু!
"সতী" ব'লে জাগি পুনঃ;
পাশে শুয়ে মা আমার;
কেন হেন সতীরে হেরিনু, প্রভু?
দক্ষ। মহিষি! কি অসুস্থ শরীর তব?
প্রসূতি। নাথ, ব্যাকুল উন্মাদ প্রাণ মোর।
মা হ'য়ে কি দেখিনু নয়নে?
জীবিত যে জন,
দেবীরূপে দেখিলে তাহারে,
অকল্যাণ হয় তার।
দক্ষ। তব মন-তৃপ্তি হেতু,
যাগ, যজ্ঞ,
যে বা কার্য্যে ইচ্ছা তব কর, রাণি!
রাজমন্ত্রী করিবেক আয়োজন;
কিন্তু জেনো মাত্র স্বপন কেবল।
(স্বগত) আহা, কি সুন্দর বালা!
নিদ্রা মম আসে চ'খে।
কোথা ছিনু?
হাঁ, অনাচার-নিবারণ।
প্রসূতি। স্বপ্ন নহে,
করি নাথ নিবেদন।
দক্ষ। জেনো স্থির, স্বপ্ন বিনা কিছু নহে আর।
স্বপনের কথা কি কব তোমারে, রাণি?
আজি নিশা-অবসানে হেরি
স্বর্ণময়ী ঝিয়ারী আমার,
অর্পি ভোলানাথ-করে।
সতী। ভোলানাথ? কে সে পিতা?
দক্ষ। ভুল সৃষ্টি আপাদমস্তক,
আপাদমস্তক ভোলা।
সতী। সকলই কি যায় ভুলে?
যদি কেহ কহে কটু,
তাও যায় ভুলে?
দক্ষ। (স্বগত) অনাচার-নিবারণ,—

সতী। পিতা, পিতা, সকলই কি যায় ভুলে?
দক্ষ। হুঁ।
 (স্বগত) কিসে হয় অনাচার নিবারণ?
সতী। আমি বড় ভালবাসি তারে।
 ভুলে যায়, কে খাওয়ায় অন্ন পানি?
দক্ষ। রাণি! তব আজ্ঞা পাইলে সচিব,
 যাগ যজ্ঞ আয়োজন,
 কিম্বা,
 সতীর কল্যাণে অন্য যে বা প্রয়োজন,
 সাধ্যমত ক'রে দিবে সমাধান।
 কিন্তু জেনো স্থির,
 স্বপ্ন মাত্র, অন্য কিছু নয়।
সতী। পিতা, কেবা দেন অন্ন পানি?
দক্ষ। ভূতে।
 সতি, আসি কার্য্য-গৃহ হ'তে,
 উপকথা ক'রি,
 ঘুম পাড়াইবি তুই।
 যাও গৃহে।
 (স্বগত) মন্ত্রিগণে কি যুক্তি দানিবে?
 বিরলে করিব স্থির।

[প্রস্থান

সতী। ও মা, ভূত কি, মা?
 ভূতে কেন দেয় অন্ন পানি?
প্রসূতি। বল দেখি মা আমার,
 কত অন্ন করিলি রন্ধন?
সতী। কি কব গো কত অন্ন করিনু রন্ধন,
 কত জনে দিনু, মাতা!
 কিন্তু ভোলানাথে না দেখিনু।
প্রসূতি। আয় কোলে, ঘুমা মা আমার।
সতী। বল না, মা,
 কোথা ভোলানাথ?

(তপস্বিনীকে লইয়া চেড়ীর প্রবেশ

চেড়ী। রাজরাণি, এই সেই তপস্বিনী,
 ভৃগুপত্নী বলেছেন যাঁর কথা।
সতী। হাঁ, মা, ভোলা কে, মা?
তপ। (স্বগত) মা আমার ব্যাকুলা তোমার তরে
 শিবপূজা কি শিখাব তোরে?
প্রসূতি। (স্বগত) এ কি অপূর্ব্ব যোগিনী!
 নলিনী-নিন্দিত কায়া,
 নবীন বয়সে কেন উদাসিনী বালা?
 (প্রকাশ্যে)
 গোধূলিতে দেখিয়াছি অলক্ষণ।
 শুনিলাম ভৃগুপত্নী-মুখে,
 তব অঙ্গের সৌরভে
 মহারোগী পাইল পরিত্রাণ;—
 তনয়ারে অর্পি তব পায়।
 দেবি-মূর্ত্তি দেখিয়াছি দুহিতার!
 সতি, নে মা পদধূলি।

(সতী কর্ত্তৃক তপস্বিনীর পদধূলি গ্রহণ)

তপ। (স্বগত) শিব, শিব শিব।
 (প্রকাশ্যে) শঙ্কা ত্যজ, রাজরাণি,
 কল্যাণী তনয়া তব,
 অকল্যাণ কভু না সম্ভবে।
প্রসূতি। ভগবতি!
 তব মধুর বাণী
 অমৃত দানিল প্রাণে।
 ক্ষম, মা, আমারে—
 কেন, মা গো,
 বিভূতি মাখিলি কিশোর কায়?
তপ। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা মম, রাজরাণি।
 প্রসবি' জননী,
 পলাইল অর্ণবে ভাসায়ে মোরে;
 অভাগিনী, তবু নাহি গেল প্রাণ।
 মা'র তরে আমি উদাসিনী,
 কোথায় জননী?
 মা ব'লে নিয়ত কাঁদি।
 মাতৃমন্ত্র সাধি,
 দেব দেবী নাহি করি উপাসনা।

মুখে মা'র নাম মম অবিরাম,
যে শুনে বাসনা পূরে তার ;
কিন্তু মম জননী কঠিনা,
না পূরায় মনস্কাম মম।

প্রসূতি। (স্বগত) এ কি উন্মাদিনী ?
(প্রকাশ্যে) ভগবতি
অপূর্ব্ব কাহিনী তব।

তপ। ভৃগুর রমণী
প্রেরিলেন মোরে তব পুরে :
কার্য্য কি বা আদেশ, মহিষি

প্রসূতি। কেন কার্য্য কর, ভগবতি,
হয় যাহে সতীর কল্যাণ।
যদি তব হয় অভিমত,
পবিত্র করুন পল্লী
কয় দিন রহি এই স্থানে।

তপ। রব তব আদেশে, মহিষি !

প্রসূতি। সতি, আয় মা আমার ;
ভগবতি, কৃপা করি আসুন সংহতি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(দক্ষ আসীন)

দক্ষ। এত দিনে পারিনু বুঝিতে,
কেন প্রজা না হ'ল স্থাপন—
শিবপূজা সৃষ্টিনাশ-হেতু।
বিরিঞ্চির ঘটিয়াছে বুদ্ধিভ্রম
আজি দেখি দক্ষপুরে
স্বপনের অধিকার।
প্রাতে স্বপ্ন, অর্পিত দুহিতায় হরে ;
গোধূলিতে কন্যা দেবী হেরে রাণী ;
রজনীতে বিধাতার আকিঞ্চন,
অর্পি কন্যা ভাঙ্গড়ের করে।
অনাচার-নিবারণ, শিবের দমন,
অগ্রে প্রয়োজন ;
মৃত্যু-নিবারণ,
সংসারে উচিত আগে।
নহে, ক্ষণস্থায়ী পুরে
কি সুখে রহিবে জীব ?
লয়কর্ত্তা শিব ;
লয়-নিবারণ না হবে কখন,
অনাচারী শিব নিবারণ বিনা।

(প্রসূতির প্রবেশ)

প্রসূতি। নাথ !
এখনও কি হয় নাই নিদ্রার সময় ?

দক্ষ। ভাবি, প্রাণেশ্বরি, কি উপায় করি,
সতীর না মিলে বর।
হেম-হার-নন্দিনী আমার,
কার গলে করিব অর্পণ,
নিশি-দিন তাই ভাবি মনে।
পুনঃ ডরি,
বিলায়ে কুমারী,
কেমনে র'হিব, বল।
সতী মম নয়নের নিধি,
যে অবধি সতী মোর ঘরে,
প্রজাপতি-বরে দক্ষ প্রজাপতি আমি।
সর্ব্বসুলক্ষণা সতী
বিষ্ণুরে না করিব অর্পণ ,
পাবে সতিনীর জ্বালা।

প্রসূতি। প্রভু, না হও উতলা,
যবে জন্মিল তনয়া,
বর তার অবশ্য জন্মেছে।

দক্ষ। কোথা বর ?
তিন পুরে
কিবা মম অগোচর ?
সতী-যোগ্য উপযুক্ত পাত্র কে বা,

যারে কন্যা করি' দান
কুল মান হইবে উজ্জ্বল,
নন্দিনী রহিবে সুখে ?
অকলঙ্ক শশিকলা সম
কন্যা বাড়ে দিন দিন ;
ভাবি মনে পাছে হয় জাতি-নাশ।
প্রসূতি। সতীর যে বর,সামান্য সে নহে কভু !
দক্ষ। কর্ত্তব্য আমার উপযুক্ত পাত্রে দান।
প্রসূতি। প্রভু,কোন্ কন্যা করেছ অপাত্রে দান,
সতীরে অপাত্রে দিবে ?
সতী তব সর্ব্বস্ব-রতন,
আদরে তোমায় না পারি বারিতে তারে।
দক্ষ। শুন প্রিয়ে, রহস্য নূতন,
ব্রহ্মা ক'ন ভাঙ্গড়ে অর্পিতে ;—
যোগাযোগ দেখেছেন সার,
সতী যাবে ভাঙ্গড়ের গৃহে,
তোমারে আমারে নাহি ক'য়ে !
প্রসূতি। ভাঙ্গড় কে, প্রভু ?
দক্ষ। পিশাচপতি, পিতামহ মম,
শুভ্রকান্তি বলদ বাহন।
প্রসূতি। মহাদেব ?
দক্ষ। মহাদেব !
চতুর্ম্মুখ শিখাইয়েছে নাম তবে।
প্রসূতি। প্রভু, রহি অন্তঃপুরে,
কে কেমন পাত্র নাহি জানি.—
লোকে কহে মহাদেব।
দক্ষ। অনাচারী,"লোকে কহে।
পড়িলাম বিষম ব্যাপারে,
সভাস্থলে মহা অনুরোধ বিরিঞ্চির,
না দিলেই নয় শিবে সতীরে আমার।
তনয়ার অধিকারী তব,
মতামত সুধাই তোমার,
পিশাচে কি দিব দুহিতারে ?
প্রসূতি। প্রভু, কি হেতু উতলা ?
বাড়িল রজনী, শ্রম-দূর কর আজি।
দক্ষ। ক'ন বিধি, ঘটনার স্রোতে
কন্যা মম মিলিবে শিবের সনে।
না জানি কি
জোটাজোট আছে তাঁর মনে !
প্রসূতি। নাথ, ত্রিকালজ্ঞ তাঁত ;
কি জানি কি ঘটে নাথ,
দৈবের প্রবাহে !
দক্ষ। দৈবের প্রবাহ !
তবে কেন মোরে অনুরোধ ?
শুন দেবি,
কোথা ঘটনা-স্রোত
ঘটনা না করিলে সৃজন ?
আজি যদি অন্য পাত্রে করি আমি দান,
কোন দৈব-বলে তাহা হইবে লঙ্ঘন ?
দৈব, শুনি, বিধির লিখন ;
ছিল উচিত ধাতার
লিখিতে কন্যার ভালে বর অনুমত।
এবে লিপি-পূর্ণ বাসনা তাঁহার,
এই হেতু এত অভিযোগ।
প্রসূতি। ভাল মন্দ বিচার উচিত, প্রভু ;
উতলায় কার্য্য ইহা নহে।
দক্ষ। শুন, যে বা করেছি মনন,—
স্বয়ম্বরা করিব সতীরে ;
যারে অভিরুচি,
তারে মালা করিবে অর্পণ।
প্রসূতি। যদি বরে মহাদেবে ?
অপূর্ব্ব দৈবের লীলা !
দক্ষ। কি ? আমার অবজ্ঞা,
কুৎসিত প্রকৃতি কভু তারে না সম্ভবে,
আছে তার পুরীষ-কুসুম-জ্ঞান।
প্রসূতি। প্রভু, উদ্বিগ্নের নহে এ মন্ত্রণা।
দক্ষ। রাণি, তব মতে নিতান্ত অযোগ্য আমি।
ধরা-মাঝে সম্বন্ধ স্থাপনা ভার
মোরে দিয়াছেন ধাতা।
ভাব কি, মহিষি,

কন্যার সম্বন্ধে হবে মতিভ্রম মোর ?
ভাব যদি বিধাতার বাক্য হেতু,
আমি পাত্র নাহি করি স্থির,
রুচিমত কন্যা বাছি’লবে বর ;
লিপি পূর্ণ হউক আপনি,
নাহি করি প্রতিরোধ ;
কিন্তু প্রস্তরে বাঁধিয়ে কর পদ,
ফেলিব অতল জলে,
পিতা হয়ে না পারিব।
স্বয়ম্বরে কি তব অমত ?
প্রসূতি। তব পদ বিনা সংসারে কি জানি প্রভু ?
বাস অন্তঃপুরে কার্য্য মম তব সেবা।
প্রভুর যে মত,
অন্যমত কেমনে করিবে দাসী ?
নারী জাতি,—সদা শঙ্কা হয় মনে ;
কর নাথ,
যেবা ভাল হয়।
স্বয়ম্বরে ধাতার কি মত ?
দক্ষ। সুধি, রাণি, তব মতামত ;
তাঁর মত পশ্চাৎ সুধিব।
কন্যা যদি হয় দুঃখভাগী,
ভাল মন্দ তাঁরে না লাগিবে,
কাঁদিবে তোমার প্রাণ।
প্রসূতি। সকলের অধিকারী, নাথ, তুমি মম,
মম মত অপেক্ষা কি আর ?
দক্ষ। ভাল,
তব অভিমত ;
আজই করি আয়োজন।

[দক্ষের প্রস্থান।

প্রসূতি। মা গো নিস্তারিণি,
না জানি কি আছে তোর মনে !
মম সতীর বিবাহে,
পিতা পুত্রে কেন হয় কথান্তর ?
কেন রাজা সহসা উতলা ?
দেবদেব মহাদেব কহে লোকে ;
বিরিঞ্চির অভিমত বর।

[প্রসূতির প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

(তপস্বিনী আসীন)

তপ। ওরে নবীন নয়ন,
মা’র বরে হও প্রস্ফুটিত ;
হের, বিস্মৃতি—কালের দ্বার
উদ্ঘাটিত সম্মুখে তোমার।
এ কি, একাকার একার্ণব !
মহান্ উদ্ভব কে পুরুষ তিন জন ?
হের, হের,
তব ভাতি সম তরুণ তপন, হের !
ফোটে শশী ;
নবীন জীবনে
ঝিকি ঝিকি ঝকে তারাগণ !
দেখ, দেখ, নবীন পবন
দ্বন্দ্ব করে নীর সনে !
হের, তরঙ্গ বিশাল,
দেখ, দেখ, স্তম্ভিত লহর-মালা !
নাহি আর বিলোল লহরী,
সোপানিত ধবল কৈলাস ;
হৃদাকাশে বিকাশে নবীন ছবি,
কে রে বামা হর-উরপরে ?
ডরে না পবন চলে !
আহা, এলোকেশী—
দোলে রাঙা পা দুখানি !
আহা, রজত মৃণাল-করে,
বামারে কে আদরে রে ধ’রে
কার কাছে মুখ পানে চায় ;

না ফিরে নয়ন আর!—
ছি! ছি! লজ্জাহীন কেমনে সন্ন্যাসী?
উলঙ্গ, কি রঙ্গ—হের!
এ কি, ঘোর আবরণ
রে নয়ন, আর না দেখিতে পাই।

(সতীর প্রবেশ)

সতী। একাকিনী হেথা তুমি, তপস্বিনী?
শুন গো যোগিনি,
বড় মম অন্তর ব্যাকুল,
ভোলা কে গো, তাই ভাবি মনে,
সুধালে জননী উত্তর না দেন মোরে।
ভগবতি, জান যদি কহ মোরে,
ভোলানাথ কে বা?

তপ। ভোলা প্রেতপতি;
পিশাচ-সংহতি
নিয়ত শ্মশানে ভ্রমে;
ব্যাপ্ত চরাচর—
ভোলা দিগম্বর,
বিভূতি-ভূষিত কায়,
ফণী আভরণ, ধরণী শয়ন,
বলদ-বাহন ভোলা;
তার তরে কি হেতু উতলা, সতি?

সতী। শুন, তপস্বিনি,
দেখাইতে পার কি ভোলারে?
ভোলা কেন গো সন্ন্যাসী?
হয় সাধ মনে,
আনি তারে, করি তারে গৃহবাসী।

তপ। নাহি জানি, কি ভাবে সন্ন্যাসী;
দিবানিশি ভাঙ্গ-পানে নয়ন মুদিত,
কারো সনে কথা নাহি কয়,
অনশনে একা রহে বসি।

সতী। আহা! তাই ভোলানাথ নাম;
ভুলে থাকে নয়ন মুদিয়ে।
শুন, তপস্বিনি,
তোমা সম পাই লে সঙ্গিনী,
যাইতাম দেখিবারে ভোলানাথে।
কালি যবে দেখিনু তোমারে,
গলা ধ'রে কাঁদিতে হইল সাধ,
কিন্তু অঙ্গস্পর্শ মানা তব,
আছে মাত্র চরণ ছুঁইতে।

তপ। ও গো, তোরই আশে,
যোগিনীর বেশে আছি যুগযুগান্তর।
কোল দে গো,
আর তুমি ঠেলো না চরণে।

সতী। তপস্বিনি,
মোর তরে এসেছ এখানে?
জানিতে কি একাকিনী হেথা আমি?

তপ। কভু অপরাধ নাহি ল'বে?
ভালবাসি যোগিনী, তোমারে।

তপ। নাহি রব,
সখী না বলিলে মোরে।

সতী। সখী তুমি হবে মোর?
সখি,
কথন না র'ব আমি
তোমারে ছাড়িয়ে।
চল যাই দেখি গিয়ে কোথা ভোলানাথ।

তপ। ভোলানাথ মহেশ্বর হর,
সর্ব্বত্র বিরাজমান।

সতী। কৈ তবে,
কৈ ভোলানাথ?
ভাগ্য মানি, তুমি তপস্বিনি,
কেমনে দেখিলে তাঁরে?
সখি, আমি কভু না দেখিব!
মহেশ্বর দেখা কি দিবেন মোরে?
সখি, আর না কাঁদিব,
কেন বা কাঁদিব?
মহেশ্বরে কোথা দেখা পাব?
ও গো, মহেশ্বর কেন গো শ্মশানবাসী?

তপ। কোথা আর আছে তাঁর স্থান?

ব্রহ্মলোক, গোলোক, অমরপুরী,
বিতরি অমরগণে,
ভূত প্রেত সনে শ্মশানে করেন বাস;
হীন জনে স্নেহ অতি তাঁর;
ভূতগণে দেন আলিঙ্গন।

সতী। সখি,
আমি ভোলানাথে ভালবাসি,
তিনি ভালবাসিবেন মোরে?
হীনজনে স্নেহ তাঁর।

তপ। এস সখি, বিল্বমূলে বসি দুইজনে
করি সুখে শিবগুণগান;
শুনি তোর স্বর কাতর অন্তর,
দিগম্বর হইবে উদয়।
পরাণ ভরিব,—
শিব-দুর্গা একত্রে দেখিব,
ভুলে যাব যত দুঃখ দেছ আগে।

আশা যোগীয়া—একতালা।

ফিরে চাও, প্রেমিক সন্ন্যাসী!
ঘুচাও ব্যথা, কও না কথা,
কা'র প্রেমে হে উদাসী?
রয়েছ মত্ত ধ্যানে,
তত্ত্ব তোমার কেবা জানে?
অনুরাগী সুধাই যোগী,
প্রাণ দিলে কি লও হে আসি?

(মহাদেবের আবির্ভাব)

তপ। সখি! ঐ তোর এলো দিগম্বর,—
নটবর কি মোহন কায়!

সিন্ধু-ভৈরবী—একতালা।

এল তোর খ্যাপা দিগম্বর,
ওলো রাখিস্ ধ'রে।
বড় সেয়ানা খ্যাপা প্রাণ চুরি ক'রে,
যেন যায় না স'রে॥
প্রেমে ভোলা, প্রাণ হাতে নে না;
আগে দিও না প্রাণ, তোরে করি মানা;
খ্যাপা বেদনা বোঝে না লো,
মজায় যারে, তারে কাঁদায় এমনি করে॥

মহা। সতি, তোর মালা গলে মোর;
মালা নে রে, পতি তোর আমি।
ওরে ভিখারীর অমূল্য রতন!

সতি। সখি, সখি, কোথা তুমি?

মহা। কথা কও, কর হে করুণা,
যুগে যুগে পিপাসী, প্রেয়সি আমি;
প্রাণেশ্বরি, চাও—ফিরে চাও,
দেখ চেয়ে সন্ন্যাসী রে তোর তরে।

সতী। প্রভু, ভোলা তুমি, ভুল না আমারে।

মহা। ভোলা আমি, তোর ধ্যানে সতি!

(মহাদেবের অন্তর্দ্ধান)

সতী। কৈ সই, কোথা গেল দিগম্বর?

তপ। স্বয়ম্বরে পাবে সতি, হরে;
আর কভু না হবে বিচ্ছেদ।

সতী। পদ্মমুখি!
আজি হ'তে পদ্মা তোর নাম।
সখি, স্বয়ম্বর কি বা?

(প্রসূতির প্রবেশ)

প্রসূতি। ভগবতি, প্রণমি চরণে।
সতি, মা আমার,
একাকিনী পলায়ে এসেছ হেথা?
কোথা তোরে খুঁজিয়া না পাই।

সতী। মা গো, কারে বলে স্বয়ম্বর?

প্রসূতি। বিয়ে হবে তোর।
(স্বগত) স্বয়ম্বর নাহি জানে,
হেন কন্যা কেমনে হইবে স্বয়ম্বরা;
কি ব'লে বুঝা'ব নৃপে?

সতী। বিয়ে কি, মা?

প্রসূতি। দেখি,

বিনা তোমা নাহি আর !
কোথা হর—
কোথা দিগম্বর ?
বরমাল্য পর গলে ;
কৃপা কর প্রমথ-ঈশ্বর,
পুনঃ হার ধর গলে ;
বিল্বমূলে দিয়েছি একবার,
ধর হার লহ হৃদয় আমার।
কোথা ভুলে আছ, ভোলানাথ ?
মালা ধর, হর প্রাণেশ্বর !

(মাল্যদান ও মালার শূন্যে অন্তর্দ্ধান)

দক্ষ। নহে দিবা, নিশ্চয় রজনী।
বারিপাত্র দেহ মোরে।
দেখ চেয়ে, দক্ষপুরে পিশাচ নামিছে !

(মহাদেবকে বেষ্টন করিয়া প্রমথগণের প্রবেশ)

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ।

বাবা সঙ্গে খেলে, মা নেবে কোলে।
আয় সবাই মিলে, ডাকি "জয় মা" ব'লে।
বাবা পাগল ভোলা মা পাগলী মেয়ে,
কত রাঙ্গা, ওরে দেখ রে চেয়ে ;
ধেই ধেই ধেই, আয় ধেয়ে ধেয়ে,
মা পেয়েছি রে,
আমরা মায়ের ছেলে ॥

মহা। সতি, সতি, পর এ ধুতুরা-হার !
ব্রহ্মা। পুলকে দেখ রে তিনলোক,
শিব-শক্তি ধরামাঝে !
হবে ভবে প্রজার রক্ষণ,
হৈমবতী আপনি জননী-রূপে।
দক্ষ। লিপি পূর্ণ হইল,
ধাতা তব।
ভাল হ'ল মিটিল জঞ্জাল,—
প্রজা-রক্ষা হবে ভবে
আপনি কহিলে।
এবে দক্ষপুরে কার্য্য বাকী কি বা ?
ব্রহ্মা। বৎস,
তব ভাগ্য বর্ণনা না হয়,—
আছ তুমি মায়া-বলে
বিস্মৃত সকলি।
মহামায়া কন্যারূপে ঘরে ;
তপঃ-ফলে পাইলে কুমারী,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী ;
মায়ার বন্ধন বিনা সৃষ্টি নাহি রয়,
তাই মাতা উদয় তোমার গৃহে।
দক্ষ। হর বর তার শুনিতেছি কয় দিন।
ব্রহ্মা। প্রত্যক্ষ দেখিছ, তা ত !
দক্ষ। ধাতা !
সঙ্ঘটন সকলি তোমার,
কিন্তু তব কার্য্যে—
মহাকার্য্য ফলিবে আমার ;
স্বার্থশূন্য দক্ষ প্রজাপতি,
প্রচার হইবে ভবে,—
ধাতা,
আজি হতে মমতা করিনু ছেদ।
হে সচিব,
সম্প্রদান-আয়োজন করহ সত্বর,
পণে বদ্ধ সভামাঝে আমি।

(প্রমথগণের গীত)

খাম্বাজ— কাওয়ালী।

আয়, জবা আনি, নৈলে কি দিব পায় ?
সোণা সাজে না রে, মার রাঙ্গা গায়।
দেখ্ রে বাবার যেমন, তেম্নি মায়ের চরণ,
তেম্নি রাঙ্গা, তেম্নি মনের মতন ;
আয় রে "মা" বলে চরণে লুটাবি আয় ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(দক্ষ ও প্রসূতি)

দক্ষ। রাণি,
আজি হতে সতী নামে কন্যা নাহি তব;
কৈলাস-শিখরে নাহক তনয়া আর—
তথা মাত্র শঙ্কর আবাস।
হা ধিক্,
হেন অপমান ছার দুহিতার হেতু!

প্রসূতি। মহারাজ, অবলারে করহ মার্জ্জনা,
এ দারুণ শেল হৃদে কেন হান, প্রভু?
সতী মম অন্তরের সার।

দক্ষ। যদি প্রভু তব,
আজ্ঞা মম নাহি কর হেলা;—
দক্ষগৃহে
সতী নাম কেহ নাহি করে আর।

প্রসূতি। নাথ, সতী অতি দুঃখিনী আমার,
কেন তারে হও বাম?

দক্ষ। ইচ্ছা মম,
কেন? কেন বাম,
জিজ্ঞাসিতে
কে দিয়েছে অধিকার, রাণি?
আমি— স্বামী, রাজা, মান্য মম।

প্রসূতি। প্রভু, প্রভু, বধ না দাসীরে।

দক্ষ। রাণি, আছে কি স্মরণ,
গর্ভে ধরে সতীরে তোমার
করেছিলে কত ভান?
নিত্য তুমি দেখিতে স্বপনে,
দেবগণে পূজে তব গর্ভস্থ কুমারী!
পরিচয় তারি,
দেবসভা-মাঝে বিশ্বনাথ, জামাতা-ভাজন রাজা,
ছি, ছি, ভাজড়ে করিল অপমান!

[দক্ষের প্রস্থান।

প্রসূতি। হা সতি! হা মা আমার!
মা গো, তুমি জনম-দুঃখিনী!
ও মা, মা আমার,—
আহা! আহা! কি হল—কি হল?

(মূর্চ্ছা।)

(সতীছায়ার অবির্ভাব)

সতীছায়া। কেন কাঁদ, মা, আমার?
নহি ত দুঃখিনী আমি,—
রাজরাজেশ্বরী।

(অদৃশ্য হওন)

প্রসূতি। মা, মা, কোথা যাও?
এ কি স্বপ্ন?
হা দগ্ধ হৃদয়!
হা সতী মা আমার!
ও মা, মার প্রাণে নাহি সহে আর!
দেখা দে মা জনম-দুঃখিনী।
আহা, মহারাজ,
কেন হেন হইলে নির্দ্দয়?
যাই পুনঃ;
কাঁদিব পতির পদে মিনতি করিয়ে;
ও মা! সতী বিনে কেমনে জীবিত রব?

(তপস্বিনীর প্রবেশ)

দেবি, প্রণমি চরণে তব।

প্রসূতি। ওগো, সর্ব্বনাশ মম,—
রাজা কহে সতীরে ভুলিতে।
ও গো কঠিন নৃপতি!
বিবাহের দিনে বিদায় দিয়েছি যাকে;
গলা ধরে কাঁদিতে কাঁদিতে;
গেছে বাছা কৈলাস-শিখরে।

গ্রন্থাবলী ।

[illegible] !
ভোলা মন— [illegible] বার বলে বার বার
ভুলায়েছি সতীরে আমার ,
সে সতীরে কেমনে গো ভুলে রব ?
তপ । রাণি,ঘটিতেছে মতিভ্রম মম,—
আচম্বিতে কেন জলে নির্ব্বাণ অনল ?
প্রসূতি । ওগো,
ভাল মন্দ নাহি জানে ভোলা ;
ভাল মন্দ বলি কি দক্ষরাজে,
ক্রোধে চাহে তনয়া করিতে ত্যাগ !
ও মা মার প্রাণে কত সহে ?
সতী চিরদুঃখিনী আমার !
ভগবতি, সাধি গো চরণে তব,—
চল দোঁহে যাই রাজার সদনে ;
দোঁহে মিলি বুঝাইব ।
তপ । রাণি, না হও উতলা,
প্রের চেড়ী কৈলাস-সদনে
আনিতে সতীরে তব ।
প্রসূতি । কি কব গো ভগবতি ?
দক্ষপতি ত্যজিবে আমারে,
যদি সতী নাম আনি মুখে !
সতীরে কেমনে গো আনি পুরে ?
তপ । শুন রাণি, সতী বিনা উপায় না হবে !
কহি শুন, দেখেছি যা ধ্যানযোগে ;—
যেন মহাযোগে মত্ত মহেশ্বর,
দেব নর, সভয় অন্তর,
করে স্তুতি চৌদিকে ঘেরিয়ে সবে ;
যেন মহাপ্রলয় উদয় ;
কোলাহলে বেতাল ভৈরব নাচে ;
সতী এলোকেশী,
উন্মাদিনী হাড়-মালা গলে,—
'শিব শিব' মহা রব মুখে ;
ধায় মহাপ্লাবন গার্জ্জয়ে,
ক্ষীরোদ-সাগর হ'তে !—
শঙ্কায় শিহরি'
[illegible] হইল ঘোর ।
প্রজাক্ষয় লক্ষণ এ সব ।
হের যোগাযোগ ;—
প্রজাপতি হইল পুনঃ মহেশ-বিরোধী,
তাই কহি সতীরে আনিতে ।
প্রসূতি । ভগবতি !
মুগ্ধপ্রায় বুঝিতে না পারি কিছু ।
কি কহিলে ?
উন্মাদিনী সতী আমার ?
ওগো মার প্রাণে কত সহে ?
তপ । রাণি, প্রের শীঘ্র সতীরে আনিতে ।
প্রসূতি । দেবি, পতি-আজ্ঞা নাহি মম,
স্বেচ্ছাচারী কেমনে হইব ?
তাই করি মিনতি চরণে,
দোঁহে মিলি বুঝাইব মহারাজে ।
তপ । সন্দ' মনে হয় বিশেষ,
আছে কোন নিগূঢ় কারণ,
নহে, অকস্মাৎ
উদ্দীপন দ্বেষ কিবা হেতু ?

(ভৃগুপত্নীর প্রবেশ)

ভৃগু-পত্নী । ভাল হ'ল, তপস্বিনী দেবী হেথা ?
রাণি, হেবে মম অন্তর আকুল—
হুলস্থূল হইল আজি যজ্ঞস্থলে,
শিব সনে বিবাদ করিল দক্ষরাজ ।
প্রসূতি । কেন, কেন ? কি হইল সখি ?
ভৃগু-পত্নী । মন্ত্রণা করিয়া মুনি বৃহস্পতি সনে,
কৈল যজ্ঞ-আরম্ভন,
দেবগণে আইল মিলি' যজ্ঞভাগ-হেতু ;—
প্রজাবৃদ্ধি যজ্ঞের কল্পনা ।
হেনকালে আইল দক্ষরাজ,
দেবের সমাজ সম্ভ্রমে নমিল সবে—
মহাদেব প্রণাম না দিল ।
প্রসূতি । বুঝি অন্যমনে ছিল বাছা মম ?
ভোলামন ভোলানাথ ।
তপ । রাণি, অন্যমন নহে ভোলানাথ,

ত্রিভুবনে হেন শক্তি কা'র
মহারুদ্র-নমস্কার সহে ?
প্রসূতি। তা'র পর ?
ভৃগু-পত্নী। দক্ষরাজ ক্রোধে গালি দিল শিবে ;
শিব গেলে কৈলাস-আলয়ে,
নন্দী কটু কহিল রাজার,
রোষে রাজা ত্যজিল সে সভাতল।
প্রসূতি। বুঝিলাম দৈব-বিড়ম্বনা,—
হা সতি !
হা মা আমার !
চাঁদমুখ আর কি দেখিব তোর ?
ভৃগু-পত্নী। রাণি, না হও উতলা ;
বুঝাও রাজার,
বিবাদ না করে শিব সনে।
প্রসূতি। কি বুঝাব আর ?
নাহি জান দক্ষরাজারে, সখি ;
কোন কথা না মানিবে।
হায়, না জানি গো কি আছে কপালে।
ভৃগু-পত্নী। বার্ত্তা দিতে ভয় বাসি, রাণি !
নন্দী দেছে অভিশাপ
ছাগমুণ্ড হবে বলি' ;
অলঙ্ঘ্য সে শৈবের বচন—
কহিল আমারে মুনি,
শিবপূজা উপায় কেবল।
প্রসূতি। হা সতি ! হা সতি, মা আমার !
হা বিধাতা ! এত লিখেছিলে ভালে ?
অবলার অকূল সলিলে ভাসাইলে !
তপ। তাই কহি, রাণি,
সতী বিনে উপায় না দেখি।
প্রসূতি। মা গো, আমি দাসী ভূপতির,
স্বামিবাক্য কেমনে করিব হেলা
যদি তাহে দোষী হই পায় ?
ভৃগু-পত্নী। কন্যারে আনিবে—
তাহে কিবা দোষ রাণি ?
প্রসূতি। সখি, ভেঙ্গেছে কপাল ;—
অভিমানে "তনয়ারে ত্যজেছেন রাজা,
সতী নাম দক্ষালয়ে নিতে মানা !
ভৃগু-পত্নী। ভাল,
চল যাই তিন জনে বুঝাই রাজার।
প্রসূতি। একে আর হবে তার,
অপমান রাজা না ভুলিবে।
কালি প্রাতে পাঠাইয়া দেহ মুনিবরে,
পুরোহিত তিনি,
করিব বিধান উপদেশমত তাঁর।
ভৃগু-পত্নী। সাধ্যাতীত তাঁর,
বলেছেন মুনি মোরে।
প্রসূতি। হায়, দেবি, কি উপায় করি তবে ?
তপ। শিবপূজা উপায় কেবল ;
চল, বিল্বমূলে শিবপূজা করি গিয়ে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(দক্ষ ও মন্ত্রী)

দক্ষ। হেন অপমান ছার তনয়ার হেতু—
স্বপনে না ছিল জ্ঞান !
জরী-পদে অর্পিলাম স্বর্ণ-চম্পক !
নাহি জানি,
কি মোহিনী জানে সে তাণ্ডব—
কন্যা মম বশ তার !
হা ধিক্ মোরে—
সভামাঝে নন্দী কহে কুবচন !
আহা,
কি সুখ্যাতি মম রটিয়াছে ত্রিভুবনে,—
ভূতনাথ জামাতা আমার !
এত অহঙ্কার ?

কোন্ গুণে দেবদেব নাম,—
তার দিব প্রতিফল।

মন্ত্রী। দক্ষরাজ! শিব সহ দ্বন্দ্বে নাহি ফল!

দক্ষ। যাচি নাই মন্ত্রণা তোমার,
আজ্ঞা মম করহ পালন,
মহাযজ্ঞ আয়োজন করহ সত্বর,
ত্রিভুবনে হেন ·· গা করিব স্থাপন,
যজ্ঞে নিমন্ত্রণ পুনঃ নাহি পায় শিব,
শিবহীন যজ্ঞ হবে তবে।

(গান করিতে করিতে নারদের প্রবেশ)

বেহাগ—চৌতাল।

মদনমোহন মুরলীধারী, মুরহর রমারঞ্জন॥
বঙ্কিম বনমালী শ্যাম, নববারিদ-গঞ্জন॥
পঙ্কজ আঁখি পীতাম্বর
নটবর কিবা চিকুর চাঁচর;
দীনবন্ধু প্রেমসিন্ধু চিন্ময় ভয়ভঞ্জন।

মন্ত্রী। বুঝি আসিতেছে দেবর্ষি নারদ?

নার। মহারাজ, কিবা আজ্ঞা তব?

দক্ষ। স্বচক্ষে দেখেছ তুমি ভার্গবের গৃহে
তিনলোক করিল প্রণাম,
অহঙ্কারে শিব না নমিল;
হের নন্দী—সেও কটু কহিল আমারে,
বুঝিতে না পারি, এত দর্প কিসে তার?
মাদক-সেবায় ঢুলু ঢুলু আঁখি সদা,
কোন্ কার্য্যে অধিকার তার?
কেন তারে পূজা দেয় লোকে?

নার। মহারাজ,
কমুন্ সকলি তনয়ায় মুখ চাহি'।

দক্ষ। তনয়া আমার?
মতিভ্রম হয়েছে তোমার;
বিরিঞ্চির ছলে শ্মশানে দিয়েছি ডালি।
তুমি যে বা মনন আমার;
এবে প্রজাপতি আমি ব্রহ্মার কৃপায়,
যজ্ঞ আরম্ভিব ত্বরা প্রজাবৃদ্ধি হেতু,
যজ্ঞভাগ শিবে নাহি দিব।

মন্ত্রী। ঋষিরাজ, এ কথা কি মন্ত্রণাসঙ্গত?

দক্ষ। মন্ত্রি, ইচ্ছা মম শুনিতে মন্ত্রণা তব;
যাব কি কুঠার-গলে কৈলাস-আলয়ে,
প্রণমিতে জামাতার পায়?
কিম্বা,
নন্দী-পদতলে লুটাইতে যুক্তি তব?

মন্ত্রী। মহারাজ, হিতকথা কহে মন্ত্রিগণে।

দক্ষ। হিতাহিত চিন্তা নহে তব ভার।
প্রজাপতি আমি,
স্বেচ্ছা মম, মম যজ্ঞে শিবে না কহিব,
যজ্ঞস্থলে পিশাচের সমাগম
যদি নাহি রুচি হয় মোর,
কিবা চিন্তা তাহে তব?
যদি ঘ'টে থাকে পৈশাচিক মতি,
নাহি সাধি মন্ত্রিবর,
যাও তুমি কৈলাস-ভবনে,
কিম্বা অন্য যথা অভিরুচি।
শিবনাম যে আনিবে মুখে,
দক্ষালয়ে নাহি স্থান তার।

মন্ত্রী। প্রভু,
মার্জ্জনা করুন দোষ কিঙ্কর ভাবিয়া

দক্ষ। এত চিন্তা কেন, মন্ত্রি, তব?

মন্ত্রী। মহারাজ, ব্রহ্মা আদি দেবগণে
দেবদেব নাম দিল যাঁর,
শিব মঙ্গল-আলয়,
প্রচার ভুবনময়।
যজ্ঞ তব প্রজা-স্থাপনের হেতু,
অশিব স্থাপনা নাহি হয়।

দক্ষ। মন্ত্রি, যথা জ্ঞান মন্ত্রণা তোমার
কার্য্যফল কে করে খণ্ডন?
যজ্ঞফলে প্রজাবৃদ্ধি অবশ্য হইবে
হেন মনে লয় কি তোমার,
শিব আসি হবে বিঘ্নকারী?

ত্রিলোকে হেন শক্তি কে বা ধরে
কার্য্যে বিঘ্ন করে মোর ?
মন্ত্রি, শঙ্কা নাহি ভাব মনে.
ব্রহ্মার বচনে প্রজাপতি আমি,
ত্রিলোক প্রজা মম ;
সম্মান-বিভাগ
কে করিবে আমি না করিলে ?
স্বেচ্ছাচার শিবপূজা
নাহি হবে লোকে আর ;
হীন—অতি হীন !
চিরদিন উচ্চ পদে না রহিবে।
যাও, আজ্ঞামত কর গিয়া আয়োজন !

(মন্ত্রীর প্রস্থান।

হে দেবর্ষি, পাণ্ডু গণ্ড কেন তব ?

রদ। ভাবতেছি মহাযজ্ঞ সমারোহ।

ক্ষ। মহাকার্য্য বিনা মহাফল না সম্ভবে।

রদ। মহারাজ,
যজ্ঞস্থলে মহাদেব কে বা হবে ?

ক্ষ। না রাখিব মহাদেব-নাম।
শুন যেবা বাসনা আমার ;—
যে নিয়মে চলিছে সংসার,
সে নিয়ম না রাখিব আর ;
অন্য প্রথা করিব প্রচার।
সৃষ্টি, স্থিতি,
সংহারের নাহি প্রয়োজন।
প্রাচীন নিয়ম—সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ;
লয়-কর্ত্তা মহাদেব,
তাই মূঢ় মন্ত্রী এত ভয়ে তারে ;
মম প্রথামতে,
সংহারের নাহি হবে প্রয়োজন ;
অনন্ত এ স্থান,
রহিবে অনন্ত প্রাণী সুখে।
আর তব দেবর্ষি কাজ,
ত্রিভুবনে দেহ সমাচার,
আজি হ'তে পক্ষান্তরে যজ্ঞ আরম্ভিব ;
না যাও কৈলাসপুরী।

নার। শিবহীন যজ্ঞকথা কহিব সকলে ?

দক্ষ। অবশ্য কহিবে।
দুর্ম্মতিবশতঃ যে বা যজ্ঞে না আসিবে,
স্থান তার শিবপুরে ;
প্রেতপুরে রবে চিরদিন।

নার। আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মম ;
বিদায় এক্ষণে আমি।

[নারদের প্রস্থান।

দক্ষ। ভাল, কি দুর্ম্মতি ঘটিল ধাতার ?
কেন এই সংহার-নিয়ম ?
সংহারের প্রয়োজন,
হেন সংস্কার কি হেতু জন্মিল ?
যেই সংহারের অধিকারী,
শিব নাম তার।
মৃত্যু হ'তে অশিব কি ভবে ?
শিবের শিবত্ব লব।
হায়,
কন্যার বৈধব্য নাহি সম্ভবে কখন,
বিষপানে পাইল পরিত্রাণ ;
ওহো ! অপমানে দহে প্রাণ !

(ব্রহ্মা ও নারদের প্রবেশ)

পিতা, কি কার্য্যে পবিত্র দক্ষপুরী ?
ঋষিবর,
দেখি, ব্রহ্মলোকে দেহ সমাচার ;
অন্য কার্য্য আছে বহুতর ;
কি কারণ পুনঃ আগমন ?

ব্রহ্মা। বৎস, নারদে ফিরাইনু আমি ;
রাখ বাক্য,
শিবসহ দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন।

দক্ষ। পিতা,
যোগ্য যেই, মান্য করি তায় মনে।

কোন্ গুণে দেবদেব নাম,—
তাল দিব প্রতিফল।
মন্ত্রী। দক্ষরাজ! শিব সহ দ্বন্দ্বে নাহি ফল!
দক্ষ। বাচি নাই মন্ত্রণা তোমার,
আজ্ঞা মম করহ পালন,
মহাযজ্ঞ আয়োজন করহ সত্বর,
ত্রিভুবনে হেন [illegible]গ করিব স্থাপন,
যজ্ঞে নিমন্ত্রণ পুনঃ নাহি পায় শিব,
শিবহীন যজ্ঞ হবে তবে।

(গান করিতে করিতে নারদের প্রবেশ)

বেহাগ—চৌতাল।

মদনমোহন মুরলীধারী, মুরহর রমারঞ্জন॥
বঙ্কিম বনমালী শ্যাম, নববারিদ-গঞ্জন॥
পঙ্কজ আঁখি পীতাম্বর
নটবর কিবা চিকুর চাঁচর;
দীনবন্ধু প্রেমসিন্ধু চিন্ময় ভয়ভঞ্জন।

মন্ত্রী। বুঝি আসিতেছে দেবর্ষি নারদ?
নার। মহারাজ, কিবা আজ্ঞা তব?
দক্ষ। স্বচক্ষে দেখেছ তুমি ভার্গবের গৃহে
তিনলোক করিল প্রণাম,
অহঙ্কারে শিব না নমিল;
হের নন্দী—সেও কটু কহিল আমারে,
বুঝিতে না পারি, এত দর্প কিসে তার?
মাদক-সেবায় ঢুলু ঢুলু আঁখি সদা,
কোন্ কার্য্যে অধিকার তার?
কেন তারে পূজা দেয় লোকে?
নার। মহারাজ,
কমুন্ সকলি তনয়ার মুখ চাহি'।
দক্ষ। তনয়া আমার?
মতিভ্রম হয়েছে তোমার;
বিরিঞ্চির ছলে শ্মশানে দিয়েছি ডালি।
শুন যে বা মনন আমার;
এবে প্রজাপতি আমি ব্রহ্মার কৃপায়,
যজ্ঞ আরম্ভিব ত্বরা প্রজাবৃদ্ধি হেতু,
যজ্ঞভাগ শিবে নাহি দিব।
মন্ত্রী। ঋষিরাজ, এ কথা কি মন্ত্রণাসঙ্গত?
দক্ষ। মন্ত্রি, ইচ্ছা মম শুনিতে মন্ত্রণা তব;
যাব কি কুঠার-গলে কৈলাস-আলয়ে,
প্রণামতে জামাতার পায়?
কিম্বা,
নন্দী-পদতলে লুটাইতে যুক্তি তব?
মন্ত্রী। মহারাজ, হিতকথা কহে মন্ত্রিগণে।
দক্ষ। হিতাহিত চিন্তা নহে তব ভার।
প্রজাপতি আমি,
স্বেচ্ছা মম, মম যজ্ঞে শিবে না কহিব,
যজ্ঞস্থলে পিশাচের সমাগম
যদি নাহি সাধ হয় মোর,
কিবা চিন্তা তাহে তব?
যদি ঘটে থাকে পৈশাচিক মতি,
নাহি সাধি মন্ত্রিবর,
যাও তুমি কৈলাস-ভবনে,
কিম্বা অন্য যথা অভিরুচি।
শিবনাম যে আনিবে মুখে,
দক্ষালয়ে নাহি স্থান তার।
মন্ত্রী। প্রভু,
মার্জ্জনা করুন দোষ কিঙ্কর ভাবিয়া।
দক্ষ। এত চিন্তা কেন, মন্ত্রি, তব?
মন্ত্রী। মহারাজ, ব্রহ্মা আদি দেবগণে
দেবদেব নাম দিল যাঁর,
শিব মঙ্গল-আলয়,
প্রচার ভুবনময়।
যজ্ঞ তব প্রজা-স্থাপনের হেতু,
অশিব স্থাপনা নাহি হয়।
দক্ষ। মন্ত্রি, যথা জ্ঞান মন্ত্রণা তোমার
কার্য্যফল কে করে লঙ্ঘন?
যজ্ঞফলে প্রজাবৃদ্ধি অবশ্য হইবে,
হেন মনে নয় কি তোমার,
শিব আসি হবে বিঘ্নকারী?

তিনলোকে হেন শক্তি কে বা ধরে
কার্য্যে বিঘ্ন করে মোর ?
মন্ত্রি, শঙ্কা নাহি ভাব মনে.
ব্রহ্মার বচনে প্রজাপতি আমি,
তিনলোক প্রজা মম ;
সম্মান-বিভাগ
কে করিবে আমি না করিলে ?
স্বেচ্ছাচার শিবপূজা
নাহি হবে লোকে আর ;
হীন—অতি হীন !
চিরদিন উচ্চ পদে না রহিবে।
যাও, আজ্ঞামত কর গিয়া আয়োজন !

(মন্ত্রীর প্রস্থান।

হে দেবর্ষি, পাণ্ডু গণ্ড কেন তব ?
ার। ভাবতেছি মহাযজ্ঞ সমারোহ।
দক্ষ। মহাকার্য্য বিনা মহাফল না সম্ভবে।
নার। মহারাজ,
যজ্ঞস্থলে মহাদেব কে বা হবে ?
ক্ষ। না রাখিব মহাদেব-নাম।
শুন যেবা বাসনা আমার ;—
যে নিয়মে চলিছে সংসার,
সে নিয়ম না রাখিব আর ;
অন্য প্রথা করিব প্রচার।
সৃষ্টি, স্থিতি,
সংহারের নাহি প্রয়োজন।
প্রাচীন নিয়ম—সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ;
লয়-কর্ত্তা মহাদেব,
তাই মূঢ় মন্ত্রী এত ভয়ে তারে ;
মম প্রথামতে,
সংহারের নাহি হবে প্রয়োজন ;
অনন্ত এ স্থান,
রহিবে অনন্ত প্রাণী সুখে।
তায় তব দেবর্ষি নারদ,
ত্রিভুবনে দেহ সমাচার,

আজি হ'তে পক্ষান্তরে যজ্ঞ আরম্ভিব ;
না যাও কৈলাসপুরী।
নার। শিবহীন যজ্ঞকথা কহিব সকলে ?
দক্ষ। অবশ্য কহিবে।
দুর্ম্মতিবশতঃ যে বা যজ্ঞে না আসিবে,
স্থান তার শিবপুরে ;
প্রেতপুরে রবে চিরদিন।
নার। আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মম ;
বিদায় এক্ষণে আমি।

[নারদের প্রস্থান।

দক্ষ। ভাল, কি দুর্ম্মতি ঘটিল ধাতার ?
কেন এই সংহার-নিয়ম ?
সংহারের প্রয়োজন,
হেন সংস্কার কি হেতু জন্মিল ?
যেই সংহারের অধিকারী,
শিব নাম তার।
মৃত্যু হ'তে অশিব কি ভবে ?
শিবের শিবত্ব লব।
হায়,
কন্যার বৈধব্য নাহি সম্ভবে কখন,
বিষপানে পাইল পরিত্রাণ ;
ওহো ! অপমানে দহে প্রাণ !

(ব্রহ্মা ও নারদের প্রবেশ)

পিতা, কি কার্য্যে পবিত্র দক্ষপুরী ?
ঋষিবর,
দেখি, ব্রহ্মলোকে দেহ সমাচার ;
অন্য কার্য্য আছে বহুতর ;
কি কারণ পুনঃ আগমন ?
ব্রহ্মা। বৎস, নারদে ফিরাছ আমি ;
রাখ বাক্য,
শিবসহ দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন।
দক্ষ। পিতা,
যোগ্য যেই, দ্বন্দ্ব করি তার সনে।

প্রজার শাসন রাজার অবশ্যক্রিয়া,
প্রজাপতি মান্য চিরদিন,
প্রাচীন নিয়মানুরূপ,
সে নিয়ম করিব পালন।

ব্রহ্মা। বৎস, ধরহ বচন,
ত্যজ অভিমান,
মহারুদ্রে নাহি কর অবহেলা।
রুদ্রদেব প্রণাম করিলে
মুণ্ড তব না রহিত।

দক্ষ। বুঝিলাম,
প্রজাবৃদ্ধি নহে তব অভিমত ;
কিম্বা, বিধি,
নাহি জান সন্তানের তপোবল।
হ'লে প্রয়োজন,
অগণন পঞ্চানন সৃজিবারে পারি ;
কিন্তু মম মতে সংহারে কি কাজ ?
সৃষ্টি, স্থিতি, অহং-জ্ঞানে উন্নতি-সাধন।

ব্রহ্মা। লয় নিবারণ!
হেন যুক্তি কে দিল তোমারে ?
লয় বিনা উন্নতি না হয়,
অধোগতি উন্নতি বিহনে,
অমঙ্গল ফল তার।
শুন পূর্ব্বের কাহিনী ;
ক্ষীরোদবাসিনী প্রসুবিল তিন জনে,
আমি, বিষ্ণু, হর,
"তপ, তপ, তপ," হইল আকাশবাণী ;
তিন জনে
মুদিত-নয়নে বসিলাম ধ্যানে,
মহার্ণবে ভেসে এল শবদেহ,
পূতিগন্ধে বিষ্ণু পলাইল ;
চতুর্ম্মুখ হইল আমার—
চারিদিকে ফিরাতে বদন
গন্ধ-নিবারণ-হেতু,
অবিকার পঞ্চানন ধরিল শবেরে।
মহাশক্তি শব-বেশে,
করিল আসন তার ;
অকস্মাৎ শূন্যে হইল মহাদেব নাম।
জগদ্‌গুরু মহাদেব,
সনাতন পুরুষ-প্রধান ;
স্বেচ্ছায় প্রকৃতি যাহে দিল আলিঙ্গন।

দক্ষ। যোগ্য যদি নাহি,
পিতা, প্রজার বর্দ্ধনে
কেন দিলে প্রজাপতি নাম ?
এবে প্রজাবৃদ্ধি তায় মম।
শিব সনে দ্বন্দ্ব নাহি করি,
অজ্ঞ যোনি ভেদাভেদ
প্রেতযোনি সনে—
এই মাত্র বাসনা আমার।

ব্রহ্মা। হর, হর, হর! প্রেতযোনি মহাদেব ?

দক্ষ। পিতা, নহে এ নিভৃত স্থান ;
শিবপূজা-যোগ্য স্থান নয়।

ব্রহ্মা। শিবদ্বেষে হবে সর্ব্বনাশ,—
ধর উপদেশ,
বিহিত করহ ত্বরা,
চিন্ত মনে—মহারুদ্র বৈরী তব,
মহাশক্তি বিরূপ তোমায়।
ধ্যানচক্ষে নেহার কারণ-বারি,
জলে বহ্নি মহার্ণব-মাঝে,
লয়কালে জলে এ বাড়বানল।

দক্ষ। জড় প্রকৃতির ডর
তব বিধিমতে, ধাতা।
তব প্রথামতে তাণ্ডবে দেবত্ব দান!
উচ্চ বিধি, আপন সম্মান,
পরীক্ষিতে আছে সাধ,
যাহে সদাচার পাইবে সম্মান,
স্বেচ্ছাচার রবে হীন।
জড় কারণ-সলিলে বহ্নি জলে,
ভয় কি বা তাহে চতুর্ম্মুখ ?
জড় চেতন-অধীন চিরদিন।
তপোবলে অনল আনিব,

যাহে হবে লয় কারণ-সলিল।
কেন মুখ বিবর্ণ তোমার, ঋষি ?
যদি শঙ্কা হয় নিমন্ত্রণ দিতে,
অন্য জনে অর্পিব সে ভার।

নার। না, না; ভাবি,
মহানল প্রজ্বলিত হবে তপোবলে।

ব্রহ্মা। বৎস, রুদ্র-কোপে সর্ব্বনাশ হয়।

দক্ষ। নিশ্চয় সে জ্ঞান না জন্মিবে হৃদে, ধাতা!
সঙ্কল্প না ভঙ্গ হবে মোর।

ব্রহ্মা। রক্ষা কর বাক্য মম!

দক্ষ। জামাতা আমার
নমস্কার না করিবে মোরে,—
দণ্ড যদি নাহি দিই তাঁর,
কালি পত্নী নাহি মানিবে বচন।
ভাবিছ হুতাশ, কারণে অনল হেরি';
ভেবে দেখ মনে, সৃষ্টি হবে ছারখার,
প্রভুত্ব হারালে স্বামী।
বহ্নি কারণ-সলিলে;
বজ্র পুরন্দর অস্ত্রাগারে;
চক্র বিষ্ণু-করে;—
তাহে কি ডরায়, পিতা,
অহং-জ্ঞানী জনে ?

ব্রহ্মা। অহঙ্কার কর তুমি যেই শক্তিবলে,
সেই শক্তি দুহিতা তোমার;
তনুত্যাগে মহাশক্তি যাবে তোরে ছাড়ি,
শিবনিন্দা শক্তি নাহি সয়।

দক্ষ। মহাশক্তি আমার অজজা!

ব্রহ্মা। শুন তত্ত্বকথা;—
মিলি তিন জনে
কত তপোবলে তুষ্টা হইল মহাদেবী,
তাই সতীরূপে আইল ধরণীতল,
নহে সৃষ্টি না হ'ত স্থাপন।
দেখিয়াছি বার বার করিয়া কল্পনা,
শিব-শক্তি-সম্মিলন বিনা,
সৃষ্টি স্থিতি নাহি হয়।

দক্ষ। ভাল, বিধি, কন্যারে করিব পূজা ?

ব্রহ্মা। সবাকার পূজ্য কন্যা তব।

দক্ষ। প্রভু, অপরাধ করুন মার্জ্জনা;—
যজ্ঞকার্য্যে রয়েছি ব্যাপৃত,
কন্যাপূজা-বিধি ল'ব পরে।
যাও, আজ্ঞা পাল, ঋষিরাজ!
ভগবন্,
আমা হ'তে শিবপূজা নাহি হবে;
ভাওড়ের অপমান নাহি সব।
ধিক্, প্রমথ কহিল কুবচন!

দক্ষের প্রস্থান।

ব্রহ্মা। মাতা ক্ষীরোদবাসিনী,
না জানি গো কি বা মনে আছে তোর!
অকৃতী সন্তান,
সৃষ্টিভার সম্ভবে কি তার ?
মা গো, সদয়া হইয়ে
দেহ ধরি' আপনি এসেছ সতি;
শক্তিরূপা, হতেছি চঞ্চল;
অশিব লক্ষণ,
হেরি, মাতা, চারিদিকে;
কি শক্তি আমার—ক্ষুদ্র চতুর্ম্মুখ আমি,
প্রবল ঘটনা-স্রোত করিব বারণ ?
মম বিধি অতিক্রমি' ধায়;
উপায়, মা, করুণা তোমার।

দৈববাণী। বৎস! সতীদেহ-ত্যাগ প্রয়োজন।
সতীত্ব বিহনে,
ধরাধামে না হবে আনন্দলীলা।
মম তনুত্যাগে সতীত্ব শিখিবে নারী;—
প্রেমডুরী সৃষ্টির বন্ধন।

নার। ভগবন্, কিবা আজ্ঞা মম প্রতি ?

ব্রহ্মা। শুনিলে আকাশবাণী,
কারণ-সলিল-স্রোতে ভাসে,—
দক্ষ-আজ্ঞা করহ পালন।
ধন্য নন্দী, ধন্য শিবদূত,

অলঙ্ঘ্য বচন তব ;
ছাগমুণ্ড দক্ষের নিশ্চয়।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

উদ্যান।

(তপস্বিনী, রাণী ও ভৃগুপত্নী আসীনা)

প্রসূতি। গীত।

সাহানা-বাহার—যৎ।

ওহে হর, বাঘাম্বর, কৃপা কর অবলায়।
আকুলা অকূল-মাঝে, রাখ ভোলা,রাঙ্গা পায় ॥
না জানি এ বিসম্বাদে,ফেলিবে কি পরমাদে ;
প্রাণ কাঁদে—
শঙ্কর,সঙ্কটে তার,অঙ্গনা আশ্রয় চায় ॥

তপ। রাণি, দুটী শিবপূজা বাকী আর ;
পূজা-অন্তে—
সদাশিব অবশ্য উদয় হবে,
বর লবে পতির কল্যাণে ;
একমনে পুনঃ কর পূজা।
প্রসূতি। মা গো, নাচে দক্ষিণ নয়ন !
তপ। নাহি ভয় ;
শত-অষ্ট শিবপূজা-ফলে
কোন বিঘ্ন নাহি হবে ;
পূজা কর একমনে ;

(দক্ষের প্রবেশ)

দক্ষ। (স্বগত) দৈব—দৈব !
কাপুরুষ দৈবের অধীন ;
যোগবলে দৈব করি জয়।
সতী মৃতকন্যা মোর ;—
সতী হারাইব,
পদ্মযোনি দেখাইল ভয় ;
সে মমতা করেছি ছেদন।
অপমান অঙ্গনা হইতে,—
অঙ্গচ্ছেদ সতী মম।
বিরিঞ্চির জন্মিয়াছে মতিভ্রম ;—
আদ্যাশক্তি ভাঁড়ের ঘরে !
পল সম বহে যুগসম,
যতদিন শিব-অপমান নাহি করি।

প্রসূতি। গীত।

বেহাগ-বাঁরোয়া—একতালা।

নাচে বাহু তুলে ভোলা ভাবে ভুলে,
বব বম্ বব বম্ গালে বাজে।
রজত-ভূধর, নিন্দি কলেবর ;
শশাঙ্ক সুন্দর ভালে সাজে ॥
প্রেমাধারে ত্রিনয়ন ছল ছল,
ফণী ফন্নফণা, জাহ্নবী কলকল।
জটা-জলদজালমাঝে ॥

দক্ষ। এ কি, শিবপূজা মম গৃহে !
ইন্দ্রিয় কি স্বকর্ম্ম ভুলেছ আজি ?
এ কি, রাণি, স্বচক্ষে যা দেখি ?
তপ। দেবি, সর্ব্বনাশ !—মহারাজ !
দক্ষ। রাণি,
তিনলোকে কোন্ কার্য্য অসাধ্য তোমার ?
তপ। মহারাজ !
দক্ষ। তপস্বিনি,রাজগৃহ নহে তব স্থান।
এ কি পুরোহিত-জায়া !
রাণি, শিবমন্ত্রে দীক্ষা কত দিন ?
প্রসূতি। প্রভু, স্বামীর কল্যাণ
প্রাণপণে নারী যাচে।
দক্ষ। তাই,
প্রাণপণে যাচিতেছ পতি-অপমান !
প্রসূতি। অপরাধ ক্ষমা কর, প্রভু !

দক্ষ। ক্ষমা? সাধ্যাতীত মম।
যজ্ঞ-কার্য্য সমাপ্ত উচিত ;—
যজ্ঞ-অন্তে কৈলাসে তোমার স্থান।
প্রসূত। প্রভু, আমি পদাশ্রিতা তব।
দক্ষ। শিবাশ্রিতা, মমাশ্রিতা নহে তুমি,
ভাল, জিজ্ঞাসি তোমায়—
স্বহস্তে পার কি সব
জঞ্জাল করিতে দূর?
অথবা দেখিবে,
মম পদে সে কার্য্য-সাধন?
সকলে। শিব, শিব, শিব!
দক্ষ। নারীবধ অনুচিত জ্ঞান
সম্বধ না রহে, রাণি!

[শিবলিঙ্গ লইয়া তপস্বিনীর প্রস্থান ও
তৎপশ্চাৎ ভৃগুপত্নীর প্রস্থান।

তপস্বিনি, তপস্বিনি, পাবে প্রতিফল!
(রাণীর প্রতি) উঠ, চল নিজস্থানে ;
আজি হতে বন্দী তুমি,—
রাজ-আজ্ঞা করেছ হেলন।
প্রসূতি। প্রভু, বন্দী পায় চিরদিন।
দক্ষ। রাণি, বুঝাইতে পার মোরে,
অভিমান ত্যজেছ কেমনে?
অতি হীন তুমি ;
নহে ভাঙড়-ঘরণী
তব গর্ভে কি হেতু জন্মিবে?
প্রসূতি। মান অহঙ্কার,
সকলি তোমার চরণে অর্পেছি, প্রভু!
তুমি স্বামী,
আমি ছায়া মাত্র তব।
দক্ষ। আজি তব অধিক বর্ণনা-ছটা ;
বাক্য—যথা কার্য্যের অভাব।
প্রসূতি। প্রভু, ক্ষমা কর অপরাধ।

(চরণধারণ)

দক্ষ। প্রসূতি,
রাজ-অঙ্গে কর নাহি করদান ;
আজ্ঞা পাশ, চল নিজ গৃহে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাসপুরী।

(মহাদেব ও সতী)

সতী। কহ, নাথ!
কি হেতু কাহলে, "ধন্য ধন্য কলিযুগ"
ক্ষুদ্র নর,অন্নগত-প্রাণ—
রিপুর অধীন সবে,
রোগ-শোক-সন্তাপিত ধরা;
পন্থাহারা মানবমণ্ডল,
ভীম ভবার্ণব-মাঝে ;—
কেন কহ, বিশ্বনাথ, "ধন্য কলিযুগ?"
মহা। বুঝ, দেবি, কলিযুগে কৃপা তব কত!
শুনিয়া বর্ণনা, চন্দ্রাননে,
বিকল অন্তর তব ;—
নাহি জানি তবে,
যবে 'মা' বলে তোমারে
ডাকিবে কলির নর,
ব্যাকুল অন্তর কত হবে, হৈমবতি!
ধন্য যুগ,
যাহে নাম-বলে মোক্ষধাম,
লভিবে কীটাণু নরে।
যে বা তব শরণ লইবে,
অমরত্ব পাবে,—
মম সম হবে মৃত্যুঞ্জয়,
কোলে তুলে লবে তারে, সতি!

সতী। বর তরে দেহ, ভোলানাথ,
ত্রিশূল-আঘাত তারে কভু না করিবে,
মা বলে যে ডাকিবে আমারে।
মহা। আছে কি জগতে শক্তি, সতি,
মহাশক্তি-বিরোধিতে ?
সতী। বিশ্বনাথ,
দীর্ঘশ্বাস কি হেতু ত্যজিলে ?
মহা। সতি! না জানি কি আছে, তব মনে ;
তুমিও তোমার লীলা!
সতি, তুমে অন্তরে বাহিরে,
হৃদ্‌পদ্মে তব রূপ,—
সে রূপ বিরূপ কেন হেরি ?
কাঁদে প্রাণ অভিমানে,—
হৃদ্‌পদ্মে ফিরে নাহি চাহে সতী।
কহ হৈমবতি,
কোন্ দোষে দোষী দাস ?
কেন হৃদ্‌পদ্ম শূন্য জ্ঞান হয়,
হের, বক্ষ বাহি, বহে ধারা ;
তারা, হারাব কি তোরে আমি ?
কারণবাসিনি! তব মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম।
সতী। বিশ্বনাথ,
অত ভাঙ নাহি দিব আর।
মহা। বিষপানে রহিল চেতন ;
কৃপায় তোমার দেবি ;
এবে ভাঙে হই অচেতন ;—
কৃপার অভাব তব।
সতী। দাসী আমি তব পদাশ্রিতা,
কেন, নাথ, লজ্জা দেহ ?
শিব শিব শিব,—
শিব মম দেহ প্রাণ,
শিবময় দুনয়ন ;
শিব মম ধ্যান জ্ঞান ;
প্রভু, তুমি মম হৃদয়-ঈশ্বর!
হেন বুঝি মনে দাসীরে ঠেলিবে পায় ;
তাই কহ কৃপার অভাব মম।
নাথ, হেন কথা আর নাহি কবে,
যথা বড় পাব তাহে।
মহা। সতি, তুমি সর্ব্বস্ব আমার!
সতী। বল, নাথ,
ব্যথা নাহি দিবে মোরে আর ?
হেন কথা আর না কহিবে ?
মহা। সতি,
ব্যথা দিব তোরে ?
ব্যথা পাই এ কথা শুনিলে।
তোমা বিনা অচেতন জড় আমি।
সতী। প্রভু, হ'ল তব যোগের সময় ;
যাই আমি আসন প্রস্তুত হেতু।
মহা। হে যোগাস্থা,
যোগ যাগ সকলই আমার তুমি।

[সতীর প্রস্থান।

(নারদের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

কাফি-কানেড়া—কাওয়ালী।

চাঁচর চিকুর আধ, আধ জটা-জাল।
আধ গলে বনমালা দোলে, আধ হাড়মাল॥
আধ ভালে অলকা সাজে
আধ ভালে চাঁদ বিরাজে,
নবজলধর, আধ কলেবর,
আধ শুভ্র রজত-শিখর,
পীত বসন আধ ছাদন, আধ বাঘছাল॥

নার। আশুতোষ, আসিয়াছি বন্দিতে চরণ।
মহাযজ্ঞ আয়োজন হয় দক্ষপুরে,—
মত্তমতি দক্ষ প্রজাপতি,
চিরদ্বেষী তব,—
যজ্ঞের সঙ্কল্প তার শিবত্ব-বিনাশ ;
যজ্ঞ-ভাগ তোমারে না দিবে, প্রভু!
অর্পিল আমারে ভার দক্ষ প্রজাপতি,
নিমন্ত্রণ দিতে ত্রিভুবনে ;

কিন্তু মম প্রাণ কাঁপে ডরে—
অশিব যজ্ঞের কার্য্য করিব কেমনে ?
শুনিনু আকাশবাণী ;—
ঘটনার ফলে দক্ষযজ্ঞ প্রয়োজন ;
কিন্তু, ত্রিলোচন তবু নহে সুস্থ প্রাণ,
শিব-অপমান যাহে, কেমনে করিব ?

মহা। হে নারদ, পালহ আকাশ-বাণী।
দক্ষ প্রজাপতি, তুমি অধীন তাহার ;
উচিত তোমার পালিতে আদেশ তা'র।
চিতা মাখি, নিবাস শ্মশান ;—
মান অপমান কিবা মোর ?
গরল অশন— ভুজঙ্গ ভূষণ,
যজ্ঞভাগে কিবা কাজ ?
নাচি প্রেত সনে ;—
যজ্ঞাসনে বসিতে না রাখি সাধ,
প্রেমে মত্ত থাকি মহাধ্যানে ;
বিশ্ব-কার্য্য জঞ্জাল কেবল !
বসি ধ্যানে তিনলোকে করিয়া কল্যাণ,
শিবত্ব যদ্যপি যায়।

নার। হায়, প্রভু, পরাণ আকুল ;
হুলস্থূল কি হবে না জানি !
শিব-হীন যজ্ঞ কি সম্ভব ?

মহা। কি সম্ভব, কিবা অসম্ভব—
জ্ঞানাতীত জেনো সার।
ইচ্ছাময়ী শক্তির প্রভাবে
কি ফল ফলিবে—কে পাইবে তত্ত্ব তার ?
ইচ্ছায় সংসার, লয় বার বার
ইচ্ছাময়ী ইচ্ছার প্রভাবে ;
ইচ্ছায় মহেশ, ব্রহ্মা, হৃষীকেশ ;
সে ইচ্ছায় যজ্ঞ আয়োজন,—
শুন, তপোধন, হও সেই ইচ্ছাধীন।

নার। ভূতনাথ, শিব-অপমানে
অশিব ফলিবে ফল।
ভাবি, দেবদেব,
বুঝি সৃষ্টি হ'ল না স্থাপন ;—
না পূরিল ধাতার বাসনা।
ভাবি মনে, সৃষ্টিকার্য্যে নাহি রব আর ;
শিব-দ্বেষী সৃষ্টি দেব, কেমনে রহিবে ?

মহা। দ্বেষ নাহি স্পর্শে মোরে, ঋষি !
রহ কার্য্যে, কার্য্য বিনা নাহি পরিত্রাণ,
ইচ্ছায় তাঁহার,
হের কার্য্যে ব্যাপিত সংসার ;
কার্য্য হেতু সৃষ্টি মম,
সত্ত্ব, রজ, তম, ত্রিভাগ এ কার্য্য হেতু।
এক শক্তি অনন্ত আধারে
কার্য্য করে অনন্ত আকার ;
অহঙ্কারে ভাবে "আমি করি"
ত্যজ অহঙ্কার,
নির্ব্বিকার কার্য্যে রহ রত ;
ফলাফল দেখি কিবা প্রয়োজন ?
ফলে কার্য্য যেই শক্তিবলে,
ফলাফল কর তা'রে সমর্পণ।

নার। ভাবি, প্রভু,
শিবহীন-যজ্ঞ আবাহনে,
কে আসিবে যজ্ঞভাগ হেতু ?
আমিও বা যাইব কেমনে ?
কায়মনোবাক্যে, কার্য্যে কিম্বা পরিহাসে,
দেব-দ্বেষী যেই জন,
কোথায় নিস্তার তা'র ?
না জানি কি মায়া-ঘোরে
ফেলিবে দাসেরে দিগম্বর !
কোন মতে শঙ্কা,
প্রভু, ঘোচে না আমার ;
আশুতোষ, হে অন্তর্যামী,
অন্তর বুঝহ মোর।

মহা। শুন ঋষি,
আমি "আমি" নই আর ;—
মহা মোহে আচ্ছন্ন আমার প্রাণ।
যজ্ঞ-ফল সুধাও আমায় ?
দৃষ্টি নাহি ধায়, শঙ্কায় শুকায় প্রাণ ;

নাহি জানি কি আছে সতীর মনে!
শিব নহি শব আমি সতী বিনে।

নার। প্রভু, ক্ষমুন অধীনে;
মতিভ্রম ঘটে মোর।

মহা। কি বুঝিবে, মম প্রাণ বিকল কি ভাবে?
যজ্ঞ পূর্ণ হইবে নিশ্চয়;—
সামান্য সে নহে দক্ষপতি;
যার তপে তুষ্টা ভগবতী,
জন্মিলা তনয়ারূপে ঘরে—
ত্রিলোকে হেন শক্তি কা'র
যজ্ঞবিঘ্ন করে তা'র?
আমি যে শক্তি-অধীন,
সে শক্তি-প্রভাবে যজ্ঞ করে দক্ষপতি;
যজ্ঞ হবে—যাবে অহঙ্কার।
প্রেমে, নহে অহঙ্কারে প্রজা রবে ভবে,—
ভ্রমে দক্ষ ভাবে
অহঙ্কারে রবে ভবে জীব,—
সে ভ্রান্তি ঘুচিবে,
প্রেমে রবে ধরা—যজ্ঞে হইবে প্রচার।

নার। যাই, প্রভু, দেবীর আদেশ লয়ে।

মহা। কোথা, সতীর নিকটে?
নাহি দেহ সমাচার,
মনে পাবে ব্যথা সতী সুলোচনা মোর;
সতী যদি যজ্ঞ-কথা শুনে,
যাবে পিতৃস্থানে,—
না মানিবে মানা মোর।
বিনা আবাহনে,
পতি-নিন্দা মহা অপমানে,
না রহিবে পতিপ্রাণা সতী।
শ্মশানে মশানে থাকি ভাঙপানে,
চিতা-ভস্ম গায়ে মাখি
ছিলাম সন্ন্যাসী এবে গৃহবাসী;
স্বর্ণরাশি ভিখারীর ঘরে!
শুন, তপোধন;—
হৃদয়ে আনন্দ-মূর্ত্তি নাহি দেখি আর;
হেরি শূন্যাকার,
মম দৃষ্টি অধিক না যায়,
কি ফল ফলিবে ঘটনায়
দেখিতে না পাই আর;—
আছি সতী-প্রেম-নীরে ডুবে।
চাই সতী,— যায় বিশ্ব যাক্;
নাহি দেয় নাহি দিক যজ্ঞভাগ;—
ধুতুরায় উদর পূরা'ব,
ভিক্ষা করি সতীরে খাওয়াব;
বাঘছালে
আনন্দে শুইব সতীরে হৃদয়ে ধরি';—
মানা করি সংবাদ দিও না তারে।

নার। দেবদেব পদাশ্রয় দেহ দাসে;—
নির্ব্বিকারে বিকার হেরিয়ে
টুটে মোর দেহের বন্ধন।
হে নারদ, কি বিকার অন্তরে আমার।
তপ, জপ, বিফল সকলই,—
ঠেলিতে না পারি অন্তরের ভার মোর।
হেরি, কোন মতে নারিব ফিরাতে
ঘটনা-প্রবাহরাশি,
তবু প্রাণ চায় হীন জন প্রায়,
কার্য্য-ফল বারিবারে!
সতি, সতি, তুই রে সর্ব্বস্ব মোর!

(সতীর প্রবেশ)

সতী। ডাকিলে কি, ভূতনাথ?

মহা। না না, হইয়াছে যোগের সময়—
যাব আমি যোগাসনে।

সতী। হে নারদ,
এত দিনে পিতার কি পড়িয়াছে মনে
দুঃখিনী তনয়া ব'লে?
এসেছি কৈলাসপুরে বিবাহের দিনে,
সে অবধি তত্ত্ব নাহি মোর;
বসি এই বিজন প্রদেশে,
নাহি প্রতিবাসী, নাহি পুরজন—

একাকিনী থাকি সদা ;
কাঁদি কত বিরলে বসিয়ে
জনক জননী স্মরি,
হে নারদ, দক্ষপুরে কুশল সকলই ?
নার। মাতা, আসিয়াছি বন্দিতে চরণ।
মহা। সতি, গৃহকার্য্য হয়েছে তোমার ?
সতী। কহ সত্য নারদ, আমারে,—
দক্ষপুরে কুশল সকলই ?
নার। দক্ষপুরে সকলই মঙ্গল।
সতী। তবে আসিতেছ পিত্রালয় হ'তে
মার্জ্জনা কি করেছেন পিতা মোরে ?
মহা। সতি, ভুলিবে কি প্রজাপতি—
বরিয়াছ ভিখারী ভাঙড়ে ?
সতী। পিতা মম নহে ত তেমন,
বড় কৃপা মম তাঁ'র প্রতি।
সুধাই নারদ,—ভুলেছেন অপরাধ ?
এস, ঋষি, অন্তঃপুরে,
শুনিব সকল কথা।
নার। মাতা, আছে কার্য্য,
অন্যদিন আসিব কৈলাসে।
সতী। কি বিশেষ প্রয়োজন হেন ?
নার। না, না, নহে কোন বিশেষ কারণ।
সতী। এস তবে অন্তঃপুরে।
নার। মাতা, যেতে হবে বহুদূর।
সতী। সত্য মোরে বল, ঋষিরাজ,
বুঝি মম পিতার নিষেধ
আসিতে কৈলাসপুরী ;—
ব্যস্ত তুমি সে হেতু যাইতে ?
বল সত্য, পিতার কি মানা ?
কন্যা-দান অপমান ঘোচে নি কি তাঁর ?
নার। না, না, এ কি কথা ?
সতী। সত্য কহ ;
নহে দক্ষালয়ে আপনি যাইব,
সুধা'ব পিতায়,
কিবা হেন দোষী তাঁর পায় ;—
তনয়ায় দেন জলাঞ্জলি ? বরিব সে
স্বয়ম্বরে বাছিয়া লইনু পতি,—
নহি অন্য অপরাধী।
বল সত্য—
সুখে রবে মম আশীর্ব্বাদে ;
করি মানা, কর না বঞ্চনা।
নার। কিবা নাহি জান, মাতা,
অন্তর্যামী তুমি ?
কহিতে না জুয়ায় বচন মম।
ভোলানাথ, পড়িনু সঙ্কটে !
সতী। এস,
প্রভু কি করেন মানা কহিতে বারতা ?
এস, ঋষি, অন্যথা না কর বাক্য মোর।

[সতী ও নারদের প্রস্থান।

মহা। কার্য্য-কারণের সূত্র কে করিবে ছেদ ?
কালে
কত হ'ল, গেল কত, দক্ষ প্রজাপতি ;
সমভাবে সৃষ্টি স্থিতি লয়,
চিরদিন হয় ;
ভাবান্তর কভু নাহি তাহে।
তপ—তপ—তপ—
কত সৃষ্টি স্থাপন সময়
তপ কৈনু তিন জনে,
কতই দেখিনু—কতই শিখিনু
তবু মায়া না টুটিল।
এই শিব, এই পুনঃ শব,
এই সৃষ্টি, সৃষ্টির বিপ্লব !
এ মায়া বুঝিয়ে কেবা বুঝে ?
কারণে ফলিবে ফল,
জেনে শুনে অন্তর বিকল ;
চাহি কার্য্য করিতে বারণ !
মহাশক্তি-মায়া কে বা করে দূর ?
মৃত্যুঞ্জয়—সহিতে অনন্ত দুঃখ !
সতি, সতি,

জ্বালি আমারে!
সন্ন্যাসারে কেন রে করিলি গৃহী?

[প্রস্থান।

(নারদ ও সতীর প্রবেশ)

সতী। দেবদেব, যাব আমি পিত্রালয়ে;—
কোথা মহাদেব!
নারদ। মা গো,
যজ্ঞের সংবাদ দিতে মানা ছিল মোরে;
বলেছি তোমারে;—
ডরে কাঁপে কায় দেবি,
কি করেন দিগম্বর শুনি।
সতী। নাহি ভয়, কি দোষ তোমার।
কর উপকার—
নিয়ে যাও পিত্রালয়ে মোরে;—
আসিব প্রভুরে কহি।
কিম্বা যাও, নিমন্ত্রণ দাও তিনলোকে;
যাব আমি নন্দীরে লইয়ে।
নার। মা গো, মানা করি, কর না বাসনা
পিত্রালয়ে করিতে গমন,
অহঙ্কারে দক্ষ যদি করে অপমান?
সতী। হে নারদ, আমি ভিখারীর নারী,—
মান অপমান কিবা মম!
যাঁর মানে মানী আমি,
তাঁর মান টুটিবে ভুবন-মাঝে,
মানে কিবা কার্য্য মোর?
রহি একা বিজন শিখরে!
নাহি প্রতিবাসী, দাস দাসী, পুরজন;
বল্কল বসন, রুদ্রাক্ষ ভূষণ,—
খেদ তাহে নাহি করি;
হেরি ত্রিপুরারি আপন পাসরি।
পতিপ্রেম অতুল ঐশ্বর্য্য মোর।
তাঁর অপমান,
রাখিব এ প্রাণ, মনে নাহি দেহ স্থান।
আহা, অবিরোধী ভূতনাথ,
নাচে গায় প্রমথের সনে,
অভিমান নাহি মনে;
আশুতোষ নাহি জানে রোষ,
শতদোষ করিলে চরণে।
"হর—হর—হর" যেই বলে মুখে,
মহাসুখে কোল দেয় তারে;
তুষ্ট তারে রুষ্ট কহে যেই;—
জিজ্ঞাসিব পিতার সনে,
কোন্ দোষে দোষী দিগম্বর?
স্বয়ম্বরে বরিলাম আমি,
শিবের কি দোষ তাহে?
হে নারদ, কুক্ষণে জনম মম।
আমা লাগি, পতি সনে পিতার বিরোধ,
এ বিবাদ না ঘুচিবে জীবিত থাকিতে।
কি সুখে এ জীবন ধরিব?
জন্মিলাম পতি-অপমান হেতু!

[প্রস্থান।

নার। মা গো, রেখো পায় দীনজনে,
বহি জলে কারণ-সলিলে!

[নারদের প্রস্থান।

(নন্দী ও ভৃঙ্গীর প্রবেশ)

ভৃঙ্গী। কহ নন্দী, কহ সবিশেষ,
কি ভাবে ভবেশে হেরি?
রুদ্রমূর্ত্তি নেহারি শিহরি!
হের স্তম্ভিত কৈলাসপুরী;
নাহি শিঙ্গা-ডমরু-নিনাদ,
ববম্ নাহি বলে গালে ভোলা,
রজত-শিখর কুজ্ঝটিকাবৃত যেন,
ডরে শিরে জাহ্নবী-সলিল
নাহি করে কুলুকুলু ধ্বনি;
ফণিগণে নাহি ত্যজে শ্বাস;

বিভাবসু ভস্ম-মাঝে লুকায়িত,
শঙ্কায় নারিনু চাহিতে বদন-পানে।
প্রণমি চরণে পলায়ে আইনু ত্রাসে;
ভাল মন্দ না বলিল ভোলা;
'ভৃঙ্গী' বলি ডাকিল না মোরে।
ভাই, কাঁদে প্রাণ,—
ভোলা নাহি আদর করিল।

নন্দী। কহি শুন দেখিনু যা আজি,
ক্ষুধায় আকুল গেলেম মায়ের কাছে,
দেখিনু কুটীরে,
অনেক যোগিনীসনে কথা কন মাতা।
কহে অপূর্ব্ব যোগিনী,
শুনি বাণী স্তম্ভিত হইনু।
কহে অপূর্ব্ব যোগিনী,—
'মা, আমারে কত দিনে করিবি সঙ্গিনী?
দক্ষালয়ে কেন রেখে এলি?'
ব্যগ্র হয়ে বুঝাইলা মাতা,
'অল্পদিন—অল্পদিন বাছা,
যাব আমি মেনকার ঘরে,
নিত্য পূজে মেনকা আমায়,
তথা তুই হইবি সঙ্গিনী,
কৈলাসে আনিব তোরে।'
ক্ষিপ্তপ্রায়—
মাতার চরণে কাঁদিয়া লুটিনু,
পা দু'খানি ধরিয়া কহিনু,
'মা তোমারে যাইতে না দিব।'
হাসি' মাতা,
চিবুক ধরিয়ে আদরে কহিল মোরে,
'কেন, নন্দি, কোথা যাব আমি?'
দেখি চেয়ে নাহি সে যোগিনী;
হতবাণী, বার্ত্তা না বুঝিনু কিছু;
কাঁদি নিত্য, তোরে নাহি কহি।
বাবার এ ভাব—মা কহে 'যাইব,'
বল, ভৃঙ্গী কেমনে রহিব মোরা?
ভূতগণে চরণে কে দিবে স্থান?

ভৃঙ্গী। আয়, দোঁহে মিলি করিব সে
শক্তিগুণ গান;
নাচিতে নাচিতে বাবা আসিবে এখনি।

নন্দী। কণ্ঠে মম স্বর না জুয়ায়;
হুতাশে শুকায় প্রাণ।

ভৃঙ্গী। চল তবে যাই ভাই, মায়ের সদনে;
কেঁদে বলি "যেও না জননি"
চল, মাকে নিয়ে যাই বাবার নিকটে।
হাসিমুখ বাবার দেখিব।

নন্দী। দু'কথায় ভুলাবে জননী।
কতবার কত কথা ভাবিলাম মনে;
মা'র কাছে গেলে ভুলে যাই।

ভৃঙ্গী। ভাঙ খেয়ে যাস্ ভুলে তুই;
আমি খুব কাঁদিতে পারিব।

[উভয়ে প্রস্থান।

(মহাদেব ও সতীর প্রবেশ)

সতী। পিত্রালয়ে যাব ভোলানাথ!
দেহ মোরে পাঠাইয়ে।
যজ্ঞ তথা—শুনিনু নারদ-মুখে।
স্বচক্ষে দেখেছ প্রভু, আসিবার দিনে,
গলে ধরে কত মোর কেঁদেছে জননী;
আজও শুনি, কত কাঁদে মোর তরে;
আমারে না হেরে,
দু'নয়নে শত ধারা বহে।
মা আমারে কত ভালবাসে!
ভাবি দিন, যাব মারে দেখিবারে;
নিত্য ভাবি, বলি হে তোমারে;
ত্রাসে নহে সরে ভাষ।
দেখ, আশুতোষ!
কত দিন আছি এ কৈলাসে।

মহা.। এ কি কথা কহ, সতি?
পিত্রালয়ে কেমনে যাইবে?
যজ্ঞ তথা, নিমন্ত্রণ নাহিক কৈলাসে;

আভাষে বুঝিনু,
সমারোহ মম অপমান হেতু।
শুনি, তপে তুষ্ট হরি
চক্র ধরি' রাখিবেন যজ্ঞ তা'র ,
যজ্ঞাহুতি বিধাতার ভার ;
ত্রিসংসারে শিবে যজ্ঞভাগ নাহি দিবে।
আমি হে ভিখারী,
তুমি ভিখারীর নারী ;
হেন যজ্ঞে কেন বা যাইবে ?
অপমান হবে ;
নহে, পিত্রালয়ে যেতে নাহি করি মানা।

সতী। প্রভু, ত্রিসংসারে তব অপমান,
যজ্ঞভাগ না দিবে তোমারে ;
তবে কেন ভাব মম অপমান হেতু ?
নাথ, তব মানে মানী—
তোমা বিনা এ সংসারে নাহি জানি ;
নহি ভিখারিণী—
রাজরাণী কেবা মম সম ?
পতি-প্রেম ঐশ্বর্য্য আমার।
যাব জনকভবন,
পঞ্চানন তাহে অপমান কিবা ?
বিনা আবাহনে কিবা বাধে?

মহা। পতি-প্রাণা সতী তুমি সর্ব্বস্ব আমার,
অহঙ্কারে দক্ষরাজ কত কথা ক'বে,
অভিমানী প্রাণে নাহি সবে তোর।
করি মানা, যেও না যেও না ;
কেন হরে কাঁদাইবি ?
তোরই তরে জটা ধরি শিরে,
ভস্ম মাখি তোর প্রেমে।
নাহি যোগ, যাগ, নাহি তপ ধ্যান,—
ধ্যান, জ্ঞান, সকলই আমার তুমি ;
শূন্য ত্রিসংসার তুমি হ'লে অদর্শন।

সতী। যজ্ঞ হেরি আসিব ফিরিয়ে ;
সুধাব জনকে, কিবা তব অপরাধ।
যদি ভিখারিণী, তবু কন্যা তাঁর ;
কেন মোরে অনাদর ?
কেন ত্রিনলোক-মাঝে
অপমান করেন তোমার ?
স্নেহে মম জনক ভুলিবে,
যজ্ঞভাগ দিবে.
নিমন্ত্রণ আসিবে কৈলাসে ;
যাব,—প্রভু না কর নিষেধ।

মহা। সতি,
কে বা শক্তি ধরে—অপমান করে মোরে ?
তুমি প্রাণ, তুমি মান অপমান,
ভোলার সর্ব্বস্ব তুই সতি !
ভাল হ'ল, ঘুচিল জঞ্জাল,—
না হ'বে যাইতে যজ্ঞভাগ লতে আর।
ভাল হ'ল, ঘুচিল বিশ্বের ভার ;
ভাল হ'ল, গেল ভবে শিবত্ব আমার।
তোরে ল'য়ে নিশ্চিন্ত রহিব,
যোগ যাগ সকলই ছাড়িব,
তোরে লয়ে নিশ্চিন্তে করিব কেলি ;
বিশ্ব-হিত-ধ্যানে না রহিতে হবে আর ;
বিজন কৈলাসে—তুমি রাণী, আমি রাজা ;
লীলায় আনন্দে রব।

সতী। তুমি সাধে কি ভিখারী ?
বিশ্বকার্য্যে কেমনে রহিবে,
ভাঙপানে মন তব।
হোক্ মেনে, বিশ্বনাথ,
কথা শুনিবারে ভালবাসি ?
দিবানিশি রবে মম পাশে,—
ভূত লয়ে কে নাচিবে ?
দেখেছি, দেখেছি ;
রয়েছি কৈলাসে আমি,
নূতন ত নহে আজি।
যতক্ষণ রহ মোর পাশে,
সদা অন্যমন,
ভাব, কতক্ষণে যাইবে ভূতের দলে ;
কুতূহলে নৃত্য হবে—হবে ভাঙপান।

মহা। সতি, অন্য মন নাহি কি কারণ?
কেন তুমি বল তবে দক্ষালয়ে যাবে?
সতী। প্রভু, ক্ষতি কিবা নাহি জানি।
চিরদিন অলস তোমার;
নারী হয়ে দিতে পারি যদি যজ্ঞভাগ,
অমত কি-স্তব তায়?
মহা। সতি, নিত্য সুধাই তোমার,
ছাড়িবে না কভু মোরে.
নিত্য কহ "ছাড়িব না।"
তবু মন নাহি বুঝে,
আজি ছেড়ে যেতে চাও,
কেন পাগলে কাঁদাও?
গেলে তুমি আসিবে না আর।
সতী। কেন নাথ!
তোমা ছেড়ে রহিতে কি পারি?
যজ্ঞ হেরি আসিব ফিরিয়ে;
অন্য কেন ভাব, প্রভু?
যাই নাথ, কর না নিষেধ।
মহা। যাবে যদি কি হেতু সুধাও মোরে?
কর যে বা অভিরুচি।
সতী। প্রভু, নাহি কর রোষ,
মানা নাহি কর যজ্ঞে যেতে;
বল "যাও যজ্ঞালয়ে।"
মহা। কহি তোরে,
অন্তর শিহরে যজ্ঞ-কথা মনে হ'লে;
পতি-অপমানে নিশ্চয় ত্যজিবি প্রাণ।
সতী। প্রভু,
প্রাণ মম কঠিন পাষাণ হতে;
নহে ত্রিসংসারে তব অপমান,
ছার প্রাণ এখনো রেখেছি?
সতী নাম কেন দিলে মাতা?
পতি-ভক্তি এই কি আমার?
যজ্ঞে যেতে মানা নাহি কর মোরে;
যদি তব পদে থাকে মতি,
দেখিব কেমনে,
ত্রিসংসার মিলি, হরে করে অপমান।
আজ্ঞা দেহ, যাব দক্ষপুরে।
মহা। সতি, যেতে নাহি দিব তোরে।
সতী। কহি সত্য, অন্ন জল ত্যজিব কৈলাসে।
মহা। অন্ন পানি খাও বা না খাও,
কোন মতে যাইতে না দিব।
সতী। শুন, ভোলানাথ, মহা দ্বন্দ্ব হবে আজি।
যাব, হাসি-মুখে করহ বিদায়।
মহা। হাসিমুখ রাখ নাই তুমি।
ইচ্ছা যদি যাও;
আমি নাহি যাইতে কহিব।
সতী। নাথ, ধরি পায়, ক'র না নিষেধ।
মহা। ইচ্ছা যাও মোরে না সুধাও।
চলে যাই, হ'ল আসি ধ্যানের সময়।
(গমনোদ্যত)
(সতীর অন্তর্দ্ধান এবং কালীমূর্ত্তির আবির্ভাব)
এ কি ভয়ঙ্করী করালবদনা,
লোল জিহ্বা রুধির-মগনা,
গলিত-রুধির-মুণ্ডমালা গলে বিলম্বিত,
মহা মুণ্ড করে, রক্ত-স্রোত ঝরে,
খড়্গ ভাসে রক্তধারে;
রক্তোৎপল দ্বিভুজ দক্ষিণে!
বিবসনা বিকট-দশনা ত্রিনয়না;
চন্দ্রখণ্ড শোভে ভালে!
কোথা যাব—কোথায় পলাব?
(পলায়নোদ্যত)
(তারামূর্ত্তির আবির্ভাব)
ত্রাহি! ত্রাহি!
কে রে নব-নীরদ-বরণী?
ঊর্দ্ধজটা বিভূষিত ফণী,
লম্বোদরা, বাঘাম্বরা, ঘোরাননা,
পঞ্চ অর্দ্ধ চন্দ্র শোভে ভালে,
অগ্নি ক্ষরে ত্রিনয়নে,
নৃমুণ্ডমালিনী, চতুর্ভুজা;
মুণ্ড খড়্গ খর্পর কমল সাজে!

রাখ পায়, সভয় মহেশ,
কোথা যাব ? কেমনে পলাব ?
(পলায়নোদ্যত)
(ষোড়শীমূর্ত্তির আবির্ভাব)
পঞ্চ প্রেতপরে কে বামা বিহরে ?
রক্ত-বর্ণা, ত্রিনয়না, শশিচূড়া ;
চতুর্ভুজে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর ;
এলোকেশী ভয় বাসি হেরি !
(পলায়নোদ্যত।
(ভুবনেশ্বরীমূর্ত্তির আবির্ভাব)
অম্বুজ-আসনা, ত্রিনয়না ;
রত্নরাজী-বিভূষণা !
রক্তবর্ণা ; চতুর্ভুজে পাশাঙ্কুশ-বরাভয় !
কৃপা কর পাগল ভোলারে।
কোথা যাব ? কেমনে পলাব ?
(পলায়নোদ্যত।
(ভৈরবীমূর্ত্তির আবির্ভাব)
অক্ষ মালা পুঁথি বরাভয়,
শোণিত মৃণাল চারি ভুজে,
রক্তবর্ণ অমল কমলে,
মুণ্ডমালা দল দল দোলে,
মণিময় হার সনে ;
এলোকেশী কে গো ভয়ঙ্করী ?
রাখ গো পাগল ভোলা।
(পলায়নোদ্যত)
(ছিন্নমস্তা-মূর্ত্তির আবির্ভাব)
ছিন্নমস্তা, ত্রিধারে রুধির ক্ষরে ;
দুই ধারে পিইছে যোগিনী,
উলঙ্গিনী ছিন্নমুখে রক্ত খায়,
চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি ত্রিনয়নে ;
শিশুশশী শিহরে কপাল-দেশে !
কে রে ভীমা রক্তোৎপলকায়,
বিপরীত রতি দলি পায়,
হরে ভয় দেখাও আসিয়ে ?
(পলায়নোদ্যত)

(ধূমাবতীমূর্ত্তির আবির্ভাব)
ঘোর ধূম্রবর্ণা বৃদ্ধা কাকধ্বজ রথে,
বিস্তার বদনা, পতিহীনা ;
ক্ষুধায় আকুলা বিভীষণা ;
কুলা করে, কাঁপে অন্য কর।
ত্রাহি, ত্রাহি,—
রক্ষা কর দিগম্বরে !
(পলায়নোদ্যত)
(বগলামুখী-মূর্ত্তির আবির্ভাব)
শশাঙ্ক-শেখরী, ত্রিনয়না,
রত্ন-সিংহাসনে,
পীত-বস্ত্রা, পীতবর্ণা কে রে বামা ?
কে রে ভয়ঙ্করী,
জিহ্বা ধরি' অসুরে মুদ্গরে বধ ?
শঙ্কায় আকুল প্রাণ মোর।
(পলায়নোদ্যত)
রক্ত-পদ্ম-শ্যামা ;
করপদ্মে খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ শোভে ;
বিধুমৌলি ত্রিনেত্রা,
অনল ক্ষরে তাহে !
রাখ হরে রাঙ্গা পায়।
(পলায়নোদ্যত)
(মহালক্ষ্মীমূর্ত্তির আবির্ভাব)
স্বর্ণ-বর্ণা নলিনী-আসনা ;
পদ্ম-দ্বয়-বরাভয়-কর ;
চতুর্দ্দন্ত শ্বেত মত্ত করী,
চারিদিকে রত্ন ঘট ধরি' ;
অমৃত বরষে শিরে,
হেরি' অন্তর শিহরে ;
অপাঙ্গে নেহার বামা।

মহালক্ষ্মী। যার তরে একার্ণবে শক্তির সাধন,
তার কথা করি অযতন—
কোথা যাও, মহেশ্বর ?

মহা। সতি, সতি !
কবে তোরে করিয়াছি অযতন ?

(মহালক্ষ্মীমূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান ও সতীর প্রবেশ)

এ কি! কোথা বামা নলিনী-বাসিনী?
সতি, সতি, কোথা ছিলে এতক্ষণ?
হায়, ফুটিয়ে না ফুটে আঁখি মোর;
মায়া-ঘোর কেমনে ছেদিব?
মহামায়া আপনি করিছে ছল!
সতি, নিষেধ না করি আর,
যাও পিত্রালয়ে;
কিন্তু, ভুল' না—ভুল' না ভাঙড়েরে।
তব অদর্শনে,
ক্ষেপা তোর আকুল হইবে।
কি কহিব আর,
অন্তরের সার তুমি মর্ম্ম;
তোমা বিনে শব আমি।

সতী। নাথ. কেন এত মিনতি দাসীরে?
তব আজ্ঞাকারী,
রহিতে কি পারি তোমা ছাড়ি?
কেন ভাব, ভোলানাথ!
তব পদাশ্রিতা চিরদিন।

মহা। আর ভুলাও না—আর ভুলিব না।
সতি, তোমা বিনা পলকে প্রলয় জ্ঞান!
সতি, একান্ত কি ছেড়ে যাবি?

সতী। হাসিমুখে আদেশ, মহেশ।

মহা। এস প্রিয়ে, মনে রেখ ভিখারীরে।
নন্দি, নন্দি!

(নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী। কি আদেশ, দেবদেব!

মহা। ওরে সতী যাবে কৈলাস ছাড়িয়ে;
আন রথ সাজাইয়ে।

নন্দী। বাবা পায়ে ধরি, যাইতে দিও না,
মা গেলে, মা ফিরিবে না আর।
ও মা, যাস্ নে গো ভূতগণে ফেলে।

(ভৃঙ্গীর প্রবেশ)

ভৃঙ্গী। নন্দী পায়ে ধর, ভুলে যাস্ তুই,
মাকে যেতে দিস্ নে কখনও।
ভূতগণে আদরে কে অন্ন দিবে?

নন্দী। ও মা, কোথা যাবি?
গেলে তুই আর না ফিরিবি,
বলেছিস্ যোগিনীরে,
স্বকর্ণে শুনেছি আমি।
ও মা,
হও না নিদয়া কুৎসিত তনয়গণে।
ও মা, তোমা বিনে,
আঁধার কৈলাসে কে রবে জননি, বল?
বাবা আকুল হবে, কে তারে বুঝাবে?
কেন গো নিঠুর হ'লে?
ও মা, "মা" ব'লে ডাকিব কা'রে, বল?
ও গো, কারে ডেকে জুড়াব হৃদয়স্থল?
ও মা,
ভূতদলে পুত্র ব'লে কেবা মুখ চা'বে?

সতী। কেন নন্দি, কেন ভৃঙ্গি, ভাব অকারণ?
খাদ্যদ্রব্য কত,
এনে দিব পিত্রালয় হ'তে।

ভৃঙ্গী। মা, ভুলাতে নারিবে;
ছেড়ে যাবে তাই কর ছলা।
মা, মা,'ক'র না গো কৈলাস আঁধার।

সতী। দেখ নন্দি, দেখ ভৃঙ্গি,
মহাযজ্ঞ হবে তাই যাই;
তোরা সব যাবি,
নন্দি, তুই সঙ্গে যাবি,
কি হেতু কাঁদিস্ আর?
আন রথ।

[নন্দীর প্রস্থান।

ভৃঙ্গি, বাছা, কেঁদ নাক আর।

ভৃঙ্গী। বাবা যাবে?

সতী। যাবে।

ভৃঙ্গী। বাবা, মা কি যাবে তবে?

মহা। ভৃঙ্গি, রাখিতে নারিবি।
সতি, মনে হয়

বুঝি বিশ্ব লয় এখনি হইবে !
অন্তরে আমার মহা হাহাকার-ধ্বনি !
হৃদ্‌পদ্মে টলেছে আসন তোর ;
বল কোন্ দোষে দোষী ?
কেন ছেড়ে যাবে ?
কেন হে ভাসাবে মোরে ?
ভাবি মনে
ক্ষুদ্রকীট হ'য়ে থাকি তোরে লয়ে,
শিবত্বের হেতু দ্বন্দ্ব নাহি বাধে আর।
সতি তোর আনন্দ-মূরতি,
নয়নের ভাতি মোর ;
সে আলো নিভাবে কেন বল ?
আর কি কৈলাস-পুরে রব,
আর কি সংসার-পানে চাব,
বিশ্বের কল্যাণে আর কি বসিব ধ্যানে ?
জ্ঞানহারা তোমারে হারাই যদি।

(নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী সাজায়ে এনেছি রথ।
ভৃঙ্গী। রহ আগুলিয়া পথ,
বাবা কাঁদে মাকে ছেড়ে নাহি দিব।
সতী। নাথ, হাসি মুখে বল "এস।"
তোমা ছেড়ে রহিতে কি পারি ?
ত্রিপুরারি !
আমি আশ্রয়বিহীনা তোমা বিনে।
মহা। নন্দি, যা রে সাবধানে ;
এনে দিস্ ভিখারীর নিধি।
শিব-হীন যজ্ঞ দক্ষপুরে,
সতী মানা না মানিবে,
যজ্ঞস্থলে যাবে,
কত লোকে কত কথা কবে,
সবে কি কোমল প্রাণে ?
যদি কেহ কুভাবে আমায়,
রুষ্ট তুমি নাহি হও তায়,
তুষ্ট করো মিষ্টভাষে।
নন্দি, বাক্য ধর, বিবাদ না কর,
সতীরে এন রে ঘরে।
দক্ষ কত কবে কুবচন ;
যদি সতী হয় উচাটন,
প্রবোধিয়ে নিয়ে এস রথে ক'রে।
নন্দি, কি বলিব আর,
সতীরে আমার—
কোন মতে আনিবে কৈলাসে,
ওরে, রহিলাম পথপানে চেয়ে।
সতি, সতি, এস তবে, প্রাণেশ্বরি,
ভুল না ভোলায়ে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(দক্ষ)

দক্ষ। অপমান পূর্ণ-মাত্রা হবে প্রতিশোধ।
আরে রে অবোধ,—আরে রে ভাঙ্গড়,
শূল লয়ে কর ভারিভুরি,
ভাব সংসারের ভার তব ?
সে দম্ভ ঘুচিবে,
সৃষ্টি রবে সংহার বিহনে।
কিন্তু মম চিন্তা নাহি হয় দূর,
বিঘ্ন কে করিবে ?
আপনি আসিবে বিষ্ণু যজ্ঞরক্ষা হেতু,
প্রতিশ্রুত মোর ঠাঁই।
তিনলোক পক্ষ মম,
যজ্ঞে হবে উপস্থিত,
একা শিব কি বাদ সাধিবে ?
না না, তবু চিন্তা নাহি হয় দূর।
হেয় প্রাণ, এখনও সতীরে পড়ে মনে,
আগে যজ্ঞ হ'ক সমাধান,

কন্যার মমতা যদি না পারি ছেদিতে,
তুষানল প্রায়শ্চিত্ত মোর!
দেখ বুদ্ধিভ্রম,
যজ্ঞ করি মৃত্যু-নিবারণ-হেতু,
মৃত্যু, চিন্তা করি পুনঃ আপনার;
অনাচার-নিবারণে মৃত্যু না রহিবে,
প্রজাবৃদ্ধি সহজে হইবে,
যুক্তিতে না হেরি কোন অশুভ ঘটনা।
কিন্তু তবু না ঘুচে ভাবনা,
তপোবল অধিক তাহার,
তপোবল নাহি কি আমার?

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ!
আসিতেছে যজ্ঞস্থানে নিমন্ত্রিতগণে।

দক্ষ। কহ মন্ত্রিগণে,
দেয় সবে যথাযোগ্য স্থান।

[দূতের প্রস্থান।

কিন্তু যদি এ যজ্ঞ না হয় সমাধান,
অপমান রাখিতে নাহিক স্থল।

(ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রবেশ)

প্রণাম চরণে তাত,
প্রণমি হে চক্রপাণি,
কি কহিব কত কৃপা তব,
মহাকার্য্য উদ্ধারিব প্রসাদে তোমার।

বিষ্ণু। দক্ষরাজ, যজ্ঞরক্ষা করিব তোমার,
বাক্য মম না হবে অন্যথা।
কিন্তু,
প্রজার স্থাপনা যদি উদ্দেশ্য তোমার,
শিবে কেন নাহি দেহ যজ্ঞভাগ?
শিব বিনা যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হবে।

দক্ষ। যজ্ঞ পূর্ণ হয় বা না হয়,
এ কথা নিশ্চয়, শিবে ভাগ নাহি দিব।
আশ্বাস দিয়েছ মোরে, ওহে যজ্ঞেশ্বর!
যজ্ঞ রক্ষা আপনি করিবে,
তাহে যদি অমত তোমার,
অঙ্গীকার যদি নাহি পাল,
যজ্ঞে তাহে নাহি দিব ক্ষমা,
কর দেব যথা রুচি তব।

বিষ্ণু। যজ্ঞরক্ষা অবশ্য করিব,
বাক্য মম হবে না খণ্ডন;
কিন্তু প্রয়োজন বুঝিতে না পারি।
প্রজার বর্দ্ধন,
কিবা শিব-অপমান মনোগত তব;
এক যজ্ঞে দুই ফল কভু না সম্ভবে।

দক্ষ। যুক্তির সময় আর কোথা চক্রপাণি!
হইয়াছি অগ্রসর,
তিন পুর সমাগত নিমন্ত্রণে,
ফিরিতে না পারি আর।
যজ্ঞফলে প্রজা রক্ষা যদি নাহি হয়,
অনাচার নিবারণ হইবে নিশ্চয়;
শিব-ভয় না রহিবে লোকে।
হয়েছে সময় যেতে হবে যজ্ঞস্থলে;
যদি হয় অভিমত,
আসিবেন যজ্ঞ-অংশ হেতু।

[দক্ষের প্রস্থান।

ব্রহ্মা। কহ হরি, কি উপায় করি?
দেখিলে ত কোন মতে দক্ষ না বুঝিবে?
মহা-প্রলয় ঘটিবে,
না হইবে নিবারণ;
চক্রী তুমি, তব চক্র বুঝিতে না পারি।
আসিয়াছ যজ্ঞের রক্ষণে,
হর-হরি দ্বন্দ্বে বিশ্ব অবশ্য মজিবে।

বিষ্ণু। হে বিরিঞ্চি,
বুঝিয়া না বুঝ কি কারণ?
দ্বন্দ্ব কার সনে!
হর-হরি এক-আত্মা জেন চিরদিন।
দক্ষযজ্ঞে ত্রৈলোক্যে দেখাব,—
শিবদ্বেষী মূঢ় যেই জন,
মম শক্তি নহে কদাচন
রক্ষিতে সে দুরাচারে;

তিন লোক করিলে সহায়,
ত্রিপুরারি অরি যদি হয়,
কোন মতে রক্ষা নাহি তার!
ত্রিসংসার এ তত্ত্ব বুঝিবে;
পূজা দিবে মঙ্গল-আলয় শিবে;
সৃষ্টি হবে মঙ্গল-আলয়।
যজ্ঞ হবে ছারখার,
অমঙ্গল একত্রে সংহার,
অহঙ্কার বিগলিত;
দক্ষযজ্ঞে মহা প্রয়োজন,
হবে মহামার ছারখার ত্রিসংসার।
শিবদ্বেষী প্রজাপতি,
ধ্বংস বিনা উন্নতি না হয়;
চল, যজ্ঞে হই অধিষ্ঠান।
ব্রহ্মা। মম সৃষ্টিভার, পালন তোমার হরি।
বিষ্ণু। কার ভার পদ্মযোনি!
ভার যার—আসিতেছে সেই।
শুন, রথচক্র গভীর গরজে
আসিছেন মহামায়া।
চল যজ্ঞস্থানে,
দেখি নয়নে কি রূপ মায়ের আজি।
রাঙ্গা পদে রাঙ্গা জবা কিবা সাজে,
ভক্ত নন্দী দেছে উপহার;
ভাণ্ডারের সার অলঙ্কার,
কুবের দিয়েছে স্বহস্তে সাজায়ে মায়ে;
সফল জনম তার।
দেখিনু কৈলাসে,
আহা, কিবা রূপ ধ্যানাতীত।
মায়ের চরণতলে যাচিনু অভয়,
আশ্বাস দিলেন মাতা;
অভয়া না অভয় দানিলে
শিবহীন যজ্ঞে হবে কেমনে উদয়।
নাহি ভয়,
মায়ের কৃপায় সকলই হইবে শুভ।
ব্রহ্মা। হবে ধৈর্য্য জননীর মনে।
আশ্বাসিত আছি আমি দৈববাণী শুনে,
তনু ত্যাগ করিবেন মাতা;
প্রেমে হবে সৃষ্টির বন্ধন।
বিষ্ণু। অকারণ শঙ্কা কিবা তব?
[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(অন্তঃপুর)

(ভৃগুপত্নী আসীনা, সতীর প্রবেশ)

ভৃ-পত্নী। এস, এস, দেখ গো প্রসূতি!
সতী তোর সেজে এল।
মরি, মরি, কি বা রূপ হেরি,
কে বলে গো ভিখারীর নারী!
কি বা অলঙ্কার,
যেখানে যা সাজে দিয়েছে জামাই তোর,
রূপে করে দক্ষপুরী আলো।

(প্রসূতির প্রবেশ)

প্রসূতি। কে সতী, কৈ সতী মা আমার!
ও গো স্বর্ণলতা কালি হয়ে গেছে,
বুঝি স্বপ্ন ফলে গো আমার!
ও মা, মা আমার!
ও মা, স্বপ্নে তোরে দেখিয়াছি কালি,
কালী হ'য়ে দাঁড়ালি মা এসে;
স্বপ্নে সতী ছেড়ে গেছে মোরে,
ও মা মায়েরে কি ছেড়ে যাবি?
আমি দুঃখিনী জননী তোর,
মা ব'লে কি রাখিবি গো মনে?
শুনি চতুর্ম্মুখ-মুখে,
শক্তিরূপা সনাতনী তুমি।
ও মা তুমি যে হও সে হও,
দশ মাস ধরেছি জঠরে তোরে,
মার মনে দিস্ নে মা ব্যথা।
সতী। ও মা, আইনু মা নিমন্ত্রণ বিনা,

তাই ত গো হ'ল দেখা।
ওগো সাধে কি হয়েছ কালি!
ও মা দুহিতা তোমার,
পতি বিনা নাহি জানে আর;
ত্রিসংসারে অপমান তাঁর,
শুনিনু নারদ-মুখে;
ভেবে কালি হয়েছি জননী।
ও মা, অবিরোধী পতি মোর,
সংসার-বৈভব বিলায়ে সবারে,
পতি মোর হয়েছে ভিখারী,
এই কি মা অপরাধ তাঁর?
সমুদ্র-মন্থনে,
সুধা সনে রতন উঠিল কত,
বাটি নিল দেবগণে মিলি,
দিগম্বর গরলের ভাগী।
পিতার আদেশে;
যার পানে পরাণ ধাইল—
মালা দিনু তার গলে।
পত্নী হেতু দেবদেব হতমান,
তবু তাহে তিল নাহি গণে;
কভু মোরে কুবচন নাহি কহে,
আশুতোষ, কভু নাহি রোষ।
ধিক্ প্রাণ হেন পতি মানহীন!
ও মা, ধরি পায়, করি গো মিনতি,
কহ গো জনকে মোর,
তনয়ারে রাখিবারে পায়,
যজ্ঞভাগ দিতে বল হরে।
প্রসূতি। হায় সতি, অভাগিনী আমি!
রাজা নাহি শুনিবে বচন,
বিরিঞ্চির বাক্য অবহেলে;
বধিবে আমায় যদি কথা আনি মুখে।
ও মা, কি কব গো আর,
মানা মোরে তত্ত্ব নিতে তোর,
নাহি মায়া নৃপতির মনে,
কুবচন সহি কত;
কি কব গো বন্দী আমি পুরে,
ও মা, বড় অভাগিনী আমি।
সতী। তবে আমি যাব পিতার সদনে।
প্রসূতি। মানা করি যাসনে গো সতি,
তোরে হেরে দ্বিগুণ বাড়িবে ক্রোধ;
কত কটু কবে,
নাহি সবে তোর—বড় অভিমানী তুই।
ও মা,
মমতা ছেদিয়া শ্মশান ক'রেছে প্রাণ!
সতী। কৃপাহীন মম প্রতি পিতা কভু নন;
শীর্ণকায় দেখিয়া আমায়,
মায়া মনে হবে তাঁর;
কৈলাসে গো যাবে নিমন্ত্রণ,
পতি সনে মিটিবে বিবাদ।
প্রসূতি। ও মা, একে আর হবে তায়,
ও গো বড় নিদারুণ,
দ্বিগুণ জ্বলিবে ক্রোধ।
সতী। কেন ভাব মা আমার,
বড় স্নেহ তাঁর,
ভুলিতে মা নারিবেন মোরে;
যাব যজ্ঞে মানা নাহি কর।
প্রসূতি। ওগো, বুঝেছি বুঝেছি—
ভেঙ্গেছে কপাল মোর!
বজ্রসম বাণী সবে না মা তোর প্রাণে;
পতিপ্রাণা পতি-নিন্দা শুনি,
অভাগীরে ফাঁকি দিবি।
সতী। মা গো, কি ফল এ ছার প্রাণ রাখি?
যাব যজ্ঞে—কহিব জনকে,
ভিখারীরে করিতে বঞ্চনা
কেন হেন আয়োজন?
ও মা ভিখারিণী—যাইতে ত নাহি মানা,
ভিক্ষা মেগে লব যজ্ঞভাগ,
নহে মাতা পরাণ ত্যজিব;
অলক্ষণা, স্বামীর কণ্টক আমি।
প্রসূতি। ও মা, ও মা,

আমি ত গো নহি অপরাধী,
কেন শেল দিয়ে যাবি বুকে ?
সতী। ও মা, কন্যা আমি,
নীতিবাণী সুধাই তোমার ;
যার তরে পতি লজ্জা পায়,
প্রায়শ্চিত্ত কিবা তার ?
শুনেছি যজ্ঞের ফল প্রজার রক্ষণ।
প্রজাপতি পিতা মোর,
প্রজা রক্ষা কেমনে গো হবে ?
নারী যদি পতিনিন্দা সবে,
কার তরে গৃহী হবে নর ?
প্রজাপতি-দুহিতা গো আমি,
ও মা, পতিনিন্দা কেমনে সব ?
প্রসূতি। ও মা, কাঁদিতে কাঁদিতে
দিয়াছিনু বিদায় তোমারে ;
কাঁদিতে গো বুঝি পুনঃ দেখা !
সতি !
চাঁদমুখে আর কি রে মা বলে ডাকিবি ?
ক্ষুধা পেলে ধেয়ে কি আসিবি,
অঞ্চল ধরিবি মোর ?
ও মা, প্রসবিনু যে দিন তোমারে,
সেই দিন হতে দিন দিন পড়ে মনে।
কি হবে গো—
কি হবে গো, মা আমার !
সতী। বাধা মোরে দিও না জননি,
পতি-ভক্তি শিখাও মা মোরে,
কে শিখাবে তুমি না শিখালে,
দে মা বিদায় আমায়।
প্রসূতি। সতি, সতি, মা আমার !
ও মা তোরে কি ব'লে বিদায় দিব।
যাবি যদি জনমের মত,
মা ব'লে মা ডাক মোরে।
সতী। মা, মা, যাই যজ্ঞে মা আমার !
[সতীর প্রস্থান।
প্রসূতি। বল গো কি হবে মোর ?
ভৃ-পত্নী। বিধাতার মনে যা আছে তা হবে,
রাণি, কি হবে কাঁদিলে আর ?
হায় ! জঞ্জাল বাধিবে—
ব'লেছিল মুনি মোরে ;
চল গৃহে,
গবাক্ষ হইতে দেখি যজ্ঞ কিবা হয়।
প্রসূতি। ও মা সতি,
মার প্রতি কেন মা নিদয়া তুই ?
[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞস্থল।

(ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবগণ, নারদ, দধীচি ইত্যাদি ঋষিগণ ও দক্ষ উপস্থিত)

দধীচি। রাজা !
হেন যজ্ঞ-সমারোহ দেখি নাই কভু ;
সুলভ দুর্লভ সুসাধ্য অসাধ্য যাহা
আয়োজন রয়েছে সকলি।
কিবা সভা, তিন লোক সমাগত,
কিন্তু কোথা পুরুষ-প্রধান,
মহেশ্বরে কেন নাহি হেরি ?
শিব অধিকার—শিবের সংসার,
যজ্ঞভাগ তাঁর ;
বিশেষতঃ জামাতা তোমার,
অগ্রে তাঁর অধিষ্ঠান ;
কোথা উচ্চাসন দেবদেব হেতু ?
কেমনে বা যজ্ঞ আরম্ভিবে—
সদাশিবে না পূজিলে আগে ?
কে যজ্ঞ রাখিবে,
যজ্ঞে নানা বিঘ্ন হয় প্রজাপতি।
দক্ষ। হের মুনি, যজ্ঞেশ্বর হরি,
আপনি উদয় হেথা যজ্ঞরক্ষা হেতু

ভ্রান্তি তব ঘুচে নাই মনে,
শিব-অধিকার কিবা?
আছে ভূতগণ, আছে বৃদ্ধ বৃষ,
এই ত সম্বল তার!
সুধাই তোমার,
'শিব' নাম'কে দিয়েছে তার?
অমঙ্গলহেতু সে ভাঙড়;
মৃত্যু হ'তে অমঙ্গল কিবা?
লয় কর্ত্তা,অনাচার সৃষ্টি তার।
দেবদেব নাম,—
ভ্রান্ত জীব না করে বিচার,
স্বেচ্ছাচার দৃষ্টান্তে তাহার,
কালগ্রাসে পশে অত্যাচারে;
এই হেতু লয়-কর্ত্তা দেবদেব হর।
শুন মুনি যজ্ঞের যে প্রয়োজন,
মহাদেব ভিখারী ভাঙড়,
হেন সংস্কার
ত্রিসংসারে আর না রাখিব;
শিষ্টাচারে মানব স্থাপিব ভবে।
মৃত্যু হেতু ভয়,
তাই জীব সংসারে না রয়;
মৃত্যু-ভয় করিব খণ্ডন,
স্বেচ্ছাচার করিব দমন,
পিশাচ না পূজা পাবে।
শুন মুনি, জ্ঞানহীন তুমি,
ক্ষমিলাম অপরাধ;
শিব-নাম মুখে নাহি আন আর।
শিব-নাম যে আনিবে মুখে,
প্রেতপুরে স্থান তার।

দধীচি। শিব! শিব! শিব!
এ কি! ত্রিসংসার শিব-নিন্দা শোনে!
বুঝি প্রলয় নিকট আসি।
শিব! শিব! শিব!
শিবনাম না আনিব মুখে?
প্রজাপতি, শিবের প্রসাদে,
কোটি প্রজাপতি নাহি গণি,
শিব-নাম করি উচ্চৈঃস্বরে,
নিবার হে মহারাজ!
কিবা শক্তি ধর দক্ষরাজ,
শিবনাম লইতে নিষেধ কর?

দক্ষ। শক্তি মম এখনি বুঝিবে;
কে আছ রে, দণ্ড দেহ দুরাচারে।

দধীচি। এই মাত্র শক্তি তব?
খণ্ড খণ্ড কর তনু মোর,
দেখ রাজা,
শিব নাম আনি বা না আনি মুখে!
শিব! শিব! শিব!
দেহ আদেশ রক্ষকে,
কিবা দণ্ড দিবে মোরে।

দক্ষ। বহিষ্কৃত কর এ ব্রাহ্মণে।

দধীচি। রক্ষিগণে কেন কষ্ট দিবে?
শিব-হীন যজ্ঞে কে রহিবে?
যথা শিব-অপমান,
ত্যজে স্থান সাধুজন।
কিন্তু শুন হিতবাণী,
বহু যত্নে করিয়াছ আয়োজন;
মহাকার্য্য প্রজার স্থাপন,
আগে কর শিবপূজা।
নহে যদি চন্দ্র সূর্য্য নড়ে,
সাগরে না রহে নীর,
জেন স্থির,যজ্ঞ তব যাবে রসাতল!
অনাদি সে পুরুষ-প্রবর,
শক্তি যার প্রেমে বাঁধা,
বাদ নাহি কর তার সনে।

দক্ষ। রক্ষি,ব্রাহ্মণে কর রে দূর।

দধীচি। দূর কর মোরে,
তবু কহি—কর শিবপূজা;
যত্ন করি নাহি আন অমঙ্গল।
শিব! শিব! শিব!
দিগম্বর! করহ মার্জ্জনা,

তব নিন্দা শুনিনু এ পাপ কাণে।
শুন শুন! যজ্ঞে যে বা আছ উপস্থিত;
কদাচিৎ না রহ এ স্থানে।
যাও পলাইয়ে,
নহে, রুদ্ররোষে না পাবে নিস্তার।
[দধীচির প্রস্থান।

দক্ষ। আদেশ হে সভাস্থিতগণ,
যজ্ঞারম্ভ করি আমি।
যদি কেহ থাকে এ সভায়
শিব-নিন্দা ফোটে যার গায়,
সভা ত্যজি যাইতে উচিত তার;
কিন্তু কেহ নাহি কর ভয়,
কি করিতে পারে সে ভাওড়!
আছে সংস্কার,
মহারুদ্র ভূতের প্রধান,
ভ্রান্তি মাত্র তাহা।
ভিক্ষা যার জীবন-উপায়,
কি সম্ভব তার হতে!
দ্বারে যদি আসে সে ভিক্ষুক,
দ্বারপাল করিবে বিদায়।
যজ্ঞে বসি, আদেশ হে হরি,
আদেশ, বিধাতা!

(সতীর প্রবেশ)

সতী। পিতা,
ভিখারিণী প্রণমে তোমার পায়।

দক্ষ। সত্য বিঘ্ন!
ওরে, আছে কি রে পতি-অনুমতি তোর
পিতারে প্রণাম দিতে?
কালামুখি, কেন এলি পোড়াইতে মুখ?

সতী। পিতা,
চিরদিন পতি মোর শিখান সুনীতি,
জগদ্‌গুরু মহাদেব!
পিতা, কন্যা আসে পিতার সদনে,
কালামুখ তাহে কিবা?

দক্ষ। কন্যা তুমি নহে আর মম।
ছিল দিন কন্যা বলে ডাকিতাম তোরে,
কিন্তু নীচ রুচি, নীচ তুই,
পিশাচিনী এবে।
কি আস্পর্দ্ধা তোর,
সম্মুখে আমার, কহ জগদ্‌গুরু শিব!
যা তুই—যেথা তার নাহি স্থান।

সতী। পিত, শিবগুরু শতবার কব।
তুমি প্রজাপতি
সুনীতি শিখাবে ভবে,
পিতা হয়ে পতিনিন্দা শিখাও না মোরে,
পিতা, আমি অপরাধী.
আমি বরিয়াছি হরে,
দণ্ড দেহ যে বা তব মনে লয়;
কিন্তু, কেন হবে কর অপমান?

দক্ষ। অপমান, মান আছে যার!
ভিখারীর মান কি রে ভিখারিণি?
আ রে আ রে কুলের কণ্টক তুই,
পৈশাচিক কুটুম্বিতা তোর হেতু!
মান-অপমান-কথা কি তুই জানিবি;
যেই অনাচারী দমিবারে
যত্ন করি চিরদিন,
ঠেলিয়াছি ব্রহ্মার বচন;
তারে তুই স্বয়ম্বরে মালা দিলি!
কন্যা বলে পরিচয় দিস্ পুনঃ?
সেই দিন মমতা ছেদেছি,
যেই দিন কালি দিলি মুখে।
নাহিক সম্ভব—মৃত্যুঞ্জয় সে ভাওড়,
যদি কভু বৈধব্য ঘটে রে তার,
অন্ন-পানি দিব তে
ততদিন না আস সম্মুখে।

সতী। পিতা পিতা, কুবচন কহ মোরে,
নাহি নিন্দ হরে।
শিব-নিন্দা শুনি মরি প্রাণে,
ধরি গো চরণে শিব-নিন্দা নাহি কর।

প্রসূতী। মা, মা!

ফিরে চল, চল গো কৈলাসে।
বাবা মোরে বোলে দেছে;
ও মা, আর না সহিতে পারি,
শিব-আজ্ঞা যাব ভুলে।

সীতা। নন্দি, কোন্ মুখে ফিরিব কৈলাসে?
আসিবার কালে নিষেধ করিল হর;
মানা না মানিনু,
বড় মুখে আইলাম পিত্রালয়ে।
ছিল সাধ, মিটাব বিবাদ,
বিবাদ না মিটিবে রে কভু—
যতদিন রবে অভাগিনী।
যা রে নন্দি, ফিরে যা কৈলাসে,
কহিস্ মহেশে,
জন্মিলাম অপমান-হেতু তাঁর।
ছার প্রাণ আর না রাখিব,
পোড়া মুখ আর না দেখাব,
ছাড়িব এ পাপদেহ।
নিবেদন ক'র রে চরণে,
বংশ অভিমানে
কত তাঁরে কহিয়াছি কটু;
আমি নারী
মহিমা কি বুঝিবারে পারি;
দেবদেব!
নিজ গুণে ক্ষমিবেন অপরাধ।
বলিস্ ভোলারে,
কভু যেন মনে করে মোরে;
অজ্ঞান অবোধ,
সেবা তাঁর করিতে নারিনু;
ছিল বহু সাধ,
সে সাধ রহিল মনে।
যদি পাগল আমার,
আমা বিনে হয় উচাটন,
ক'র রে যতন,
ভিখারীর কেহ নাহি ত্রিসংসারে।
দিগম্বর ক্ষমা কর অধীনীরে,—
এ অন্তিমে হৃদ্‌পদ্মে দেহ আসি দেখা;
ভোলা, ভোলা!
কোথা তুমি এ সময়!

(তনু-ত্যাগ

নন্দী। ও মা, মা, কি বলিস্,
কি হ'ল কি হ'ল!
উঠ মা, উঠ মা,
শূন্য রথ লয়ে কি ব'লে কৈলাসে যাব—
শঙ্করে কি কব?
ও মা,
নিয়ে যেতে বলেছিল বাবা মোরে!
উঠ গো জননি,
শূলপাণি অধীর হবে গো তোর তরে।
ও মা, নন্দী কাঁদে তোর—
আদর কর মা তারে।
হায় হায়, শত ধিক্ প্রাণে,
দেখিনু নয়নে
ভগবতী পরাণ ত্যজিল।
কি হ'ল কি হ'ল,
কোথা গেল মা আমার!
ক'রে অভিমান, ভাসায়ে বয়ান,
কার কাছে দাঁড়াব গো আর?
অভাজনে মা বিনে
কে রাখিবে গো পায়?
ও মা কৃপাময়ি!
কেন আজি হ'লে গো নিঠুর?
ডাকে নন্দী তোর,—দে না মা উত্তর,
কাতর কিঙ্কর মা গো!
কাঁপে প্রাণ ত্রাসে,
কোন্ মুখে যাইব কৈলাসে,
কি ব'লে গো বুঝাব বাবারে?
দক্ষালয়ে ত্যজিয়াছ প্রাণ,
কোন্ প্রাণে ক'ব মাতা!
ও গো হের মোরে করে ধ'রে কয়েছিল,
ফিরে এনে দিতে তার সতী;

আমি মূঢ়মতি,
প্রভু-আজ্ঞা নারিনু পালিতে!
আশুতোষ করিবেন রোষ;
কোলে করি লুকাইবি আয়!
চল্ মা গো চল্,
হবে গো চঞ্চল পাগল তোমার তারা!
আয় মা গো আয় বুঝাইবি তায়,
ও মা কোথা যাব,
মা গেছে গো চলে!

দক্ষ। মূঢ় প্রেত, নহে প্রেতভূমি,
নিবার চীৎকার তোর।

নন্দী। মূঢ় দক্ষ, কি কহিব বাবার নিষেধ;
নহে শূল করে রয়েছি দাঁড়ায়ে,
শিবনিন্দা করিলি পামর!
নহে মা আমার ত্যজিয়াছে তনু,
তবু তুই এখন জীবিত?
নহে কি রে নহে কি অধম,
যজ্ঞধূম উঠিত রে তোর?
শিব-হীন সভা কি রে এখনও রহিত?
ফাটে প্রাণ বাবার নিষেধ,
মা ত্যজেছে প্রাণ,
আছি রে, আছি রে,
দক্ষ, দিতে প্রতিফল!
নহে,
আত্মহত্যা বিনা মম প্রায়শ্চিত্ত কিবা?
ধিক্ আমি অধম কিঙ্কর,
শৈব হয়ে হেরিলাম শিবহীন সভা।
শোন্ দক্ষ,
নাহি তোর ত্রাণ।

[নন্দীর প্রস্থান।

দক্ষ। রক্ষি, বধ ওরে।

রক্ষক। প্রভু, কোথা আর?
শূন্যভরে গেছে চলে যোজনেক পথ;
শূন্যে রথ আপনি ফিরিল।

দক্ষ। ভাল হ'ল মিটিল জঞ্জাল,
সতী গেল ঘুচিল প্রাণের ব্যথা।
ছিল কন্যা-মমতার তার,
এত দিন ক্ষমেছি শিবেরে,
আর ক্ষমা নাহি মোর!
আগে যজ্ঞ করি সমাধান,
কৈলাস ডুবাব লয়ে সাগর-সলিলে!
সতী ম'ল পুনঃ মুখ হইল উজ্জ্বল,
না কহিবে শিবের শ্বশুর।
ওহো! কন্যা হেতু এ হেন যন্ত্রণা;
অপমান পদে পদে!
অন্ন নাহি ভাঙড়ের ঘরে,
না খেয়ে হয়েছে কালি
কে দিল এ অলঙ্কার?
ভিক্ষা ত্যজি,
চুরি বুঝি শিখেছে ভাঙড়!
ধন্য তব যোগাযোগ বিধি?
কিন্তু আর কন্যা নাই,
নবীন জামাই এনে তুমি দিবে ধ'তা,
দেখ এবে, যজ্ঞপূর্ণ হয় বা না হয়।

ব্রহ্মা। দেখ হরি,
থরথরি কাঁপে তিন পুরী,
মহাধূম গগনমণ্ডলে,
ধিকি ধিকি বহ্নি-জিহ্বা জ্বলে,
হেন ধূম প্রলয়ে না হয় কভু
খসে বুঝি বিশ্বের বন্ধন, টলে ত্রিভুবন,
কোথায় পলাব, কোথা স্থান পাব,
এ প্রলয়ে সকলি কি হবে নাশ?

বিষ্ণু। শুন ব্রহ্মা, কি বুঝিব শক্তির মহিমা।
কহি শুন,
যে কথা শুনেছি আমি অভয়ার মুখে।
নন্দী যাবে, মৃত্যুকথা কবে,
ক্রোধে রুদ্র ছিঁড়িবে আপন জটা;
মহাবীর জন্মিবে তাহায়,
মহাকায়, পূর্ণ মহারুদ্র-তেজে,
শূল করে ত্রিসংসারে পারে বিঁধিবারে;

সময়ে শঙ্কর তারে দিবেন খারতি।
বুঝি জন্মিল সে ভৈরব-মূরতি ;
সাবধানে দেবসেনা হও সুসজ্জিত,
আসে রণে কৈলাসের চমূ,
প্রাণপণে যুঝিব সকলে মিলি ;
কোনমতে যজ্ঞবিঘ্ন না দিব করিতে।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। হরি, রক্ষা কর, মজে ত্রিসংসার !
নন্দীর পশ্চাতে গেলাম কৈলাসপুরে,
নন্দী দিল পরিচয় ;—
কাঁপিছে অন্তর মোর,
অকস্মাৎ কি দেখিনু !
ঊর্দ্ধ জটা, ভালে বহ্নি উঠিল গর্জ্জিয়া !
শশি-খণ্ড রবি-জ্যোতিঃ ধরে,
ত্রিনয়নে কোটি রবি ক্ষরে,
গর্জ্জে ফণী বাসুকির ত্রাস ;
জটা ছিঁড়ি ফেলিল মহেশ।
কি কহিব, কহিতে অবশ জিহ্বা,
জটাজুট শিরে, শূল করে উঠিল পুরুষ।
ভীমকায় কহিল মহেশে,
"কি আদেশ তাত মোরে ?
দিক্-হস্তী এখনই বধিব, সাগর শুষিব,
চন্দ্র সূর্য্য চিবাইব দাঁতে।
আজ্ঞা মোরে দেহ শূলপাণি,
খণ্ড খণ্ড করিব মেদিনী,
স্বর্গপরে রসাতলে থোব,
চাহ যদি স্বর্গ উপাড়িব।"
দক্ষযজ্ঞ-নাশ-হেতু, কহিল শঙ্কর তারে,
নন্দী শিঙ্গা বাজাইল ঘোর,
সাজিল সত্বর ভূতদানা অগণন,
মুক্তকেশ, শূল করে নৃত্য করে সবে।
কহ প্রভু, কি উপায় হবে,
সকলই মজিবে।
বৃহ। সাজ সেনা সম্মুখীন অরি ;
চল আশুবাড়ি দিব রণ,
যজ্ঞ-বিঘ্ন নাহি ঘটে।

[বিষ্ণুর প্রস্থান।

দক্ষ। কে যুঝিবে বিষ্ণুর সহিত ?
কিন্তু রণে চক্র যদি পায় পরাজয়,
যজ্ঞ হ'তে সেনা পুনঃ করিব সৃজন,
শিব-সেনা ভূতদানা কি করিবে ?
বৃদ্ধ শিব, কত বল তার ?
(নেপথ্যে। হর ! হর ! হর !)
শুনি ভীষণ হুঙ্কার !

(প্রথম দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ, প্রাণ যদি চাও,
পলাও, পলাও, এল এল সবে।
ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বেতাল,
ভূত প্রেত দৈত্য দানা,
না হয় গণনা, আসিতেছে কত !
বিকটবদন, রণোল্লাসে করিছে গর্জ্জন,
জনে জনে সাক্ষাৎ শমন রাজা !
মহাতেজা বীর একজন,
পদভরে কাঁপে ত্রিভুবন,
শূল করে মৃদু মৃদু হাসে,
বায়ুবেগে আসে,
দেবসেনা আক্রমণে।
দক্ষ। কে আছ রে, বধ লয়ে ভীরু দূতে ;
আন কেহ সংগ্রাম-বারতা !

[প্রথম দূতের প্রস্থান।

(নেপথ্যে। হর—হর—হর !

(দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ)

দূত। প্রভু, তুমুল সংগ্রাম ;
অবিরাম বরিষার জল,
অস্ত্র ঝরে, উজ্জ্বল প্রভায় দিশা।
প্রাণপণে—দেব-সেনাগণ করিছে বারণ,
কৈলাসীয় মহাচমূ।
বিষ্ণু যুঝে বীরভদ্র সনে,

শূল-চক্র-মিলিত গর্জ্জনে,
বিদারিত ব্যোমদেশ।

[দ্বিতীয় দূতের প্রস্থান।

(নেপথ্যে। হর—হর—হর!)

(তৃতীয় দূতের প্রবেশ)

দূত। বিস্ফুলিঙ্গ কোটে, ব্রহ্মডিম্ব টোটে,
মহারুদ্র আগত সংগ্রামে,
বজ্র হেরি বিফল সংগ্রামে,
পলায়েছে পুরন্দর।
ম্রিয়মাণ পাশ রণে,
দণ্ড করে ফিরেছে শমন।
ধমুহীন পবন পলায়,
রুদ্রকায় মহাবহ্নি ছোটে,
একা হরি রণমাঝে!

[তৃতীয় দূতের প্রস্থান।

(নেপথ্যে। হর হর—হর!)

(চতুর্থ দূতের প্রবেশ)

দূত। দেব, পলাও সত্বর,
চক্রধর ত্যজেছেন রণ!
অদ্ভুত কাহিনী, অকস্মাৎ হ'ল দৈববাণী—
"ফের চক্রপাণি!
মহাশক্তি হরের সহায়;
অন্য শক্তি লয় হবে সেই মহাতেজে।"
রণে পৃষ্ঠ দিয়াছেন হৃষীকেশ।

দক্ষ। মহামন্ত্রে যজ্ঞাহুতি করহ প্রদান,
সেনা সৃষ্টি কর অগণন!

(যজ্ঞে আহুতি প্রদান)

(নেপথ্যে। হর—হর—হর!)

(ভূতদলের প্রবেশ ও যজ্ঞনাশ)

নন্দী। যেই মুখে শিবনিন্দা করিলি বর্ব্বর,
নিজ যজ্ঞে সেই মুণ্ড দেহ রে আহুতি।

সকলে। এই দক্ষ—এই দক্ষ।

[দক্ষকে লইয়া প্রস্থান।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহা। কে—রে, দে—রে, সতী দে আমার
সতি, সতি, কোথা সতি!
প্রাণেশ্বরি, এস রে, হৃদয়ে!
ছি ছি, ভুলাইয়ে কেন হে করিলে গৃহী!
কোথা গেলে, কি দোষে ত্যজিলে,
প্রাণপ্রিয়ে, কেন কর অভিমান?
শত দোষ করিলে না কহ কথা।
আজি বিনা অপরাধে,
ধরণী-শয়নে কি হেতু শুয়েছ রোষে?
দেহ রে উত্তর,
ও রে, প্রাণে না সহে আমার;
ত্রিসংসার হেরি অন্ধকার,
অন্তরের সার তুই সতী!
আহা, মোর নিন্দা শুনে,
সতী মলো প্রাণে,
আহা, অযতনে কতই কেঁদেছে!
ও হো, সতী প্রাণ দেছে,
মহেশের মৃত্যু নাই!
আয় সতি, আয় রে হৃদয়ে,
আর প্রিয়ে ছাড়িতে নারিবে মোরে!
আরে রে দুঃখিনী, আরে অভাগিনী,
ভিখারীরে কেন রে বরিলি,
কেন ওরে পাগলে মজালি?
নেচে গেয়ে ভ্রমিতাম ভূতসনে।
সতি, প্রাণে আর, সহে না রে,
কহ কথা, একবার,
অধরে রে বারেক নিরখি হাসি।
ওরে হয়েছি কাতর, দেহ রে উত্তর,
নিঠুর নহ ত তুমি?
ফিরে আর যাব না কৈলাসে,
অদ্যাবধি ভাল যথা নাহি পশে,
বিশ্ব-অন্তে বসিব বিরলে;
নয়নের জলে—
নিত্য ধোব বদন তোমার।

ডাক একবার, ভোলারে ভোলারে সতি,
আহা সতী মরে ভাঙ্গড়ের তরে!
(সতীদেহ লইয়া গমনোদ্যত)
(প্রসূতির প্রবেশ)
প্রসূতি। কোথা যাও, ফিরে চাও, আশুতোষ!
অভাগিনী ডাকিছে তোমায়,
হের হর করুণানয়নে;
দীন শুনে চিরকৃপা তব।
আমি দীনা, পতিকন্যাহীনা,
পশুপতি, আশ্রিতা তোমার।
হই যদি সতী, পশুপতি-পদে মাগি পতি,
দুঃখিনীরে ক'র না বঞ্চনা;
সদাশিব নাম,
অবলায় হ'ও না হে বাম,
অকলঙ্ক নাম তব কৃপাময়;
করুণায় অবলার রাখ পায়!
জানি প্রভু, পতি মম দোষী,
ও হে প্রেমময় পরম সন্ন্যাসী,
তবু আমি দাসী তাঁর!
সতী-পতি, পতি দেহ মোরে,
সতীর জননী যাচে।
তুমি প্রভু জগতের পতি,
কুমতি সুমতি সকলই হে সনাতন!
দক্ষ কে বা নিন্দিবে তোমায়?
তোমার ইচ্ছায় শিব-দ্বেষী হ'ল পতি।
ও হে অগতির গতি,
কর দয়া পতিহীন জনে,
ভোলা দিগম্বর, তুষ্ট হও হর।
দেখ হে অন্তর—অন্তর্যামী ভগবান্;
মার প্রাণে কি আঘাত দেছে সতী।
তাহে পতিহীনা, কর হে করুণা,
শিবময় করুণা-আধার।
তপ। বিল্বপত্র দেহ রাঙ্গা পায়।
(প্রসূতির মহাদেবের পদে বিল্বপত্র প্রদান)
মহা। কে—রে, বর দে—রে, যাব রে সত্বর,
সতী নাই, রব না সংসারে আর।
পতি তব পাবে প্রাণ,
কিন্তু মুণ্ড তার পুড়েছে অনলে,
অজ-মুণ্ড করিবে ধারণ,
যজ্ঞ পূর্ণ হবে, মম ভাগ দিতে বল বিল্বমূলে।
সতি, সতি, চল যাই;
বিশ্বকার্য্যে আর না রহিব,
সতি, সতি, চাহ রে বদন তুলে।
[সতীদেহ লইয়া মহাদেবের প্রস্থান।
প্রসূতি। ও গো তপস্বিনি, আমি অভাগিনী,
এ দুর্দ্দশা হ'ল গো স্বামীর!
আহা, সতী কোথা ছেড়ে গেল মোরে?
কোথা মা আমার,
মা বলে গো ডাক একবার!
ও মা, লীলা হেতু জন্মেছিলি;
অভাগীরে কেন রে কাঁদালি,
চলে গেলি কেন মা আমার?
শুন তপস্বিনি,
সাধমাত্র রাজারে দেখিব,
গৃহে নাহি রব, চলে যাব,
সতীরে করিব ধ্যান।
আহা, জন্ম লয়ে অভাগী-জঠরে,
কেঁদেছে রে চিরদিন।
ছিল গো কৈলাসে,
কভু তার তত্ত্ব না করিনু,
প্রাণ দিতে কেন সতী এলো!
দেখি বা না দেখি গো নয়নে,
শুনিতাম কাণে,
সতী মোর বেঁচে আছে;
ওগো, চাঁদমুখ কেমনে ভুলিব?
তপ। শুন রাণি, নহ তুমি সামান্যা রমণী,
অভাগিনী নহ কভু;
তুমি ভাগ্যধরী,
তাই গর্ভে জন্মিল শঙ্করী।
অন্তে পুনঃ সতীরে পাইবে,

সঙ্গী সনে চিরদিন রবে,
বাঁধা সতী প্রেমে তোর;
মনসাধ মিটিবে তোমার।
নিত্য ঘুমাইলে,
সতী আসি মা বলে ডাকিবে;
যাও রাণি, মিথ্যা নহে বাণী।

[প্রসূতির প্রস্থান।

তপ। ও মা, ও মা, কত দিন আর,
কার্য্যে বাঁধা রাখিবি মা কতদিন?
দেখা দে মা,
বলে যা গো প্রাণ নাহি বোঝে।

(সতীছায়ার আবির্ভাব)

সতী-ছা। যাই হিমালয়,
যতদিন শিব সনে না হয় মিলন;
ভ্রম তুমি শিবগুণ করি গান,
শিবধামে লয়ে যাব পরে!
শোন্ পদ্মা রাখিস্ রে মনে,
প্রসূতি-সদনে
নিত্য আসি মা বলে ডাকিব;
মায়া-ঘোরে মেনকা-জঠরে
র'ব আমি যত দিন,
শিবসনে বিচ্ছেদ আমার।
নাহিক আধার কেমনে আসিব,
কার্য্যহীন প্রকৃতি পুরুষ বিনা।
জ্ঞানচক্ষু ফুটেছে তোমার,
বিকাশ তাহার এখনও রয়েছে বাকী।
সখীভাব শিখিবি রে শিবগুণগানে।

যবনিকা-পতন।

সই।

ধরণীধর মুখোপাধ্যায় সিমলায় চাকরী লইয়া যান। বিষয়ের মধ্যে কলিকাতায় একখানি বাড়ী ছিল। যখন তিনি সিমলা যান, তখন তাঁহার পরিবারের মধ্যে স্ত্রী ও একটী বালিকা কন্যা ছিল। পরিবারের নাম মনোমোহিনী, কন্যাটীর নাম জ্ঞানদা। চাকরী-স্থানে যাইবার সময় পরিবার সঙ্গে লইতে পারেন নাই। প্রথম যাইতেছেন, কিরূপ স্থানে কোথায় থাকিবেন, তাহার ঠিকানা নাই; মাহিনাও তেমন বেশী নয়; সুতরাং অভিভাবকশূন্য হইলেও একটী পুরাতন দাসীর হস্তে গৃহরক্ষার ভার সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদেশযাত্রা করিতে হইয়াছিল। বিদেশ হইতে মাসে মাসে ১৫৲ পনেরোটী টাকা পাঠান, তাহাতে কোন প্রকারে চলে। তিন চারি মাস পরে মাসে ১০৲ দশ টাকা করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। পুরাতন দাসী বিন্দী পাড়ায় শুনিয়া আসিল, ধরণীধরকে সাহেবেরা খুব ভালবাসেন—তাঁহার মাহিনা বৃদ্ধি হইয়াছে। তবে কেন ৫৲ পাঁচ টাকা কম পাঠাইতেছেন? ক্রমে ১০৲ টাকাও প্রতি মাসে আসে না। কখনও দু'মাস অন্তর ২০৲ কুড়ি টাকা, তাহার পর দু'মাস অন্তর ১৬৲ ষোল টাকা, ক্রমে কমিয়া অবশেষে টাকা আসা বন্ধ হইল। অর্থাভাবে সংসার চলে না। মনোমোহিনী পত্র লিখিয়াও জবাব পান না। তাঁহার মনে নানা প্রকার আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল, যাহারা সিমলা হইতে শীতকালে বাড়ী ফেরে, তাহাদের নিকট হইতে দাসী সংবাদ আনিল যে, ধরণীধর শারীরিক কুশলে আছেন; বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে, সিমলার মধ্যে তিনি একজন পরিচিত ব্যক্তি। দাসী লোকের মুখে এ কথাও শুনিয়া আসিল যে, তিনি আমোদপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন; সুতরাং যে বেতনে সিমলা যাত্রা করেন, যদিচ তাহার তিনগুণ বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে, তথাপি তাঁহার কুলায় না। এদিকে সংসারে অত্যন্ত অর্থকষ্ট। মনোমোহিনী পুনঃপুনঃ পত্র লিখিতে লাগিলেন। অধিকাংশ পত্রের জবাব নাই; কখনও কিছু টাকা পাঠান। মেয়েটী লইয়া মনোমোহিনী বিশেষ কষ্টে পড়িলেন। সুখের অবস্থা হইতে কষ্টে পড়িয়া জ্ঞানদা দিন দিন মলিন হইতে লাগিল। মনোমোহিনী ভাবিলেন, হয় ত মেয়ের কোন পীড়া হইয়াছে; পাড়ার একজন ডাক্তারের কাছে ঝি লইয়া গেল। ডাক্তার বলিল,—"রোগ কিছু নয়, ভাল করিয়া খাইতে দাও; সারিয়া যাইবে।" হাতে টাকা নাই, মনোমোহিনী কি করিবে; প্রতিবেশীর পরামর্শে একটী ঘর নিজের জন্য রাখিয়া বাড়ীটী ভাড়া দিলেন; পুরাতন দাসীটীকে ছাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু দাসী মায়ায় পড়িয়াছিল, যাইতে পারিল না; দেশে তাহারও কেহ আপনার ছিল না, এদিকে ও দিকে কাজকর্ম্ম করিত, ঘুঁটে বেচিত, রাত্রিকালে মনোমোহিনীর ঘরে আসিয়া শুইত। অপরকে যে বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইয়াছে, এ সংবাদও ধরণীধরের নিকট গেল। সংবাদ পাইয়া ধরণীধরের রাগের সীমা র'হল না, তাঁহার সঙ্কল্প হইল, তিনি দেশে আসিবেন না। স্ত্রী হইয়া এত অপমান করে—যাহা জানে করুক্। কত মিনতি করিয়া মনোমোহিনী পত্র লিখিলেন;—লিখিলেন, "চলে না, কি করি—তোমারই কন্যার জীবন-রক্ষার নিমিত্ত এই কাজ করিয়াছি।" কিন্তু কোন ফল ফলিল না। ধরণীর রাগ পড়িল না। ইহার পরও ধরণী পত্র পাইলেন যে, তাঁহার

কন্যাটী মৃত্যুমুখে পতিতা। আহারাভাবে মারা যাইতেছে। তাহার উত্তরে ৫টী টাকা আসিল। যখন টাকা পৌঁছিল, তখন কন্যাটী আর নাই। সেই টাকায় তাহার সৎকার হইল। মনের ঘৃণায় মনোমোহিনী কোথায় চলিয়া গেল—কেহ জানে না। দাসী পাগলের মত হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিত,—"কেন, মা গঙ্গার কোলে গিয়াছে।" যাহাই হউক, মনোমোহিনী নিরুদ্দেশ।

কিছুদিন পরে ধরণীধরের চাকরী গেল। গবর্ণমেণ্টের টাকা তাঁহার নিকট জমা ছিল, তাহার হিসাব দুরস্ত করিতে পারেন নাই; এ অপরাধে ফৌজদারী হইত, কিন্তু কোন এক সাহেবের অনুগ্রহে তাঁহার নিষ্কৃতিলাভ হইল।

ধরণীধর দেশে আসিলেন; বৃদ্ধা দাসী তখনও জীবিত ছিল। কখন হাসিয়া, কখন কাঁদিয়া, বা গালি দিয়া সে জ্ঞানদার অকালমৃত্যুর কথা, মনোমোহিনীর নিরুদ্দেশের কথা জানাইল। শেষে সে ধরণীধরের গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল; সে পাড়ায় আর রহিল না; পাছে ধরণীধরের মুখ দেখিতে হয়। বুড়ী এক রকম ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, তথাপি জ্ঞানদার প্রতি তাহার স্নেহ দূর হয় নাই। শ্মশানে যে স্থানে জ্ঞানদার শবদাহ হইয়াছিল, সেইখানে মাসে মাসে গিয়া দুধ ঢালিয়া দিত। দুধ ঢালিতে দু'চখে জলধারা পড়িত; বলিত,—"আহা! বাছা, খা,—না খাইয়া মরিয়াছিস্ মা!"

বুড়ীর কথা শুনিয়া ধরণীধরের মনে বিশেষ অনুতাপের সঞ্চার হইয়াছিল। হাতে কিছু ছিল না—বাড়ীখানি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। সেই টাকায় ব্যবসা করিয়া কিছুদিনমধ্যে আর্থিক উন্নতি হইল। তখন পুনর্ব্বার বিবাহ করিলেন; এ পক্ষেও একটী কন্যা হইল, কন্যার নাম—স্থিরদামিনী। কন্যাটী ভূমিষ্ঠ হইবার পর, কারবারে বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। দুই তিন বৎসরের মধ্যে ধরণীধর বিষয়-আশয় বিস্তর কিনিলেন। এবার ধরণীধরের স্ত্রীকন্যার প্রতি অত্যন্ত যত্ন দেখা গেল। কন্যাটী প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা; ক্রমে সে ছয় বৎসর অতিক্রম করিল, কিন্তু বালাসুলভ চঞ্চলতা তাহাতে নাই। স্থিরনেত্রে কি দেখে, অদৃশ্যে যেন কাহার সহিত কথা বলে,—কাহাকে ডাকে—হাসে!—জিজ্ঞাসা করিলে কিছু বলে না। ধরণীধরের ইংরাজী ফ্যাসানের বাড়ী; চারিদিকে ইংরাজী ফ্যাসানের বাগান। বাগানের মাঝে মাঝে লতাকুঞ্জ আছে। সেই কুঞ্জের মধ্যে স্থিরদামিনী প্রায়ই বসিয়া থাকে। কুঞ্জ হইতে কখনও কখনও উচ্চ হাসি শোনা যায়;—যেন কাহারও সহিত কথা কহিতেছে বোধ হয়; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলে না। এই সময়ে ধরণীধরের দ্বিতীয়া পত্নীর মৃত্যু হইল। তখন কন্যাটীর প্রতি তাঁহার আরও স্নেহের বৃদ্ধি হইল। কন্যার পাছে অযত্ন হয়, এই নিমিত্ত ব্যবসা-বণিজ্য যতটুকু না দেখিলে নয়, তাহাই দেখিতেন! বিপুল সম্পত্তি হইয়াছে, না দেখিলেও নয়, সুতরাং অনেক সময়েই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত। সেই সময়ে স্থিরদামিনী লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিত।

মাতৃবিয়োগের পূর্ব্ব হইতেই স্থিরদামিনীর খাওয়া-দাওয়া কমিয়া আসিতেছিল। মাতৃবিয়োগের পর হইতে তাহার আহারে বিদ্বেষ জন্মিল। কবিরাজ, ডাক্তার দেখিয়া বলেন, "কোন রোগ নাই, আদরে আদরে এমন হইয়াছে। জোর করিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা করুন, তাহা হইলেই রোগ সারিয়া যাইবে।" কিন্তু নানাপ্রকার চেষ্টাতেও কন্যাটীর আহারে রুচি জন্মিল না। জোর করিয়া ধমক দিয়া খাওয়াইলে তাহার বমন হইয়া যায়। ধরণীধর ভাবিলেন, কন্যাটীর কি পীড়া হইয়াছে, চিকিৎসকেরা বুঝিতে পারিতেছে না। পরে একজন বিচক্ষণ কবিরাজকে ডাকা হইল। কবিরাজ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন,—কন্যাটী যেন অন্যমনে থাকে, যেন কি দেখিতেছে, কাহারও সহিত কথা কহিতেছে—এরূপ বোধ হয়। কথাগুলি শুনিয়া কবিরাজ

যেন কেমন হইয়া গেলেন; কি যেন বলি বলি করিয়া বলেন না—শেষ অনেক পীড়াপীড়িতে কবিরাজ বলিলেন যে, তিনি তাঁহার গুরুর নিকট এরূপ ব্যাধির কথা শুনিয়াছিলেন। এ ব্যাধি যদি আপনি আরোগ্য হয়, তাহা হইলেই মঙ্গল,—নচেৎ অন্য উপায় নাই; ইহা চিকিৎসার অতীত।

ধরণীধর অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি ব্যাধি—ইহার নিদান কি? কবিরাজ উত্তর করিলেন,—"এ ব্যাধির কথা শুনিয়াছি; কিন্তু রোগ শাস্ত্রে দেখি নাই। তবে আমার যা বিশ্বাস, তাহা আমি কাহাকেও বলিব না। প্রথমতঃ বলায় কোনও ফল নাই; দ্বিতীয়তঃ প্রমাণাভাব—লোকের বিশ্বাস জন্মিবে না; কিন্তু প্রধান ঔষধ—স্থান-পরিবর্ত্তন। এ দেশে কদাচ কন্যাটীকে লইয়া আসিবেন না। কিন্তু তাহাতেই যে কি ফল হইবে, বলিতে পারি না।" কন্যার মমতায় কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া, কলিকাতার সম্পত্তি বেচিয়া, ধরণী কর্ণাট অঞ্চলে সমুদ্রতীরে বাস করিতে লাগিলেন। তাহাতে যেন কিছু সুফল দেখা গেল। কন্যাটী আর সেরূপ প্রলাপ বকে না, সেরূপ শূন্যদৃষ্টিতে আর চাহিয়া থাকে না। কিন্তু কিছুদিন পরে আবার সেই সমস্ত লক্ষণ আসিয়া জুটিল। তখন ধরণী এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিন্ধ্যাচলে চলিলেন; স্থান-পরিবর্ত্তনে কয়েক দিন উপকার বোধ হয় বটে, শেষে আর [illegible] থাকে না। এদিকে কন্যাটী দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু যত শীর্ণ হয়, ততই দিন দিন রূপ যেন ফাটিয়া পড়ে। দেখিলে বোধ হয় যেন, গোধূলি-আলোকে দেহ নির্ম্মিত। ক্রমে কন্যাটী শয্যাগত হইল, আর বড় কোথাও যাইতে পারে না। একদিন গভীর রাত্রে ধরণীধর শুনিলেন, মেয়ে কোন অদৃশ্য ব্যক্তিকে বিছানায় বসাইয়া যেন তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে। ধরণীধর গৃহপ্রবেশ মাত্র শুনিলেন, "আচ্ছা, আবার কাল এসো।" [illegible] কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কাকে কাল আসিতে বলিলে?" কন্যা উত্তর করিল,—"কেন, আমার সইকে।"

ধর। তোমার সই কে?

কন্যা। সই নাম বলে না, বলে, একদিন বলিব।

ধর। কোথায় থাকে?

কন্যা। অতি সুন্দর জায়গায়, সেখানে সই আমায় লইয়া যাইবে।

ধর। অতি সুন্দর স্থান কিরূপে জানিলে?

কন্যা। কেন, সই আমায় বলে, তাহার ছবি দেখায়। সেথায় কত রকম ফুল ফোটে, কত রকমের ঝরণা খেলা করে, কত রকমের পাখী গান গায়। সে সকল পাখী এখানে আসিতে পারে না, সে সকল ফুল এখানে আনিতে গেলে ঝরিয়া যায়, সে সকল স্থানের জল এখানকার তাপে শুকাইয়া যায়। সে স্থানে আমাকে একদিন লইয়া যাইবে। আমাকে লইয়া যাইবার পথ করিতেছে। পথ প্রায় হইয়াছে, দু'একদিনেই শেষ হইবে।

ধরণীধর এ সকল কথা প্রলাপবাক্য বলিয়া বুঝিলেন; কিন্তু কোন চিকিৎসকই রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। এদিকে স্থিরদামিনীর আর কিছুমাত্র আহার নাই, দিনে এক পোয়া দুধ উদরস্থ হয় না। শয্যার সহিত সে দিন দিন মিশাইয়া যাইতে লাগিল। একদিন প্রায় রাত্রি শেষ হইয়াছে, ধরণীধর কন্যার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আছেন, স্থিরদামিনী ধীরে ধীরে বলিল,—'বাবা, আজ আমার পথ প্রস্তুত হইয়াছে, প্রাতঃকালে যাইব। সই আসিয়া লইয়া যাইবে।' রাত্রি প্রভাত হইল; অরুণোদয়ে পৃথিবী ব্রহ্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। স্থিরদামিনী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "আমার সই আসিতেছে। ঐ দেখ, সই আসিয়াছে। যে স্থানে যাইতেছি, তথায় অনাহারে যাইতে হয়। সইও তথায় অনাহারে গিয়াছে। শোন—শোন—আমার সই নয়—আমার দিদি; আমার

দিদির নাম জ্ঞানদা। বাবা, তবে যাই!” বলিয়া স্থিরদামিনী প্রাণত্যাগ করিল।

ধরণীধরের মনে পড়িল, তাঁহার পূর্ব্ব-কন্যার নাম জ্ঞানদা। দাসীর নিকট শুনিয়াছিলেন, -জ্ঞানদা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু স্থিরদামিনী জ্ঞানদার কথা কিছুই জানিত না। তবে এ কি প্রলাপ! বিজ্ঞ কবিরাজ বলিয়াছিলেন,—“এ রোগ শাস্ত্রে নাই।”—তবে এ কি রোগ? তিনি উন্মাদের ন্যায় যত শীঘ্র পারিলেন, কলিকাতায় ফিরিয়া সেই কবিরাজের তত্ত্ব করিতে লাগিলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে। কলিকাতায় সেই কবিরাজের বাসায় তিনি যখন উপস্থিত, তখন কবিরাজ ছাত্রের সহিত ঐ রোগ লইয়া তর্কবিতর্ক করিতেছিলেন। কবিরাজ বলিতেছিলেন, ‘সম্ভব নয় কেন,—সম্পূর্ণ সম্ভব! অনুতপ্ত মনের অবস্থা সন্তানে প্রকাশিত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব, পাপের বিভীষিকার পূর্ণ ছবি সন্তানকে স্পর্শ করিতে পারে। সেই বিভীষিকা-রোগগ্রস্ত অনুতপ্ত হৃদয়ের সমস্ত ভাব সন্তানে গিয়া বর্ত্তে; সুতরাং পৈতৃক পাপের কথা সন্তান অজ্ঞাতসারে জানিতে পারে। মনে মনে এই বিচিত্র সম্বন্ধ আছে। ইহার কারণ কি জানি না; কিন্তু বাপু হে—তুমিও আমার মত পক্ককেশ হইলে বুঝিতে পারিবে যে, পাপই পাপের দণ্ড দান করে—অন্য বাহিক দণ্ডের প্রয়োজন হয় না। আর পিতা-পুত্রের মনে মনে যে অজ্ঞাতপূর্ব্ব এক অদ্ভুত সম্বন্ধ আছে, স্থূল-দৃষ্টিতে তাহার কার্য্যকারণ নির্ণয় না হইলেও তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।” ধরণীধরের বৈদ্যকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন রহিল না; তিনি ধীরে ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

সমাপ্ত।

বড় বউ

একুশ বৎসর বয়সে গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃবিয়োগ হয়। গোপীমোহন বড় অস্থির হইয়া পড়িলেন। বিষয়-কর্ম্ম শিখিতেছিলেন, সম্পূর্ণ শিখিতে পারেন নাই। যত্ন-পরিশ্রমে তাহা যেন করিলেন, কিন্তু তাঁহার বৈমাত্র তিনটী নাবালক ভাই আছে, বিমাতাও জীবিতা আছেন। প্রথম চিন্তা, বিমাতা তাঁহার সহিত এক সংসারে থাকিবেন কি না?—তাহার উপর নাবালক ভাই মানুষ করা। অর্থ আছে, কুপথগামী না হয়; লেখাপড়া শেখে, অংশমত যে সম্পত্তির অধিকারী হইবে, তাহা ভোগ করিতে পারে, কৃতী হয়, বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠীর মান-মর্য্যাদা রক্ষা করে, এই সকল চিন্তা দিবানিশি তাঁহার মনোমধ্যে উঠিতে থাকে। বাড়ীতে দুইটী বিধবা ভগ্নীও আছে। এ দুইটী তাঁহার সহোদরা। তাহাদের নিমিত্ত তাঁহার পিতা কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া যান নাই। সেও এক চিন্তা বটে। কিন্তু তাঁহাদের ভার তিনি স্বয়ং লইলেই চলিয়া যাইবে, তাঁহার অংশ হইতে তাঁহাদের খরচপত্র নির্ব্বাহ হইলে আর কোনও আপত্তি থাকিবে না। ভগ্নী দুইটী "চতুর্থী" করিবে, সেই কথা উপলক্ষে তাঁহার বিমাতার সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন এবং তাঁহার মনে যে সকল চিন্তা, তাহাও খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন,—'মা, আপনার উপর এখন দুনো ভার পড়িল! আমাকে মানুষ করিয়াছেন, আর বড় দেখিতে শুনিতে হইবে না; কিন্তু আপনার আর তিনটী সন্তানকে মানুষ করিবার ভার আপনারই উপর! কেন না, আমাদের পিতা নেই!' বিমাতা উত্তর করিলেন,—"কেন গোপীমোহন, তুমি বড় ভাই রহিয়াছ, তোমাকে তিনি মানুষ করিয়া গিয়াছেন, আমার ভয় কি? তুমিই দেখিবে শুনিবে।" কিন্তু এ কথা শুনিয়াও গোপীমোহন নিশ্চিন্ত হইলেন না, সরল ভাষায় সরলভাবে বলিতে ত্রুটি করিলেন না; বলিলেন,—"মা, সংসারে চক্রীলোকের অভাব নেই; অর্থ বড় বিষাদমূলক, ইহাতে বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা।" আরও বলিতে যান, কিন্তু সরলপ্রকৃতি বিমাতা এক কথায় তাঁহার মনোভাব বুঝিলেন এবং ঈষৎ হাসিয়া গোপীমোহনকে বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভয় করিও না, যিনি তোমাকে মানুষ করিয়াছেন, তিনি আমাকেও তাঁহার সেবার অধিকারিণী করিয়াছিলেন। আমি তাঁহারই উপদেশে সংসার চিনিয়াছি। যদিও না চিনিতাম, তাঁহার শেষ কথা আমার ইষ্টমন্ত্র হইয়া রহিয়াছে। তিনি আমাকে বলিয়া গিয়াছেন,—'তুমি আপনার ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া থাকিও, গোপীমোহনকে তোমার গর্ভের জ্যেষ্ঠ সন্তান মনে করিও, সাংসারিক কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিও না, তাহারই উপরে ভার দিও। সে যদি তোমার ছেলেদের বঞ্চিত করে, করুক—তুমি কিছু দেখিও না। এই মনে বুঝিও যে, আমি তোমাকে বঞ্চিত করিলাম। যদি এইরূপ বুঝিয়া চল,—আমি স্বামী—আমার কথায় ঐহিক পারমার্থিক মঙ্গল হইবে।' অশৌচ অবস্থায় দেবকার্য্যে অধিকার নাই। অশৌচান্তে আমি আমার স্বামীর অভিমত কার্য্য করিব। আশীর্ব্বাদ করি, যেন তুমিও তোমার কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করিতে পার।" গোপীমোহনের দ্বিগুণ চিন্তা বাড়িল। বিমাতা বুঝিতে

পারিলেন যে, তাঁহার সপত্নীসন্তান যথার্থই ভার গ্রহণ করিবে, কোন কথা কহিলেন না।

গোপীমোহন সংসারধর্ম্ম করেন। ভাই-গুলিও বশ, কথামত চলে, স্কুলে যায়। বাড়ীতে যখন মাষ্টার পড়াইতে আসে, গোপী-মোহন সেইখানেই বসেন। স্কুলের মাষ্টার-দের সহিতও আলাপ করিয়াছেন, তাঁহা-দিগকে কখন কখনও নিমন্ত্রণাদি করিয়া বাটীতে আহারাদি করান, এবং ভাইগুলির কথা বারম্বার বলেন। মধ্যম ও তৃতীয় ভ্রাতা —কিশোরীমোহন, রাধামোহন এক রকম লেখা-পড়া শিখিতে লাগিল। কিন্তু ছোট— প্যারীমোহন কিছুই শিখিতে পারে না। মাষ্টারেরা বলিতে লাগিল,—"ওটা পাগল, ওটার কিছুই হবে না।" ইহাতে গোপী-মোহন সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকেন, ধমক দেন, কাছে বসাইয়া শেখান; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, সকল চেষ্টাই বিফল হইল; বুদ্ধিবিকা শের লক্ষণ আর কিছুই দেখা গেল না, বরং গাঢ় জড়তা বয়সের সহিত বাড়িতে লাগিল। ললিতাদেবী—গোপীমোহনের স্ত্রী; তিনিও বিশেষ যত্ন করিয়া, কত বুঝাইয়া, নিজে শিখাইবার চেষ্টা করিয়া, দশমবর্ষীয় প্যারী-মোহনকে প্রথম ভাগ শিখাইতে পারিলেন না। প্যারীমোহন সম্বন্ধে একদিন ললিতা-দেবী গোপীমোহনকে বলিলেন, "ওর ত কিছু হইল না, বিধাতার বিড়ম্বনা, কি করিবে বল? আর পীড়নে কোন ফল নেই; কিন্তু স্বেচ্ছাচারী হইতে দেওয়া উচিত নয়,— ছোট ঠাকরুণ দেবসেবা করেন; প্যারী-মোহন যত পারে, তাঁহার সেই কার্য্যে সহ-কারী হউক;—ফুল তুলুক, বিল্বপত্র আনুক, চন্দন ঘষুক।" গোপীমোহন সম্মত হইলেন। ললিতাদেবী শাশুড়ীর নিকট এ কথা প্রস্তাব করিলেন; শাশুড়ী বলিলেন, "মা, আর কেন আমাকে তোমাদের কাজে জড়াও?" কিন্তু ললিতাদেবী নিরস্ত হইলেন না। তিনি তাঁহার পুত্রবৎ দেবরকে সঙ্গে রাখিয়া যে সকল সাংসারিক কার্য্য করেন, তাহা-রই দু' একটা কার্য্য করিতে বলেন। প্যারী-মোহনের পক্ষে ইহা একটা আশ্চর্য্য মন্ত্র হইল। যে প্যারীমোহন পাঁচ বৎসরে বর্ণের ছবি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, দুই তিন দিনে ললিতাদেবী যে সকল সাংসারিক কার্য্য করেন, তাহা বুঝিতে পারিল এবং ললিতাদেবীর চক্ষের উপর সেই বৃহৎ সংসারের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিল। ললিতাদেবী তাঁহার স্বামীকে বলিয়া, সরকারের সহিত তাহাকে বাজারে পাঠাইতে লাগিলেন। দু'একদিনেই, বাজার-সরকার বুঝিতে পারিল যে, আবাগীর ব্যাটা প্যারীমোহন বাজার করা বেশ বোঝে,—এ পাড়লকে ঠকাইয়া দু' পয়সা রোজগার করি-বার যো নাই। সরকার যখন বাজার করে, তখন প্যারীমোহন কোন কথা বলে না, যেন অন্যমনে আছে, কিন্তু দস্তরী-বাটার সমস্ত কথা বড় ভাজকে আসিয়া খবর দেয়। ভা'যের কাছেই আবদার! আর কার'ও কাছে বড় কথাবার্ত্তা কহে না। ভা'যকে বলিল যে, "আমি বাজার করিতে পারি।" ললিতাদেবীও দু'দশ টাকার বাজারে তাহাকে গাড়ী করিয়া একা পাঠাইতে লাগিলেন; দেখিলেন, সে যেরূপ সামগ্রী আনে, আর কেহই সেরূপ পারে না। ক্রমে বিষয়-আশ-য়ের তত্ত্বাবধান ব্যতীত অপর সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য সমস্তই প্যারীমোহন করিতে লাগিল। শান্ত, নীরবে কার্য্য করে। ভা'যের সহিতই তাহার কথা। একদিন চুপি চুপি বলিল,—বলিল—'বড় দিদি, বড় দাদাকে বলিও, মেজ দাদা ও সেজ দাদাকে আরও ভাল কাপড় দিও।" ললিতাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন"? আর কিছু উত্তর দিল না—বোকা হইয়া রহিল। কিন্তু ললিতাদেবী কথাটী বোকার কথার ন্যায় বুঝিলেন না; গোপীমোহনকে প্যারীমোহনের কথা বলিলেন।

গোপী।—কেন? আমি ত' আমাদের অবস্থানুযায়ী বস্ত্রাদি দিই। তবে খোসপোষাকী হয়, এ আমার ইচ্ছা নয়।

ললিতা।—যদি উহাদের ইচ্ছা হইয়া

থাকে,—ছেলেমানুষ পাঁচজনকে সাজ-গোজ করিতে দেখে—

গোপী।—কা'কে দেখে? কা'র সহিত মিশিতে দিই? নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ আমি স্বয়ং রাখি, পাছে পাঁচটা বয়াটে বড় মানুষের ছেলের সঙ্গে উহাদের দেখা হয়। স্কুলের ভাল ভাল ছেলে আনাইয়া, প্রতি রবিবারে উহাদের সহিত আমোদ করিবার নিমিত্ত ভোজ দিই। তুমি ও বোকার কথায় এত জেদ করিতেছ কেন?

ললিতা—নিতান্ত বোকা কিরূপে বুঝিব? যেরূপ সংসারের কার্য্য করিতেছে, এরূপ যে কেহ পারে, তাহা আমার ধারণা নাই।

গোপীমোহন ঈষৎ রাগিয়া বলিলেন,—"তোমাদের আদরেই ত গেল।" এ কথা আর বাড়িল না। আর একদিন গোপীমোহনকে ললিতাদেবী বলিলেন,—"তোমার কাজ কেন ওকে একটু একটু শেখাও না?" গোপীমোহন ক্রোধের সহিত উচ্চ হাস্য করিলেন; বলিলেন—"তোমার দেখ্‌ছি দেওরের উপর সমস্ত ভার দিয়া বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে! ক'ড়া ঝাঁকড়ি দিতে জানে না, তাকে আমি বিষয়কর্ম্ম শেখাব? এ তোমার কুট্‌নো কোটা বাটনা বাটা নয়!" ললিতা দেবীর উত্তর, গোপীমোহন আশ্চর্য্য হইয়া শুনিলেন যে, প্যারীমোহন এখন পত্র লিখিতে পারে। ললিতাদেবী বাপের বাড়ীতে যে সব পত্র পাঠান, তাহা আর সরকারকে ডাকাইয়া লিখাইতে হয় না। ললিতাদেবী যদিচ পড়িতে জানিতেন, কিন্তু সাদায় কালী দিতে হইবে বলিয়া লিখিতে শেখেন নাই। গোপীমোহন আরও শুনিলেন যে, প্যারীমোহন রামায়ণ, মহাভারত পড়িয়া ললিতাদেবীকে শুনায়। হিসাবপত্র মুখে মুখে করিতে পারে। ললিতাদেবীর নিকট টাকা লইয়া দু' পাঁচখানা ইংরাজী বই কিনিয়াছে। কাহার নিকট শিক্ষা পাইয়াছে, জানেন না, কিন্তু পড়িতে পারে নিশ্চয়। শেষ যে বইখানি কিনিয়াছে, তাহাতে চিঠি লেখা শেখা যায়। মাঝে মাঝে যেন দু' একখানা চিঠি লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। এ সকল কথায় গোপীমোহনের আনন্দের সীমা রহিল না। আদর করিয়া প্যারীমোহনকে ডাকাইলেন, কিন্তু প্যারীমোহন দাদার নিকট আসিয়া একেবারে জড়ভরত হইয়া গেল। গোপীমোহন বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া কথার উত্তর না পাইয়া ললিতাদেবীকে বলিলেন, "বাঃ! বেশ কালিদাস!" সে দিন গেল। ললিতাদেবী ছাড়েন না। গোপীমোহন একখানি খাতা দিয়া বলিলেন,—তোমার হিসাবী মুহুরীকে দিয়া এগুলি ঠিক্ দেওয়াও দিকি।" সেই খাতাখানিতে ভুল ছিল, রেওয়া মিলে না, সে নিমিত্ত অবকাশমত স্বয়ং হিসাব দেখিবেন বলিয়া তাঁহার শয়নকক্ষে খাতাখানি আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পরদিনই ললিতাদেবী বলিলেন,—"তোমার খাতার ভুল আমার কলিদাস ধরিয়াছে। ২১৷৵০ খরচ পড়িয়াছে, তাহার জমা নাই। এই ভুল ধরিতে যথেষ্ট জমা খরচ বোধ থাকা আবশ্যক।" প্যারীমোহন তাহা ধরিয়াছে শুনিয়া, গোপীমোহন বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না। ললিতাদেবী বলিলেন,—"ভাল, তোমার এরূপ কাজ যত আছে, তাহা আমাকে দাও, কেমন না প্যারী পারে দেখ!" পরীক্ষায় স্থির হইল যে, যে সকল খাতাপত্র গোপীমোহন ললিতাদেবীর নিকট হিসাব করিতে দিয়াছিলেন, সত্যই যদি প্যারীমোহন তাহা রেওয়া করিয়া থাকে, তাহা হইলে মহুরীয়ানায় প্যারীমোহন অদ্বিতীয়! কেন না, একটী জমা খরচ, গোপীমোহন কয়েকদিন চেষ্টা করিয়া নিজেই বুঝিতে পারেন নাই। কাজকর্ম্ম ত দেবেন সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু প্যারীমোহন ত তাঁকে যম দেখে! তাহার উপায়? সে উপায় ললিতাদেবী করিলেন। "যা তোমার আবশ্যক, পত্রে প্যারীমোহনকে হুকুম দিও।" গোপীমোহন হুকুম লিখিলেন, "প্যারী, তোমায় দেওয়ানজীর নিকট গিয়া, জমীদারির কাজ কর্ম্ম শিখিতে হইবে, কাল হইতেই কাজে যাইও।" দিনকতক বাদেই ললিতাদেবী আবার গোপীমোহনকে বলিলেন, "দেখ, প্যারী বলে

যে. সে জমীদারীর কাজকর্ম্ম করিতে পারে। সে কি বলে,আমি বুঝিতে পারি না।" এবার ললিতাদেবীও স্বয়ং বিস্মিতা! কেন না, দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া, তাঁহার স্বামী যে কার্য্য করেন, তাহা বালক সমস্ত সাংসারিক কার্য্য করিয়া কিরূপে অল্পদিনের মধ্যে শিখিল? কিন্তু গোপীমোহন অবিশ্বাস করিতে পারেন না। তিনি দেখেন যে, দেওয়ানজী স্বয়ং প্যারীমোহনের নিকট অবনতশির, তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে ভয় করে! দেওয়ানজী দু একটা প্যারীমোহনের নামে নালিস করিয়াছিল যে, ছোট বাবু ছেলে মানুষ, এ সব বোঝেন না, এমনি সব আলগা কথা জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহার উত্তর কি দিব? সেই সব নালিস শুনিয়া গোপীমোহন বুঝিতেন যে, প্যারীমোহন ছাঁকা-ভালে দেওয়ানজীকে ধরিয়াছে, সেরূপ তিনি স্বয়ং পারেন না। দিন কতক এইরূপে চলে। একদিন ললিতাদেবী গোপীমোহনকে বলিলেন,—"প্যারীমোহন তালুক দেখিতে যাইতে চায়। তাহার মনের সন্দেহ, সকলই বেবন্দোবস্ত হইয়া আছে।" গোপীমোহনের আনন্দ হইল; প্যারী কার্য্যক্ষম বুঝিয়াছেন, কেন না, কলিকাতার জায়গা-জমী বাড়ী-ঘর দোরের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছে। কিন্তু ছেলে মানুষ একা যাবে! কাহার সহিত না বুঝিয়া দাঙ্গা-ফ্যাঁসাদ করিবে! দুই একখানা তালুকও সেরূপ সুশাসিত নয়। শেষ প্যারীমোহনকে যে তালুকে কোন ভয়ের কারণ নাই,সে তালুকে পাঠাইলেন। প্রতি পত্রে বুঝিতে পারিলেন যে প্যারী আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছে, অশাসিত মহল শাসিত হইয়াছে। প্যারীমোহনকে ফিরিয়া আসিতে পত্র লিখিলেন, সে পত্রের উত্তর তাঁহার নিকট আসিল না; উত্তর ললিতাদেবীর নিকট আসিল। মর্ম্ম এই যে, দাদাকে বুঝাইয়া আর দিন কতক তাহাকে জমীদারিতে রাখিতে হুকুম হয়। নিতান্ত আবশ্যক, গঙ্গায় একটা চর উঠিয়াছে। সেই চর লইয়া অপর এক জমীদারের সহিত বিবাদ বাধিতেছে। প্যারীমোহনের বাসনা—সে বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া ফেলে। কারণ, সে চর করগত হইলে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে। এ সকল কথা গোপীমোহনকে বলিতে নিষেধ করিয়াছে। কারণ, বিবাদের কথা শুনিলে গোপীমোহন স্বয়ং উপস্থিত হইবেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ ক্লেশ হইবে। অবশ্য ললিতা দেবী কথা গোপন করেন নাই, চিঠিখানি স্বামীকে পড়িতে দিয়াছিলেন। পত্র পড়িয়া পরদিন গোপীমোহন, প্যারীমোহন যে তালুকে আছেন, তথায় রওনা হইলেন। আয়-বৃদ্ধির নিমিত্ত যত হউক আর না হউক, প্যারীমোহনের নিমিত্ত আকুল হইলেন, না জানি,বালক কি ফ্যাঁসাদ বাধাইয়াছে। পত্র পৌঁছিতে যতদিন, প্রায় ততদিনে তিনি স্বয়ং পৌঁছিবেন, এই ভাবিয়া তিনি রওনা হইলেন। পৌঁছিয়া দেখেন, স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষ পক্ষে শত শত লাঠিয়াল সড়কিওয়ালা চর দখল করিতে জমায়েৎ হইয়াছে। প্যারীমোহন ঘোড়সওয়ার হইয়া হুকুম দিতেছে,—'মার'! এবং স্বয়ং ঘোড়া হাঁকাইয়া আগে ছুটিল, লাঠিয়ালেরা পশ্চাৎ ছুটিল! ঘোরতর দাঙ্গা হইতে লাগিল। বিপক্ষপক্ষ প্যারীমোহনের আক্রমণে হটিয়া গিয়া তাহাদের সীমানায় দাঁড়াইল। গোপীমোহন বলিলেন,"কি করিতেছিস্?" অমনি প্যারীমোহন অশ্ব হইতে নামিয়া পূর্ব্ববৎ জড় হইয়া গেল। ও দিকে বিপক্ষদলের আরও লোক জমায়েৎ হইল। তাহারা আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে। লাঠিয়ালেরা গোপীমোহনের মুখ চাহিয়া বলিল,—"হুজুর, হুকুম দেন, ছাতু করিয়া দি"! হুজুর হুকুম দিলেন না। বিপক্ষদল আক্রমণ করিতে আসিতেছে। স্বপক্ষেরা লাঠিয়ালের হুকুম না পাইয়া পৃষ্ঠ দিল। বিপক্ষদল হইতে একটী সড়কী আসিয়া গোপীমোহনের মাথায় বিঁধিয়া গেল। প্যারীমোহন চকিতের ন্যায় দাদাকে অশ্বের উপর উঠাইয়া পলাইল। সড়কি বাহির হইল, কিন্তু রক্তমোক্ষণে গোপীমোহন অতিশয় কাহিল, প্যারীমোহন

অতি সন্তর্পণে বাড়ী আনিলেন। আঘাত হেতু হইয়া, গোপীমোহন পক্ষাঘাতপীড়ায় শয্যাগত হইলেন। এইরূপে ছয় মাস যায়। সংসার ক্রমে বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। কিশোরীমোহন ও রাধামোহন এখন সাবালক' একজন 'এল এ' দুইবার ফেল ও আর একজন এণ্ট্রান্স দুইবার ফেল হইয়া পড়া-শুনা বন্ধ করিয়াছে এখন গান বাদ্য শিক্ষা হয়। প্যারীমোহন ললিতাদেবীকে বলিল,—'মেজ দাদা সেজ দাদা ঢের টাকা খরচ করিতেছে। আমি আর টাকা রাখিতে পারিব না।" ললিতাদেবী বলিলেন,—"কেন,চাইলেই তুই দিবি কেন? যদি তোরে কিছু বলে, তুই ওর নাম করবি, যে উনি মানা করিয়াছেন।" প্যারীমোহন বলিল,—"দাদাকেও মানবে না।"

প্যারীমোহন ঠিক বুঝিয়াছিল। গোপীমোহন শয্যাগত হইবার পর নানান্ ধরণের লোক মেজো বাবু ও সেজো বাবুর নিকট যাওয়া আসা করে। সময় নাই, অসময় নাই, বাবুদিগের জুড়ী হুকুম হয়। এ সকল কথা গোপীমোহনের কাণে গিয়াছে। ভাইদের তিরস্কার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিয়াছে। বাবুদ্বয় ইয়ার-বক্সি লইয়া সর্ব্বদাই বলেন যে, তাহার বড় দাদা বাল্যকালাবধি শাসন করিয়া ছোটটাকে পাগল করিয়াছেন এবং তাহাদেরও খেতে পরতে না দিয়া পিঁজরায় পুরিয়া রাখিয়া এক রকম উল্লুক বানাইয়াছেন। ইয়ার-বক্সির উত্তর,—"এরূপ বেরসিক ভাইও কারও দেখি নেই'! মোসাহেব ও কতক কতক কর্ম্মচারীরাও পরামর্শ দেয় যে,"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই চিরকাল আছে, হুজুর সাবালক হ'য়েছেন, আপনার সম্পত্তি আপনি বুঝে লওয়া ভাল।" এইরূপ উপদেষ্টা ও শ্রোতা সংযোগে যেরূপ হয়, হইতে লাগিল। যেরূপ কুৎসিত ধুম্ ধাম্ হয়, হইতে লাগিল! গোপীমোহন সমস্তই শুনিলেন,—চক্ষে জল পড়ে! ললিতাদেবী যতদুর চাপিয়া রাখিতে পারেন, রাখেন। একদিন শুনিলেন যে, পূজার দালানে একজন বেশ্যা মলমূত্র ত্যাগ করিয়াছে ও মুরগীর হাড়গোড় ছড়ান ছিল! ক্রোধে অধীর হইয়া গোপীমোহন ভ্রাতৃদ্বয়কে ডাকাইলেন। উভয়ে চক্ষু লাল করিয়া উপস্থিত হইল; খুব ব্যাজার ভাব। গোপীমোহন গাঙ্গাইয়া গাঙ্গাইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তাহারাও উত্তর দিতে লাগিল। উত্তর শুনিয়া গোপীমোহন যেমন তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া উঠিতে যান, অমনি তাঁহার প্রাণবায়ু পিতৃলোকে উপস্থিত হইল। পিতৃস্থান অপবিত্র হইয়াছে শুনিয়া বংশধর প্রাণত্যাগ করিলেন।

ললিতাদেবী তাঁহার নিজের সহোদরকে ডাকাইয়া পার্টিসেন স্যুটের নালিস করিয়াছিলেন। তাঁহার উকীলকে বিশেষ উপদেশ—যেন পার্টিসেনে পূজার বাড়ী তাঁহার জিম্মায় থাকে বা প্যারীমোহনের অংশে পড়ে। একদিন প্যারীমোহন তাঁহাকে বলিলেন, 'বউ দিদি, আমার অংশ লইব না। আমি দাদাদের দিলাম।' ললিতাদেবী তিরস্কার করিতে লাগিলেন,—"মুর্খ, ওরা কি তোকে খেতে পরতে দেবে? দূর করে তাড়িয়ে দেবে!" প্যারীমোহন চুপ করিল। ললিতাদেবী বুঝিলেন, আর বুঝাইতে পারিবেন না। তাহার পর মিষ্ট করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন,—"তোর অংশ থাকিলে, তোর পিতৃপুরুষের নাম থাকিবে! আমার জীবনস্বত্ব বই তো নয়! তোর থাকিলে ঠাকুর-সেবা চলিবে। ওরা ত' শালগ্রাম নুড়ি বলিয়া ফেলিয়া দেবে।"

প্যারী।—বউ দিদি, তার যো নেই? বাবার উইলে পূজায় খরচ দিতেই হ'বে! বড় দাদার উপর ঠাকুর-সেবার ভার ছিল, এখন তোমার উপর হবে। পরে তুমি যাহাকে বলিয়া যাইবে, সে ভার সে পাইবে।

ললিতাদেবী জানিতেন, বুঝিলেন সত্য কথা। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোর চলিবে কিসে"?

প্যারী।—তাহার ভাবনা নাই।

ল।—কিসে?

প্যারী।—তোমার মনে আছে? আমি

একদিন শালগ্রামকে দেখিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"ও নুড়িটে কি?" তুমি কি বলেছিলে, মনে আছে?

ল।—না।

অনেক দিনের কথা, সত্যই তাঁহার স্মরণ ছিল না।

প্যা।—তুমি বলিয়াছিলে—"ঠাকুর। ইনি সকলের কর্ত্তা। ইনি সব করিতে পারেন ও সব করিতেছেন। এর হুকুম ভিন্ন গাছের পাতাটীও নড়ে না।" অন্য কেহ বলিলে আমি বিশ্বাস করিতাম না। তুমি বলিলে, আমি অমনি দেখিতে পাইলাম, সত্যই ঠাকুর!

ল।—ঠাকুর ত' তোকে আর হাতে করে এনে খেতে দেবে না।

প্যা।—দেবে!

ললিতাদেবী কণ্টকিতকলেবরা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিসে জানিলি?"

প্যা।—আমায় পড়া শেখালে কে? আমায় কাজকর্ম্ম শেখালে কে?

ল।—তোরে কি ঠাকুর শিখিয়েছে?

প্যা। হ্যাঁ। আমি একদিন ঠাকুরকে চুপি চুপি বলিয়াছিলাম,—"ঠাকুর, আমি বড় বোকা; আমাকে মনুষ করে দেবে?" এই দেখ, ঠাকুর আমাকে মানুষ করিয়াছেন! আমার যা যখন হয়, আমি ঠাকুরকে মনে মনে বলি আর ঠাকুর সব বলে দেন। ঠাকুর আমায় বলেছেন,—আমায় খেতে দেবেন।

ল।—তুই কি ঠাকুরকে বলেছিলি, 'ঠাকুর, আমাকে খেতে দিও।'

প্যা।—তা' কেন বল্‌বো? তোমায় কি কখন বলি যে, তুমি আমায় খেতে দিও, তুমি ত আপনি দাও। ঠাকুর আমাদের কুল-দেবতা, ঠাকুরই ত খেতে দিচ্ছে।

ললিতাদেবীর আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। তত্রাচ বলিলেন,—"তোর টাকা, তুই যাকে খুসী দিবি, সৎকার্য্য করিবি?

প্যা।—কে করে বল? খবরের কাগজে পড়ে'ছিলেম, টাকার নিমিত্ত বাপকে গুলী করিয়াছে! চক্ষের উপরে দেখিলাম, পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বধ হইল! আমি বুঝিয়াছি, টাকাতে এই সব কাজই হয়, আর কিছু হয় না। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছি, ঠাকুর হাসে!

ল। কেন, তুই যে কর্‌বিনে? ঘর-সংসার কর্‌বিনে? পিতৃপুরুষের নাম লোপ কর্‌বি?

প্যা।—বউ দিদি, ঠাকুর যদি মনে করেন, দাদারই ভাল কর্‌বেন। আর যদি মনে করেন, আমি একশটা বিয়ে কর্‌লে মেরে ফেল্‌বেন! ঠাকুর বলেছেন, ও সব ঠাকুরের কাজ। আমি ও সব কর্‌বো না।

ললিতাদেবীর আর উত্তর সরিল না।

ঘোরতর মকদ্দমা চলিতেছে। আর মকদ্দমা চলিলে, কিশোরীমোহন ও রাধামোহন জাল উইল আদালতে দাখিল করিয়াছে, তাহা প্রমাণ হইবে। অনন্যোপায় হইয়া কিশোরীমোহন, যাকে বৃন্দাবন হইতে আনাইয়াছে। তিনি বড় বউকে বুঝাইয়া বিপদ হইতে রক্ষা করুন। কিন্তু বড় বউয়ের ধনুকভাঙ্গা পণ, শাশুড়ীর বাক্যে অটল রহিলেন। শেষ পুত্রস্নেহে ব্যাকুল হইয়া বৃদ্ধ মাতা তৃতীয় পুত্রকে, বউকে বুঝাইতে অনুরোধ করিলেন। প্যারীমোহনও ভায'কে বলিল,—"দাদাদের ছেড়ে দাও।" ললিতাদেবী উত্তর করিলেন,—তুই ভাবিস্ নি, আমার দ্বারা আমার শ্বশুরের ছেলেদের কোনও অনিষ্ট হ'বে না। আমি তাদের ভালর নিমিত্তই করিতেছি!" শেষ দাঁড়াইল, উভয় ভ্রাতা অর্দ্ধেক সম্পত্তি বউয়ের নামে লিখিয়া দিয়া জাল হইতে নিস্তার পাইল। মনে ভাবিয়াছিল, বউয়ের জীবনস্বত্ব বই ত নয়। যখন দানবিক্রয়ের অধিকার নাই, আমরাই ত পুনর্ব্বার পাইব।

বড় ভা'য়ের আনুগত্য করিতে আসে; ললিতাদেবী দূর দূর করিয়া তাড়ায়। সকলে মনে করে, স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতেছে। সমস্ত আয় সৎকর্ম্মে খরচ করেন। বিধবা মজুর দুটীকে বিশেষ যত্নে রাখেন। হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যান, পাড়ায় পাড়ায় বেড়ান। অন্যলোকে বলে, যে বাড়ীতে বিপদ,

সে বাড়ীতে যান। কিন্তু পুরুষ দেখিয়া তাদৃশ সমীহ করেন না, সকলের সহিত মুখ তুলিয়া কথা কন; ইহাতে কুলোকেরাও নানা কথা কয়। বিষয়কার্য্য প্যারীমোহনই করেন। এই সময়ে প্যারীমোহনের মার হঠাৎ বৃন্দাবনলাভ হইল। ললিতাদেবী দুইটী ননদকে দিয়া সমারোহে চতুর্থী করাইলেন। কিশোরীমোহন-রাধামোহনও শ্রাদ্ধ শান্তি করিল। প্যারীমোহন ঐ সঙ্গে দান উৎসর্গ করিল, কিন্তু সে সমস্তই ললিতাদেবীর ব্যয়ে। ললিতাদেবী তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছেন, যত ব্যয় করিতে পারে যেন করে। প্যারীমোহনের কাজে লোকে শত শত আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল।

যে খরচের নিমিত্ত কিশোরীমোহন ও রাধামোহনের অর্থের আবশ্যক হইয়াছিল, গণনার ভিতর এত অর্থ নাই, যাহাতে তাহার কুলান হয়। শীঘ্রই উভয়ে সর্ব্বস্বান্ত হইল। অন্ন জোটে না! এমন কি, দুই একদিন কোন ক্রমে কাটিয়াছে! এ সময়েও অর্থ-সাহায্য চাহিতে গেলে, ললিতাদেবী দেখাই করেন না। ইহাতে তাঁহার মহানিন্দা হইতে লাগিল। নিন্দুকের জিহ্বা যাহা সৃষ্টি করিতে পারে, পাঁচটা ব্রহ্মা তাহা পারেন কি না সন্দেহ! আর কল্পনাশক্তিতে ব্রহ্মার চৌদ্দ পুরুষ হার মানেন। সন্তানতুল্য প্যারীমোহনের নাম, ললিতাদেবীর সহিত কুভাষায় একত্রিত হইতে লাগিল! কিন্তু তেজস্বিনী ললিতাদেবী যেরূপ ভাবে চলিতেছেন, সেইরূপ ভাবেই চলিতে লাগিলেন। দেনার দায়ে উভয় ভ্রাতার জেল হইল। ছুট্‌লি জোচ্চরীর দাবীও দুই একটা নয়, পেটের দায়ে একে ওকে ঠকাইতে হইয়াছে। একদিন ললিতাদেবী স্বয়ং জেলে গিয়া উপস্থিত। ভ্রাতাদ্বয় কাকুতি-মিনতি করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ললিতাদেবী ঘৃণার সহিত থামাইলেন; বলিলেন,—"চুপ কর। তোমাদের ঋণে মুক্তি দিব, যাহা জুয়োচ্চুরী করিয়াছ, তাহা হইতেও বাঁচাইব; কিন্তু আমার অবর্ত্তমানে যে সম্পত্তির তোমরা অধিকারী হইবে, যদি এই দণ্ডে দেবোত্তর করিয়া দাও, তবে,—নচেৎ নয়; এবং সেই দেবোত্তর সম্পত্তি যতদিন প্যারীমোহন বর্ত্তমান থাকিবে, সেই রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। তার পর সে যাহাকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেবে, সেই করিবে। পরে তোমাদের পুত্রসন্তানেরা মানুষ হইলে, তাহারা সেই ভার পাইবে। তোমরা দুই ভাই কোন সংস্রবে থাকিতে পারিবে না। আপাততঃ ৩০০৲ তিন শত টাকা করিয়া তোমাদের মাসোহারা দিব।" অগত্যা জেলের ভয়ে, পেটের জ্বালায় উভয়কে সম্মত হইতে হইল।

সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর হইল। ললিতাদেবী তীর্থ যাইবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সে কথা প্যারীমোহনকে বলিলেন। প্যারীমোহন বলিল,—"কি সম্বল লইয়া যাইবে?"

ল।—আমার ত কিছু নেই, ঠাকুরকে দিয়াছি, তবে কি লইয়া যাইব?

প্যা। তোমার চলিবে কিসে?

ল। ভাই, তুমি ত' শিখাইয়া দিয়াছ —ঠাকুর দিবেন।

প্যা।—ঠাকুরের অনুমতি লইয়াছ কি? আর এক কথা, তুমি কুল দেবতাকে কেবল তোমার সম্পত্তি দিয়াছ, কায়, মন, জীবন অর্পণ কর নাই; তুমি কুল নারী, একা তীর্থে যাইলে কুলদেবতার ত নিন্দা হইবে না?

ললিতাদেবী কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—"আমি আর তীর্থে যাইব না।"

প্যা।—সেই ভাল। তুমি না থাকিলে, ঠাকুরের সেবাকার্য্য ভাল হইবে না।

ল। বুঝেছি, ঠাকুর যে দিন কাজে জবাব দিবেন, সেই দিন যাইব, নচেৎ আমার যাবার উপায় নাই।

ললিতাদেবী প্যারীমোহনের দাড়ি ধরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্যারীমোহন প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। একাহারেই বিধবা, কুলদেবতার সেবায় নিযুক্তা রহিলেন।

একদিন রাধামোহন বলিতেছে,—"মেজদাদা, উকীল বলে, 'দেবোত্তর হইতে সম্পত্তি ছাড়াইয়া লওয়া যায়।' তুমি কি বল?"

কি। ও কথা মুখে আনিও না, উকী

লের কথাতেই জালের সাজা হইত, ধর্ম্মে ধর্ম্মে বাঁচিয়া গিয়াছি, এবার ফাঁসী যাইতে হইবে! আমি এখন বুঝিতেছি, বউ আমাদের ভাল করিয়াছে, ছেলেপিলে মানুষ হবে—মান-সম্ভ্রম থাক্‌বে। যাহা বিষয় লইয়াছিলাম, তাহা ত দুই দিনে ফুঁকিয়া দিয়াছি। এ পাইলেও দুই দিনে না হয় দশ দিনে ফুঁকিয়া দিব!

রা। তবে যাউক!

কি। রেধো! কুকর্ম্মে সুখ নেই, তুই কি আজও বুঝিস্ নি?

রা। কাজেই বুঝিতে হইবে!

কালে রাধামোহনও বুঝিল।

ঠাকুরের সম্পত্তি প্যারীমোহনের জিম্মায়। প্যারীমোহন ঠাকুরবাড়ীতেই থাকিয়া ঠাকুরের কর্ম্ম করেন। ঠাকুরবাড়ীতেই থাকেন। ঠাকুরের ভোগের সামগ্রী ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিজনের নিমিত্ত যথাযোগ্য পাঠাইয়া, সমস্ত অতিথিসেবার পর, যাহা বাকী থাকে—তাহাই খান। আদর্শ-চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া শত শত লোক, তাঁহার নিকট উপদেশের নিমিত্ত আসিতে লাগিল। প্যারীমোহন কিছুই বলিতেন না; কেবল একটী শ্লোক আওড়াইয়া প্রণাম করিতেন :—

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥"

যাঁহার কৃপায় সরে মূকের বচন।
পঙ্গু যাঁর কৃপাবলে পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া চলে,
করি সে পরমানন্দ মাধবে বন্দন॥

দুইটী ভাইপো প্যারীমোহনের কাছে থাকিত। তাহারা শ্লোকটী শিখিয়াছিল ও আনন্দে পাঠ করিত। শুনিয়া সকলে ভরসা করিত, বাড়ুয্যে-বংশের কুলদেবতা-পূজা বহুদিন থাকিবে!

সমাপ্ত।

বাঙ্গাল

হরেন্দ্র ও রাধাকান্ত স্কুলে এক ক্লাসে পড়িত। রাধাকান্ত পাড়াগেঁয়ে ভালমানুষ,—স্কুলে বাঙ্গাল বলিত। হরেন্দ্র দাঙ্গাবাজ, চট্‌পটে, বড়মানুষের ছেলে, জুড়ি গাড়ী চড়িয়া আসে স্কুলে সকলে ভয় করে, এমন কি, মাষ্টার পর্য্যন্ত তটস্থ। রাধাকান্তের চক্ষে হরেন্দ্র দেবতা, রাধাকান্ত মনে করিত যে, হরেন্দ্রের জীবনে আর কিছু বাকী রহিল না।

স্কুলের দিন ফুরাইল, এখন উভয়ে সংসারে। হরেন্দ্র রাধাকান্তকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাধাকান্ত হরেন্দ্রকে ভুলে নাই। পথে ছাতা ঘাড়ে করিয়া যাইতেছে, দেখে—হরেন্দ্র তীরবেগে টম্ টম্ হাঁকাইয়া চলিল। চৌঘুড়ীর ভেঁপু শুনিয়া ফিরিয়া দেখে—হরেন্দ্র হাঁকাইতেছে। ঘোড়সওয়ারে ঘোড়দৌড় দেখিতে যাইতেছে। যেখান দিয়া হরেন্দ্র যায়,—এসেন্সের গন্ধে আমোদ করিয়া যায়। বেশের পরিপাট্য সৌখীন লোকের আদর্শ। হরেন্দ্র যেখানে যায়, সেইখানেই পাঁচ জন চাহিয়া দেখে।

একদিন রাধাকান্ত একটী থিয়েটারে আট আনার টিকিট কিনিয়াছে, থিয়েটারের দোর খুলে নাই—সে জন্য সামনে বেড়াইতেছে। এমন সময় হরেন্দ্রের জুড়ী আসিয়া লাগিল। হঠাৎ রাধাকান্তের প্রতি নজর পাড়ল,—অমনি পূর্ব্বপরিচিত স্বরে, "কি রে বাঙ্গাল ?" বলিয়া হাত ধরিল। রাধাকান্তের একেবারে মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। তখন সে স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে,তাহার হুঁস রহিল না। হরেন্দ্র বলিল, "কি রে বাঙ্গাল, থিয়েটার দেখ্‌বি ?" রাধাকান্তের উত্তর সরিতেছে না। "চল" বলিয়া উপরে লইয়া গেল। দ্বাররক্ষকেরা সসম্ভ্রমে হরেন্দ্রকে সেলাম দিল। ম্যানেজার তটস্থ হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল ; স্বয়ং বক্‌সের চাবি খুলিয়া দিয়া হরেন্দ্রকে বসিতে অনুরোধ করিল। থিয়েটারে ধূমপানের নিষেধ, কিন্তু হরেন্দ্র থিয়েটারের সাম্‌নে সুন্দর সিগারকেস হইতে সিগার বাহির করিয়া, রূপার কৌটা হইতে মোমের দেশলাই জ্বালিয়া চুরুট ধরাইয়া ধূমপান করিতে লাগিল। যাহারা হরেন্দ্রের সঙ্গে ইয়ার-বক্‌সি ছিল, তাহারাও হরেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া লাটের মত চুরুট মুখে দিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাধাকান্ত অবাক্! হরেন্দ্র রাধাকান্তকে চুরুট দিল, কিন্তু রাধাকান্ত পান করিতে সাহস করিল না। একটী সুন্দর ছোট শিশি বাহির করিয়া হরেন্দ্র রাধাকান্তের গায়ে এসেন্স ছড়াইয়া দিল। রাধাকান্ত ভাবিল,—এ আরেবিয়ান নাইটের গল্প চলিতেছে। রাধাকান্ত থিয়েটার দেখিবে কি হরেন্দ্রকেই দেখে। "ড্রপসিন" পড়িল। বিশেষ খাতির করিয়া ম্যানেজার হরেন্দ্রকে "গ্রিন রুমে" লইয়া গেল। রাধাকান্তের হাত বগলে লইয়া, হরেন্দ্র "গ্রিন রুমে" গেল। সঙ্গীরাও সঙ্গে রহিয়াছে। "গ্রিন রুমে" রাধাকান্ত দেখে যে, 'একট্রেস' সকলেই হরেন্দ্রকে চেনে ও বড় খাতির করে। 'একটার' সকলেও বিশেষ অনুগত। একজন হরকরার কাছে কতকগুলি ফুলের তোড়া, ফুলের মালা ছিল,—হরেন্দ্র 'একট্রেস' মহলে বিতরণ করিল। খড়ি মাখা, চোখ আঁকা, পরচুলপরা সুন্দরীরাও বিশেষ যত্নের সহিত হরেন্দ্রের দান গ্রহণ করিল। রাধাকান্ত অবাক্। হরেন্দ্র রাধাকান্তকে বলিল, 'চল বাঙ্গাল, এখানে আর নয়! তুই কোথা থাকিস্? চল্ তোর বাসা দেখে যাই।' রাধাকান্তের ঘোর

বিপদ হইল, —একটা ছোট হোটেলে থাকে, বাপ্‌রে, কি করে হরেন্দ্রকে লইয়া সেথা যায়! মাথা চুলকাইতেছে। হরেন্দ্র বলিল, "কেন রে, তুই ত মেসে থাকিস্। চল্ না, কোথা থাকিস্ দেখে যাই।" রাধাকান্ত মাথা চুলকাইয়া বলিতে লাগিল, "সে বড় ভাল জায়গা নয়,—সে বড় ভাল জায়গা নয়।" হরেন্দ্র বলিল, "তবে আয়, আমার বাড়ীতে আয়।" সঙ্গীদের পশ্চাৎ রাখিয়া, 'তোমরা সেকেনক্লাস গাড়ী ভাড়া করিয়া আসিও' বলিয়া রাধাকান্তকে জুড়ীতে লইয়া, হরেন্দ্র নিজ বাড়ীতে আসিল। রাধাকান্ত দেখে,—ইন্দ্রালয়! বৈঠকখানায় সুন্দর কার্পেট পাতা দেখিয়া রাধাকান্ত জুতা খুলিতে যায়। হরেন্দ্র বলিল, "দূর বাঙ্গাল! চল্ জুতা পায়ে দিয়াই চল্।" 'ভিক্টোরিয়া" কোচে রাধাকান্তকে বসাইয়া হরেন্দ্রও বসিল। গোলাপজলে ফেরান গুড়গুড়ীতে অম্বুরী তামাক সাজিয়া শুভ্র পরিচ্ছদ খানসামায় আনিয়া দিল। রূপার পাত মোড়া পানের খিলি, পরিপুষ্ট ছোট এলাচ, স্বর্ণপাত্রে একটী টিপাই সরাইয়া ভৃত্য তাহার উপর রাখিল। স্বর্ণ-গ্লাসে বরফ দেওয়া সরবত আনিয়া দিল। হরেন্দ্র বলিল, "বাঙ্গাল, খা।" রাধাকান্ত এক চুমুক পান করিয়াই ভাবিল—"ইহাই অমৃত।" পরে—"কেমন আছিস্?' 'কি করিস্?'—এই সমস্ত খবর হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল। রাধাকান্ত সদাগরের বাড়ীতে বিল সরকারী করে, মেসে হোটেলে থাকে, ২৫৲ টাকা বেতন পায়, কোনরূপ কায়ক্লেশে চলে। এ কথা ও কথার পর হরেন্দ্র হুকুম দিল, "বাবুকে গাড়ী করিয়া রাখিয়া আয়।" রাধাকান্ত পথের মাঝেই নামিতে চায়,—কেন না, রাজসদৃশ পরিচ্ছদ-ভূষিত সহিসকোচম্যানকে তাহার হোটেল দেখাইতে নারাজ, নামিতে চাহিল;—সহিস দোর খুলিয়া দিল। কিন্তু উৎপাত থামিল না। পেছনে পেছনে চোপদার রাধাকান্তের বাসা দেখিতে চলিল। নিত্য রাধাকান্ত নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যায় সে নিদ্রা আর নাই।

পরদিন প্রাতে রাধাকান্তকে একজন চোপদার খুঁজিতেছে। হোটেলের দোরে মস্ত জুড়ী। চোপদার রাধাকান্তকে সেলাম করিয়া, বাবু সেলাম দিয়াছে—জানাইল। রাধাকান্ত মুখে জল দিয়া, পূর্ব্বপরিচ্ছদ পরিধানে জুড়ীতে হরেন্দ্রের বাটী আসিল। যে ঘরে হরেন্দ্র শুইয়া আছে, সে ঘরে টেবিল চেয়ার নাই, গদী পাতা ঢালা বিছানা। হরেন্দ্র শুইয়া আলবোলায় তামাক টানিতেছে। রাধাকান্ত যাইবামাত্র, হরেন্দ্র বলিল, —"চল্, নাইবি চল্।" রাধাকান্ত ভাবিতেছিল যে, চৌবাচ্চায় নাইতে যাইব। তাহা নহে, দো'তালা ঘরের ভিতর দিয়া চলিল। দো'তালা ঘরের ভিতর নাইবার ঘর। চারিদিকে সারসি আঁটা। টব সুবাসিত জলে পরিপূর্ণ,—সুগন্ধতৈল ও সাবান। আল্‌নায় পরিচ্ছদ, তোয়ালে, গামছা রহিয়াছে। দুইটী জলের নল। একটীতে গরম জল,—একটীতে শীতল জল। দুইজন চাকরে রাধাকান্তকে স্নান করাইল। স্নান সমাপ্ত হইল। সুন্দর বসন, সুন্দর জামা,—তাহার ছেঁড়া জুতার পরিবর্ত্তে একটী সুন্দর কার্পেটের শ্লিপার রহিয়াছে। নানাবিধ ফল, মিষ্টান্ন, সরবৎ। জলযোগের পর রাধাকান্ত আফিসে যাইতে ব্যস্ত হইল। হরেন্দ্র বলিল, "আজ আর আফিসে যাস্‌নি।" সর্ব্বনাশ—মাহিনা কাটিবে! —কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না। আহারাদি সমাপ্ত হইল। উত্তম শয্যায় রাধাকান্ত নিদ্রা গেল। নিদ্রাভঙ্গে হরেন্দ্র বলিল, "তুই আর সে বাসায় যাস্‌নি। তোর হিসাবপত্তর চুকাইয়া দিতেছি। আমার বাড়ীর সামনে বৈঠকখানা বাড়ীতে তুই থাক্।—আর খরচার জন্য এই টাকা নে।"—দশ টাকার করিয়া পাঁচশো টাকার নোট দিল। নোট হাতে দিয়া বলিল, "আপাতত খরচ কর্, আর আফিসে যাস্‌নি।" রাধাকান্তের পিতাও এত টাকা একসঙ্গে দেখেন নাই। ভাবিতে লাগিল, এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি! একসপ্তাহ এইরূপে যাইবার পর একদিন হরেন্দ্র বলিল, "চল্—তোদের দেশে যাব।"

রাধাকান্তের হৃৎকম্প হইল, কিন্তু হরেন্দ্র ছাড়িল না। রাধাকান্তকে অগত্যা দেশে লইয়া যাইতে হইল। হরেন্দ্র একাই রাধাকান্তের সহিত চলিল। চাকর-বাকর সঙ্গে লইল না। পথে রাধাকান্ত কতই ভাবিতে লাগিল। কিন্তু হরেন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপে যখন মাদুরে বসিয়া দা-কাটা তামাক পরম তৃপ্তির সহিত টানিতে লাগিল,—রাধাকান্তের কতক চিন্তা দূর হইল। রাধাকান্তর মা, ছেলের বন্ধুকে, ছেলের মত যত্ন করিয়া চিঁড়েভাজা-চালভাজা তেলনুন মাখিয়া জল খাইতে দিল। তখন রাধাকান্ত আড়ষ্ট। কিন্তু হরেন্দ্র যেরূপ তৃপ্তির সহিত ভাজাভুজি, গুড়পাটালী খাইল, অতি উপাদেয় দ্রব্য তাহাকে এরূপ ভাবে খাইতে রাধাকান্ত দেখে নাই। তাহার পর অন্ন, কলাইয়ের ডাল, সজিনা খাঁড়া চচ্চড়ি, আধপোড়া পোনামাছভাজা, উত্তম ঘৃত দুগ্ধ—পুত্রবৎ যত্নের সহিত রাধাকান্তের মা হরেন্দ্রকে খাইতে দিল। হরেন্দ্র বাটীতে যাহা খাইত —তাহার দ্বিগুণ খাইল। তথাপি মা মাগী ঘোমটা টানিয়া কথা কহিয়া বলিল, "বাবা, আর দুটা ভাত ভাঙ্গিয়া নাও। আহা বাবা— ঐ খেয়ে জোয়ান বয়সে কি করে থাকবে?" এই সকল স্নেহবাক্যে হরেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। রাধাকান্ত সাবান সঙ্গে লইয়াছিল। বালিসের ওড়-বিছানা প্রভৃতি কাচিয়া রাখিয়াছিল। শয্যা প্রস্তুত করিয়া ভাবিতেছিল, হরেন্দ্রের নিকট শয়ন করিবে। হরেন্দ্র জেদ করিয়া বাড়ীর ভিতর শুইতে পাঠাইল। পরদিন প্রাতে রাধাকান্তের চাকর,—"রাখাল" "মাহেন্দর" ও অন্যান্য কৃষি চাকরেরা, হাতে কলিকা টানিতে টানিতে হরেন্দ্রকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"হ্যাঁগা বাবু, তোমার বাড়ী কি নিজ্ কোল্‌কাতায়?" চোখ টিপিয়া রাধাকান্ত বারণ করে, তাহারাও মানে না, হরেন্দ্রও শোনে না। রাধাকান্তের বাপ বাড়ী ছিল না। মাঠে কৃষাণদের জলখাবার লইয়া যাইতে লোকের অভাব হইতেছিল। রাধাকান্ত সভয়ে শুনিল, হরেন্দ্র বাড়ীর ভিতর গিয়া বলিতেছে, "মা, আমাকে দাও, আমি জল খাবার লইয়া যাই।" মা মাগীরও আক্কেল নাই!—একধামা মুড়ি ও খানিকটা গুড় দিয়া বলিল,—"হ্যাঁ বাবা, যাও, কর্ত্তা বাড়ী নাই, দু'জনে গিয়ে দিয়ে এস!" মাগীর একদিনেই হরেন্দ্রকে ঘরের ছেলে বলিয়া বোধ হইয়াছিল! রাধাকান্তের বাপ ফিরিয়া আসিয়া হরেন্দ্রকে যথেষ্ট যত্ন করিল। আপনি তামাক সাজিয়া, দু'একটান টানিয়া হুকা রাখিয়া যায়। হরেন্দ্রের ব্যবহারেও রাধাকান্তের পিতা পরম পরিতৃপ্ত হইল। হরেন্দ্র প্রায়ই কৃষিদিগকে খাওয়ায় ও তাহাদের সহিত খায়। সন্ধ্যার পর তাহাদের সহিত নৃত্যগীত করে। সাঁতার দেয়,—এক সঙ্গে ছোটে,—কখনও বা তাহাদিগকে তামাক সাজিয়া খাওয়ায়। এই সকল দেখিয়া রাধাকান্তের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল।—"এ কে!—এ কি আমার সত্যকার আপনার ভাই?"

এইরূপে কয়েক দিন যায়। একদিন কলিকাতা হইতে হঠাৎ পত্র আসিল,—হরেন্দ্রের নামে পুলিস হইতে ওয়ারিণ বাহির হইয়াছে। রাধাকান্তকে হরেন্দ্র বলিল, "কে ওয়ারিণ বাহির করিয়াছে জানিস্? আমার মা!" রাধাকান্ত কিছুই বুঝিতে পারিল না। কলিকাতায় আসিয়া দেখিল, সত্যই তাহার মা ওয়ারিণ বাহির করিয়াছে। দিন দিন রাধাকান্ত বুঝিতে লাগিল,—যে হরেন্দ্রের এ কি সংসার! মার সহিত নানান্ মকদ্দমা চলিতেছে। মাগী, পুত্রের কথা না শুনিয়া দেওয়ানের কথায় ওঠে বসে।—সে যা বলে, তাই শোনে। শুনিতে পাইল, স্ত্রীও খোরাকের নালিশ করিয়া পুলিস হইতে খোরাকির বন্দোবস্ত করিয়াছে। সমান চালই চলে। রাধাকান্ত হরেন্দ্রের বাজার সরকার, হরেন্দ্রের কার্য্যাধ্যক্ষ। যে সকল দ্রব্যাদির প্রয়োজন সকলই আনে,—তাহার কমিশনে বিশেষ লাভ। সাহেব সুবো, উকীল মোক্তার, দোকানদার, দালাল সকলে সভয়ে বশীভূত—রাধাকান্তের বিশেষ সুবিধা হইতে লাগিল।

রাধাকান্ত হরেন্দ্রের প্রিয় বন্ধু, সকলেই জানিয়াছে; বাগানপার্টিতে রাধাকান্তকে দেখে না। একদিন মহাসমারোহের বাগান-পার্টি। হরেন্দ্র যাইতেছে। রাধাকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবে?" হরেন্দ্র বলিল, "বাগানে।" রাধাকান্তের মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিল, তাহার যাইতে নেহাৎ ইচ্ছা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, "যাইবি?" রাধাকান্ত কিছু বলে না। হরেন্দ্র আপনিই বলিল, "চল্, ঘরের সুখ দেখেছিস্,—বাহিরের সুখ দেখবি।" বাগান যেন অমরাবতী.—তাহে মহা সমারোহের নিমিত্ত সুসজ্জিত। চারিদিকে নাচ, গান, বাদ্য, স্যাম্পেনের ফোয়ারা চলিতেছে। ক্রমে যেন দৈত্যের কৌশলে আনন্দস্থান নিরানন্দময় হইল। ঝগড়া, মারামারি, কান্না, কলহ! মুদ্দরের ন্যায় গড়াগড়ি, মল, মূত্র, বমন, স্থান অতি কুৎসিত হইল। রাধাকান্তকে হরেন্দ্র বলিল, "দেখ্‌লি? এখন আর এক কীর্ত্তি দেখ্‌বি চল্।" হরেন্দ্রের জুড়ী সোণাগাছির এক বড় বাড়ীর দোরে আসিয়া লাগিল।

পশ্চাৎ পশ্চাৎ একখানি পাল্কীগাড়ী আসিয়াও পৌছিল। এ গাড়ীর সোয়ারী চারিটী স্ত্রীলোক। তন্মধ্যে একটী স্ত্রীলোক গাড়ী হইতে নামিয়া. বাটীর ভিতর গিয়া, সিঁড়িতে উঠিতে না উঠিতে হরেন্দ্রকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিল। হরেন্দ্র কিছু না বলিয়া রাধাকান্তকে বলিল,"দেখচিস্ বাঙ্গাল দেখচিস্।" এ কথায় স্ত্রীলোকটীর আরও তর্জ্জন-গর্জ্জন বাড়িল। কিল, চড় চলিতে লাগিল। হঠাৎ কর্ণকুহর ভেদিয়া একটী শীষের ধ্বনি হইল। রমণী চমকিল, হরেন্দ্র বলিল, "রাধাকান্ত, শ্যামের বাঁশী বেজেছে শুনতে পেয়েছিস্? এঁর প্রিয় উপপতি শীষ দিয়া ইসারা করিতেছেন। যুবতী উত্তরে কত কথা বলিতে লাগিল, সে সকলে কর্ণপাত না করিয়া রাধাকান্তের সহিত হরেন্দ্র জুড়ীতে উঠিল। গাড়ীতে রাধাকান্ত পরিচয় পাইল যে, স্ত্রীলোকটী থিয়েটরেরর 'একট্রেস।' হরেন্দ্র তাহার রূপমোহে আবদ্ধ হইয়াছে। ইহার একজন প্রিয় উপপতি, অতি কদর্য্য, হীন ব্যক্তি। হরেন্দ্র যে সময় না থাকে, সে সময় তাহার অধিকার। জানিয়া শুনিয়াও হরেন্দ্র তাহার রূপমোহ কাটাইতে পারে না। হরেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কথা সমাপ্ত করিল। কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, "কেমন সুখে আছি দেখছিস্?" তোর সখ হয়েছিল দেখাইলাম। আর এ দগ্ধ স্থানে আস্‌বার ইচ্ছা করিস্ নি!"

হরেন্দ্র উপদেশ দিল বটে, কিন্তু রাধাকান্তের বক্ষ একজন তয়ফাওয়ালীর নয়নবাণ বিদ্ধ হইয়াছে। পাপচিত্র দর্শন করিয়া যিনি মনে করেন,—পাপলিপ্সা দূর হয়, তিনি তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে কখনও পাপের ছবি দেখেন নাই। পাপের অতি অদ্ভুত আকর্ষণ! যিনি পাপ দৃশ্য কালসর্পের ন্যায় না পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি জীবনে পাপসহচর হইবেন—সন্দেহ নাই। এ দাসত্বমুক্তির সদ্‌গুরুর চরণ ব্যতীত অনন্যোপায়! দুঃখের তাড়নাতেও বাসনা-সাগর নিবৃত্ত হয় না। রোগে শোকে মনোমোহনকারী চিত্র, হৃদয় হইতে ছিন্ন করিতে পারে না। যদি কাহারও হয়, তিনি অতি ভাগ্যধর।

পাপ-বাসনা উদ্দীপ্ত। তাতে যথেষ্ট অর্থ—সময়, সুযোগও সহকারী, রাধাকান্তের শীঘ্রই অধঃপতন হইল। রোজগারে কুলায় না, চারিদিকে দেনা, ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। রাধাকান্ত ঋণজালে জড়িত হইল। হরেন্দ্রের বাড়ী যাতায়াত করে, কিন্তু প্রায়ই দেখা হয় না। হরেন্দ্র নির্জ্জনেই থাকে। বাজারে রাষ্ট্র, হরেন্দ্রের সর্ব্বস্ব গিয়াছে। কিন্তু গাড়ী, জুড়ী, লোক, লস্কর, আসবাব, পোষাক, তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। রাধাকান্ত কিছু বুঝিতে পারে না। রাধাকান্তের দেনদারেরা বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। হরেন্দ্রের খাতিরে যে সকল স্থানে তাহার খাতির ছিল ও যথায় অর্থোপায় হইত, তাহা সমস্তই বন্ধ হইয়াছে। দেনা প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা। এ অবস্থায় কি করে। একদিন কোনক্রমে হরেন্দ্রের সহিত দেখা করিল ও আপনার অবস্থা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া সাহায্য

চাহিল। হরেন্দ্র নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, বলিল,—"এখন যা।"

দিন দুই পরে সহরে রাষ্ট্র হয়, হরেন্দ্রের এক খুড়ীর কাশীলাভ হইয়াছে। বিস্তর বিষয়—হরেন্দ্র তাহার অধিকারী। ইহার দুই চারি দিন পরেই এক দিন রাত্রে হরেন্দ্র রাধাকান্তকে ডাকাইল। রাধাকান্ত বাড়ী ঢুকিবে, এমন সময়ে পূর্ব্ববঙ্গীয় একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাটী হইতে বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিল। রাধাকান্ত তাহাকে চেনে এবং অনেকবার তাহার নিকট টাকাও কর্জ্জ করিয়াছে। হরেন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া আছে,—এমন সময়ে রাধাকান্ত পৌঁছিল। হরেন্দ্র বলিল,—"বাঙ্গাল, আমার কথা শুনিস্ নাই; আপনার সর্ব্বনাশ করেছিস্। যা. এবার তোর ঋণ মুক্ত করিয়া দিতেছি।—এই ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ শোধ করিস্, আর এই দশ হাজার টাকা নে,—ইহা লইয়া দেশে গিয়া থাক্। যদি ভাল হইয়া না চলিস্, তা' হলে তোর সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। তোকে আমি এখনও ভালবাসি। এবার যদি বুঝিয়া না চলিস্, তা'হলে আমার মন হ'তে দূর হবি!" হরেন্দ্র আবার বলিতে লাগিল, "তোরে কেন ভালবাসি জানিস্? বোধ হয় জানিস্ না? মা আমার নয় জানিস্,—স্ত্রী আমার নয় জানিস্,—যে কাঠকুড়ানীকে রাজরাণী করিয়াছি, সে আমার নয় জানিস্,—যে সকল পথের ভিখারীরা আমার ধনে অট্টালিকায় 'বাবু' হইয়া বসিয়াছে—তাহারা আমায় উপহাস করে জানিস্,—পারিষদেরা, যাহারা আমার অর্থে প্রতিপালিত হইতেছে, তাহারা পশ্চাতে আমাকে গালি দেয়, তাহাও জানিস্।—দাসদাসীরা, অর্থের উপাসনা করে—আমার নয়! কিন্তু সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, আমার ধারণা, তুই সেই স্কুল হইতে আমাকে, আমার নিমিত্ত ভালবাসিতিস্। স্কুলে তোর মাথায় চাঁটি মারিয়াছি;—কিন্তু তত্রাচ তুই আমার অতি ক্ষুদ্র উপকার করিতে পারিলে, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতিস্। চুরি করিবার যত সুযোগ দিতে হয়, দিয়াছিলাম, ইহাতে তুই ধনকুবের হতে পারিতিস্, কিন্তু আমার টাকা তোর দেহের শোণিত জ্ঞান করিয়াছিস্। কাহাকে কখনও বলি নাই, আজ তোকে বলি—আমার জীবন দুঃখময়। কবে সুখী হইয়াছি জানিস্?—যে কয়দিন তোদের বাড়ীতে গিয়াছিলাম, তোর মাকে 'মা' বলিয়া, তোর বাপের চরণ বন্দনা করিয়া, তোর চাকরদের সঙ্গে খেলিয়া প্রিয়তমা ভগ্নী অপেক্ষা তোর পরিবারের আদর পাইয়া, মরুময় উত্তপ্ত জীবনে, কয়েকদিন শীতল বারি পড়িয়াছিল। যা এখন যা,—আমি শোব।"

রাধাকান্ত টাকা লইয়া, বাটী হইতে বাহির না হইতে হইতে গাড়ী তৈয়ার করিবার হুকুম শুনিল। একজন ভৃত্য ছুটিতেছে, তাহার নিকট সংবাদ পাইল, বোটমাঝীকে তলপ। রাধাকান্ত কিন্তু বুঝিতে পারিল না। হরেন্দ্রের কথা শুনিয়া হরেন্দ্রের নিমিত্ত তাহার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল। ভাবিতেছিল, আবার তাহাকে দেশে লইয়া যাইবে, যেরূপে তাহাতে সুখী করিতে পারে, সেইরূপে করিবে।

পরদিন প্রাতে রাধাকান্ত একখানি চিঠি,—হরেন্দ্রের হস্তাক্ষর—পড়িয়া রাধাকান্তের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। পত্রের মর্ম্ম এই,—"আমার খুড়ী কোন কালে কেহ ছিল না। জাল করিয়া তোকে টাকা দিয়াছি। আমার যদি উপকার করিতে চাস্—তাহা হইলে শোধরা! কুসঙ্গ ছাড়িয়া, আমার সংসর্গে মিশিবার অগ্রে যেরূপ ছিলি, সেইরূপ থাকিবি—তা'হলে জানবি, আমি পরম শান্তিতে থাকিব। পৃথিবীতে আর কেহ কখনও আমার দেখা পাইবে না। কখন কখনও আমায় মনে করিস্।" পত্র পাঠ করিয়া রাধাকান্ত উন্মত্তের ন্যায় হরেন্দ্রের বাটী ছুটিল। শুনিল, বাবু বোটে করিয়া কোথায় যাইতেছিলেন, মাঝগঙ্গায় জালি-বোট করিয়া মাঝীমাল্লাদিগকে কূলে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কূলে উঠিয়া যাত্রীরা সভয়ে দেখিতে পাইল, বোটখানি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার পর আর হরেন্দ্রের কোনও সংবাদ নাই।

রাধাকান্ত বাসায় ফিরিয়া আসিয়া যে টাকা হরেন্দ্রের নিকট পাইয়াছিল, সঙ্গে লইল। দ্রুতগমনে যে পূর্ব্বদেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিকে গত রাত্রিতে হরেন্দ্রের বাটী হইতে বাহিরে আসিতে দেখিয়াছিল, তাহার নিকট দলীল ধনাঢ্যের নিকট দলালদে খয়াবুঝিল যে,হরেন্দ্র খুড়ারবিজয় মর্টগেজ করিয়া টাকা লইয়াছে। সমস্ত টাকা ফেরতদিয়াও পত্রখানি দেখাইয়া চলিল। পুড়াইয়া ফেলিল। ধনী আশ্চর্য্য হইল রাধকান্তের সততায় ভাবিল, ইহার ন্যায় কর্ম্মচারী পাইলে, আমার কার্য্য উত্তমরূপে চলিবে। রাধাকান্তেরদে:দারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাহার বৃহৎ পাটের কারবারের বখরাদার করিল। কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত ঋণ রাধাকান্তের হিস্যা হইতে পরিশোধ হইল এবং অল্প দিনে কিছু ধন সঞ্চয় করিয়া, কার্য্যে বসর লইয়া রাধাকান্ত স্বদেশে গেল। নিত্য সন্ধ্যার সময় বন্ধুর জন্য ভাবে। একদিন ভোরে স্বপ্ন দেখিল --হরেন্দ্র পূর্ব্বাপেক্ষা ধূম-ধামে তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। মধুর হাস হাসিয়া বলিতেছে,—"বাঙ্গাল, তুই আমার জন্য আর ভাবিস্‌নি, আমি তোর ভালবাসায় পরম শান্তি লাভ করিয়াছি।"

সমাপ্ত।

শান্তি

(বুয়র-সমর-সংক্রান্ত রূপক)

চরিত্র

পুরুষ।

বৃটিশ-রাজমন্ত্রী।

লর্ড কিচ্‌নার—(বৃটিশ সেনাপতি)

ডিলেরী—(বুয়র-নায়ক)

ডিউয়েট—(ঐ)

দূত, বুয়রগণ ও কাফ্রিগণ।

স্ত্রী।

বুয়র-রাজলক্ষ্মী।

শান্তি, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিদেবী।

বুয়র-রমণীগণ ও কাফ্রিরমণীগণ।

প্রথম দৃশ্য।

আফ্রিকা-প্রান্তর।

(চিন্তামগ্না বুয়র-রাজলক্ষ্মী আসীনা ও বুয়র-রমণীগণ)

বুয়র-রমণীগণ।— গীত।

মা গো ঘুমায়ো না আর।
ওই শোন উঠে হাহাকার॥
বিচূর্ণ নগর, জনশূন্য ঘর
না শোভে প্রান্তরে শস্য-শীর্ষ-হার।
দিক্ ধূমাকীর্ণ, হৃদি ভয়পূর্ণ
বজ্রনাদে ঘোর কামান-ঝঙ্কার॥
বিহীন অশন, বিহীন বসন,
বিষাদমগন সবে শবাকার।
ঘোর রণনাদে মিলে আর্ত্তনাদ,
অবিশ্রান্ত চলে বিষম বিবাদ,
বলবান্ অরি নাহি অবসাদ,
শঙ্কায় শুকায়ে গেছে অশ্রুধার॥

বুয়র-রমণী। মা গো, পূর্ব্ব-পুরুষদের আবাস-স্থান ত্যাগ ক'রে, শ্বাপদসঙ্কুল-বনপ্রদেশে দীনবেশে, স্বামী-পুত্র সঙ্গে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেম। মনে মনে আশা ছিল, হেথায় আর বিবাদ-বিসংবাদ থাকবে না, মৃগয়ায়, কৃষিকার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ হবে; কিন্তু মা, এখন সে আশা দুরাশায় পরিণত হয়েছে। শোন মা, রাজ্যময় হাহাকার শব্দ শোন, মুহুর্মুহু তোপ-ধ্বনি শোন। আর্ত্তনাদ, রণ-কোলাহল অবিশ্রান্ত প্রবাহিত, উর্ব্বরা-ক্ষেত্র মরুভূমে পরিণত, বনরাজী নগর আক্রমণ করচে! অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, গৃহ নাই, সদাই সশঙ্কিত। কিরাতের মত তোমার আশ্রিত বুয়রেরা দিবানিশি মহা আতঙ্কে ভ্রমণ করচে। বলবান্ বিপক্ষ, কখন্ আক্রমণ করে, কখন আবদ্ধ করে, কখন্ প্রাণ সংহার করে, সদাই এই চিন্তা! পতি-পুত্রহীনা রমণীর রোদনরোল কাননে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে পরিব্যাপ্ত,—মা রাজ-

লক্ষ্মি, সদয়া হও, ঘোর সঙ্কটে নিষ্কৃতি দাও!

বুয়র-রাজলক্ষ্মী। বৎসে, আমি কি উপায় কর্ব্বো? এ নিভৃত প্রদেশে সমরানল কে প্রজ্বলিত কর্‌লে? দাম্ভিক ক্রিঘার আত্মোন্নতি-সাধনের চেষ্টায় বৃটিশ-সিংহকে কোপাবিষ্ট ক'রেছে, মন্দমতি বোঝে নাই যে, 'মোজুবার' যুদ্ধে যদিও ইংরাজ পরাজিত হয়েছিল, যদিচ ইংরাজ বদান্যতাবশতঃ সে সময় সন্ধিস্থাপন ক'রেছিল, হীনবুদ্ধি ক্রিঘার বোঝে নাই যে, ইংরাজ দয়াগুণে যা'তে নূতন বুয়রজাতির বাল্যাবস্থায় উচ্ছেদ না হয়, সেই জন্যে যুদ্ধে ক্ষমা দেয়, দুর্ব্বলতা বশতঃ নয়—বীরত্বসূচক ঔদার্য্যগুণে। সেই ক্রিঘারের কথায় ও ইংরাজ রাজশ্রী-দ্বেষী অপরজাতীয় হীন-ব্যক্তির উত্তেজনায় তোমাদের স্বামীপুত্র উৎসাহিত হ'য়ে বিপুল এংলো-স্যাক্‌সন জাতিকে যুদ্ধে আহ্বান ক'রেছে। এ দুষ্কর্ম্মের পরিণাম এরূপ শ্রীভ্রষ্ট হওয়া ব্যতীত আর কি সম্ভব! এখনও যদি সমূলে উচ্ছেদ হ'তে না চাও, ক্ষমাপ্রার্থনা কর। দয়াশীল সপ্তম এডওয়ার্ড অচিরে রাজ্যাভিষিক্ত হবেন, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁর কৃপায় দগ্ধ বুয়র দেশে শান্তি স্থাপিত হবে। এ সুযোগ উপেক্ষা কর্‌লে আর উপায় নাই। তোমাদের স্বামী-পুত্রেরা বীর্য্যবান্ বটে, কিন্তু কেবল বীর্য্যবলে যুদ্ধে জয়লাভ হয় না। অর্থ নাই, সৈন্য নাই, অস্ত্র নাই, আহার নাই, প্রবলপ্রতাপশালী ইংরাজের সহিত কিরূপে আর যুদ্ধ কর্ব্বে? যুদ্ধে ক্ষমা দাও, অর্দ্ধ পৃথিবী সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসনের নিকট মস্তক অবনত কর্ব্বে,—তোমরাও স্বীকৃত হও, সকলই থাক্‌বে, পুনরায় ক্ষেত্র শস্যপূর্ণ হবে, পুনরায় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হবে, পুনরায় নিঃসঙ্কুচিত-হৃদয়ে, নিজ নিজ আবাসে, ইংরাজের আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ কর্‌তে পার্‌বে। আর বিলম্ব করো না, কদাচ এ সুযোগ উপেক্ষা করো না।

বুয়র-রমণী। মা, কি উপায় কর্ব্বো?

বুয়র-রাজলক্ষ্মী। ইংরাজ প্রতিনিধি লর্ড কিচ্‌নারের নিকট প্রার্থনা কর,—রাজ্যে সন্ধি স্থাপিত হবে। এসো, আমরা সকলে শান্তিদেবীর উপাসনা করি, অবশ্যই তিনি প্রসন্না হবেন।

গীত।

করুণানয়না কর কৃপাদান, রণ-হুতাশন কর
মা নির্ব্বাণ,
অশান্ত মানব, শান্ত কর প্রাণ, উর গো জননি
সমাজবর্দ্ধিনী।
বিকাশ মা আসি হের চারু হাসি, দেখাও
মানবে শান্ত রূপরাশি,
বিমল কিরণে ভ্রান্তি যাক্ ভাসি, পুন
ফলে ফুলে হাসাও মেদিনী॥
শোকার্ত্ত এ ভূমি কর আমোদিনী, স্তব্ধ
হোক্ রণ কঠোরনাদিনী,
অট্টালিকাশ্রেণী প'রি রাজধানী, হোক্ পুনঃ
মা গো জনসোহাগিনী॥
অসি রাখি কোষে পানপাত্র ধরি, ভ্রাতৃভাবে
যেন সম্ভাষে মা অরি,
উর শুভঙ্করি উর ত্বরাত্বরি, সঙ্কটে স্মরি মা
সঙ্কটবারিণী॥

বুয়র-রাজলক্ষ্মী। ওই দেখ, শান্তিদেবী গগনে আবির্ভূতা, ঐ দেখ, তিনি দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন ক'রে আশ্বাস প্রদান কচ্চেন! দেখ, দেখ—তিনি উত্তরাভিমুখে ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট গমন কচ্চেন! ভয় নাই, ভয় নাই! যাও, সকলে ঘরে ঘরে মঙ্গলগান কর।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:*:—

বুয়র-শিবির-সম্মুখ।

(ডিলেরি ও ডিউয়েট)

ডিলেরি। বীরবর, কি ভাব্‌চো?

ডিউয়েট। ভাব্‌চি, মাতৃভূমি শত্রুকরগত

হ'বার পূর্ব্বে কিরূপে প্রাণত্যাগ কর্ব্বো ? পুনঃ পুনঃ দুর্গম রণসন্ধিমধ্যে প্রবেশ ক'রেছি, যথায় তোপের গর্জ্জন, যথায় গুলীবর্ষণ, পরমোৎসাহে সেখানে ধাবিত হয়েছি, কিন্তু হায়, চতুর্দ্দিকে মাতৃভূমি-বৎসল বীরপুরুষেরা বক্ষের শোণিত প্রদান কর্‌চে দেখ্‌চি,—আমার কেশাগ্রও বিপক্ষ-অস্ত্র স্পর্শ করে নাই, যেন কোন কুহকবলে আমার জীবন রক্ষা হয়! হায় হায়—জন্মভূমির এ দুর্দ্দশা কতদিন দেখ্‌বো ?

ডিলেরি। ভাই, আমিও ঐরূপ চিন্তায় মগ্ন ছিলেম, রাত্রিশেষে কোন অদ্ভুত-দর্শন হয়েছে। শুন্‌লেম, সহসা নারীকণ্ঠে কে আমায় আহ্বান ক'র্‌লেন, অপূর্ব্বা রমণী,—প্রশান্ত বদনমণ্ডল—স্নেহবাক্যে আমায় সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন,—"বৎস, আর কেন ? দিন দিন বীরপুত্রের বিনাশ আমি কত দেখ্‌বো, হাহাকারধ্বনি আর কত শুন্‌বো ?" আমি করযোড়ে বল্লেম,—"মা, দাস কি উপায় কর্ব্বে ?" মধুরভাষিণী উত্তর কর্‌লেন, "বৎস, উপায় আছে। অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করেছ, অদ্ভুত শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় জগতে প্রদান ক'রেছ। তোমাদের বীরত্বের প্রশংসা, ইংরাজ শতমুখে ক'র্‌ছে। তাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে, যেরূপ শত্রুতা করেছ, সেরূপ দৃঢ় বন্ধুতায় আবদ্ধ হও। দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রদেশ তাদের সহিত একত্রে ভোগ কর,—যেরূপ শত্রু ছিলে, সেইরূপ বন্ধু হও—নির্ব্বিঘ্নে পুরুষানুক্রমে মণিপ্রসূতি বিশাল রাজ্যের অধিকারী হও।" আমি করযোড়ে বল্‌লেম, "মা, এ কি সত্য ? চিরশত্রু ইংরাজ কি বন্ধু হবে ?"

ডিউ। হে বীরশ্রেষ্ঠ, আমিও ঐরূপ স্বপ্ন দেখেছি, আমাকেও দেবীমূর্ত্তি ঐরূপ আদেশ করেছেন। আমায় বলেছেন যে, রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাবান্; তোমরা তাঁর প্রতিনিধি লর্ড কিচ্‌নারের নিকট সন্ধি প্রার্থনা কর, সম্মানের সহিত সন্ধিস্থাপনা হবে। আমি স্বপ্নজ্ঞানে সে কথা উপেক্ষা ক'রেছি।

ডিলেরি। এস না কেন, আমরা সেই আদেশমত সন্ধির প্রস্তাব করি।

ডিউ। কিরূপ আজ্ঞা কচ্চেন ? অধীনতা স্বীকার কর্ব্বো ?

ডিলেরি। এরূপ প্রস্তাব করা কি আমাদ্বারা সম্ভব বোধ করেন ?

ডিউ। তা তো নয়—তা তো নয়।

ডিলেরি। সন্ধির প্রস্তাব করা যাক, ইংরাজ কি উত্তর দেন, তা শোনা যাক্। নচেৎ তো জীবনবিসর্জ্জনে আমরা আবালবৃদ্ধবনিতা কৃতসঙ্কল্প।

ডিউ। উত্তম।

ডিলেরি। আসুন, উপযুক্ত পাত্র প্রেরণ করা যাক।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কাফ্রি-নরনারীগণের প্রবেশ)

গীত।

পুরুষগণ। পিয়ো সু পি পিয়ো ভোরপুর।
স্ত্রীগণ। টল্ টল্ ঢল্ ঢল্ নেশামে হো যাও চুর।
পুরুষগণ। তোড়ো তরমুজ তাজা তাজা,
স্ত্রীগণ। আধা মুঝে দি যে, আধা তুনে খা যা,
পুরুষগণ। কোল্‌ড চিকিন,লেও দাঁতেসে ছিন্,
স্ত্রীগণ। ইট ইউ "হ্যাম", "পসম্" ইট অ্যাম,
উভয়দল। পিস্ পিস্ পিস্ ওয়ার ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্,
হুর্‌রা হুর্‌রা ফর ব্লাকি মুর ॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লণ্ডন-মহাসভা।

(বৃটিশ রাজমন্ত্রী আসীন)

রাজমন্ত্রী। লোকে কি নিমিত্ত উচ্চপদের প্রার্থনা করে ? কি কাজ কর্‌লেম ? স্বদেশবাসীর শোণিতে দূরে আফ্রিকা-

রাজ্য প্লাবিত,—গৃহে গৃহে শোকোচ্ছ্বাস,—কষ্টার্জ্জিত প্রজার অর্থব্যয়, নরহত্যা, বীরশ্রেষ্ঠ শত্রুপীড়ন, স্বধর্ম্মী আবালবৃদ্ধ-বনিতা বুয়র, দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত! এই কি আমার মন্ত্রীত্বের পরিচয়? ইতিহাসের পত্র কি এই বর্ণনায় কলঙ্কিত হবে? ক্রিথারের দুরাকাঙ্ক্ষাচালিত বুয়র তো সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করে না, এরূপ বীরজাতিকে উচ্ছন্ন কর্ব্বো—এই কি যুদ্ধের পরিণাম? বীর বীরের সমাদর করে,—দেখ্‌ছি, আমার দুর্ভাগ্যে সমস্ত বিপরীত ফল!—মহারাজ অচিরে অভিষিক্ত হবেন; কিন্তু রাজারাণী উভয়ে ম্রিয়মাণ; তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছা—সন্ধি, কিরূপে সন্ধি হয়? যদি হীনতা স্বীকার করি, ইংরাজ-বিদ্বেষী জাতিরা উপহাস কর্ব্বে, কিরূপে সম্মানরক্ষা আর সন্ধিস্থাপনা হয়?

(শান্তি, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিদেবীর প্রবেশ)

গীত।

সকলে। তুমি উচ্চমতি, তব উচ্চজাতি,
উচ্চাশ্রয়ে মোরা করি সবে বাস।
এ কি বিড়ম্বনা, বিষম কামনা,
শুনি রণনাদ টুটে মন-আশ॥
বাণিজ্য। করেছ তোমরা বাণিজ্যস্থাপন,
শিল্প। তবাশ্রয়ে সুখে বঞ্চে শিল্পিগণ,
শান্তি। তব রাজ্য যথা শান্তি-নিকেতন,
কৃষি। ধনধান্যপূর্ণ মঙ্গল বিকাশ॥
সকলে। অভিমান বৎস, দিয়ে বিসর্জ্জন,
পাত চিরদিন শান্তির আসন,
তবে কেন আজি কামান-গর্জ্জন,
শুনি মুহুর্মুহু জন-মন-ত্রাস॥

[প্রস্থান।

রাজমন্ত্রী। আমার জাতীয়-উচ্চপ্রকৃতি রূপ ধারণ ক'রে আমায় সঙ্গীতচ্ছলে উপদেশ প্রদান করলেন। এ ভ্রম নয়—সত্য। এংলো-স্যাক্‌সন্ জাতির উপর পৃথিবীর মহৎ কার্য্যের ভার, পৃথিবীর মঙ্গলসাধন তাদের কর্ত্তব্য। এ উচ্চ ব্রতে অভিমান-বিসর্জ্জন প্রয়োজন। শত্রুকে বন্ধু করাই মন্ত্রীর কার্য্য। যদি এ বীর শত্রু বন্ধু হয়, তা হলে আফ্রিকা-শাসন নিতান্ত সহজ হবে। সন্ধিই সদ্‌যুক্তি। কেবলমাত্র ইংলণ্ডেশ্বরের অধীনত্ব যদি বুয়র স্বীকার করে, তাদের হস্তে সমস্ত রাজকার্য্য তাদের ইচ্ছামত প্রদান কর্ব্বো। এতে অস্বীকার হয়, সমূলে উচ্ছেদ হবে, কিন্তু আমাদের বদান্যতা জগতে প্রকাশ পাবে। সন্ধি—সন্ধি—আর যুদ্ধ নয়! সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেকে যেন জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।

(রাজদূতের প্রবেশ ও পত্রপ্রদান)

রাজমন্ত্রী। ('পত্রপাঠ করিয়া) এই যে বুয়র সন্ধিতে প্রস্তুত! সপ্তম এডওয়ার্ড, তোমার জয় হোক্, শান্তি দেবী তোমার চিরসঙ্গিনী হোক্, জয় মহারাজাধিরাজ সপ্তম এডওয়ার্ডের জয়!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

প্রান্তর।

(বুয়র স্ত্রী-পুরুষ)

দ্বৈত গীত।

পুরুষ। ঘুমে ঘুমে জান্ হায়রান্ মেরি জানি।
স্ত্রী। ফিন্ কহো কাহে ঘুমনা, তক্‌লিফ্ উঠানা
কিস্ দেও, বুঝ্ লেও, পিস্‌কা কারদানি।
পুরুষ। দানা ইংরাজ পিস্ কিয়া,
স্ত্রী। ঠাণ্ডা হুয়া বহুৎ মেরি হিয়া,
উভয়ে। রহা তুনো বেগানা বেগানী॥
পুরুষ। আবি আও,
স্ত্রী। ফিন্ ঘর বানাও,
পুরুষ। পরোয়া কেয়া,
স্ত্রী। দুষ্‌মন্ দোস্ত হুয়া,
উভয়ে। ইমান্‌সে পিস্ হুয়া নেহি হোগা বেইমানি॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—•—

আফ্রিকা—ইংরাজ-শিবির।

(লর্ড কিচ্‌নার, ডিলেরি, ডিউয়েট ইত্যাদি)

কিচ্‌নার। এই সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসন। এই দেখ, বিবিধ জাতি বহন কচ্ছে। এসো ভাই,--এসো বন্ধু, সম্মানের সহিত সিংহাসন-তলে' সেলাম প্রদান করি।

ডিলেরী। লর্ড কিচ্‌নার! ইংলণ্ডেশ্বরের ক্ষমাগুণে আমরা সকলে বশীভূত। আমি আমার জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ সেই সিংহাসনের অধীনতা স্বীকার করলেম। আমরা যেরূপ পরস্পর শত্রু ছিলেম, সেইরূপ আজ হ'তে পরস্পরের বন্ধু।

ডিউয়েট। বীরশ্রেষ্ঠ ডিলেরি আমাদের সকলের মনোভাব ব্যক্ত ক'রেছেন। যদি ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের কোন কার্য্যের প্রয়োজন হয়, কায়মনোবাক্যে বুয়র সে কার্য্যসাধনে পরাঙ্মুখ হবে না।

কিচ্‌। আমার প্রতিও রাজাদেশ এই যে, বুয়র ইংলণ্ডের বন্ধু, বুয়রের অহিত-সাধনে অদ্য হ'তে কেহ কখনও সাহসী হবে না। বুয়রের প্রতি রাজার কিরূপ স্নেহ, তা বিপুল রাজব্যয়ে পুনশ্চ বুয়র-রাজ্য সুসজ্জিত হ'লে বুঝ্‌তে পারবে। লর্ড মেথুয়েনের প্রতি তোমাদের যে সদ্ব্যবহার, ইংলণ্ড কখনও তাহা বিস্মৃত হবে না। আর আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি যে, আর কখনও বুয়রজাতিকে কোনও কুমন্ত্রী, কুমন্ত্রণায় চালিত করতে পারবে না।

সকলে। জয় রাজাধিরাজ সপ্তম এডওয়ার্ডের জয়!

সমবেত সঙ্গীত।

দয়াগুণ গাহিছে সসাগরা মেদিনী।
দূর কোলাহল—শান্তি বিরাজিনী॥
জয় জয় জয় সপ্তম এডওয়ার্ড জয় জয় জয়!
করুণা-অর্ণব, অরি হয় বান্ধব,
অতুল সৌরভ, অতুল গৌরব,
গণ্য বদান্য, এডওয়ার্ড ধন্য,
করুণা প্রবাহ জনমঙ্গলবর্দ্ধিনী॥
জয় জয় জয় সপ্তম এডওয়ার্ড জয় জয় জয়!

———

যবনিকা-পতন।

আয়না

(পঞ্চরং)

চরিত্র

পুরুষ।

গৌরীশঙ্কর মিত্র — ধনাঢ্য পেনসেনপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সাবজজ।
ব্রজেন্দ্র — ঐ পৌত্র।
সদাশিব গুঁই — কন্যাদায়গ্রস্ত গৃহস্থ ব্যক্তি।
আনন্দরাম — সদাশিবের প্রতিবাসী।
সৃষ্টিধর — ঐ
মিঃ রামসহায় দে — সভ্যযুবা (ড্রামাটিক ক্লাবের নেতা।)
চিনিবাস — গৌরীশঙ্করের ভৃত্য।
মট্‌কো — মিঃ রামসহায় দের থিয়েটারের সুদক্ষ ছাত্র।

কিনু স্যাক্‌রা, নিরু উকীল, গৌরীশঙ্করের দেওয়ান, চা-ওয়ালা, ভুলো পোদ্দার, দরোয়ান, পাহারাওয়ালা, জমাদার, ঘটকগণ, উকীলগণ, বরযাত্রিগণ, ষ্টেসনস্থ লোকগণ ও সং-বেশী ভৃত্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

রামেশ্বরী — সদাশিব গুঁইয়ের স্ত্রী।
কিশোরী — ঐ কন্যা।
তড়িৎসুন্দরী — মিঃ রামসহায় দের ভগ্নী (ফিমেল-ড্রামাটিক সমিতির নেত্রী।)
বামা — ঘট্‌কী।

চা-ওয়ালী, ঘটকীগণ, তড়িৎসুন্দরী, থিয়েটারের ছাত্রীগণ, পুতুলহস্তে নারীগণ, নবীন-সাহিত্যজীবী-পত্নীগণ, দাসীগণ ও সং-বেশিনী দাসীগণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

গীত।

সখের এ আয়নাখানি মুখ দেখে যাও রিফরমার।
ঘরে ঘরে থুবড়ো ক'নে বে' দিতে চাও বিধবার॥
ব্যাটা।র বাপ হিন্দুর দলপতি,
ব খুদরে বিকুবে ছেলে, ঝুলিয়ে চলো ছাতি,
যুবতী বউ আন্‌বে ঘরে জল্‌বে কুলে বাতি,
সভা ক'রে পৈতে প'রে হবে সমাজ-সংস্কার॥
বড় ছেলে এণ্টেন্‌সে ফেল, তোমার জোর কপাল,
দুপুর রোদে বিল লেদে আর কেন ও মাকাল,
সাম্‌নে আছে লগ্ন বিয়ের ফিরিয়ে ফেল চাল,
বাড়ী বাঁধা উধ্‌রে নেবে থাক্‌বে না আর মুদীর ধার॥

ও মেয়ের বাপ! দেখ্‌তে তো পাই ঘট্‌কীর
আনাগোনা,
এই বেলা ছাই, বাড়ী বাঁধার দালাল ডাক না,
খতিয়ে দেখ গিন্নীর গায় কি আছে দুখানা,
নাইকো দেরী দেখ্‌তে পাবে শ্রীঘরের খোলা
দোয়ার॥
শোনো কেন টিকি নাড়া হিন্দুয়ানীর কান,
বড় ব্যাটার বে' দিয়ে মোড়ল কিন্‌তে চান
বাগান,
মানা করো, গিন্নী, মেয়ে না দেন আর জোগান,
মেয়ে হ'লে আঁতুড়েতে নুন টিপে দে ক'র
পার॥

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

সদাশিবের বাটী।

(সদাশিব ও রামেশ্বরী)

রামে। বলি ভুড়্ ভুড়্ করে তো কেবল তামাক টান্‌ছো, পেটে ভাত দিচ্চ কেমন ক'রে? মেয়ে যে চোদ্দয় পা দিলে, শেষে জাতজন্ম কি ভাসিয়ে দেবে?

সদা। আমি কি নিশ্চিন্তি আছি?

রামে। আজ তো ঘটক এসেছিল শুন্‌লুম, তা কি বল্লে?

সদা। বল্লে আমার গুষ্টীর মাথা! হাজার টাকা নগদ, ঘড়ি ঘড়ির চেন, দানসামগ্রী আর পঁচাত্তর ভরি সোণা।

রামে। ও মা! এমন অনাসৃষ্টি কথাও তো কখনো শুনিনি! ও ঘটক মুখপোড়ার কর্ম্ম নয়। আমি বামী ঘট্‌কীকে ডাকৃচি।

সদা। বামীর বরের আরও খাঁই।

রামে। কিন্তু সে বর বই কি আর বর নাই? তার হাতে আরও কত বর আছে। আমরা গেরস্ত মানুষ, আমাদের অত বাড়াবাড়িতে কাজ কি? একটু মাথা গুঁজে থাক্‌বার আস্তানা থাকে, ছেলেটী কাণাখোঁড়া না হয়, আন্‌তে নিতে পারে, তা হ'লেই হলো। আমরা যেমন মানুষ, তেমনি ঘরে দেব।

সদা। সেই সেই, অম্‌নি ঘরেরই ঐ দর। যে বরের কথা বল্‌ছি, দেড় কাঠা জমির উপর বাইরে একখানি একতালা কোঠা আছে, বাড়ীর ভিতর সাম্‌নে পাঁচীল উঁচু করা— ভিতরে খোলার ঘর। পাঁচটী ছেলে, বাপের শ্যামবাজারে ভোলাসাধা চাক্‌রী। যার সম্বন্ধ হ'চ্ছে, তার এণ্ট্রেন্স দিতে এখনো তিন বছর দেরী। বোধ হয়, বে দেবার জন্য স্কুল ছাড়ায় নি। বে হয়ে গেলে যদি ভাল থাকে, তা হলে চীনে-বাজারের দোকানদারের খদ্দের ডাক্‌বে— তামাক সাজ্‌বে, আর নয় তো থিয়েটারের 'অ্যামেচার এ্যাক্‌টার' হবে।

(বামা ঘট্‌কীর প্রবেশ।

বামা। গিন্নী, এর চেয়ে তো কমজমে হয় না। ষোল বছরের ছেলে, একটু রং কালো, তা কথায় বলে কালোয় আলো! পড়া-শুনা ক'র্‌তো, তা আর বছর দস্তি রোগ হওয়াতে স্কুল ছাড়িয়ে এখন আফিসে বার ক'চ্চে। কাগজের দোকানে যাচ্চে আস্‌ছে।

সদা। চীনেবাজারের কাগজের দোকান?

বামা। খুব ভাল বাজারের।

সদা। তা বুঝেছি, তামাক টামাক সাজে!

বামা। আজ এক বছর পেরোয় নি, এরি মধ্যে জলপানি হ'য়েছে। এত সস্তায় আর ও রকম ছেলে পাবে না।

রামে। কি ব্যামো হ'য়ে স্কুল ছেড়েছে ?

সদা। বেঁচে গেছে, আমার মেয়ের বরাতে।

রামে। বাড়ী ঘরদোর আছে ?

বামা। দেশে চকমিলোন বাড়ী।

সদা। এখানে থান দুই খোলার ঘর ভাড়া ক'রে আছে, কেমন বামা ?

বামা। তা দেখ কর্ত্তা বাবু, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। মোটে তিন হাজার টাকা খরচ কর্‌তে চাচ্চো।

সদা। ঐ শোনো গিন্নী, পাঁচশো টাকার জন্ত বাড়ী বাঁধা দিতে হবে, বামা সুন্দরীর তিন হাজার টাকার ফর্দ্দ। মতি ঘটকের বরের তবু তো একতালা বাড়ী আছে. বাপ তবু তোলা সাধে। বামা,বরের বাপ কি করে ?

বামা। বরের বাপ এই ছ'মাস মারা গেছে।

সদা। আহা, বরটীর ভাল মন্দ হয় নাই, তাই সম্বন্ধ নিয়ে এসেছ।

বামা। তা হ্যাঁ গা, বরের বাজার কেমন ? তা তিন হাজার টাকা বল্লুম বলেই কি আর তিন হাজার টাকা পড়্‌বে ? ভাল ক'রে ঘটকী বিদেয় ক'রো,আমি আড়াই হাজার টাকার ভেতর সেরে দেব।

সদা। আহা, বামা, তুমি যদি আমাদের মুখ না চাইবে, তা হলে চাবে কে বল ? দেড় কাঠা জমির উপর একতালা ঘর ক'রে আছি, পঞ্চাশটী টাকা মাইনে পাই। আড়াই হাজার টাকা খরচ ক'রে মেয়েটীর হাত ধ'রে গাছতলায় বসিয়ে,ঘট্‌কী বিদায় দিয়ে বস্—পগাড় পারে চলে যাই।

বামা। দেখ কিশোরীর মা, অত টাঁক্‌টাঁকানি কথার ধার ধারিনি বাছা! মেয়ে তো খুবড়ো করেছ। এ বাপ মার শ্রাদ্ধ নয় যে, তিল-কাঞ্চনে সার্‌বে। দেড় কাঠা জমির উপর ঘর, পঞ্চাশ টাকা মাইনে.— মেয়ে বিয়োতে পেরেছিলে ? অত টাঁক-টাঁকানি কথার ধার ধারিনি বাছা! দু'-হাজারের ভেতরও সার্‌তে পারি,যদি তেমন ভারী ক'রে কেউ বিদেয় দেয়। মেয়ের বাপ বর খুঁজ্‌চেন; বর খুঁজ্‌চেন, বাড়ী খুঁজ্‌চেন, বিষয় খুঁজ্‌চেন, এই ছ'মাস আনাগোনা ক'চ্চি, ছেলে আর পছন্দ হয় না। ও মা! তোর মেয়ে বে কর্‌তে, চার বিঘের কারকুণ জমীদারের ছেলে আস্‌বে না কি ? চল্লুম বাছা চল্লুম,— মোদের কর্ম্ম নয়, এই বামী ঘট্‌কীকিই ডাক্‌তে হবে। তবে কি না, সেধে বাড়ীতে এসেছি, তাইতে গুমর বাড়্‌ছে। মেয়ের জন্ম দিয়েছিস্, বাড়ী বেচে দে।

(প্রস্থানোদ্যতা)

রামে। বামা বামা—রাগ করো না, আমার ঘরে এসো।

বামা। দেখ দেখি গা কথার ছিরি, তোমার জন্তেই এ বাড়ীতে আসি, নইলে ছাঁচতলা মাড়াতেম না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(আনন্দরামের প্রবেশ)

আনন্দ। কি দাদা, গালে হাত দিয়ে ভাব্‌চো কি ?

সদা। আর ভাই, মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, কি ক'রে মেয়ে পার কর্ব্বো, তা বুঝ্‌তে পারি নে। কি হে, তুমি যে খুব ভোল ফিরিয়েছ দেখ্‌ছি ? দিব্যি জুতো, দিব্যি জামা, কাপড় চোপড়, কার মাথায় হাত বুলুলে ?

আনন্দ। দাদা, তোমার আশীর্ব্বাদে আর আমি ভিক্ষা করি নে, আমার একটু সুখ হয়েছে।

সদা। ভায়া, শুনে বড় খুসী হলেম, একটু চাকরী-বাকরী হয়েছে না কি ?

আনন্দ। না ভাই, চাকুরী-বাকুরী আর কি

করতে পারি! একবার যখন হাত পেতে দোরে দোরে ঘুরেছি, তখন কি আর চাকরী-বাকরী ভাল লাগে? এই যে তোমরা কত বলেছ, চাকরী-বাকরী ক'রে দিতে চেয়েছিলে, তা কি পারলুম? একবার হাত পাতলে আর চাকরী করা যায় না।

সদা। তবে তোমার চ'লছে কিসে?

আনন্দ। তা এক রকম দিব্যি চলছে, জামাইটা মারা গেছে। মেয়েটীর ছেলে-পুলে হয় নাই। মেয়েটীকে এনে বাড়ীতে রেখেছি, আর আমার কষ্ট নাই। দিব্যি সুখ-স্বচ্ছন্দে দু'বেলা আঁচিয়ে কারো কাছে হাত না পেতে চলছে।

সদা। বটে—বটে!

আনন্দ। তাই বলছিলেম দাদা, একসঙ্গে স্কুলে পড়তেম, তোমার মা অনেক খাইয়েছেন দাইয়েছেন, তুমিও ভালবাসো। যদি বেজার না হও, একটা কথা বলি।

সদা। বল না, বল না—কি বলবে?

আনন্দ। দেখ দাদা, আমার মেয়েটীকে এক বুড়ো জমীদারকে তেজপক্ষে দিয়েছিলেম। বুড়ো প্রজা ঠেঙিয়ে কিছু ক'রেও ছিল। বে'র বছরখানেক পরেই বুড়ো সরুক, এই লম্বা কোঁচা দেখছো, এ বুড়োর প্রজা-ঠেঙানো টাকায়।

সদা। তা তো বুঝলেম, এখন কি বলছো?

আনন্দ। দেখ, ও সব বর-বর-সম্বন্ধ ছেড়ে দাও। আমার হাতে একটী বর আছে, তুমিও জানো, ঐ গৌরীশঙ্কর মিত্তির। বুড়ো সাবজজী ক'রে, এদিক্ ওদিক্ ক'রে, টাকা সুদে খাটিয়ে, লোকের গলায় ছুরী দিয়ে, বিস্তর বিষয় করেছে, এখন পেন্‌সন নিয়ে ব'সে আছে। কাল শুনেছি, তার তেজপক্ষের মাগ মরেছে।

সদা। হাঁ হাঁ, যা বলছো, সেই রকম কালই পড়েছে ভায়া!

আনন্দ। তুমি আমার কথাটা ভাল ক'রে বুঝে দেখো। বুড়োর দুপক্ষেরই উপযুক্ত ছেলে মেয়ে আছে বটে, কিন্তু তারা তেজপক্ষের বিয়েতে বাধুন্তি হয়েছিল ব'লে কারো মুখ দেখে না। তবে ব্রজেন্দ্র ব'লে বড় বেটার মেজ ছেলেটাকে তেজপক্ষের স্ত্রী মানুষ করেছিল, তাই তাকেই কাছে আসতে দেয়। তোমার মেয়েকে বোধ হয় দেখেছে, বুড়োর নাকি খুব পছন্দ, বলে দশ হাজার টাকা নগদ আর একখানা বাড়ী তোমার মেয়ের নামে লিখে দেবে। এর উপর বেশী কামড় করো, তাতেও বুড়ো নারাজ হবে না। বুড়ো চক্ষু বুজলে তোমার মেয়ে বিষয়ের এক হিস্তে বার ক'রে নিয়ে আসবে।

সদা। গৌরীশঙ্করের বয়স যে আশী বছর হে!

আনন্দ। তাই তো বলছি, কদিনই বা টিকবে! বুড়োর নানান্ রোগ ধরেছে। বাত, কাসি, বৈকালে একটু পৈত্তিকের জ্বরও হয়। তোমায় চাকরী-বাকরীর পিত্তেশ রাখতে হবে না। বছর পাঁচ ছয় বুড়োর বিষয়-আশয় দেখলেই কিছু সংস্থান করে নিতে পারবে। বল তো আমি চুপি চুপি সম্বন্ধ করি।

সদা। বললে না, কাল তার মাগ মরেছে, এরি মধ্যে বে ক'র্ব্বে কেমন করে জানলে?

আনন্দ। যে দিন ডাক্তার-বদ্দিতে জবাব দেয়, সেই দিনই আমি তার বাড়ীর দোর-গোড়া দিয়ে যাচ্ছি. আমায় ডেকে তার মনের কথা ভাঙলে। বল্লে,—"আনন্দরাম, এ পরিবারও টেঁকলো না। ঐ সদাশিবের মেয়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ

করতে পারো? চুপি চুপি, কাকেও বলো না।" তাইতে তার আঁতের কথা পেলেম।

সদা। আনন্দরাম,যে দিনকাল পড়েছে,তাতে তুমি যা বলছো, তা নিতান্ত অসঙ্গত কথা নয়। তবে কি জান ভাই, মেয়েটী আমার সোণার চাঁপা, বাপ হয়ে হাত-পা বেঁধে কি জলে ফেলে দেব?

আনন্দ। তা গৌরীশঙ্করকে পছন্দ না হয়, এই জম্বা ছুটীতে অনেক বুড়ো হাবড়া বড় চাকুরে, বুড়ো সবজজ, বুড়ো জমীদার কোল্‌কাতায় আস্‌বে, তাদের ভেতর দোজপক্ষের হোক্‌, তেজপক্ষের হোক্‌, একটা শাঁসেজলে দেখে দিও। ছেলে-পিলে থাকে, তাতেও ভেবো না, তোমার মেয়ে শুনেছি ডাগর, তাতে লেখাপড়া জানে;—দু'দিনে বুড়োকে বাগিয়ে নিয়ে, ছেলেদের পর ক'রে দেবে।

সদা। ভায়া, যা বল্‌ছো ঠিক, কিন্তু গিন্নীর কি তা মত হবে?

আনন্দ। বুঝিয়ে সুজিয়ে মত করো। অমন সোণারচাঁদ মেয়ে, ক্ষীরছানা দিয়ে মানুষ করেছ। ঘর থেকে অন্ততঃ হাজার টাকা খরচ কর্‌তে হবে। কোন্ হাড়-হাবাতের ঘরে দেবে, বে'র একমাসও পের'বে না, হয় তো তোমারি মেয়ের গহনা বাঁধা দিয়ে দেনা শুধ্‌বে। আধপেটা খেতে দেবে, দাসী ছাড়াবে, রাঁধুনী ছাড়াবে, ঐ দুধের মেয়ে দিয়ে হাঁড়ী ঠেলাবে, বাসন মাজাবে!—তার চেয়ে সুখেস্বচ্ছন্দে থাক্‌বে,'বরাতে থাকে,ছেলে-পিলেও হ'তে পারে—কেন, বুড়োরও তো ছেলেপিলে হয়—বরাতে থাকে, বুড়োকে নিয়ে এখন দশ পনর বছর ঘরকন্নাও হ'তে পারে।

সদা। ভায়া, ন্যায্য কথাই বল্‌ছো।

আনন্দ। দেখো, এখনও আর একটী মেয়ে আছে। ঈশ্বর করেন,এখনও আর দু একটী গুঁড়োগাড়া হ'তে পারে। তোমার এই ঘাড়েই সমস্ত, অভিভাবক নাই। সংস্থানের ভেতর এই বাড়ীটুকু করেছো। মনে বুঝে দেখ, ঐ মেয়ে হ'তে আখেরে এক-জন অভিভাবকের কাজ হবে। তা দেখ, যেমন মত করো। যদি গিন্নী ঠাক্‌রুণের মত হয়, আমাকে খবর দিও। এই দেখ, ভাগ্যিস্ তেজপক্ষে দিয়েছিলুম, এই মেয়েটী বিধবা হয়ে, আমার সাত বেটার কাজ করেছে! আর বুড়ো বরে দিলে শ্বশুরবাড়ীর দিকে বড় টান থাকে না, বাপের বাড়ী যোল আনা টান থাকে। বুড়ো বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই এটা সেটা সংসারের ষোল আনা সাশ্রয় হবে। আমি এখন আসি।

[আনন্দরামের প্রস্থান।

সদা। আনন্দরাম যা বল্লে, তা খুব ন্যায্য, খুব ন্যায্য! আনন্দরামেরও সন্তান, আন-ন্দরামেরও মেয়ে;—কিন্তু তার বৈধব্যে ওর আনন্দ হ'য়েছে। আমার মেয়ে, আমার সর্ব্বনাশ বোধ হ'চ্ছে! দেড় হাজার টাকার কম তো কিছুতেই মেয়ে পার ক'রতে পার্‌বো না, কিন্তু তাতেও বাড়ী মর্টগেজ পড়্‌বে, গিন্নীর গায়ের গয়না যাবে! সে ঋণ আর ইহজীবনে শোধ যাবে না। পঞ্চাশ টাকায় কোল্‌-কাতা সহরে খেতে কুলোয় না; সুদে আসলে তো বাড়ীখানি যাবে; আর একটী মেয়ে পার কর্‌তে হবে,—ভরসা চাকরী;—আনন্দরাম ঠিক ব'লেছে, ঐ বুড়োকে বে দেওয়াই কর্ত্তব্য; আর আমার উপায় কি। এক মেয়ের জন্য

কি সর্ব্বস্ব ভাসিয়ে দে'ব? কি সর্ব্বনাশ—
কি সর্ব্বনাশ—মেয়ে হওয়া কি সর্ব্বনাশ!
[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

(ঘটকগণ ও ঘট্‌কীগণের প্রবেশ ও গীত)

পু। জানিস্ নে ফুলকোলুচি, ওলো বুঁচী,
ঘট্‌কীগিরি ক দিন চলে।
স্ত্রী।—ঝাঁজ্‌রী নিয়ে, ভাজ গে লুচি,
কুলুচি দে ভাসিয়ে জলে॥
পু।—যা লো যা, ছদের কেঁড়ে,
কাঁকে নে আবার,
স্ত্রী।—রুটি বিস্কুট, কর্ গে ফিরি,
পুছবে না কেউ আর;
পু।—থাক্ থাক্ সভা ক'রে, চল্‌বে হিন্দুয়ানী,
স্ত্রী।—জানি জানি, ফট্‌ফটানি,
রেখে দে ভোজ্‌কানি;
সকলে।—তোরা দেখ্‌বি তোরা ঠেকবি,
তখন শিখ্‌বি নাকাল হলে॥
পু।—কর্ত্তারা সব হিন্দুর চূড়ামণি,
স্ত্রী।—জানিস্ নে তো গিন্নী কেমন ধনী;
পু।—তোদের পেলে সাড়া, খ্যাঁড়া খাড়া,
বাবু দেবে তাড়া,
স্ত্রী।—হায়া যদি, না থাকে তো,
খাবে রে নৎ নাড়া;
সকলে।—এবার গেলি, তোরা মলি,
কেন কর্‌বি ঢলাঢলি,
চড় গে রেলে, তোদের সাফাই দিলুম বলে॥
[সকলের প্রস্থান।

(বামার প্রবেশ)

বামা। টের পাবেন—টের পাবেন। মোক্তের জুজ্‌জুরী পেষে ভাজে ভাজে ভুগ্‌বেন। সে সর্ব্বেশ্বর বোস—সে গয়নাগাঁটি শুদ্ধ দেড় হাজার টাকা নিয়ে ছেলের বিয়ে দেবে? কোন্ অজাতে ছেলে একটা জুটিয়েছে আর কি! এ সম্বন্ধ যদি পছন্দ না হয়, তা হ'লে আর সদাশিব শুঁয়ের বাড়ীমুখো হবো না।

(কিনু স্যাক্‌রার প্রবেশ)

কিনু। ঘটক ঠাহরুণ, কনে যাও, দু'টা কথা ক'য়েই যাও।
বামা। কে রে, কিনে মড়া—নয়? তুই জেল থেকে এলি কবে?
কিনু। জ্যাল কি কও, এহন আমি সাহেব হ'বার যাচ্ছি।
বামা। তুই মড়া আবার সাহেব হ'বি কি রে?
কিনু। হ, ক্রিশ্চান হ'য়ে সাহেব হইমু।
বামা। আ মর্ মড়া!—জাত দিবি?
কিনু। জাত দিমু না, বামুণের উপর হইমু। পলটুন্ পরণে, টুপি মাথায় দেখ্‌লি কত বামুণে সেলাম দিতি থাক্‌পে। আর বগী চাইপে ম্যামের সাথ্ হাওয়া খাইমু। সাহেবলোকের জাতির কাছে, জাত এমন কার আছে বামা ঠাহরুণ? গিলটির গহনা গোড়ছিলাম, তা দেখলাম, সাহেব হওয়ার তে আর মজা নাই। মোর মিতে মোর সাথ জ্যালে যায়, জ্যাল'তে আইসে তেলোক ক্যাটে বৈরাগী হয়ে ভিক্ মাগুছিল, এহন নর্দ্দমা সাফের সাহেব হইছে আর ম্যাম পাইছে। তা তোমারে নি একটা কথা বলি, দুঃখু করি মত্তিছ, এ দুয়ার ও দুয়ার ঘুরতিছ, চলো দুজনায় গির্জ্জায় গিয়া মাথায় জল দি, তোমারে ম্যাম বানায়ে দিবে, মোরে স্যাব বানাইয়া দিবে। আর গৌউন পইরে দোতলায় খুরসিতে বইসে পাখার

হাওয়া খাতি থাক্‌বো। মুই র‍্যাংরাজী শিখছি, তোমারে নি শিখোবো।

বামা। হ্যাঁ, তুই মড়া আবার ইংরাজী শিখলি কবে?

কিনু। শিখ্‌ছি না? হুনে লও, যখন কারে দেখ্‌বা, তখন বলবা "গুড়মনি"; এর ভাব বোঝচো,—"তোমার মু দেহে, কাল প্রাতঃকাল হইল।" "হুডাহুডু" অর্থ হইল কেমন আছে? "থুমুক দিমু"—

বামা। মুখে থুতু দিবি বুঝি?

কিনু। না, তুমি র‍্যাংরাজীর ভাব কি পাবা? "দন্য দন্য" কল্লাম। তারই র‍্যাংরাজী "থুমুক দিমু।" ফের হুনে লও, "মাচি বিলাইচি" ভাবনি শোনো, "বড় বাদিত হলাম।" তার র‍্যাংরাজী কথা—"মাচি বিলাইচি।"

বামা। আরে, তুই ইংরিজী শিখেছিস্?

কীনু। আরও শুন্‌তি থাহ, "ভারি সারি," তুমি শিখতি চাওতো তোমায় শেখাই, "বড় দুঃখু পাইচি"—"ভারি সারি"। গির্জ্জায় গিয়া ম্যাম হবার চাও তো স্থাহ।

বামা। হ্যাঁরে, গির্জ্জায় গেলে ম্যাম করে দেয়?

কিনু। ফিট্ ম্যাম হবা, এই সৃষ্টিধর বাবুরে পুচ করো।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

হ্যাদে সৃষ্টিধর বাপু, গির্জ্জায় গেলেই ম্যাম হবাব পায় না?

সৃষ্টি। ম্যাম হবার পায় বই কি? দেখ বামা, তোমার বাসার ওদিক দিয়ে ঘুরে আস্‌ছি। মনে কচ্ছিলেম, যদি তুমি মেম হও, তা হ'লে তোমায় মেম করে দি। পাদ্‌রী সাহেব আমায় ব'লেছে, যদি তুমি বামী ঘট্‌কীকে মেম ক'রে দিতে পারো, তা হ'লে তোমার পুলিস-কুনেষ্টবল ক'রে দি।

কিনু। এই হুনে লও। সৃষ্টিধর বাবু, মুই স্থাব হইমু, আর বল্‌ছি বামা ঠাকরুণকে ম্যাম করমু।

বামা। তুই সাহেব হবি কিসে বল? বল তো সৃষ্টিধর বাবু!—ও মড়া আবার সাহেব হবে, বলে ইংরিজী শিখেছে।

কিনু। হ সৃষ্টিধর বাবু, কিঞ্চিৎ শিখ্‌ছি শিখ্‌ছি।

সৃষ্টি। আচ্ছা বল্ দেখি,—এক গরম লুচী?

কিনু। হ্যাদে, অত কি শিখ্‌ছি, অত কি শিখ্‌ছি।

সৃষ্টি। তবে শিখে নে, "এ গুড স্থ"—এক গরম লুচী।

কিনু। শিখ্‌ছি শিখ্‌ছি, আর দু' একটা কও?

সৃষ্টি। "কিক্ মি"—চুম্বন করো।

কিনু। বামা সুন্দরী, শুন্‌ছো? "কিক্ মি"—চুমা দাও।

সৃষ্টি। পেঁপেকে কি বলে জানিস্?—"ব্যায়াল ফ্রুট্।" পেয়ারাকে কি বলে জানিস্?—"গুয়োর ব্যাটা।"

কিনু। হ্যাদে সৃষ্টিধর বাবু!—বামারে ঐ শিক্ষাটী দেবেন না।

সৃষ্টি। "গড্ ড্যাম" মানে কি জানিস্?—"প্রাণেশ্বর।"

কিনু। হ, মুইও যেমন র‍্যাংরাজী শিখ্‌ছি, সৃষ্টিধর বাবুও তেমনি র‍্যাংরাজী জানেন। "ড্যাম্ ড্যাম্" কইয়া গোড়াগুলা ঘুঁসা লইয়া তাড়ি আসে।

বামা। হ্যাঁ স্রিষ্টিধর বাবু, মেম হলে কি কর্‌তে হয়?

সৃষ্টি। খালি টানা পাখার হাওয়া খেতে হয়।

বামা। জাত যায়,—কি বল সৃষ্টিধর বাবু?

সৃষ্টি। জাত যাবে!—বিলাতী মা গোঁসাই হয়।

[সৃষ্টিধরের প্রস্থান।

কিনু। ম্যাম হবা কি না কও। নইলি মুই মণি ছুতরনীর সাথ সল্যা কর্‌মু। একবার সদাশিব বাবুর ওহানে দেখি, যদি দুখান গহনা লন। শুন্‌তেছি, তার মাইয়ার বেয়া।

বামা। ওঃ, মিন্সে জুচ্চুরী করবে! গিল্‌টীর গয়না দিয়ে মেয়ের বে দেবে!

কিনু। আরে ছাই, তুমি ও ছিরা কথায় থাক্‌তে চাও ক্যান? তোমারে ম্যাম করি দেবার চাই ও কেলো গয়লার মুখ চাহিয়া থাক্‌বার চাও ক্যান? ক্যাবল ঘর ভাড়াটা দেয়, আর তোমারে গতর খাটাইয়া খাইতে হয়। মোর সাথে নি জোট খাও, এই কলাম।

বামা। দূর পোড়ারমুখো, মেম হব কি?

কিনু। হবা হবা, গোউন পর্‌বা, তোমার কপালে গোউন দেখ্‌ছি। এহন শুঁইরেদের বারি যাচ্চি। ফির্‌তি বেলা তোমার বাসায় যাইয়া সব ভাঙ্গি চুরি বল্‌বো, বড় মজায় থাক্‌বে। আর দ্যাহ, তোমার কাছে এক পোট্‌লা গিল্‌টীর গয়না রাখ্‌বো, তুমি তো পাঁচ জায়গায় যাতিছ আস্‌তিছ; অনন্ত আছে, হার আছে পর্‌বা, আর বাঁধা দিতি পারো, বেচতি পারো, যা কয়ে হোক, কিছু যদি টাকা বাগাবার পারো তো দ্যাহ। মোর হাতে ইমুন গিল্‌টী না, তিন পোরুষে কোন স্যাকরার বাবার ধর্‌তি পার্‌বে না। কিছু টাকা মাইরে দিয়া দুজনায় গির্জায় যাইয়া স্যাব ম্যাম হইমু।

[কিনু স্যাকরার প্রস্থান।

বামা। মড়া ম্যাম হতে কি বলে গো? হিঁদুর মেয়ে মেম হ'তে গেলেম কেন? একবার মনে হয়, কেলোর অহঙ্কারটা ভাঙ্গি। পাঁচ মড়ার জন্যে আর বটকালীতে সুখ নাই! মড়া যদি গিল্‌টীর গয়না সত্যি দেয়, দুটো একটা রাঁড়ী-বাল্‌তার কাছে বন্ধক রেখে হোক্‌, বিক্রী করে হোক্‌, কিছু টাকা করতে পার্‌বো। দশ জায়গায় বেড়াচ্চি,—শুধু হাতে, শুধু গলায় যাওয়া ভাল দেখায় না। ঐ বিন্দী ঘট্‌কী এক গা গয়না ক'রেছে। আমার ইচ্ছে হচ্চে, কিনে মড়ার সঙ্গে জুটি। ঐ কেলো মুখপোড়ার গুমোর ভাঙ্গ্‌বোই ভাঙ্গ্‌বো, তবে আমার নাম বামী।

[বামার প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সদাশিবের বাটী।

(রামেশ্বরী ও কিনু)

রামে। কি রে কিনু?

কিনু। এজ্ঞে, এদিকে আস্‌ছিলাম, ভাবলাম, মা ঠাকরুণের সাথে দেখা করে যাই। শুন্‌চি নাকি, দিদি ঠাক্‌রুণের বিয়া হইবা।

রামে। আর বাছা, কোথায় কি, সম্বন্ধই ঠিক ক'ত্তে পাচ্ছিনে। তুই এখন কি করিস্‌?

কিনু। আপনার কেরূপায় এহন গরন কর্ত্তিছি, এই পিত্তলের গহনা, টহনা গরন করি। তা পাত্তর ঠিক হচ্চে না ক্যান? যা'হ'ক, একটা বর ঘর দেইখা কিছু কব্‌লে বিয়া দাও! কিছু কব্‌লালেই কত বরের বাপের লোলা সক্‌ সক্‌ কর্‌তি থাক্‌বে।

রামে। কোথায় পাব বাছা, যে কব্‌লাব?

কিনু। হ্যাগা, যা কব্‌লাবা, তা কি দেবা? সকল ক'ব্‌লে দিলি কি গেরস্ত ঘরে আঁটে? মু তো এই তিন তিনডা বিয়া দেলাম্‌।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি। কাকীমা, যে ছেলের খবর নিতে বলে-

ছিলে, তা আমাদের হীরে—স্কুলে খবর নিয়েছিল, ছেলেটী তো গো-বেচারা।

কিনু। আহা ঐ ছেলেই ছেলে?

রামে। ছেলেটী শিষ্টু?

সৃষ্টি। গো-বেচারা, তার শিষ্টু আর দুষ্টু কি?

কিনু। আহা, ঐ ছাওয়ালই ছাওয়াল!

রামে। সে যা হোগ, পড়্ছে তো?

সৃষ্টি। পড়ছে আর কি করে, হাম্বা হাম্বা কচ্চে।

কিনু। ঐ তো জুতসই ছ্যালে।

রামে। নে বাছা, তামাসা রাখ। সকলেই কি শিখ্তে পারে? দেখ্তে শুন্তে কেমন?

সৃষ্টি। বর্ণ—পায়ের সঙ্গে জুতো মিশিয়ে আছে; মুখখানি দেখ্লেই বোধ হয়, রামছাগল চড়বে?

কিনু। বাঃ, বলেন—বলেন!

সৃষ্টি। কি কিনু, পাত্র যে তোমার বড় পছন্দ দেখ্ছি।

কিনু। আজ্ঞে, মধ্যবিত্ত ঘরে ঐরূপই তো পাত্তর চাই। ভাল ছাইলে হ'লি, বিবি নইলি পছন্দ হবা না। ভাল দেখ্বার হলি চুল বাগাতি থাক্‌পে, আর এ পায়া ও পায়া শিস্ দিতি দিতি ঘোরবে; বোকা সোকা ছাইলে, দেখ্বার শোন্‌বার ভাল না,—একটা মেইয়ে পাইলে বাপের সাথে বর্ত্তি যাবে। মা ঠাহরুণ, আপনি ঐহানেই সম্বন্ধ ভর করেন! ইদিক্ ওদিক্ দু চার খান বেশী চায়, কব্‌লাইবান্! যতদুর জোট্ কর্‌তি পারবান, করবান; তার পর কিনুকে খবর করবান, সামালে লব। তা তোমার কেবুপায় এমন গিল্‌টী কর্‌তিছি, যে তিন পোঁড়নে মালুম কর্‌তি পারবা না।

সৃষ্টি। বাঃ বাঃ, তবে আর কি কাকী মা! (কিনুর প্রতি) এমন মেয়ে কারো পার করে দিয়েছ নাকি কিনু?

কিনু। বাবু, তা না হইলে পেট চালাইচি! (রামেশ্বরীর প্রতি) তবে আসি মা ঠাহরুণ, দরকার হলি খবর করবান। আমি বামী গয়লানীর বাড়ি বাসা লইচি।

[প্রস্থান।

সৃষ্টি। কাকী মা, তুমি তো বর খুঁজচো; এ দিকে কাকা বাবু মতলব ক'রে বর ঠিক করেছেন।

রামে। কোথায়?

সৃষ্টি। গৌরীশঙ্কর মিত্তির।

রামে। এ্যাঁ, কি, বাটের মড়াকে মেয়ে দিতে চায়? জন্মদাতা হ'য়ে এমন কথা মুখে আন্‌লে কি ক'রে?

সৃষ্টি। সে দশ হাজার টাকা আর একখানা বাড়ী দিয়ে বে ক'র্ত্তে চায়।

রামে। আর বাছা তুই জালাস্‌নে, ও টাকার মুখে আগুন আর বাড়ীর মুখে আগুন। ছিঃ ছিঃ, ভাতের সঙ্গে মেয়েটাকে বিষ দেয়নি কেন? আজ বে দেবে, কাল বিধবা হবে, পরশু বারান্দায় দাঁড়াবে, এই বুঝি তার ইচ্ছে?

সৃষ্টি। কাকীমা, চুপ কর, গোল করো না। তুমি যদি আমার কথা শোনো, আমি কিশোরীর ভাল বরের সঙ্গে বে দি। ষ্টুডেন্ট্‌সিপ্ পাশ করেছে—সব্বার উপর পাশ—দশ হাজার টাকা জলপানি পেয়েছে।

রামে। বাবা, আমার ছেলে নাই, তুই আমার ছেলে। তুই পাড়ার সকলের উপকার করে বেড়াস্, আমার এই কন্যাদায়টী উদ্ধার করে দে।

সৃষ্টি। কাকীমা, তুমি কাকেও কিছু ভেঙ্গো না। কাকা বাবু যা বল্লেন, তুমি অমত

ক না। যা যা তোমার সঙ্গে পরামর্শ করবেন, আমায় সব বলো।

রামে। আচ্ছা বাবা। তুই বরাবর কিশোরীকে মার পেটের বোনের চেয়ে ভালবাসিস্, দেখিস্ বাছা, যেন হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেয় না।

সৃষ্টি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

(নেপথ্যে আনন্দরাম) দাদা, বাড়ী আছ?

সৃষ্টি। কে ও আ'ন্দ খুড়ো? দাঁড়াও। ঐ আনন্দরাম পরামর্শ দিয়েছে। আমি ওকে ডাকি, তুমি দোরের আড়াল থেকে শোন না কি বলে? আ'ন্দ খুড়ো, এদিকে এসো, কাকীমা কি বলবেন। কাকীমা; ঘরের ভিতর যাও।

[রামেশ্বরীর প্রস্থান।

(আনন্দরামের প্রবেশ)

আনন্দ। কি বাবাজী! তবে তোমার কাকীমারও মত হয়েছে? আমি দাদাকে স্পষ্ট বলেছি, গিন্নীঠাকরুণের মত না হ'লে, আমি এ কথায় থাকবো না। ভালর জন্যে কর্ব্বো, কেন নিশ্বেসের ভাগী হবো!

সৃষ্টি। আ'ন্দ খুড়ো,তুমি কিশোরীকে দেখেছ? অমন রূপে-গুণে সোণার চাঁদ মেয়ে মা হয়ে কি হাত-পা বেঁধে চিতের ফেলে দিতে পারে?

আনন্দ। তবে আমার ও কথায় কাজ নাই।

সৃষ্টি। না আ'ন্দ খুড়ো, তোমায় এ কথায় থাকতে হবে। আমার একটা উপকার ক'ত্তে হবে।

আনন্দ। বাবাজী, তুমি যা বলবে, আমি শুনবো। তোমার যাতে উপকার হয়, আমি যেমন করে হয় কর্ব্বো। না খেতে পেলে তুমি খেতে দিয়েছ, ব্যামোর সময় তুমি না দেখলে আনন্দরামকে আর উঠ্‌তে হতো না।

সৃষ্টি। সে কথা ছেড়ে দাও খুড়ো।

আনন্দ। বাবাজী, তোমার কাকীমার মত করালে হতো। দশ হাজার টাকা আর একখানা বাড়ী!—বোধ হয়, করুণাময় বোসের বরাতে আছে। এ খবর পেলে সে তার মেজো মেয়েটা গছাবে।

সৃষ্টি। খুড়ো, দশ হাজার টাকাও নিতে হবে, বাড়ীও নিতে হবে, আর বুড়োর মেজো নাতি ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে কিশোরীর বেও দিতে হবে।

আনন্দ। আরে, সে তেমন বুড়ো নয়—তেমন বুড়ো নয়,তার নাম গৌরীশঙ্কর মিত্তির। ঐ দশ হাজার টাকা আর বাড়ী দিতে চাইছে কিসে জানো,—ঐ যে ব্রজেন্দ্র, তার সম্বন্ধ রাজবল্লভপুরের জমীদার গুরুগোবিন্দের—কেলেভূতো একটা খোঁড়া মেয়ের সঙ্গে ক'চ্চে। গুরুগোবিন্দ নাকি দশহাজার টাকা আর একখানা বাড়ী দিতে রাজী হয়েছে। ঐ টাকা আর বাড়ী যা পাবে, তাই সদাশিব দাদাকে দিতে চ'চ্চে।

সৃষ্টি। কি—বেজা টাকার লোভে বে ক'ত্তে রাজী হয়েছে নাকি? তবে সে ষ্টুডেণ্ট-সিপ্ পাশ করেছে না ছাই করেছে।

আনন্দ। আরে, সে রাজী হবে কেন? তাই তো নাতি-ঠাকুরদাদায় ঝগড়া বেধেছে। বুড়ো বলে—"গুরুগোবিন্দের মেয়ে বে কর্ব্বি তো কর, নইলে আমার বাড়ী থেকে বেরো।" ব্রজেন্দ্র পালাই পালাই ডাক ছাড়ছে।

সৃষ্টি। ঠিক হয়েছে; খুড়ো, তুমি একটু জোগাড় দাও। আমি ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে কিশোরীর বে'ও দেওয়াব, দশ হাজার টাকা আর বাড়ীও নেওয়াব। চলো— আমাদের বাড়ী চলো, এ কাজ ক'ত্তেই

হবে,—একটা পরামর্শ করি। খুড়ো, তুমি লাগো, আমি যেমন যেমন বলি, তেম্‌নি তেম্‌নি করো।

আনন্দ। তা বাবা আমি ঠিক কর্ব্বো। তুমি যদি খুড়োর চোখে ধূলো দিতে পারো, তুমি একটা বাহাদুর ছেলে বটে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

(চা-ওয়ালা ও চা-ওয়ালীর প্রবেশ ও গীত)

পু।—সাহেবরা দেখ্‌লে ভেবে, বাঙ্গলা বরবাদে যাবে—
গরম গরম চা না খেলে।

স্ত্রী।— জেনানা চা পায় না খেতে,
মেম কাঁদে তাই হুকুর রেতে,
বলে পুয়োর জেনানা বাঁচ্‌বে কিসে চা না পেলে॥

পু।— আর গাড়োয়ান মজুর মুটে,

স্ত্রী।— কুলো ছেড়ে আয় লো ছুটে,

উভয়ে।— গরম গরম চায়ের মজা নিয়ে যা লুটে,
আর চলে,—কাজ ফেলে॥

পু। তিন আনা রোজ তো পেলি,
কি করলি যদি চা না খেলি?
(ওরে ও গাড়োয়ান মুটে!)

স্ত্রী।— আজ তো নগদ পয়সা দেছে,
ভাত খেলে কি থাক্‌বি বেঁচে,
(ওলো ও ঝাড়ুনীরে!)

উভয়ে।— ডাক্তার সাহেব ঠিক বলেছে,
"রোগের ঘর ঐ ভাতে ডালে,
বাবুরা সব চা চিনেছে, ময়রা গেছে "গো টে হেলে॥"

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

তড়িৎসুন্দরীর বাটী।

(মিঃ রামসদায় দে ও তড়িৎসুন্দরী)

রাম। দিদি, তুমি যা মতলব দিয়েছ, তা ঠিক হয়েছে, as good as Robinson Crusoe. আজ আমাদের ড্রামাটিক্ মিটিংএ প্রথম Resolution হয়েছে যে, পাবলিক্ থিয়েটার তুল্‌তেই হবে আমরা তো মাসে দুটো performance দিচ্ছিই। আমরা অঙ্গীকার করেছি অর্থাৎ resolve করেছি, যে লোকের বাড়ীতে বিনা পয়সায় act কর্ব্বো, আর যেমন মাসে দুটো ক'রে performance হয়, তা হবে;—এই Resoluiton—Resolution! প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞা!! আর একটা ফিমেল ড্রামাটিক্-সমিতি করা যাবে, মাসে মাসে চারটে ক'রে performance দেওয়া যাবে। ভদ্র-মহিলাদের টিকিট distribute করা হবে, সেই সমিতির তুমি President.

তড়িৎ। এই এত দিনে দেশের উন্নতি হবে।

রাম। A nation is known by its theatre. থিয়েটার থেকে জাতি কেমন উন্নত বোঝা যায়, যেমন—যেমন—আমার নোট বুকে লেখা আছে।

তড়িৎ। যেমন গরুর মাঠে গেলে—গরুও দেখা যায়, ঘোড়াও দেখা যায়।

রাম। দিদি, তোমার কি simile! তুমি Excellent Lady—Capital Lady —Encore Lady!

তড়িৎ। আমার এ Proposeএ কেউ আপত্তি ক'রেছেন?

রাম। আপত্তি করবে? কার ঘা'ড় হ'লে

জীব দে ফেরে অন্ত রেতে,
বাপ মাকে দেয় না খেতে,
হঠাৎ বাবু মাটীতে হাঁটে না পা পেতে ;
কারো সাহেবিয়ানা এ, বি, পড়ে,
খালি ভাঁড়ে বাক্যি ঝাড়ে,
কারো গম্ভীর হিন্দুয়ানী তলান' যায় শ্রী ॥

এবার "বিয়ের আয়না" বড়দিনে
ধরেছি সরল মনে—
চাও চাও চাও, যাও বলে যাও—
আয়নাতে সমাজ-ছায়া দেখা কি যায় না ॥
কৃষ্ট মাস মেরী, নিউ ইয়ার হ্যাপি,
হোক সবার, এই রঙ্গভূমির কামনা ॥

যবনিকা-পতন।

কবিতা

(নব-নারী-কুঞ্জর)

মৃণালমালিনী মাতঙ্গিনী কুঞ্জে বিরাজে।
হেম কমলসারি সাজে,
মরি নীলকমল, ঢল ঢল ঢল, হেম কমলিনী মাঝে॥
চালে মাতঙ্গিনী নব জলধরে,
ইন্দ্রচাপ খেলে মেঘপরে,
মৃদু গম্ভীর বারিদাম্বরে,
করিণী মদমত্ত শিহরে,
চলে ধীরপদে মঞ্জীর মৃদু বাজে।

শোভে জলদপটল রক্তোৎপল রাজে—
ভৃঙ্গবৃন্দ গাজে ॥
কিবা সরল তরল অঙ্গ, বিহরে অনঙ্গ,
বদনে মোহিনী রঙ্গ, যেন খেলিছে তরঙ্গ,
ঝলমলদল কমনীয়কর,
চাহে প্রাণ ধরে হৃদিপর,
দ্বিরদে ঠিকরে কিরণনিকর,
নিবিড় নীরদ জড়িতপুচ্ছ ফণিনী নভ লাজে ॥

(বর-ক'নে-বেশে ব্রজেন্দ্র ও
কিশোরীর প্রবেশ)

ব্রজেন্দ্র। কিশোরি, প্রণাম করো। দাদা আশীর্ব্বাদ করুন।

গৌরী। হ্যা ভাই—হাঁ ভাই, তা হ'য়েছে—তা হ'য়েছে। আমার অসুখ শরীর —আমি শুই গে।

সৃষ্টি। আমি সেকেণ্ ক্লাস গাড়ী আনাই।

কিনু। সৃষ্টিধর বাবু, আমাগোর কি হবে?

সৃষ্টি। তা তো বটে, দাঁড়া না। দাদা, charge withdraw ক'রে নিন। আর আপনার কাছে তো টাকাশো দুই তিন আছে, এই জমাদার সাহেবকে দিয়ে বিদেয় করুন।

গৌরী। এই নাও জমাদার সাহেব, আমি ঝকমারি করেছি।

জমা। বাবু সেলাম।

মটকো। My dear! প্যাজ-পয়জার —onion sleeper দুই-ই হ'লো, তবে হীরের আংটী—সৃষ্টিধর বাবু আমায় দু'শো টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছেন। আমি লক্ষ্ণৌ চল্লুম, সেখানে মোসানমাষ্টার হবো?

সৃষ্টি। এই দেখুন দাদা ম'শায়! আমি কিশোরীর আঙ্গুলে পরিয়েছি, সেই আঙটী কি না দেখুন! আমায় জোচ্চোর বল্‌তে পারবেন না।

গৌরী। না ভায়া, তুমি আমায় আক্কেল দিয়েছ।

সৃষ্টি। যদি এ বয়সে তোমায় আক্কেল দিয়ে থাকি, তবে আমার বাহাদুরী বটে!

কিনু। হঃ!

গৌরী। না ভাই, আক্কেল হ'য়েছে, আমি কাণমলা খাচ্ছি! উকীল বাবু, তুমি আমার trustee হয়ে একখানি আয়না তোয়ের করিও, আমার মত যদি client পাও, তাকে সেই আয়নাখানিতে মুখ দেখতে দিও।

(আনন্দরামের গীত।)

যারা পরাশরের দোহাই দিয়ে
দুঃখে কাঁদি বিধবার।
কুমারী ঘরে ঘরে, পার কে করে,
ব্যবস্থা কি কর তার॥
মেয়ে পার করতে কত গিয়েছে ভিটে,
স্মলকজ্ কোর্টে হেঁটে গেছে চাকরীটী ছুটে,
ফেন খেয়ে ছেলে কত ঘুমোয় আধপেটে!
থাকুক কুলের অভিমান,
থাকুক কন্যাদানের কাণ,—
রেখে দাও হিন্দুয়ানীর ভাণ,—
আইবুড়ো পার ক'ত্তে গিয়ে
গেরস্ত যায় ছারেখার!
যুবতী কুমারী আছে,
দোজবরে! কি ভাব আর॥

———

(পটপরিবর্ত্তন)—বড়দিনের উজ্জ্বল দৃশ্য।

গীত।

আছে রকম বেরকম কত আয়না।
এক রকমে ছেলে জখম,
মুখ দেখে ছাড়ে বায়না॥
ক্রমে বড় হয়ে বায়না বেয়াড়া,
পুরোণো আয়না দেখে খায় না আর তাড়া,
নয় তো সে খোকা, দেখে মুখ বাঁকা,
লাগে না ধোঁকা,
দেখে পয়জারে আয়না,
শেখে টেরীকাটা সেয়ানা॥
এক রকম নয় সং, আয়না হরেক রং,
পরকলার রকম রকম ঢং;
একখানি আয়নাতে সবার
মুখের বহর পায় না॥

come fight হ'য়ে যেতো,পিস্তল চল্‌তো, De Wet হ'তো। আমি যেই ব'ল্লুম্ যে, আমার cousin sister এই impose করেছেন, অমনি সকলে unanimously বলে উঠ্‌লো যে, Three cheers for তড়িৎসুন্দরি! আর তোমায় Vote of thanks দেওয়া হ'য়েছে। এখন তুমি যত শীঘ্র performance খুলতে পারো, চেষ্টা দেখ।

তড়িৎ। আমার সবই ঠিক আছে,—Quick, as Maxium Gun, আমি কালই performance দিতে পারি।

রাম। Hurrah—Hurrah!—Three cheers for my পিস্তুতো ভগ্নী তড়িৎসুন্দরী! তুমি কালই peformance খুল্‌তে পার?

তড়িৎ। পারি নে?—Why then Rebeca died—রেবেকা মলো কেন? থিয়েটার খুলতে পারে নি বলে! তবে এতদিন দুপুর বেলা বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে কি করেছি? যত বস্তিতে স্কুলের ফেরত ছুঁড়ী আছে, সকলকে রোজ rehearsal দিয়েছি, গান শিখিয়েছি, নাচ শিখিয়েছি, এখন তারা সকলে এক এক জন Heroine.

রাম। দিদি! তোমার এই মহৎ কার্য্যে সকল মেম্বারই deeply obliged. কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে যে এত improvement হ'য়েছে, তা কেউ জান্‌তো না।

তড়িৎ। আমি যদি এক বৎসর সময় পেতেম, আর rehearsal বাড়ী পেতেম, তা হ'লে কাল থেকে আমি রোজ performance দিতে পার্‌তেম।

রাম। আমরা সকলে মন্তব্য করেছি যে, দিনকতক এমনি ক'রে চলুক, তার পর তোমাদের "ড্রামাটিক্‌-সমিতি" আর আমাদের "ড্রামাটীক-ক্লাব" amalgamate করা হবে। আমাদের ছেলে নিয়ে performance ক'ত্তে হয়, তাতে তেমন attraction হয় না। মুখ্যু ব্যাটারা আসে না। অবিশ্যি যারা সমজদার লোক, তারা মুখটী বুজিয়ে মুগ্ধ হয়ে বাড়ী চলে যায়। হাবাতে পাব্‌লিক থিয়েটারগুলোর মত আমাদের থিয়েটারে এন্‌কোর, ক্ল্যাপ কি হাসির গর্‌রা হয় না।

তড়িৎ। কি opinion দেয়?

রাম। ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে গিয়ে গাড়ীতে ওঠে, সে সময় কোন কথা হয় না,কিন্তু খবরের কাগজে খুব লেখে যে, এমন ইংরেজী ধরণের একটার কখনো কোনো পাব্‌লিক থিয়েটারে জন্মায় নাই।—সব European motion, gesture.

তড়িৎ। দেখ, তুমি কাল গিয়ে, তোমাদের সভাপতিকে আমার Vote of thanks দিও, আর বলো, সকলের নিকট আমি পরম বাধিত। তোমরা যখন "ড্রামাটিক-ক্লাব" করো, তখনই আমাকে strike করেছে যে,আমরা তোমাদের সঙ্গে joint না কল্লে, কখনো স্থায়ী উন্নতি হবে না। যত শীঘ্র amalgamate হয়, তার চেষ্টা করো।

রাম। Bravo—Bravo! awoke, arise! উত্থিষ্ঠত! জাগরত! আমি কালই সে কথা propose করবো।

তড়িৎ। রামসহায়, তুমিও বিবাহ করো। তোমার স্ত্রীকে আমি everlasting অর্থাৎ অষ্টপ্রহর শেখাতে পারবো! আমি চল্লুম,—এ good news বাড়ী বাড়ী দিতে হবে। এখানে যদি কোন মেম্বার আসে, তুমি তাদের

হলঘরে বস্‌তে ব'লো, আমি এলুম ব'লে!

রাম। দিদি! তুমি সদাশিব গুঁইয়ের মেয়ে কিশোরীকে কোনও রকমে ভুলিয়ে মেম্বার ক'ত্তে পার? জোগাড় দেখ না?

তড়িৎ। ঠিক বলেছ ব্রাদার, কিশোরীটে বড় shining, আমি একদিন কথা ক'য়ে দেখেছি; তাকে পেলে বড় লাভ হয় অর্থাৎ একটা acquisation হয়।

রাম। তা দেখ দিদি, তোমার agrement এ আমি cnovict হয়েছি যে, বিবাহ করা উচিত। আমি বিবাহ কত্তে রাজী। তুমি জোগাড় ক'রে কিশোরীর সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে পার?

তড়িৎ। ছুট্! কিশোরীর বাপের কি আছে, তোমায় কি দেবে? এই যে old fullরাবের দর বাড়াচ্ছে, এতে দেশের একটা মস্ত উপকার। অনেক girl আইবুড়োথাক্‌বে, ক্রমে hardship পর্য্যন্ত I mean courtship পর্য্যন্ত চলে যেতে পারে। তুমি যেরূপ education youngman, তোমার অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা না নিয়ে বিবাহ করা উচিত নয়। তুমিও মৌলিক, সদাশিব গুঁইও মৌলিক, সদাশিবের টাকাও নাই, আর এ বিবাহ দিতে রাজী হবে না। তুমি বিবাহ ক'ত্তে সম্মত হয়েছ, খুব সুখের বিষয় বটে; আমি তোমার সম্বন্ধ ক'চ্ছি। আর তুমি ঠিক বলেছ, কিশোরী যাতে আমাদের মেম্বার হয়, তার চেষ্টা পাচ্ছি।

[প্রস্থান।

রাম। দিদির ঠেঙ্গেতো কিছু আদায় কত্তে পারলুম না। একটা moving stage এর টাকা জোগাড় কত্তে পারলে দিন কতক চলে, সব ব্যাটা সেয়ানা হয়ে গেছে। মনে করেছিলেম, সাহেবয়ানা চাল চাল্‌বো,—প্রকাশ করে দিয়েছিলেম, বিলেত বেড়িয়ে এসেছি। তা ছিষ্টে রাস্‌কেল সন্ধান পেয়েছে যে, আসামে কুলি নিয়ে গিয়েছিলুম, বিলেত যাই নি। লোকের কাছে বড় খাত্তাই হ'য়ে পড়েছি। কিশোরী ছুঁড়ীকে দেখে পর্য্যন্ত আমার মনটা কেমন হ'য়ে গেছে। চোখের উপর কোন্ ব্যাটা লুটে নিয়ে যাবে! দেখি, দিদির যে দিন কোম্পানীর কাগজের সুদ আসবে, সে দিন তো নিয়ে সর্‌বো। ঐ কিশোরী ছুঁড়ীর লোভে কল্‌কাতা থেকে সর্‌তে ইচ্ছে হয় না। দেখি দিনকতক, তার পর বিদেশে গিয়ে সন্ন্যাসী ব'লে পরিচয় দিয়ে কিছু হাতাবো,—ঐ যে কত ব্যাটা সন্ন্যাসী সেজে কেমন বাগিয়ে নিচ্ছে।

(তড়িৎসুন্দরীর ছাত্রীগণের প্রবেশ ও গীত)

ফিমেল ড্রামাটিক সমিতির মেম্বার লেডি রিফরমার।

হিয়ার্—হিয়ার্—হিয়ার্!
উঠেছি সবাই মেতে,
রিয়েল ইম্প্রুভমেণ্ট যাতে,
ঘ্যাবোলিস্ তাতে স্লাষ্টি পাবলিক থিয়েটার॥
হিয়ার্—হিয়ার্—হিয়ার্!
ড্রামাটিক এক্‌জিবিসান, ইণ্ডেণ্টেড্ নূতন মোসান,
ফ্রেস এ প্যারিস ফ্যাসান দেখ্‌বে নেসান,
পুরিয়ে কাগজ লিখ্‌বে প্রেস্—
হাফ অ্যানা সব এডিটার॥
সমিতির ফ্লেভার ফ্লেসচার,
কে ক্ল্যাপ দিতে ক'র্ব্বে ডেয়ার,
চোক বুজে চেয়ারে ব'সে দেখ্‌বে যত সমজদার॥
হিয়ার্—হিয়ার্—হিয়ার্!

ক্যাবাত বাহার, বহুৎ মজেদার,
অনার—অনার—টু এভ্রি মেম্বার
এভ্রি ড্রামাটিক লেডী ষ্টার॥

রাম। সব শুনেছেন? আপনারা বসুন, দিদি আস্‌ছেন।

১ম ছাত্রী। তা আমরা জানি, তিনি আমাদের বস্তিতে এ শুভ সংবাদ দিয়েছেন। অন্যান্য মেম্বারদের খবর দে তিনি এখানে আস্‌বেন।

রাম। তবে আপনারা হল-ঘরে বসুন গে, সেইখানে রিহার্শাল হবে।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

গৌরীশঙ্কর মিত্রের বৈঠকখানা।

(গৌরীশঙ্কর মিত্র ও চিনিবাস ভৃত্য নিমডাল দ্বারা ব্যজনে নিযুক্ত)

গৌরী। নিম-চারার টব্‌টা বুঝি রাখ্‌তে ভুলে গিয়েছিস্? ব্যাটা তো বুঝিস্‌নি, নিম-গাছের হাওয়াতে শরীর ভাল থাকে।

চিনি। আজ্ঞে টব্‌টা দেখ্‌লে লোকে ঠাট্টা করে, তাই এই একটা নিমের ডাল ভেঙ্গে এনেছি, এই বাতাস দিচ্ছি।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

গৌরী। এস, ভায়া এসো!

সৃষ্টি। দাদা ম'মশায়, আমার—কান্না পাচ্চে! বউ দিদি মলো, আমি কি না কন্যাযাত্রীর নিমন্ত্রণ খতে গেলুম! দাদা ম'শায়,আমার বুক ফেটে যাচ্চে!

গৌরী। বসো বসো, স্থির হও—স্থির হও! ওরে, সৃষ্টিধর বাবুকে তামাক দে।

সৃষ্টি। ও কি ক'চ্চেন দাদা ম'শায়, আপ্‌নার সামনে তামাক খেতে পারি?

গৌরী। কেন দোষ কি? ভাই ভাই ইয়ারকি তো ইয়ারকি, নইলে ইয়ারকি দিতে যাব কি পরের সঙ্গে?

সৃষ্টি। না দাদা ম'শায়, আপ্‌নার সাম্‌নে আমি তামাক খেতে পার্‌বো না। বরং আমি আপনার কল্‌কে খুলে নিয়ে গিয়ে ঐ বারান্দায় তামাক খাচ্ছি।

[কল্‌কে লইয়া প্রস্থান।

গৌরী। ছিষ্টে ছোঁড়া কি দাওয়ে এলো! কিছু টাকা-কড়ি চায়না কি? ছোঁড়া মহা-ষণ্ডা, ওকে ভয় হয়, কি ব'ল্‌তে কি বোল্‌বে।

(সৃষ্টিধরের পুনঃপ্রবেশ)

সৃষ্টি। দাদা ম'শায়, আর এক ছিলিম তামাক ডাকুন, ওতে আর বড় কিছু নেই।

গৌরী। আর এখন তামাক খাব না—আর এখন তামাক খাব না।

সৃষ্টি। আজ্ঞে, আপ্‌নি না খান, আমিই একটান টান্‌বো মনে ক'চ্চি। ঐ যে গয়ার তামাকগুলো দেয়, ওতে বড় কাস্‌তে হয়। চিনিবাস, দাদা ম'শায়ের কল্‌কে বদ্‌লে দাও। দাদা মশায়, তামাক খাই আর কাঁদি—তামাক খাই আর কাঁদি! ভাবি, কি হলো! তা দাদা ম'শায়, একটা অনুরোধ রাখ্‌তেই হবে; সে আমি খুনোখুনি হবো তা বল্‌ছি!

গৌরী। ভায়া, হাতে টাকাকড়ি কিছু নাই।

সৃষ্টি। টাকা! টাকার কথা এ সময় আমি মুখে আনি! আমার অনুরোধটী রাখতেই হবে দাদা ম'শায়! নইলে আমি খুনো-খুনি হব বল্‌ছি! এই তোমার পায়ে ধর্‌ছি দাদা ম'শায়।

গৌরী। কি শুনি—কি শুনি?

সৃষ্টি। দাদা ম'শায়, তোমায় বিয়ে কর্ত্তেই হবে।

গৌরী। রাধাগোবিন্দ! ছিষ্টেটা পাগল!

সৃষ্টি। পাগল নই দাদা ম'শায়!

(কল্‌কে লইয়া চিনিবাসের প্রবেশ)

কি চিনিবাস, তামাক এনেছ? আমি তামাকটা খেয়ে এসেই বল্‌ছি।

গৌরী। আর কোথায় যাবে?—এইখানে ব'সেই তামাক খাও।

সৃষ্টি। তা খাচ্চি, আপনার অনুরোধ রাখ্‌ছি, আমার অনুরোধটী রাখ্‌তে হবে, বিয়ে তোমায় কর্ত্তেই হবে।

গৌরী। না না, তিন তিনবার গৃহশূন্য হলো, ছেলেপুলে সব মানুষ হ'য়েছে, আর কি ভাল দেখায়, আর কিসের জন্যে?

সৃষ্টি। এই আমার জন্যে, আমি হরগৌরী-মিলন দেখ্‌বো, এই আমার জন্যে। দাদা ম'শায়, আমি সব খবর রাখি, আপ্‌নার কিসের বয়স? পাক্‌তল মেখে দু'গাছা চুল পাকিয়ে কেবল মুরুব্বিয়ানা করেন বই তো নয়। ছিষ্টে সব খবর জানে! আপনি লুকোবেন কি?—হুঁ হুঁ দাদা ম'শায়, আপ্‌নি লুকোবেন কি বলুন?

গৌরী। না না সৃষ্টিধর, বয়েস হয়েছে— বয়েস হয়েছে, আর কি ভাল দেখায়?

সৃষ্টি। কিসের বয়েস? আপনার বয়েসে সাহেবদের বিয়েই হয় না।

গৌরী। আমরা তো সাহেব নই—আমরা তো ভায়া সাহেব নই?

সৃষ্টি। সাহেব নন, খুব সাহেব;—এবার সাহেব আপ্‌নাকে হ'তে হবে, বাঙ্গালী বে আপ্‌নাকে সইলো না, কোর্টসিপ্‌ ক'রে আপনাকে বিয়ে কর্ত্তে হবে। বড় চমৎকার হবে দাদা ম'শায়, বড় চমৎকার হবে! আমি যোগাড় কচ্চি। আপনাকে শুধু সাহেবী পোষাকটী প'রে, চেয়ারে ব'সে, পায়ের উপর পা দিয়ে, রসিকতা ক'রে বে'টী কর্ত্তে হবে।

গৌরী। আমার রসিকতায় এখন আর ভুলবে কে বল? তোমরা রসিকতা ক'রে বে করো।

সৃষ্টি। হাঃ হাঃ হাঃ—এমন রসের কথা কেউ জানে?

গৌরী। বলি ভায়া, আমার ক'নে ঠিক ক'রে এসেছ নাকি?

সৃষ্টি। হাঁ দাদা, যথনই শুনেছি, বউদিদির খাস হয়েছে, তখনি মনে মনে ক'নে ঠিক করেছি। চিনিবাস, বেলা হয়েছে, আমার খাবার কথাটা বামুন ঠাকুরকে বলে দিও।

গৌরী। আজ কোথায় খাবে দাদা? অশৌচের হাঁড়ী—মাছ নাই, মাংস নাই।

সৃষ্টি। বটে বটে! চিনিবাস, লুচিতে কচুরিতে রসগোল্লা আর কাঁচাগোল্লাতে আট আনার নিয়ে এসো তো। সাতদিন যদি তোমার বাড়ীতে ব'সে খেতে হয় দাদা ম'শায়,— সেও স্বীকার, তবু তোমার বে'র মত করে তবে উঠ্‌বো।

গৌরী। চিনিবাস, কিছু জলখাবার আনো। আট আনার কি খেতে পারবে? অমনি দেখে শুনে এনো।

সৃষ্টি। খুব পার্ব্বো দাদা ম'শায়! বউদিদির শোকে কেঁদে কেঁদে আমার ক্ষিদে পেয়ে গেছে। কিন্তু দাদা ম'শায়, আজই তোমায় কোর্টসিপ্‌ ক'র্ত্তে যেতে হবে, এটী স্বীকার করো।

গৌরী। বলি তোমার রঙ্গটাই বুঝি, কোথায় ক'নে ঠিক করেছ শুনি?

সৃষ্টি। তা শুনবেন? ঐ সদাশিব শুঁইয়ের মেয়ে কিশোরী। পাড়া সম্বন্ধে খুড়ো বলি।

গৌরী। সেটী দেখ্‌তে কেমন?

সৃষ্টি। জাত যেতে ব'সেছে—আর দেখ্‌তে কেমন ?

গৌরী। কি, মেয়েটা বড় হয়েছে নাকি ?

সৃষ্টি। দাদা ম'শায়, এক বৎসরের মধ্যে সদাশিব খুড়ো দৌহিত্রের মুখ দেখ্‌বেন; আর কি বল্‌বো ?

গৌরী। তোমরা আমায় ভারী মুস্কিলে ফেল্‌লে !

সৃষ্টি। কিসের মুস্কিল দাদা ম'শায় ? কিসের মুস্কিল, হুকুম করুন ?

গৌরী। এই করুণাময় তার মেজ মেয়েটীকে গছাতে চায়। এই এতক্ষণ সাধাসাধি, নগদ তিনশো টাকা দিয়ে বিদেয় কল্লেম, তবুও নাছোড়বান্দা, আজ তার মেয়ে দেখ্‌তে যেতেই হবে।

সৃষ্টি। ও কথা রেখে দিন—রেখে দিন। গাড়ীখানি জুত্‌তে বলুন, আমি চাঁদ্‌নী থেকে কিশোরীর জন্য গাউন-টাউন কিনে আনি, আপ্‌নার তো হ্যাট্‌—কোট ঠিক আছে ?

গৌরী। বলি তোমাদের মতন তো সাহেব আমি নই, হ্যাট্‌-কোট কোথায় পাব বল ?

সৃষ্টি। তবে তাও কিন্‌তে হবে; তবে দাদা ম'শায়, আজ কে'র্টসিপ্‌টা করে আসুন। আর একটী কথা—একটী হানিমুনের' জায়গা চাই, তাও আমি ঠিক ক'রেছি, কাকাম'শায়ের রান্নাঘরের পেছনে যে জায়গাটুকু আছে, সেইটুকু ঘিরে নিয়ে আমি কুঞ্জবন তৈরি কর্ব্বো, সেইখানে কিশোরীর সঙ্গে 'হানিমুন্‌' কর্ব্বেন।

গৌরী। তোমার সব পাগ্‌লাম সব পাগ্‌লাম !

সৃষ্টি। আজ্ঞে না, সব কথা ভেঙ্গে বল্‌বো তবে ? কন্যাযাত্রীর নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ী ফিরে আস্‌ছি, শুনলুম, বউদিদি মারা পড়েছেন। আমি কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছি। ভোরবেলায় স্বপন দেখি যে, সত্যনারায়ণ এসে বল্‌ছেন যে, কেঁদে কি হবে, তোর দাদাম'শায় ম্লেচ্ছকে বড় ঘৃণা করে, সেই ম্লেচ্ছের মতন ঐ রান্নাঘরের পেছনটা ঘিরে নিয়ে যদি হানিমুন্‌ করে, তবে ওর পরিবার বাঁচ্‌বে, তাই আমি কেঁদে এসে পড়েছি।

(চিনিবাসের প্রবেশ)

চিনি। বাবু, জলখাবার এনেছি।

সৃষ্টি। ঐ দরদালানে আসন পেতে জায়গা কর গে। আর এই যে দাওয়ানজী আস্‌ছে, ওরে কোট আর গাউনের কথাটা বলে দেন।

(দাওয়ানের প্রবেশ)

দাওয়ান। হুজুর, মুক্তারাম বসু এসে বল্‌ছে, আমি পাঁচশো টাকায় পাঁচশো টাকা সুদ দিয়েছি। আর সুদ দিতে পার্ব্বো না; একশো টাকা এনে বল্‌ছে আসল থেকে বাদ যাক্‌।

গৌরী। তা হবে না, টাকা ফিরিয়ে নে যেতে বল গে;—আমি পারি আদায় কর্ব্বো, না পারি, তার ভিক্ষে নেবো।

দাওয়ান। যে আজ্ঞে।

সৃষ্টি। আর অমনি গাউনের দামের কথাটা বলে দেন।

গৌরী। ওহে, কিছু টাকা দিয়ে ছোট গাড়ীতে কারুকে এঁর সঙ্গে একবার চাঁদ্‌নী পাঠিয়ো তো। ছোট ভাই, কোন মতে ছাড়্‌বে না, কি কিনে আন্‌বে বল্‌ছে।

সৃষ্টি। দাদা ম'শায়, চাঁদ্‌নীতে কাজ নেই, বড্ড মাগ্‌গি পড়্‌বে। এইখানে আমার একটী টেলার ফ্রেণ্ড আছে,—তার নাম যতীন মুখুয্যে। বড়বাজারে তাদের মস্ত পোষা-

কের দোকান, তার বাপ ৺হরিদাস মুখুয্যের নামেই দোকান চলে ; তারই কাছে নেব। দু একটা জিনিস না থাকে, বায়না দিতেই হবে।

গৌরী। টাকা তো ভাই আমার নয়, তোমাদেরই! দেখে শুনে খরচ করো। ওহে, রামেশ্বরকে এঁর সঙ্গে দিও, ইনি যা বলেন, যেন কিনে দেয়।

সৃষ্টি। দাদা ম'শায়, গাউনের কথা এখন কাউকে ভাঙ্গ্‌বেন না, বল্‌বেন ইট্, চুণ, শুরকি কি কিন্‌বে, আপনার দাওয়ানজী বড় গুলো। ও রামেশ্বরকে আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে আমি ঠিক কর্ব্বো, কাউকে কিছু বল্‌বে না।

গৌরী। ও কি লিখ্‌ছো?

সৃষ্টি। অপ্‌নি দেখ্‌বেন এখন, আপনিই তো সই কর্ব্বেন।

দাওয়ান। হুজুর! আমি হিসেব ক'রে দেখলুম যে, মুক্তারাম বাবু পাঁচশো টাকায় প্রায় সাতশো টাকা সুদ দিয়েছে।

গৌরী। দিয়েছে দিয়েছে, তোমার সঙ্গে কিছু বন্দোবস্ত করেছে নাকি? আমি বে-নিয়ম ক'ত্তে পার্ব্বো না। দাঁড়াও, কথা আছে।

সৃষ্টি। এই সই করে দেন।

গৌরী। কি দেখি,—(চসমা লইয়া পাঠ) "যদি সৃষ্টিধর যেরূপ বলে, সেইরূপ করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে আপনাকে কন্যাভার হইতে মুক্ত করিতে আমি প্রস্তুত।" কি ক'ত্তে হবে? সই ক'ত্তে হবে?

সৃষ্টি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গৌরী। তোমার অনুরোধ তো তায়া আমি এড়াতে পারিনে। নাও, সই করে দিলেম।

সৃষ্টি। দাওয়ানজী ম'শায়, আপ্‌নি রামেশ্বরকে তোয়ের হ'তে বলুন। আমি জল খেয়ে আসি।

[প্রস্থান।

গৌরী। দেখ, দাওয়ানজী, রামেশ্বরকে হুঁসিয়ার হ'তে ব'লো, জিনিস দেখে তবে যেন টাকা দেয়। আর যার রাখায় যদি চলে, তাও বলো, ঝাঁকড়ে জিনিস যেন নেয়।

দাওয়ান। কি জিনিস, হুজুর আজ্ঞা করুন?

গৌরী। সে ঐ সিষ্টে যা বল্‌বে, নিতে বলো।

দাওয়ান। যে আজ্ঞে হুজুর।

[প্রস্থান।

গৌরী। আমায় বড় দোটানায় ফেলেছে! দুটাই সুন্দরী। তবে সিষ্টে বল্‌ছে, এটী খুব ডাগর। দুটোই হাতে থাক। কি জানি, আমার যে বরাত, সদাশিবের মেয়েটা যদি মারা যায়, তা হলে করুণাময়ের মেয়েটাকে দেখ্‌বো। বয়স এতই কি হয়েছে! আমার বয়সে কত লোকের বিয়েই হয়নি।

(ব্রজেন্দ্র ও সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

ব্রজেন্দ্র। আপ্‌নি আমায় ডেকেছেন?

গৌরী। হ্যাঁ, শোনো, শুন্‌ছি নাকি তুমি বে ক'ত্তে রাজী হ'চ্ছ না? দশ হাজার টাকা আর একখানা বাড়ী, এতে তোমার মন উঠ্‌ছে না! হলোই বা কালো মেয়ে?

ব্রজেন্দ্র। আজ্ঞে, আজ্ঞে—

গৌরী। তা ভাই স্পষ্ট কথা। আমি আগেই তোমায় বলেছি, যদি বে ক'ত্তে রাজী না হও, আমি কথা দিয়েছি, যদি অপমান করো, তা হলে আমার বাড়ীতে আর তোমার জায়গা নাই। শুন্‌ছি, ষ্টুডেণ্ট্‌সিপ পাস করেছ, দুশো টাকা

জলপানি হয়েছে, কাপড়-চোপড় বেঁধে আমার বাড়ী থেকে বেরোও।

[প্রস্থান।

সৃষ্টি। গুরুগোবিন্দের খোঁড়া মেয়েটা বুঝি তোকে গছাতে চায়?

ব্রজেন্দ্র। হ্যাঁ, বুড়োর আক্কেল শুনেছিস্! আমি বাড়ী থেকে আজই বেরুচ্ছি। আমি স্কলারসিপ্ নিয়ে বরাবর পড়েছি, একখানা বই কিনে দিয়ে কখনো সাহায্য করেন নাই। খোঁড়া মেয়ের সঙ্গে বে দিয়ে দশ হাজার টাকা মার্তে চান। যে দিন বুড়ো আমার এই সম্বন্ধের কথা বলেছে, সেই দিন থেকেই আমি পলাই পলাই ক'চ্ছি, আমি আজই সরে পড়ছি।

সৃষ্টি। ব্যস্ত হোস্নি—ব্যস্ত হোস্নি। তুই সদাশিব শুঁইয়ের মেয়ে কিশোরীকে দেখেছিস্?—হ্যাঁ দেখেছিস্ বই কি?

ব্রজেন্দ্র। বে ক'ত্তে হয় তো মেয়েই বটে!

সৃষ্টি। তবে শোন,তুই একবার বুড়োকে ডেকে দে। তার পর আমাদের বাড়ীতে যাস্, একটা পরামর্শ আছে।

[ব্রজেন্দ্রের প্রস্থান।

(আনন্দরামের প্রবেশ)

সৃষ্টি। আন্দ খুড়ো, বুড়ো আস্ছে, তুমি তালে তালে কথা কয়ো।

আনন্দ। তা আমি হুঁসিয়ার আছি।

(গৌরীশঙ্করের প্রবেশ)

গৌরী। কি ভায়া, আবার কি খবর?

সৃষ্টি। দাদা ম'শায়, বউ'দদি ম'রে তোমার কিছু রাগ বেড়েছে। আমি বড় বিপদে পড়েছি; বুঝি হরগৌরীমিলন দেখা আমার অদৃষ্টে নাই।

গৌরী। কেন ভায়া, কেন?

সৃষ্টি। আপনিই তো সব খারাপ ক'রেছেন, এই আ'ন্দ খুড়োকে দিয়ে সম্বন্ধ ক'রে কাকার খাঁই বাড়িয়েছেন। এই আ'ন্দ খুড়োর কাছে শুনুন, কাকা বলে পাঠিয়েছেন যে, ছিটে কিশোরীর সঙ্গে গৌরীশঙ্কর মিত্রের বে দিতে চাচ্ছে বটে, কিন্তু আমি চৌদ্দ হাজার টাকা আর একখানা বাড়ী নইলে বে দেব না। আমি বুড়ো বরকে মেয়ে দেব ব'লে, মেয়ে বড় ক'রে রেখেছি। এই ছুটীতে সব বুড়ো বুড়ো মস্ত চাকুরে, বুড়ো জমীদার, বুড়ো সাবজজ, ক'ল্কাতায় আস্বে, তারই মধ্যে একটাকে দেখে শুনে দেবো।

গৌরী। ইস্, বড় খাঁই—বড় খাঁই।

সৃষ্টি। লোকের উভয় সঙ্কট হয়, আমার তিন উভয় সঙ্কট!

গৌরী। কেন—কেন?

সৃষ্টি। কাকা তো এইরূ কামড় ক'রেছেন; কাকীমা বলেন,—"গৌরীশঙ্করের সঙ্গে যদি বে হয়, মেয়ে নিয়ে পালাবো।" কিশোরী বলে,—"যে কোর্টসিপ ক'রে বে কর্ব্বে, তারে বে কর্ব্বো, নইলে আমি ড্রামাটিক্ সমিতির মেম্বার হবো।"

আনন্দ। এর মধ্যে এক উপায় আছে।

সৃষ্টি। কি আ'ন্দ খুড়ো—কি আ'ন্দ খুড়ো?

আনন্দ। মিত্তিরজা ম'শায় ওঁর নাতি ব্রজেন্দ্রকে বলুন যে, সদাশিব শুঁইয়ের মেয়ের সঙ্গে তার বে দেবেন। এ দিকে গুরুগোবিন্দকে বলে পাঠান, তাঁর নাতি ব্রজেন্দ্র তার খোঁড়া মেয়েকে বে কত্তে রাজী হয়েছে। কিন্তু এক কথা, গুরুগোবিন্দকে ব'লে পাঠান যে, কল্কাতায় এনে মেয়ের বে দিতে হবে, রাজবল্লভপুর যাব না। তার পর গুরুগোবিন্দ তো টাকা আর বাড়ী দিক্, আর মিত্তিরজা ম'শায় সদাশিব যা বল্ছেন, তাতে রাজী হোন্। যেমন সদাশিবকে বাড়ী দিতে হবে,তেমনি

গুরুগোবিন্দের ঠেঙে বাড়ী পাচ্ছেন, তবে গুরুগোবিন্দ দশহাজার টাকা দিচ্ছে, একে দিতে হ'চ্ছে চৌদ্দ হাজার টাকা। তা কি ক'র্ব্বেন, চার হাজার টাকা না হয় ঘর থেকে গেল।

স্বষ্টি। বাঃ বাঃ আ'ন্দ খুড়ো, কি মতলবই বার ক'রেছো?

গৌরী। আমি ভাল বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

স্বষ্টি। শুনুন, আমি বুঝিয়ে দি'চ্ছ; ব্রজেন্দ্রকে বলুন যে, কিশোরীর সঙ্গে তার বে দেবেন, গুরুগোবিন্দের খোঁড়া মেয়ের সঙ্গে নয়।

গৌরী। তা যেন বল্লেম, তার পর?

স্বষ্টি। কাকাকে বল্‌বো, চৌদ্দ হাজার টাকা আর বাড়ী দেবেন। আর পারি যদি, আমি দশ হাজারেই রাজী কর্ব্বো।

গৌরী। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি, তার পর গুরুগোবিন্দকে ব'লে পাঠাব যে, ক'ল্‌কাতায় মেয়ে এনে বে দিতে হবে।

স্বষ্টি। ঠিক বুঝেছেন, আমি এদিকে কাকাকে ব'লে রাজী কর্ব্বো, তিনি গুরুগোবিন্দকে চারদিনের জন্যে বাড়ী ভাড়া দেবেন, গুরুগোবিন্দ কাকার বাড়ীতে তার খোঁড়া মেয়ে নিয়ে আস্‌বে, আর এদিকে ব্রজেন্দ্র কিশোরীকে বে করবো মনে ক'রে বাজনা-বাদ্যি ক'রে কাকার বাড়ী যাবে। বে কর্ত্তে গিয়ে, চেলি-ঢাকা গুরুগোবিন্দের মেয়ে ঠাওরও পাবে না; আর যদি জান্‌তেও পারে,—বরযাত্র, কন্যাযাত্রের কাছ থেকে কিছু পালাতেও পার্ব্বে না, বে কর্ত্তেই হবে। খোঁড়া মেয়ে তো তারে গছান, এদিকে আমি বালী না হয় শ্রীরামপুরে একখানা বাড়ী ঠিক কর্ব্বো, সেইখানে কাকীকে আর কিশোরীকে নিয়ে যাবো। কাকীকে ব'লবো যে, ব্রজেন্দ্র তার ঠাকুরদাদাকে লুকিয়ে গিয়ে বে' ক'রে আস্‌বে, আপনি এখন কোর্টসিপ ক'রে কিশোরীর মন ভোলাতে পার্‌লে হয়, কেমন আপনি রাজি তো?

গৌরী। রাজী আছি ভাই, রাজী আছি। তোমার কথায় কবে গররাজী বল?

স্বষ্টি। তবে এখন আমি পোষাক-টোষাক কিনে আনি। আমি সব ঠিক ক'রে আনন্দখুড়োকে তোমায় নিতে পাঠিয়ে দেবো।

গৌরী। তা ভাই তুমি বল্‌ছো, তোমার অনুরোধ তো এড়াতে পারি নে—তোমার অনুরোধ তো এড়াতে পারি নে!

স্বষ্টি। তবে এই কথাই পাকা রইলো, আজই।

আনন্দ। একটা কথা ভাব্‌ছি, গুরুগোবিন্দ বোস—জমীদার লোক, সে কল্‌কাতা এসে তোমার কাকার বাড়ী বে দিতে রাজী হবে না।

গৌরী। আমিও তাই ভাব্‌ছি।

স্বষ্টি। কি রাজী হবে না? দাদা ম'শায়, আপনি চিঠি লিখ্‌বেন না, ঘটকও পাঠাবেন না, ছিষ্টে যদি না রাজী ক'ত্তে পারে, তা' হ'লে কাণ কেটে ফেল্‌বো, আন্দখুড়ো, তোমার সঙ্গে দুশো টাকা বাজী রইলো। আমি রাজী কর্ব্বোই কর্ব্বো, ব্রজেন্দ্র ছেলে কেমন? অমন ছেলে আজকাল পাওয়া যায়? দাদা ম'শায়, আপনি আসুন, আমরাও চল্লুম। দেখুন অশৌচ অন্তেই বে ক'ত্তে হবে।

গৌরী। হ্যাঁ, হ্যাঁ,—আর শাস্ত্রে আছে, দশপিণ্ডির পর বে করা যায়।

স্বষ্টি। তবে আমি সব ঠিক করি, আপনি আসুন।

গৌরী। যা জানো তাই করো—যা জানো তাই করো। (স্বগত) আজ যেন হাঁপটা

কিছু বুদ্ধি রাখছে,—আর পৈত্তিকের জরটাও কিছু ভেড়ে এসেছে !

[প্রস্থান।

আনন্দ। বাবাজী, ঠিক আঁচ করেছ, টোপ গিলেছে।

সৃষ্টি। আমি তো বলেছি খুড়ো,—
"লোভের দুয়ারে যদি ফাঁদ পাতা যায়।
পশুপক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায় ॥"
খুড়, চল, আর একটা কাজ আছে। কিনে ব্যাটার গিল্‌টির গহনা এই বুড়োকে গছাতে হবে। কিছু টাকা তো হাতে চাই জমীদার গুরুগোবিন্দ বোস সাজাতে হবে, আর তার লোকজন রেসেলা সব সাজান চাই, সে তো টাকা নইলে হবে না। ঐ কিনের গয়না বুড়োকে গছিয়ে কিনের ঠেঙে বখরা নিয়ে খরচপাতি চালাতে হবে।

আনন্দ। দেখো বাবা, প্যাচে না পড়তে হয়।

সৃষ্টি। কেন ভাব্‌ছো খুড়ো, আমি বুড়োকে বোঝাব যে, কিশোরীকে এয়ারিং নেক্‌লেস ব্রেসলেট present দিতে হবে। নইলে সে কোর্টসিপ ক'র্‌বে না। তুমি যেমন যোগাড় দিচ্চ, সেই রকম একটু যোগাড় দিও, আমি ঠিক বাগাচ্চি। চল, একবার কিনের বাসা দিয়ে হ'য়ে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

রঙ্গপট।

(উকীলগণ ও বেশ্যাগণ)

গীত।

উকীল।— দিস্‌নে নাক নাড়া
না হয় দুটো ভুলিয়েছিস্ ছোঁড়া।

বেশ্যা।— ঠাউরে তোরা দ্যাখ্‌না মুখপোড়া
ভিটে মাটী চাটির কে গোড়া ?

উকীল।— রাজার বাড়ী মাঠ ক'রে দে
দু'কাঠী বাজাই,

বেশ্যা।— বউ বেটাকে আফিং খাওয়াই
ধনে প্রাণে আমরা মজাই ;

উকীল।— ছোঁড়া ছুঁড়ী বুড়ো বুড়ী
হাত ছাড়িয়ে কে পালায়,

বেশ্যা।— কাকের মাস তো আমরাই খাই,
হুঁকোর জল ঢালি সামলায় ;

উকীল।— দেখ্‌বি ঘুঘুপাড়া গেলে,
যাদের হাতে জল না গলে—
তারা টাকা দে যায় ঢেলে।

বেশ্যা।— নিয়েছি পোষাণী মেয়ে,
দেখিস্ নরকে গিয়ে—
সেই টাকা ওড়াবে তোদের পীরিত-
বাজ পেয়ারের ছেলে।

উভয়ে।— তবে কেন ঢলাঢলি,
মিলেজুলে চলি,
ও মাই লাভ্ ইয়োলো ডাভ্
নেসেসারি ইভিল্,
আমরাই তো ডেভিল্,
এ দু' দলের জোড়া দুনিয়া
খুঁজে পাবে থোড়া ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

—*—

পথ।

(পুতুল-হস্তে নারীগণের প্রবেশ)

গীত।

সকলে।—সখে গড়া সখের হাটে কিনেছি পুতুল।
কারিকর কায়দা জবর, কারদানিতে মন মশগুল ॥

১ম।— একলা বুড়ো ঘরের কোণে বায়না নেয় পাছে,
তেএঁটে রসের পুতুল থাক্‌বে তার কাছে;
২য়।—দেখে আহ্লাদী.ভুল্‌বে শাশুড়ী খেঁদী,
৩য়।—পেয়ে এ মেছুনী—ননদিনী হবে লো বাঁদী;
সকলে। কইবে না আর কোনো কথা,
থাক্‌বে লো সই এ কুল ও কুল॥
৪র্থ।— আমার তিড়িং নাচে গুণমণি,
কেমন তিড়িং-রূপী দেখ না ধনী;
৫ম।—সখে গড়া ঘোড়া পেয়ে, থাক্‌বে নাগর ঠাণ্ডা হ'য়ে,
সকলে।— কর্‌বে না আর গলাবাজী
গুড়ুক-খেকো যমের ভুল।
মন যেথা যায়, যাবো সেথায়,
চুলে গুঁজে বকুলফুল॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রামসহায়ের বিহারস্থালের খোলার ঘর।

(মিঃ রামসহায় দে ও সৃষ্টিধর)

রাম। হ্যালো সৃষ্টিধর বাবু হা-ডু ডু?

সৃষ্টি। নে বেলকোপনা রাখ, আমার সঙ্গে হা-ডু-ডু-ডু করিস্ নি। একটা দাঁও আছে, কর্‌তে পারিস্ তো দেখ। একটা তো মুভিং ষ্টেজ কর্‌বার চেষ্টা কচ্ছিস্? আমার মতে যদি চলিস্, তা হ'লে আজই তোর ষ্টেজের টাকা মিলে যায়।

রাম। সত্যি সত্যি, 'বলেন কি? তা হ'লে বাপের কাজ করেন।

সৃষ্টি। তোমার বাপ হ'তে চাইনি চাঁদ!—লোকে তোমার বাপান্ত ক'র্ব্বে, আর পেট পুরে যাবে।

রাম। কি, বলুন বলুন—কি কর্‌তে হবে বলুন!

সৃষ্টি। তোদের থিয়েটারের দলের কোন্ ছোঁড়াকে সাজ্‌লে এই চৌদ্দ পনের বছরের ছুঁড়ীর মত দেখায়?

রাম। তা অনেক আছে—তা অনেক আছে। মটকো ব'লে এক ছোঁড়া আছে, তাকে সাজালে ঠিক মেয়ে মানুষের মত দেখায়।

সৃষ্টি। তবে শোন্, এই নে, এই বিবির পোষাকটা নে। তাকে শিখিয়ে দিবি, তার নাম কিশোরী। গৌরীশঙ্কর মিত্তিরকে চিনিস্ তো?

রাম। ঐ তো বুড়ো? যার ব্যামো হ'য়ে মর মর হয়েছিল?

সৃষ্টি। হ্যাঁ, সে কোর্টসিপ কর্‌তে আস্‌বে। ঐ ছোঁড়াকে ঠিক শেখাবি, তোরা Love piece act করিস্ নি? ঠিক সেই রকম ক'র্ব্বে।

রাম। তা ঠিক শেখাব, টাকা কৈ?

সৃষ্টি। ঐ বুড়ো বেটা present দেবে,—হ্যামিল্‌টনের বাড়ীর ভাল নেক্‌লেস, এয়ারিং, ব্রেস্‌লেট। সেগুলো বেচে চাই কি একটা পারমানেন্ট ষ্টেজ কর্‌তে পার্‌বি।

রাম। সৃষ্টিধর বাবু, তুমি বাবা হ'তে চাও না, আজ বোনাইয়ের কাজ কর্‌লে।

সৃষ্টি। না, তোমার ছুঁচো বোন্ আর ঘাড়ে চাপিও না। ঐ টাকা হাতে পেলে তোর দিদির ঠেঙে জোন্ না বাগিয়ে কিছু হাত কর্‌তে পার্‌বি!

রাম। সে বড় কঠিন ঠাঁই!

সৃষ্টি। শোন্ না, ঐ টাকা দেখিয়ে বল্‌বি, permanent female stage ক'রে দেব। দু' একশো টাকা খুব বাগাতে পার্ব্বি। তুই না পারিস্, আমি বাগিয়ে আদায়

ক'র্ব্বো। এখন তুই ছোঁড়াকে ঠিক ক'রে রাখ।

রাম। সৃষ্টিধর বাবু, ছোঁড়াগুলো এখনি আসবে—দেখ্‌বেন কোন্‌টাকে সাজালে ঠিক হবে, আপনি পছন্দ করে নেবেন।

সৃষ্টি। বেশ কথা, কিন্তু এ খোলার ঘরে সুবিধা হবে না।

রাম। আমাদের Dramatic clubএর rehearsal বাড়ীতে।

সৃষ্টি। না না, সদাশিব ভুঁইয়ের রান্না-ঘরের পেছনে। শ্রীরামপুরে তার শ্বশুর-বাড়ীতে বিয়ে. সেইখানে সপরিবারে গেছে। আজ বাড়ী খালি আছে; সেইখানে কোর্টসিপ হবে।

রাম। বেশ কথা—বেশ কথা। (স্বগত) কিশোরী বেটী কোন্ ঘরে থেকে, তার সন্ধান নেব। ঐ গয়না দেখিয়ে যদি কিশোরীকে ভুলিয়ে নিয়ে সর্‌তে পারি, তা হলে জীবন সার্থক।

সৃষ্টি। কি ভাবছিস?

রাম। চুপ করুন,ঐ দিদি আস্‌ছে,কিছু ভাঙ্গবেন না।

(তড়িৎসুন্দরীর প্রবেশ)

তড়িৎ। আমি তোমাদের rehearsal দেখ্‌তে এলেম, দু' একটা suggestion দেব।

রাম। দিদি, দিদি, আজ আমাদের বড় শুভদিন,সৃষ্টিধর বাবু আমাদের ড্রামাটিক ক্লাবে join ক'র্ব্বেন, আর সদাশিব বাবুর মেয়ে কিশোরী,তোমাদের ফিমেল ড্রামাটিক সমিতির মেম্বার হবে।

তড়িৎ। সৃষ্টিধর বাবু—সৃষ্টিধর বাবু, বড় বাধিত হলেম!

সৃষ্টি। অহো-হো-হো!

রাম। কি সৃষ্টিধর বাবু?

সৃষ্টি। Charming—Charming—Alarming—Charming!

রাম। কি কি! আপনার কি অসুখ হয়েছে?

সৃষ্টি। Oh my heart—হায়, আমার অন্তঃকরণ!

রাম। কি কি সৃষ্টিধর বাবু?

সৃষ্টি। Mr,——Mr,——Mr Dey, আমি Leve-sick Swain—প্রেমে জরজর মেষপালক!

রাম। (জনান্তিকে) দিদি, দিদি,তোমার এ Dressএ এখানে আসা ভাল হয় নি। যখন তুমি বিবাহ কর্ব্বে না, তখন এ বেশে লোকের প্রাণে তোমার আঘাত দেওয়া উচিত নয়।

সৃষ্টি। Oh Horror—Horror!—Murder Murder!

তড়িৎ। ঠিক বলেছ ভাই, মানুষটা একেবারে mad হয়েছে।

সৃষ্টি। আমি মূর্চ্ছা যাব—মূর্চ্ছা যাব, আমার মাথায় জল দাও!—ও হো হো! (রামসহায়কে জড়াইয়া ধরণ)

রাম। দিদি, পলাও, আমায় ছেড়ে তোমায় ধর্‌বে।

তড়িৎ। শুন রামসহায়, আমি রুমাল ফেলে যাচ্ছি, এই রুমাল দিয়ে মানুষটাকে কতকটা ঠাণ্ডা করো। I am soorry, I can not return his love—আমি দুঃখিত, আমি ওঁর প্রেমের বদল দিতে পারি নি। রামসহায়,ওঁর কিছু income আছে কি না সন্ধান নিও, আমি চল্লুম। Oh poor Love sick swain—হায়, গরীব প্রেমে জর-জর মেষপালক!

[তড়িৎসুন্দরীর প্রস্থান।

রাম। সৃষ্টিধর বাবু, ছাড়ুন ছাড়ুন, বড় লাগ্‌ছে; দিদি চলে গেছে।

সৃষ্টি। ও তোমার কি রকম বোন্?

রাম। আধার পিশে মহাশয়ের এক দাসী ছিল. পিশে মশায়ের জম্মিত তারই গর্ভের মেয়ে। পিশে ম'শায়ের ছেলে-পুলে ছিল না, পিসীমা মানুষ করেছিলেন; পিশে মশায় বে-থা দিয়েছিলেন। মতে ঘটকও অমনি এক আঁধার পক্ষের এক ছোঁড়াকে জুটিয়েছিল। সে ছোঁড়া শাঁকের দোকান ক'রে একখান বাড়ী আর চার পাঁচ হাজার টাকা রেখে গেছে। ওর মতলব এখন ফিমেল থিয়েটার ক'রে কিছু রোজগার ক'র্ব্বে। অম্‌নি ছুঁড়ীও কতকগুলা জুটিয়েছে। আমি কিছু বাগাবার চেষ্টায় ফির্‌ছি, কিন্তু কোন বাগ লাগ্‌ছে না।

সৃষ্টি। তাই বোনাই ব'লে বুঝি, ঐ বোন আমার ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছিলে; যখন রুমাল ফেলে গেছে, আমি নিশ্চয় ওকে বাগাচ্ছি। তুই আমার এই কাজটা ক'রে দে দেখি।

রাম। আপনি যা ব'ল্‌বেন, তা আমি ক'র্ব্বো।

(মট্‌কোর প্রবেশ)

রাম। এই এর নাম মট্‌কো।

সৃষ্টি। ঠিক হবে।

রাম। সৃষ্টিধর বাবু, আমি ওকে আর কি শেখাব?—আপনি আমার বোনকে দেখে যে act কর্‌লেন, তা ড্রামাটিক ক্লাবের কেউ জানে না, আমি তো সবাইকে দেখে নিয়েছি। বড় মানুষের ছেলে, বিলাতী বই উট্‌কে যা দেখে, তাই বলে দেয়,—তার সঙ্গত-অসঙ্গত ভাবে না। আপনি ওকে নিয়ে যান, কি কর্‌তে হবে শিখিয়ে দেবেন। মটুক, এর মত Rehearsal master ক'লকাতায় নাই। ওঁর সঙ্গে গিয়ে শিখো, তা হ'লে পাব্লিক থিয়েটারে আর Female heroine রাখ্‌বে না।

[সৃষ্টিধর ও মট্‌কোর প্রস্থান।

রাম। ইস, সাড়ে আটটা হ'য়ে গেছে, দিদির ডিনারের সময় হ'লো। এই সময় মনটা একটু ফূর্ত্তিতে থাকে। যাই, এই সময় গিয়ে, সৃষ্টিধর বাবুর লাভের কথাটা পাড়ি গে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রঙ্গপট।

(নবীন সাহিত্যসেবীর পত্নীগণের প্রবেশ ও গীত)

১ম।—শুন্‌তে পাই থিয়েটারে খোকার
বাপের নাটক নেবে।
বলেছে বই বিকোলে, ডায়মনকাটা চুড়ি দেবে॥

২য়।—ভুতির বাপের ঝোপ বুঝে কোপ,
নেছে মোটা চাদর মুড়িয়েছে গোঁপ,
থোক থাক্ মেরে দেবে, নভেল নাকি খুব
বিকোবে॥

৩য়।—ছাপাবে বেদ-বেদান্ত, কাগজ ছাড়বে
খুব চূড়ান্ত,
ক'রে গালের বাপ-মা অন্ত, একচেটে গ্রাহক
জোটাবে॥

৪র্থ।—লিখেছে কাব্য খাসা, ঘরের কোণে
আছে ঠাসা,
সোণার জলে বাঁধিয়ে নিয়ে, পোকা দিয়ে সব
কাটাবে।

সকলে।—আমাদের গুণপুরুষ যার যে এবার
সাধ মেটাবে॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

সদাশিব শুঁইয়ের বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগ।

(পুঁই ও লাউগাছের মাচার নিম্নস্থল ; একপার্শ্বে নিমচারার টব স্থাপিত)

সৃষ্টিধর।

(কিনু স্যাকরা ও আনন্দরামের প্রবেশ)

সৃষ্টি। কি আ'নন্দখুড়ো ?

আনন্দ। এই বুড়ো খেতে গেল, গাড়ী জুত্তে হুকুম দিয়েছে, এই এলো ব'লে। ব্যাটা এই এক মাস মরণাপন্ন ব্যামোয় ভুগ্‌লে, এখনো নড়্‌তে পারে না,—তবু সখ ছুট্‌লো না। কিনে ব্যাটা গিল্‌টীর গয়না খুব গছিয়েছে।

কিনু। এজ্ঞে, সে মশায়গোর কেরপা, এই হাজার টাকা পাইচি, এই পাঁচশত টাকা লন। আমি তঞ্চক জানিনে, যা বোল্‌ছি, তা ঠিক্।

সৃষ্টি। বুড়ো ক'সে নিলে না ?

কিনু। আরে মুশায়, ক'সে কোন্ স্যাকরার বাবা ধর্ব্বে ? আপ্‌নি তো এয়ারিং, ব্রেস্‌লেট, নেক্‌লেস জোগাড় কর্‌বার জন্যে বাসায় গিয়ে বুদ্ধি দিয়ে এয়ে'লেন, তাতেই ম্যারে দিছি, বুড়া দেহি ঘুরে পড়ছে।

আনন্দ। বাবা, তোর এতও যোগায় ? তুমি বুড়োকে বলেছিলে কিনা—যে কিশোরীকে এয়ারিং, নেক্‌লেস, ব্রেসলেট এ সব প্রেজেণ্ট দিতে হবে। বুড়ো মনে কর্‌লে,—"হ্যামিল্‌টনের বাড়ী বেশী দাম পড়্‌বে, এ এক দাঁও মেরে দিলেম। পাঁচ সাত হাজার টাকার গয়না হাজার টাকায় হ'য়ে গেল।" আর কিনে ব্যাটা যা সুট্‌টো গ'ড়েছে, কার সাধ্যি ধরে।

সৃষ্টি। খুড়ো, তবে তুমি দেখ— বুড়ো কত দূর। কিনু, তুমি সরে পড়, ক'লকাতায় আর থেকো না। বুড়ো কাল সকালে যাচাই ক'রে যদি টের পায় যে গিল্‌টির গয়না, তা' হ'লে বড় মুস্কিলে ফেল্‌বে।

কিনু। আরে মুশায়, আর কল্‌কেতায় থাহি ? বামীরে গাঁটরী বাঁধবার কইচি।

সৃষ্টি। বেশ করেছ, এখন বামীকে নিয়ে সরে পড়।

[কিনুর প্রস্থান।

খুড়ো, বুড়াকে না হয় তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো। আমি দেখি—মট্‌কো আবার কোথায় গেল।

আনন্দ। ভাব্‌তে হবে না বাবাজী, বুড়ো ধড়ফড় কচ্ছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গাউন পরিধানে মট্‌কোর প্রবেশ)

মট্‌কো। দে সাহেব মনে করেছেন, আমি যা Present পাবো, তা তাঁদের থিয়েটারে দেবো, আমি সে ছেলে নই। গয়নাগুলো পেলে বেচে ভূঁদীকে রাখ্‌বো।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি। দ্যাখ্—ঠিক পার্‌বি তো ?

মট্‌কো। দেখুন না। আমায় কিন্তু একটা পাব্‌লিক থিয়েটারে ভর্ত্তি ক'রে দিতে হবে।

সৃষ্টি। দ্যাখ্, ঐ আস্‌ছে, তুই গান ধর, আমি এগিয়ে নিয়ে আসি।

[সৃষ্টিধরের প্রস্থান।

মট্‌কোর গীত।

নিউ ফ্যাসানে প্রেমের বাওয়ার কচুবনের কেয়ারী,
দুখানি ডেঁয়ো ডাঁটা গজিয়েছে সারি সারি।
নিম চারাটী মাটীর টবে বড় বাহারি,
নাগর নিমের হাওয়া খাবে।

(গৌরীশঙ্কর ও সৃষ্টিধরের প্রবেশ এবং উভয়ের নানারূপ ভঙ্গী)

মাচার উপর ঢলা ঢলা লাউয়ের ক্রিপার
কিবা পুঁই ডাঁটার বাহার,
হামা দিয়ে লাভার এসে,
ফোঁক্‌লা মেড়ের মুচ্‌কে হেসে,
কেসে কেসে বল্‌বে মাই ডিয়ার;
পেয়ার মিল্‌বে চমৎকার,
কোর্টসিপ হইবে গুলজার,
দু'জনে কচুবনে ক'র্ব্বো আঁখি ঠারাঠার,
ওল্‌ডম্যান্ দোমড়ান শ্যাম,
আমি তারই সখের প্যারী,
সেকেলে প্রাণ উথ্‌লে যাবে॥

সৃষ্টি। কেমন দাদা ম'শায়, বলেছিলুম? কাকাকে দশ হাজার টাকাতেই রাজী ক'রেছি,—আপনার আর চৌদ্দ হাজার টাকা লাগ্‌লো না।

গৌরী। তুমি আমার প্রাণের ভাই—প্রাণের সম্বন্ধী।

সৃষ্টি। আর দেখুন দাদা, কেমন কুঞ্জবন সাজিয়েছি দেখুন। আপনি নিমের হাওয়া খেতে ভালবাসেন, এই টবে 'করে নিমের চারা রেখেছি। আর এই মানকচুগাছ সাহেবদের বড় প্রিয়, ব'লে—'ফরচুনেট কেঁচু!' আর এই লাউয়ের ক্রিপার কিশোরীর ভারী সখ, তাই এই লাউয়ের মাচা করেছি।

[মটুকোর অন্তরালে গমন।

গৌরী। ভায়া, চ'লে গেল যে?

সৃষ্টি। একটু লজ্জা হয়েছে। দাদা, এন্‌গেজিং-টেম্‌রিং সব প্রেজেণ্ট দেবার জন্যে এনেছেন তো?

গৌরী। সে সব ঠিক আছে, তোমার দাদার কাছে গাফেলি পাবে না।

সৃষ্টি। কি, হ্যামিল্‌টনের বাড়ী থেকে নিলেন?

গৌরী। আরে ভাই, তোমার ভগ্নীর মন ভুল্‌লেই তো হ'লো? আম্‌রা কি ভায়া তোমাদের মত সাহেবদের বাড়ী থেকে নিতে পারি?

সৃষ্টি। হ্যামিল্‌টনের বাড়ী হ'তে নেন নাই? কিশোরীর মনে ধ'র্ব্বে কি না ভাব্‌ছি।

গৌরী। দেখ আগে, তার পর বলো।

(অলঙ্কার প্রদর্শন)

সৃষ্টি। বাঃ বাঃ! এ হ্যামিল্‌টনের বাড়ীরই তো! বুঝেছি—বুঝেছি, ঐ যে নগেন বাঁড়ুয্যে কাপ্তেন হয়েছে, সেই বুঝি আপনাকে বেচে গেছে?

গৌরী। সেই গয়নাই বটে। কিনে ব্যাটাকে দিয়ে আরও সব গয়না বেচ্‌তে পাঠিয়েছিল। আমি হাজার টাকা দিয়ে সে সব কিনে নিয়েছি।

সৃষ্টি। বাঃ বাঃ, তবে তো দাদা দাঁও মেরেছেন! সে যে পাঁচ সাত হাজার টাকার মাল। নগেন বাঁড়ুয্যের শ্বশুর তার মেয়ের বে'র সময় পারিস হ'তে ফরমাস দিয়ে আনিয়েছিল। তা আপনি বসুন, আমি কিশোরীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গৌরী। ওঃ, খেয়েই এসেছি, পেট্‌টা আই-ঢাই ক'চ্ছে।

সৃষ্টি। তা আপনি তো জানেন, জানোয়ারেরা চার পায়ে চলে বোলে, তাদের খুব হজম হয়; আর আপনিও তো বৈঠকখানায় খাবারের পর দোর দিয়ে চার পায়ে চলেন। আমি কিশোরীকে ডেকে আন্‌ছি, আপনি ততক্ষণ হামা দিয়ে সাগু-পাঁউরুটী হজম করে নিন। সবে এই ব্যামো থেকে উঠেছেন।

গৌরী। তাই চলি, খেয়েই বেরিয়েছি, পেটটা কেমন ক'চ্চে। পায়ের সাড়া পেলেই উঠে দাঁড়াব। এই কি কিশোরী? কিশো-

রীর যেন আর এক রকম চেহারা দেখে-ছিলুম, বোধ হয় বিবির পোষাকেতে বদ্‌লে গিয়েছে।

(মট্‌কোকে লইয়া স্থিধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি। কিশোরী, ব'স; দাদা কোর্টসিপ কর্‌তে এসেছেন।

মট্‌কো। আচ্ছা, তুমি সরে যাও, আমি চেপে sit down ক'চ্চি।

সৃষ্টি। দেখ্‌ছেন দেখ্‌ছেন—কেমন রসিকা দেখ্‌ছেন! আমি চ'লে যাই, আপনি কোর্টসিপ করুন। কিশোরী, দেখ্‌ছ না—দাদা তোমার সঙ্গে কোর্টসিপ কর্‌তে এসেছেন?

মটকো। কে তোমার দাদা? যিনি নিমতলায় ব'সে আছেন? আপনি কোর্টসিপ কর্‌বেন তো nearএ আসুন। give hand —good is the morning!

গৌরী। Dear!

মট্‌কো। Oh you naughty boy!

(গালে চপেটাঘাত)

গৌরী। উঃ—হুঃ—হুঃ!

মট্‌কো। My open teeth desire one—আমার দাঁত বা'র করা বাঞ্ছারাম! আমার hand কেমন soft দেখ্‌লে?

গৌরী। উঃ! খুব soft—খুব soft!

মটকো। আমায় আপনি বিবাহ ক'র্ব্বেন?

গৌরী। তুমি যদি কৃপা করো!

মট্‌কো। Oh yes—of course! এসো, আংটী Mackenzie Lyall করি—that is exchange করি।

গৌরী। না না, তুমি কৃপা ক'রে এই ornamentগুলি accept করো।

মটকো। আচ্ছা, তুমি লিখে দাও যে, এই ornament তুমি আমায় Absent ক'চ্চো।

গৌরী। you mean present ক'চ্ছি?

মট্‌কো। Oh yes—Oh yes present! কিন্তু তুমি আমায় কিশোরী বলো না। লিখে দাও, 'মিস্ মটকু'। যতদিন না marriage হয়, তোমার নাম গৌরীশঙ্কর মিত্তির, কিন্তু আমি তোমাকে 'মিষ্টার মুর্দ্দর' বল্‌বো. তুমি আমায় 'মিস্ মটকু' বল্‌বে।

গৌরী। আমি যে 'Presented to কিশোরী,' ব'লে লিখে এনেছি।

মট্‌কো। Never mind—আমার এই নোটবুক ছিঁড়ে পেনসিলে লিখে দাও। (গৌরীশঙ্করের তদ্রূপ করণ) তবে আর কি Courtship হ'লো। এখন marri agering—fingerএ দাও।

গৌরী। না না, এ আংটীটে ভাল নয়।—একটা ভাল দেখে আংটী আন্‌বো।

মট্‌কো। আচ্ছা, এখন আমায় ঐটে দিয়ে যাও, এর পর ভাল দেখে এনো। আংটী বদল ক'রে গন্ধ-গোকুলো বিবাহ হোক্ তা হ'লে মা আর আমায়—অন্য Bride groomএর সঙ্গে বে দিতে পার্ব্বে না।

গৌরী। (স্বগত) হাজার টাকার হীরে খানা!

মট্‌কোর নৃত্য ও গীত।

হা রে বেলা গোলেনা কে'সা চমকে।
ঝুমে যাতি যুঁতি—মালতী পাঁতি,
চম্পকে চামেলি ঝুমি ঝকে।
খেলে পারুলফুল, বকুল মুকুল,
শেফালি সারি, তর তর তর,
মল্লিকা দোলে টগর,
ফুল-লহর দোলে, অনিল চুমি চলে,
চাকি চুকি লালি আভা চকে॥

গৌরী। আচ্ছা নাও! (অঙ্গুরী প্রদান)

মট্‌কো। তবে dear, আমাদের বে শ্রীরাম-

পুরে হবে, মা আমায় সেইখানে নিয়ে যাবেন। মা তোমার সঙ্গে বে দিতে রাজি হ'চ্ছে না, Consent Act ক'চ্ছে। কিন্তু আ'ন্দখুড়ো দমে প'ড়ে গিয়েছে। আ'ন্দ খুড়ো বলেছে যে, তোমার নাতি ব্রজেন্দ্র সেইখানে আমায় বে কর্‌তে যাবে। বড় মজা হবে!—তুমি যখন বর সেজে যাবে, আমি my dear ব'লে তোমার গলা ধর্ব্বো। আর মা বেটী আছাড় খেয়ে চেল্লাতে থাক্‌বে, 'ওরে আমার কি হলো রে!' বাড়ীতে একটা মড়া-কান্না উঠে যাবে my dear! আ মও শিখে রাখবো, তুমি ম'লে অমনি করে কাঁদ্‌বো।

গৌরী। Angel—Angel!

মট্‌কো। Right angel trangel! কিন্তু তুমি দশ হাজার টাকার কাগজ endorse ক'রে, আর দলিলগুলো নিরুবাবু উকীলের বাড়ী পাঠিয়ে দিও, নইলে তোমার নাতি আমায় মেরে নিয়ে যাবে। আমি অবলা-সরলা-বালা, তখন কি ক'র্ব্বো প্রাণনাথ।

গৌরী। তা ঠিক হবে—তা ঠিক হবে।

মট্‌কো। দেখো dear lover, আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেন স্বপন দেখে না উঠি! যদি ব্রজেন্দ্র আমার হাত ধরে, তা হলে আমি আর বাঁচবো না। 'জল্ জল্ চুলি দ্বিগুণ দ্বিগুণ,—পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা!'

গৌরী। সে my chuck, তুমি ভেবো না। সৃষ্টিধর আর আনন্দরাম—খুব policy করেছে!

মট্‌কো। কি পুলিস কেস ক'রেছে, আমার কেলে হলো?

গৌরী। দেখো না,—গুরুগোবিন্দ তার খোঁড়া মেয়ে নিয়ে কাল তোমাদের বাড়ী আস্‌বে। ব্রজেন্দ্র সেই খোঁড়া মেয়েকেই বে কর্‌তে আস্‌বে। মনে ক'র্ব্বে তোমায় বে কর্‌তে বসেছে।

মট্‌কো। সে স্কলারসিপ পাশ ক'রেছে, সে কি ভুল্‌বে? প্রাণনাথ, তুমি পায়ে রেখো!

গৌরী। ভয় কি—ভয় কি। কি policy করা গেছে জান? ওরা সব ঠিক কর্‌তে পাচ্ছিল না, আমিই বুদ্ধি ক'রে ব্রজেন্দ্রকে বলেছি, তোমায় বে আমি কিশোরীর সঙ্গে দেব, আর কিশোরীকে একখানা বাড়ী আর দশহাজার টাকা যৌতুক দেবো; উকীলের বাড়ী লেখাপড়া ক'রে দিয়েছি। বাড়ীর দলিল আর দশহাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ এনডোর্স ক'রে উকীলের কাছে জমা রেখেছি। সেই দলিল, কোম্পানীর কাগজ আর লেখাপড়া দেখে তবে বেজা বে কর্‌তে রাজী হ'য়েছে।

মট্‌কো। তবে তো সে খুব দাঁও মেরে দিলে dear?

গৌরী। My love, আমার বুদ্ধির কাছে কি বেজার বুদ্ধি, আমি তার ঠাকুরদাদা! আমি উকীলকে লিখে দিয়েছি যে, বেজা যদি কিশোরীকে বে করে, তবে হাজার টাকা আর বাড়ী দেব। তা সাত মণ তেলও পুড়বে না, আর রাধাও নাচ্‌বে না!—তোমাতে আমাতে বে হবে। এদিকে গুরুগোবিন্দের খোঁড়া মেয়ে তো আমাদের বাড়ীতে আসুক, আর আমি এদিকে ধূমধাম ক'রে, গায়ে হলুদ পাঠিয়ে ইংরেজী ব্যাণ্ড বাজিয়ে ব্রজেন্দ্রকে পাঠাবো। চেলীর সাড়ী মুড়ি দিয়ে খোঁড়া ক'নে আস্‌বে। ব্রজেন্দ্র বুঝ্‌তে পার্‌বে না, ভাব্‌বে তোমায় বে ক'চ্চে!

মটকো। আর আমরা দু'জনে,—"আজি দিন

দ্বিপ্রহরে, হেরিলাম সরোবরে, কমলিনী বান্ধিয়াছে করী !” কি বল ? আমরা দুপুর রেতে তোমায় নিয়ে মা গঙ্গার তীরস্থ ক’র্ব্বো !

গৌরী। অত বুড়ো নই my dear—অত বুড়ো নই !

মট্‌কো। তবে কি আমার কপালে widow marrieage নাই ! কি ক’র্ব্বো ? তবে তুমি এসো, আজ রাত্রে আবার আমায় ভাত চড়াতে হবে।

গৌরী। তুমি ভাত রাঁধো না কি ?

মট্‌কো। দু’বেল ভাত ডাল আমিই তো ride করি. মা শুধু throw down ক’রে নেয় বই তো নয়। বড় মজা হবে, তোমার নাতি ব্রজেন্দ্র মনে ক’র্‌বে, আমায় বে করতে এসেছে। তার ঘাড়ে খোঁড়া মেয়েটা পড়বে.আর শ্রীরামপুরের কুলঘাটে তোমাতে আমাতে হানিমুন হবে !—Bravo! Bravo! give hand! দেখো. তুমি অনেক লোক gatherationকরে বে কর্‌তে যেয়ো না। সৃষ্টিধর দাদা আর তুমি ট্রেণে ক’রে চুপি চুপি যেয়ো; আমার hand kiss ক’রা।

[মট্‌কোর প্রস্থান।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি। দাদা, এতদিনে আমায় জীবন সার্থক হলো, হর-গৌরী-মিলন দেখতে পেলেম !

গৌরী। দেখ, ভায়া, ঐ আংটীটে বদ্‌লে এনো, বড় বেশী দামের আংটীটে !

সৃষ্টি। আঃ ! কাল তো বিয়ে, আপ্‌নি ভাব্‌ছেন কেন ?

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—+—

সদাশিব গুঁয়ের উঠান।

(মিঃ রামসহায় দে ও তড়িৎসুন্দরী

রাম। দিদি, এই দোরে ধাক্কা দাও, এই-খানে কিশোরীর মা থাকে। অমন actress তুমি পাবে না। তুমি বোঝাবে যে তোমাদের ড্রামাটিক সমিতিতে কিশোরীকে দিলে এক পয়সা লাগ্‌বে না, কিশোরীর বিবাহ হবে ! তা হলেই মাগী বিবাহ দিতে রাজী হবে। তুমি বলো যে. তুমি পাত্র ঠিক করেছ, আমার নাম করো।

তড়িৎ। তোমার বে আমি টাকা না পেয়ে দেব না।

রাম। বে দেবে কেন ? তুমি মিছে ক’রে বল্‌বে, উচ্চ কার্য্যে Pious fraud অর্থাৎ ধার্ম্মিক জুচ্চুরী করা উচিত। তুমি বলো যে, আমি কিশোরীকে love করি। আমার ঘর আছে, বাড়ী আছে, হাইকোর্টের pleader, একটা সাজিয়ে-গুজিয়ে বলো, তোমার থিয়েটারের মুখ তো ! আমি চল্লুম।

[রামসহায়ের প্রস্থান।

তড়িৎ। (জোরে দোরে ধাক্কা দিয়া) কিশো-রীর মা—কিশোরার মা !

(কিশোরীসহ রামেশ্বরীর বাহিরে আগমন)

রামে। কে গা বাছা ?

তড়িৎ। আমি ফিমেল ড্রামাটিক সমিতির president, কিশোরী নামে আপনার এক অবিবাহিতা কন্যা আছে, যাতে বিনা ব্যয়ে কন্যাদায় হতে আপনি মুক্ত হন, তার উপায় বল্‌তে এসেছি।

রামে। বাছা, আমি হাজার টাকা পর্য্যন্ত

খরচ করতে পারি, এর ভেতর যদি করে দিতে পারো, তা হলে আমায় কিনে রাখো।

তড়িং। তোমার এক পয়সা লাগ্‌বে না, তুমি কিশোরীকে আমাদের ড্রামাটিক সমিতির মেম্বার ক'রে দাও।

রামে। সে আবার কি বাছা?

তড়িৎ। শোন না, তা হলেই বুঝতে পার্ব্বে। কি জানো, আমাদের থিয়েটার আছে, অভিনয় কর্ব্বে। তা হলে অনেক বড় মানুষের ছেলে আছে, যাদের থিয়েটারের actressকে বড় পছন্দ। তোমার মেয়েকে বিস্তর টাকা দিয়ে, বিস্তর গহনা দিয়ে, অনেক বড় মানুষের ছেলে বে করতে চাবে।

রাম। হ্যাঁ বাছা, তুমি কি বহুরূপী সেজে এসেছো?

তড়িৎ। বহুরূপী নয়—বহুরূপী নয়। আমাদের নূতন preeching এর গান শোনো। ড্রামাটিক ক্লাবের হেম চৌধুরী বেঁধে দিয়েছে। (হুইসেল দান)

রামে। ও কি কচ্চ—ও কি কচ্চ?

তড়িৎ। হুইসেল দিচ্ছি, actressরা enter কর্ব্বে। (হুইসেল দান)

(নাচিতে নাচিতে যুবতীগণ সহ রামসহায়ের প্রবেশ)

গীত।

ঘরে ঘরে করি আয় প্রচার।
হবে অনায়াসে মেয়ে পার, ঘুচলো মেয়ের ভার।
সোজায় কিসে হয় মেয়ের বিয়ে,
সবাই শোন মন দিয়ে—
সমিতিতে ভর্ত্তি করো মেয়ে নে গিয়ে;
অবজেক্‌সন্ থাক্‌বে না তো কার,
ব্রহ্মজ্ঞানী চক্ষু বুজে দেখ্‌বে থিয়েটার,
চড়ে জুড়ি ফেটিং বাঁকা টেরী আস্‌বে দলে দল,
ভরে যাবে হল;
অ্যাকট্রেসের বিয়ের উমেদার,
পল্টনের সার দাঁড়াবে দুধার,
শোন সব গুড-টাইডিং ভয় কি আর
ঘুচলো বিয়ের ভার॥

(ধুয়ো)

যারা মত্ত আকটি সংস্কারে, তারা তারা দু'জন এসেছে রে।
যারা ভাই বোনে প্রিচ করে, তারা তারা দু'জন এসেছে রে।
যারা অ্যাকটার জোটায় ছোঁড়া ধরে, তারা তারা দুজন এসেছে রে।
যারা ছোঁড়া ধ'রে ছুঁড়ী করে, তারা তারা একজন এসেছে রে॥
যাদের ছুঁড়ী দেখলে নয়ন ঝরে, তারা তারা একজন এসেছে রে॥
যারা ছোঁড়া দেখলে পড়ে মরে, তারা তারা একজন এসেছে রে॥

('দিদি! কিশোরীকে আমায় দেখ্‌তে বল'—বলিয়া রামসহায়ের গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য।)

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি। Oh horror! Oh murder! My love, my dear, আমার প্রাণেশ্বরি, আমার ঘুঘু! প্রাণেশ্বরি, আজ কোর্টসিপ ক'র্ব্বোই ক'র্ব্বো। প্রাণেশ্বরি! প্রাণেশ্বরি! তোমার ভাইকে আলিঙ্গন ক'র্ব্বো কি তোমাকে আলিঙ্গন ক'র্ব্বো? কিশোরী, কিশোরী, একখানা পিঁড়ী আন, প্রিয়া আমার বসুক! না হয় প্রাণপ্রিয়ে, তুমি পা ছড়িয়ে বসো, তোমার মুখচুম্বনের জন্য আমার দাঁত সড়্ সড়্ ক'চ্ছে। এই দেখ, এই দেখ, আমি প্রেমে মাতুয়ারা হ'য়েছি, তোমার প্রেমে ঢলে পড়ে মাথা ঠোকাঠুকি করি। Thief—Robber—চোর—

চোর—পাহারাওয়ালা পাহারাওয়ালা, আমার প্রাণ চুরি করি ক'রেছে, ধরো—ধরো!

রাম। দিদি, পালাও, বড় বেপড়তা।

তড়িৎ। ওরে বাপ রে! কাম্‌ড়াবে নাকি?

সৃষ্টি। চোর—চোর!

[তড়িৎসুন্দরী, রামসহায় ও যুবতীগণের পলায়ন।

রামে। এ কি রে সৃষ্টিধর?

সৃষ্টি। ও তোমায় বলবো, এখন কথা শোনো, কিশোরী য। আমি এখানে ভাত খাবো,—ভাত চড়া গে।

কিশোরী। দাদা ওদের তাড়িয়ে দিলে কেন?

সৃষ্টি। যা পোড়ারমুখী চলে যা, তোরে বে ক'ত্তে এসেছিল, বে ক'র্ব্বি?

কিশোরী। ও মা, ছিঃ!

[প্রস্থান।

সৃষ্টি। কাকী মা, শোন, এখনি সব গায়ে হলুদের সামগ্রী আস্‌ছে, তুমি চুপি চুপি গায়ে হলুদ দে ঠিক ক'রে রেখো।

রামে। কি হলো বাবা!—কি হলো?

সৃষ্টি। সব ঠিক ক'রেছি, ঐ কাকাবাবু আস্‌ছে, সব শুনো। ঐ গৌরীশঙ্করের নাতির সঙ্গে কিশোরীর আজ বে হবে।

(সদাশিবের প্রবেশ)

সদা। সৃষ্টিধর, বাবা চিরজীবী হ'য়ে থাকো।

সৃষ্টি। ম'শায়, আশীর্ব্বাদ ক'র্ব্বেন এখন, আগে কাজ উদ্ধার হোক্‌।

রামে। কি হলো, একবার বল না?

সৃষ্টি। তুমি কিশোরীকে নিয়ে আমাদের বাড়ী যাও, তার পর হলুদ এলে কিশোরীর গায়ে দিয়ে ঠিক্ ক'রে রেখো। গায়ে হলুদের সামগ্রী নিয়ে এখনি এলো ব'লে। সব সাজাচ্ছে—গোজাচ্ছে, আমি এই দেখে এলুম।

রামে। দেখিস বাবা, কিছু তঞ্চক কচ্চিস্ নি তো? মেয়ে খোঁটার ঘর হবে না তো?

সৃষ্টি। না গো না, উকীল দাঁড়িয়ে কাজ হ'চ্ছে, এতে তঞ্চকের যো আছে?

সদা। হাঁহে, উকীল, সব ঠিক করেছ তো? লেখাপড়া সব ঠিক তো?

সৃষ্টি। হ্যাঁ ম'শায়, আমি লেখাপড়ার একটা কাপি এনেছি, এই দেখুন। "যদি সদাশিব শুঁই আমার নাতি ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে তার কন্যা কিশোরীর বিবাহ দেয়, তাহা হইলে যে দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ যা endorse ক'রে উকীলের বাড়ী রাখিয়াছি ও যে বাড়ীর দলিলপত্র উকীলের বাড়ী জিম্মা রাখিলাম, সে সমস্ত কিশোরী পাইবে। আমার নাতি ব্রজেন্দ্র, আমার তৃতীয়পক্ষের স্ত্রীর একরূপ পালিতপুত্র, সেই দুঃখিনীর স্মরণার্থে এই সম্পত্তি, যদি ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে সদাশিবের কন্যা কিশোরীর বিবাহ হয়, তাহা হইলে কিশোরী সমস্ত পাইবে। বাড়ীখানির নাম থাকিবে 'প্রমদা কুটীর।' আমার অভাগিনী তৃতীয় পরিবারের নাম ছিল, প্রমদা।" যান্ যান্, দেরী কর্ব্বেন না!

রামে। হ্যাঁগা! এতো আমি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

সৃষ্টি। বুঝো এখন গো—বুঝো এখন; তোমার উপর বুড়ো ভারী চটা, বলেছে 'যদি সদাশিবের পরিবার বাড়ীতে থাকে, তা হ'লে আমি নাতির বে দেব না। আমার সঙ্গে যেমন বে দিতে চায় নি, তার শাস্তি এই যে, সে আমার নাতির সঙ্গে তার মেয়ের বে দেখতে পাবে না।' এখন এসো।

রামে। হ্যাঁ বাবা, যদি রেগেছে, তবে বে দেবে যে?

স্বষ্টি। ওগো, অশৌচের সময় জাপানীতে ভুগ্‌লে জান না? বদ্দিতে বলেছে, আর সে বেশী দিন বাঁচবে না তাই বুড়োর মতি ফিরেছে, কাকাবাবুর ঠেঁয়ে সব শুনো এখন; এখন যাও।

[সদাশিব ও রামেশ্বরীর প্রস্থান।

(আনন্দরামের প্রবেশ)

স্বষ্টি। আনন্দ খুড়ো, কি হলো?

আনন্দ। যেমন বলেছ বাবা! আমি লাল কাপড় পরিয়ে বস্তীতে যত বেটী উদ-বেচুনী ছিল, সব নিয়ে এসেছি, আর তাদের ঘরের মানুষদের পাঁচ পাঁচ টাকা কবুলে খানসামা করে এনেছি। তাদের ভেতর জন দুই তিন বামুনও ছিল, তারা পরিবেশন কর্ব্বে বলে এনেছি; আর শম্ভুচরণ বলে এক ব্যাটা থিয়েটারের 'পাট' না কি 'শোন্' লেখে, সেই ব্যাটা দাওয়ান হ'য়ে এসেছে। ব্যাটা খুব বক্‌বুলে।

স্বষ্টি। সে ব্যাটা কিছু আঁচ পায়নি তো?

আনন্দ। বাবাজী! এতদিন ভিক্ষে করে খেলুম, সে ব্যাটার চোখে কি আর ধূলো দিতে পারিনি! আর চার ব্যাটা মেড়ুয়া গাড়োয়ান, তাদের গরু মরে গিয়েছে, তাদের দরোয়ান করে এনেছি।

স্বষ্টি। এইবার তুমি দাড়ি গোঁফ প'রে জমীদার হয়ে বৈঠকখানায় বসো।

আনন্দ। বসছি বাবা, তোমার কল্যাণে তাকিয়ায় ঠেসান্ দিয়ে, রূপোর গুড়গুড়িতে তামাক টেনে নেব।

[প্রস্থান।

স্বষ্টি। (গাড়োয়ানগণের প্রতি) তোম্ লোক দেউড়ীমে বৈঠ! (পুরুষগণের প্রতি) দেখ, তোমরা বরের বাড়ীর লোকজন যত আস্‌বে, তাদের অভ্যর্থনা ক'রবে। (স্ত্রীগণের প্রতি) আর তোমরা বাড়ীর ভেতর যাও, বাবর ঝিরা এলে খাবাদাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি, খাইও—দাইও। (ব্রাহ্মণগণ প্রতি) ঠাকুর, তোমরা পরিবেশন ক'রো। মস্ত জমীদার, বেঁ হ'য়ে গেলে খুব বকশিস পাবে।

১ম ব্যক্তি। হাঁ স্বষ্টিধর বাবু, জমীদার বাবু কোথায়?

স্বষ্টি। বৈঠকখানায় গুড়গুড়িতে তামাক খাচ্ছেন।

নেপথ্যে। ওরে নিদে—নিদে।

নেপথ্যে। আজ্ঞে।

নেপথ্যে। কল্কে বদলে দে!

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

১ম স্ত্রীলোক। হাঁ বাবু, মা ঠাকরুণ আসেন নি?

স্বষ্টি। তিনি সন্ধ্যার সময় পৌঁছবেন, তোমাদের চার অনস্ত নিয়ে আস্‌বেন। তোমাদের খুব জোর বরাত! (ভৃত্যগণের প্রতি) নাও, সব তামাক টামাক দেখে শুনে নাও, ঐ ভাঁড়ার-ঘরে আছে। (গাড়োয়ানদের প্রতি) দরোয়ানজী বাইরে বেঞ্চি পেতে বসো গে।

[সকলের প্রস্থান।

(গায়ে হলুদ লইয়া ফ্যান্সি ড্রেসে দাস, দাসী ও দরোয়ানগণের প্রবেশ ও গীত)

দাসীগণ। ছিলুম কুম্ভকর্ণের মাসী,
এড়া ভাত বেড়ে নিয়ে বসি,
করি একাদশী,—
গুল মুখে দে ঘুমিয়ে পালি নিশি,
ক'নের মা, তেল হলুদ নাও।

অন্য দাসীগণ। ত্রেতায় ছিলুম সূর্পনখা, দ্বাপরেতে সাজি কুব্জী, কাজ কর্‌তে সাধে মাসী হই রাজী—ঘরামী ছোঁড়ার নেই পুঁজি, চেপে ভাতটী বেড়ে নিয়ে খাই—দাওয়ায়

ব'সে দু'জনে খাই! সাড়ী সিঁদুপড়ি ওগো এয়োরা সব নিয়ে যাও।

ভৃত্যগণ। লিখেছে ভারতচন্দর, বিদ্যেসুন্দরের আমরাই সুন্দর, যখন নেয়ে আসি, বাবুর বাড়ীর ঝেণ্টি দাসী, টেরী-টিপ দেখে ব'লে, আম্মরি কি সুন্দর! সিধু, থালা রাখো,--তামাক চাও।

দরোয়ানগণ। কুস্তিগির মায় মহাবীর, বাত্তিমে যাত্তা বাহির, দেউড়ী মে রহানে মানা—কিয়া কবীর! গাঞ্জা লে আও,—কাঁহা বৈঠে বাতাও।

আনন্দ। (জমীদার গুরুগোবিন্দের ভাবে প্রবেশ করিয়া) ওরে সর্ব্বেশ্বর, অরে গোরা ও ভূতির মা, এদের সব জলটল দাও, পা ধোবার জল-টল দাও, তামাক-টামাক দাও। হরু ঠাকুর, সব পাতটাত করে দাও। (স্বগত) ও ছিষ্টেটা এতও পাবে, এদের আবার সং সাজিয়ে এনেছে! (প্রকাশ্যে) দেখ, কারো যেন অযত্ন না হয়,রেলে চড়ে এসে আমার মাথা ধরেছে, ও সদী গিন্নী এলে আমায় খবর দিস্, আমি শুই গে।

[প্রস্থান।

১ম স্ত্রী। এসো গো এসো,মা ঠাকরুণ বলেন,—এ গরীবের কুঁড়ে, তোমাদেরই ঘর, কিছু মনে করো না।

১ম ভৃত্য। আরে আস্‌তে আজ্ঞা হয়, তামুক খাও।

১ম দরোয়ান। আও ভাই, বাহারমে বৈঠো, তামাকু-উমাকু পিয়ো।

শম্ভুচরণ। দাওয়ানজী ম'শায়, আসতে আজ্ঞা হোক্। কর্ত্তার শিরঃপীড়া হ'য়েছে, একটু শুয়েছেন। এ বাড়ীতে স্থান নাই, তবে মিত্তিরজা ম'শায় জেদ কল্লেন, শ্রীযুত আর কি ক'র্ব্বেন বলুন?

দাওয়ান। তা তো বটে—তা তো বটে।

শম্ভুচরণ। আসুন, তামাক খাওয়া যাক্, আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

শ্রীরামপুর ষ্টেসন।

(ধর্ম্মযাজকবেশে কিনু ও বামা)

গীত।

কিনু। যদি সাহেব হবা, মাথায় দেবা,
জর্ডন নদীর পানি।
বামা। যদি ম্যাম হবা, তো আইস খাবা,
রুটি মাখম চেনি॥
উভয়ে। (আইস—আলোয় আইস চলে!)
কিনু। ধরবা ছুরী চামচ কাঁটা—
বামা। চেবাবা ছাঁচি কুমড় ডাঁটা—চিংড়ি দিয়া—
কিনু। সান্‌কের বিচে থুইয়া;
উভয়ে। দারু সরাব চুমকে খাবা মিশায়ে আমানি॥
(ভাই—আলোয় আইস চলে!)
কিনু। আঁট্‌বা পেণ্টুলুন—
বামা। ঝোলাবা গাউন,—সাজবা ম্যাম,
কিনু। বল্‌বা ড্যাম্;
উভয়ে। সাহেব ম্যামে নাচ্‌বা দু'জনে,
ধিন্ ধিনা ধিন্ ধিনি॥
(আইস—আলোয় আইস চলে!)

বামা। আয় চ'—চ, এখানে কেন এলি?

কিনু। মুশায়, আইসেন—আলোয় আইসেন।

১ লোক। কি উৎপাত!

কিনু। আইসেন—আইসেন!

২য় লোক। বাপু চোখের ব্যামো, অত আলো সইবে না, তোমরা আলোতে থাক।

বামা। আলোয় আস্‌বে কে? বল্লুম, এলাহাবাদের টিকিট কেন।

কিনু। আরে বুরা এতক্ষণ ট্যালিগ্রাফে খবর দিছে। এহানে কেউ খোজ্‌বে না, এই শ্রীরামপুরটা পাদ্রীর আড্ডা।

বামা। কোথায় থাকবি?

কিনু। আরে, সহর জায়গা, থাক্‌বো কনে ভাব্‌তিছ ক্যান?

বামা। সৃষ্টিধরটাকে পাঁচ পাঁচশো টাকা দিলি। আমি বলেছিলুম, পঁচিশটে টাকা দে, তা তুই শুন্‌লি কই?

কিনু। হাদে,সে কি না সেই ছাওয়াল! তারে না দিলি এতক্ষণ জ্যালে নে ঠ্যাস্‌তো।

বামা। তবে চ—এই বেলা চল।

কিনু। আরে র'না, গাড়ীটে আস্‌তেছে, মুই বক্তার হইমু, লোকে অবাক্ হয়ে শুন্‌তি থাক্‌পে, আর তুই জামার জ্যাবে হাত চালায়ে কিছু সাথাবি। ঢাহা যাওয়ার পথখরচটা হবে।

বামা। না, আমি বক্তার হবো, তুই জামার জ্যাবে হাত চালাস্।

কিনু। হ্যাদে,তুই বক্তার হবার জানিস্ কি—যে বক্তার হবি?

বামা। আমি লোকের জামার জেবে হাত দিতে পার্ব্বো না।

কিনু। তবে দ্যাখ, তুই এই খাতাখানা ল, বল্‌বি,'কাণার ঘর বেনিয়েছিস্,তার খরচা চাই।' দু' একটা ছোঁরা বেকুব আছে, কিছু চাঁদা দেবে অ্যানে।

বামা। ঝাঁটা খাবার জুত করেছিস্? রেল-পুলিসের নজর জানিস্?

কিনু। আরে,স্তাব-ম্যাম হয়েছি, কার বাপের সাদ্যি আগোয়। থাক্ বরাত ঠুকে, গাড়ী আসুক, একটা বরাৎ লাগ্‌বেই লাগ্‌বে, ঐ গাড়ী অ সৃতিছে।

(ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া পৌছিল)

(সৃষ্টিধর ও ⸺বেশে, গৌরীশঙ্করের গাড়ী হইতে অবতরণ।)

(জনতা ও কোলাহল)

১ম। ছিরামপুর - ছিরামপুর!

২য়। পানি পাঁড়ে—পানি পাঁড়ে।

৩য়। পান চুরুট সিগ্রেট!

৪র্থ। চাই মিঠাই!

৫ম। মুটে - মুটে!

কিনু। আইসেন—আলোয় আইসেন!

বামা। অন্ধ অনাথাদের কিছু চাঁদা দিন, স্বর্গের সিঁড়ি করুন।

গৌরী। এই বামী বেটী! পুলিস, পুলিস্, চোর, চোর,—পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো!

(পুলিস কর্ত্তৃক বামার ধৃত হওন)

কিনু। আইসেন,—আলোয় আইসেন!

বামা। ওরে ও গুখোর ব্যাটা, আমায় পুলিসে ধ'রেছে।

কিনু। আইসেন—আলোয় আইসেন!

বামা। এই তোরে আলোয় আসাচ্চে! বাবু, ঐ কিনে গুখোরব্যাটা! ওকে ধরো, আমি কিছু জানি নি।

কিনে। আইসেন - আলোয় আইসেন!

গৌরী। কিনেই তো বটে, পাহারাওয়ালা—পাক্‌ড়ো!

(পুলিস কর্ত্তৃক কিনুর ধৃত হওন)

তবে রে ব্যাটা, গিল্‌টী বিক্রী করে পাদ্‌রী হয়েছ?

কিনু। কেডা তোমার কিনে? পাদ্‌রী সাহেবের সাথ জুলুম কচ্চ?

জমাদার। আরে ভাই পাকড়া গিয়া, এতো ফিকির চলেগা নেই, হামি তোমাকে জেল দিয়া থা। হাওড়া ষ্টেশনমে পকে-

টসে ঘড়ী উঠায়া থা, হামি তোম্‌কো পাক্‌ড়বে জেল দিয়া থা না ?

কিনু। তবে বুড়ারেও পাকরাও,১ও চোরাই মাল কেন্‌চে।

জমা। সো বং পিছে হোগা দাদা!

কিনু। মিত্তির্জা মুশায়,আমায় ছাড়ান দ্যান। শোনেন. আপনি বিয়া করবার ক'নে যাতিছেন? সদাশিব বাবুর মাইয়ার আপনার নাতি বেজেন্দ্রের সাথ বে হতিছে দেখেন যাইয়ে; —স্থষ্টিধর বাবু আপনাকে ঠকাইয়া এহানে আন্‌ছে। তুই সাত্য বলতিছি, মোরে কইছিলো যে, আপনাকে লইয়া বালীতে আস্‌বে। তাই ছিরামপুরে আস্‌ছি, নইলে বদ্দ-মানে যাতাম। ছিষ্টিধর বাবু, মোর সাথও জুয়াচুরী কর্‌লেন? আমি তো তোমারে ঠকাই নাই।

স্থষ্টি। তোমার ভয় নাই—ভয় নাই, ঠাণ্ডা হও—ঠাণ্ডা হও।

বামা। আর ঠাণ্ডা হবে,আমার শুষ্টীর মাথা! ছিষ্টিধর বাবু, তুমিও এই জুচ্চুরীর মধ্যে আছ?

গৌরী। স্থষ্টিধর ভায়া,এ সব কি বলে? ব্রজেন্দের সঙ্গে কিশোরীর বে হচ্ছে?

স্থষ্টি। আজ্ঞে, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তবে সদাশিব খুড়ো কি জুচ্চুরী করেছে? আস্থন, ওয়েটিং-রুমে চলুন্‌, এখনি কলিকাতার গাড়ী আসবে। দেখুন দাদা, এই খুড়ো বেটাকে জেলে দেবো, তবে ছাড়বো। (অন্তরালে কিনুর প্রতি) কিনু, বামাকে চুপ কর্‌তে বল, আমি সব ঠিক কচ্ছি।

কিনু। বামা, চুপ দে। স্থষ্টিধর বাবু বাগাবে এনে, ও গরীব মারবার লোক নয়।

গৌরী। ঠাণ্ডা হবে কি? বলো, কি জুচ্চুরী করেছে বলো?

স্থষ্টি। মশায়, ব্যস্ত হবেন না, কলিকাতায় ফিরে চলুন্‌, খুড়োর জুচ্চুরীটে আমি বার কচ্ছি!

গৌরী। ভায়া, আমি সব বেটাকে বাঁধিয়ে দেবো, তোমায়ও ছাড়বো না।

স্থষ্টি। মশায়, আমি তো আর পলাচ্চিনে। ঐ আন্দে ব্যাটা এত জোচ্চোর, তা আমি জানি নে! গুরুগোবিন্দের মেয়ের বে'র লগ্ন রাত দুপুরে। আমি আপনার সঙ্গে যদি কিশোরীর বে দিতে না পারি, তখন আপনি জেলে দিবেন। আস্থন, ওয়েটিং-রুমে আস্থন। জমাদার সাহেব, ওদের সব নিয়ে এস,দেখ না তোমায় কিছু পাইয়ে দিচ্ছি।

কিনু। বামা, স্থষ্টিধর বাবু যা বল্‌তিছে, তাই শুনে চেপে থাক। বুড়া কিছু কর্‌বার পার্‌বে না।

নেপথ্যে। ঘণ্টা মারো—ঘণ্টা মারো।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

—*—

সদাশিবের বাটীর বাহির।

(সদাশিব,আনন্দরাম, রামসহায়, নিরু উকীল, তড়িৎস্থন্দরী, মট্‌কো ও বরযাত্রী)

১ম বর। বর-ক'নে স্ত্রী-আচার ক'রতে নিয়ে যাও—স্ত্রী-আচার কর্‌তে নিয়ে যাও!

২য় বর। বাঃ বাঃ—রাজযোটক!

আনন্দ। ঐ বুড়ো আস্‌চে।

(গৌরীশঙ্কর, স্থষ্টিধর এবং কিনু ও বামাকে লইয়া জমাদার ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

সদা। আস্‌তে আজ্ঞা হয় তালুই ম'শায়।

গৌরী। তবে রে ব্যাটা, জুচ্চুরী! দশহাজার টাকা আর বাড়ী ঠকিয়ে নেবে? যা ব্যাটা জেলে যা।

আনন্দ। (রামসহায়ের প্রতি) দেখ, ভদ্রলোকের মেয়ে বার করবার জন্যে বোনকে নিয়ে গৃহস্থের বাড়ীতে এসে trespass করেছ, সে চার্জ্জ হ'তে বেঁচে যেতে চাও, তা হ'লে আমি যে রকম বলেছি, সে রকম করো।

রাম। ম'শায়, আমি তো রাজী আছি—রাজী আছি; কিন্তু কিছু দেবেন, দু'শো টাকার মধ্যে 'মুভিং ষ্টেজ' হবে. তা' হ'লে তাড়িৎসুন্দরীর আর মুখনাড়া খাই না।

গৌরী। দেখ সদাশিব, ভাল চাও তো বিয়ে ক্যান্‌সেল করো; আমার সঙ্গে কিশোরীর বিয়ে দাও।

আনন্দ। দেখ্‌ছো—বুড়ো কি আমুদে দেখ্‌ছ? নাতবৌকে বে' কর্‌তে চাচ্ছে! রসিকতাটা দেখ,নাতবউয়ের বে' ফিরে নিতে চাচ্ছে!

গৌরী। রসিকতা বই কি! চালাকি না কি? তোমাকেও জেলে দেব।

রাম। ম'শায়,আমার থিয়েটরের ছোক্‌রা মট্‌কোকে আপনি 'মিস মটুক' ব'লে, এই সব জিনিস present দিয়েছেন। আমি আপনার নামে kidnappingএর চার্জ্জ দেবো।

(ভুলো পোদ্দারের প্রবেশ)

ভুলো। ম'শায়, আমি ভুলো পোদ্দার। আপনি গিন্টির গয়না ব'লে present ক'রেছেন, এই আপনার হাতের লেখা। আপনি বড়লোক, আপনার সই চিনি, তাই বাঁধা রেখে টাকা দিয়েছি।

সৃষ্টি। দাদা, কি ক'র্ব্বে দাদা! এ বড় ফ্যাঁসাদ! আপনি নাতিনাতবউকে সব আশীর্ব্বাদ করুন। সকলকে বলুন যে, আপনার প্রিয় নাতি তেজপক্ষের পালিত পুত্র—বে' কর্‌তে চায় না. তাই এই কৌশল ক'রে বিয়ে দিয়েছেন। আর কিছু টাকা খরচ ক'রে এই ব্যাটাদের মিটিয়ে দিন, নইলে আর উপায় নাই। এই নিরুবাবু উকীল আছে. জিজ্ঞাসা করুন। আর আপনি ত আইন জানেন।

গৌরী। হ্যা নিরুবাবু, এ কি হবে?

নিরু। আজ্ঞে—ম'শাই তো বুঝছেন, সৃষ্টিধর বাবু য বল্‌ছেন. তা ছাড়া তো আর উপায় দেখি না।

গৌরী। এ্যা—এ্যা, ধনে-প্রাণে মারা গেলেম—ধনে-প্রাণে মারা গেলেম!

সৃষ্টি। না দাদা, ভয় নাই, আমি তোমার ক'নে ঠিক করেছি। (তড়িৎসুন্দরীর প্রতি) প্রাণপ্রিয়ে, গৃহস্থের মেয়ে বার করতে এসেছিলে, trespass আর kidnappingএর charge তুমি এড়াতে পাচ্চ না, তবে এক উপায় আছে, যদি তুমি দাদাকে বে' করো।

নিরু। তড়িৎসুন্দরি, আমি তোমাকে prosecute কর্ব্বার instruction পেয়েছি।

তড়িৎ। না না, আমি বিয়ে কর্‌তে রাজী আছি।

সৃষ্টি। তবে দাদাকে আলিঙ্গন করো।

গৌরী। ও বাবা! এ কে রে? সৃষ্টিধর, ভাই, আমি নাকে কাণে খৎ দিচ্ছি, আর যদি বে' কর্‌তে চাই; তুই বর ক'নে আন্‌তে বল্, আমি আশীর্ব্বাদ ক'রে চলে যাই। আমার হাঁপানি আছে,ও বেটী ধর্‌তে আস্‌ছে, তা' হ'লেই মারা যাবো।

সৃষ্টি। তড়িৎসুন্দরি, তোমাতে আমাতে love করি এসো। ও বুড়োকে ছেড়ে দাও।

Ghose's works, Series No. 16

১। সীতাহরণ, ২। নসীরাম, ৩। হীরক জুবিলি, ৪। পৌরাণিক নাটক,
৫। নৃত্য, ৬। সোণার বাংলা, ৭। ঝালোয়ার দুহিতা গীত,
৮। পরমার্থ সঙ্গীত।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।

কলিকাতা, ১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "নূতন কলিকাতা মেসিন যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৩

সীতাহরণ

(পৌরাণিক নাটক)

একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটীরে।

মেঘনাদবধ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।	স্ত্রীগণ।
মহাদেব।	দুর্গা।
ব্রহ্মা।	উগ্রচণ্ডা।
ইন্দ্র।	মায়া।
সাগর।	সাগরপত্নী।
নন্দী।	সীতা।
শ্রীরাম।	তারা।
লক্ষ্মণ।	মন্দোদরী।
রাবণ।	সরমা।
বিভীষণ।	সূর্পনখা।
ইন্দ্রজিৎ।	ত্রিজটা।
মারীচ।	রক্ষবালকগণ।
খর।	চেড়ীগণ।
বালী।	নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।
সুগ্রীব।	
অঙ্গদ।	
হনূমান্।	
জাম্বুবান্।	
নল।	
নীল।	

জটায়ু, সুপার্শ্ব, ব্যোমচর, দূত ও সৈন্যাধ্যক্ষবর ইত্যাদি।

সীতাহরণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

দণ্ডকারণ্য—অদূরে কুটীর।

(বিমান-পথে—ব্রহ্মা ও ইন্দ্র)

ব্রহ্মা। রণস্থল নেহার অদূরে,—
নবদল-শোভিত ভূতল
খচিত শিশির-হারে,
ক্ষণ পরে ভাসিবে রুধিরে;
এবে
বিহঙ্গিনী তোলে তান সুমধুর,
ক্ষণ পরে
বাণের গর্জ্জনে অধীর হইবে গিরি;
কুসুম-সৌরভে রসায় ঋষির মন,
পূতি গন্ধে মাতিবে মেদিনী।
ঘোর রোলে ডাকিবে শৃগাল,
রাক্ষস-সংহার-ব্রতী হইবেন রাম।
পুরন্দর! তব ডর ঘুচিবে সত্বর।

ইন্দ্র। বিধি তব বুঝিতে না পারি;
কোথা শনি-অংশে নারী,
কে মজাবে স্বর্ণলঙ্কা?

ব্রহ্মা। হের,
আসিতেছে রাক্ষসনাশিনী।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সূর্পনখার প্রবেশ)

সূর্প। আহা, কি ফুল ফুটেছে থরে থরে
প্রাণ কি সরে থাক্‌তে ঘরে?
আহা, কেমন ঠাণ্ডা হাওয়া ঝুরে ঝুরে!
আ—মর,
কাপড় কি ছাই সামলাতে পারি!
কালামুখো কোকিলটে আজ জ্বালাচ্ছে
ভারী।
এমন নরমি হাওয়ার গরমি সয়ে,
ভাতার নিয়ে সব আছেন ঘরে;
ভাগ্যিস্ কালামুখো সকাল সকাল মরেছে,
নইলে বাঁধা থাক্‌তুম কেমন করে?
পুরুষ না ছাই;
পুরুষের মতন পুরুষ তো আর দেখ্‌তে
পাই নি।
তবে দাদা যদি না দাদা হ'ত,
পুরুষের মতন পুরুষ বটে।
যাই দু পা বেড়াই,—
আহা, এ কুটীর দুখানি কার?
লতাগুলি তমাল ছেড়ে,
কুটীর দুটী আছে বেড়ে।

(কুটীরসম্মুখে রাম ও লক্ষ্মণ)

রাম। যাব ভাই স্নান হেতু গোদাবরী-তীরে,
রহ তুমি কুটীর-রক্ষণে।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান।

সূর্প। নবীন নীরদ-ঘটা,
মরি কি রূপের ছটা!

আহা, বনবাসী মাথায় জটা কেন ?
কাছে গি'য়ে দুটো কথা কয়ে প্রাণ জুড়াই,
আহা, কে মায়া করে
প্রাণ আমার নিলে হরে,
কুহকবলে যেন !
এ রতন আমি নেব,
নইলে সাগরে গে ঝাঁপ দেব।
মরি, পুরুষ পরেশ, নারীর গলার হার !
এ ধন আমার,
নইলে কাজ কি ধনে, কাজ কি মানে,
প্রাণ কি পোড়া খায় !
হেঁ গা তুমি কে গা,
কেন বনে বস ?
আমার সঙ্গে এস,
দিব রত্ন-সিংহাসন ;
ফুলের রথে তোমার সাথে
ভ্রমণ ক'রবো ত্রিভুবন ;
যখন যা ইচ্ছে হবে,
তখনি তা হাতে পাবে।
এখন আমায় দেখ্‌ছো বনে,
যদি আলাপ হয় তোমার সনে ;
তখন চিন্‌বে আমি কেমন ধন !

রাম। কে তুমি সুন্দরি ?
পিতৃ সত্যে আমি বনচারী,
সিংহাসনে কিবা কাজ মম ?

সূর্প। ভাল ভাল, প্রাণ জুড়াল কথা শুনে !
আমার সঙ্গে যাবে জেনে শুনে ;
শুনেছ কি রাবণ রাজার নাম ?
আমায় কি তুমি ঠাওরাও কম,
আমার ভায়ের নামে কাঁপে যম ;
ইন্দ্র আমার ভায়ের মালা গাঁথে,—
এখন পরিচয় তো পেলে,
চল আমার সাথে।

রাম। সুলোচনে !
ভিখারী রাঘব আমি ;
রাজার ভগিনী,
অপবাদ রটিবে তোমার
আমারে লইলে সাথে।
রব বনে বাকল বসনে,
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ, সতি।

সূর্প। আ—মরি,
তুমি ভিখারী !
তোমায় দেখ্‌লে
কত রাজার নারী লোটে পায়।
হায় হায়,
আমায় দেখাও ভয় !
আমি কারে ডরি ?
যা মনে হয় তাই করি.
খর দূষণ দু ভাই আমার মন যোগায়।
যারে প্রাণ চায়,
তারে ছাড়'ব লোকের কথায় ?
তুমি তো কঠিন ভারী !
আমি নারী ডাক্‌চি এত,
যদি রসিক হতে কতক মত
আমায় বল্‌তে কি আর হত এত।

রাম। কি জঞ্জাল ঘটিল কাননে !
চন্দ্রাননে।
কেন বাদ কর মোর সনে ?

সূর্প। সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ব যত,
রস-রঙ্গ কর্‌ব কত ;
তোমার কিসের ভয় ?
যেখানে ইচ্ছে হয়
নিয়ে যাব এক পলকে।
মুখে মুখে বুকে বুকে,
দুজনে থাক্‌ব সুখে,
নির্জ্জনে কর্‌ব কেলি,—
এ কথা কি জান্‌বে লোকে ?

রাম। সুলোচনে !
কি কব অভাগা আমি,
বনে ফিরি সঙ্গে মোর নারী ;

ভজিলে আমারে
কি ফল ফলিবে বল ?

(লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ)

হের অনুজে আমার,
রূপে গুণে অতুলন মহীতলে ;
বরিলে উহারে
সুখে রবে সুবদনে
সতিনীর জ্বালা
ভুঞ্জিতে না হবে কভু।

সূর্প। এই কি তোমার সঙ্গে নারী,
এরই তরে তোমার এত !
অমন টুস্কি-মু'কি ডেব্‌রা-চোকি
দাসী আছে কত শত !
দেখ্‌চ আমার রূপের ছটা ;
এমন আছে কি আর ত্রিভুবনে ?
যদি না মনে ধরে,
বল মোরে ;
সাজব যে সাধ তোমার মনে।
সঙ্গে নারী ভয় কি তারি,
রাখ্‌তে পারি পেটে পূরে।
এ কি হে যুগ্যি নারী, খাতির তাঁরি,
মাথা তোমার গেছে ঘুরে !

রাম। কি কারণ আকিঞ্চন মোরে ?
স্বর্ণকান্তি দেখহ লক্ষ্মণ,
ভুবনমোহন রূপে ;
তুমি তার যোগ্য রূপবতী।

সূর্প। আ-হা-হা ভাল ভাল, চোক জুড়াল ;
এ আবার কে এল বনে।
আ-হা-হা কাঁচা সোণা, ধনটা ধনা,
ভাব কত হায় চাঁদ-বদনে।
ছোঁড়া তো একলা আছে, গিয়ে কাছে
কথা কয়ে মন ভোলাব।
এ কি হায়, যেমন তেমন পুরুষ-রতন,
এমনিটী আর কোথায় পাব ?
বলি হে মাথার কিরে, চাও না ফিরে,
কথা যদি কইতে নার ;
চলেছ নুইয়ে মাথা, কও না কথা
ভেলা গরব কর্‌তে পার !
তোমারে, যতন করে হৃদ-মাঝারে
রাখ্‌ব ওয়ে মন-মজানে !
নেও মেনে এস চলে,
কাজ কি গোলে ;
মৌন কেন মিছে ভাণে ?

লক্ষ্ম। ব্রহ্মচারী আমি,
কি হেতু সম্ভাষ মোরে ?

রাম। লো সুন্দরি !
লজ্জাশীল অনুজ আমার।

সূর্প। ভাল ভাল,
যখন মজেছি তখন বুঝেছি।

লক্ষ্ম। বুঝিয়াছ সার লো সুন্দরি !
যাও,
ভজ গিয়ে রঘুনাথে।
জগতের পতি রাম,
আহ্লাদিনী রাণী রবে তুমি ;
কেন আর বিড়ম্বনা,
ভজ গিয়ে রঘুনাথে

সূর্প। চিপ্‌সে ছোঁড়া,
মেজাজ কড়া ;
ও ছোঁড়া তো রসিক বেশী !
গৌর বরণ কাজ কি আমার ?
শ্যাম বরণই ভালবাসি। (রামের প্রতি)
বলি হে বুঝতে তোমার মন,
গিয়েছিলুম এতক্ষণ,
তোমায় ছেড়ে কি আর কারুকে চাই ?
ছি ভাই, আমার মন বোঝ নি ছাই !

রাম। কৃশোদরি !
নাহি কি নয়ন তব !
বাল-সূর্য্য-বরণ কিরণ,
আকর্ণ নয়ন-শোভা।

মুখ নারী-মন-চোরা,
যাও ত্বরা,
লজ্জাশীল ভাই মম।

সূর্প। এখন কি করি,—
ডু নৌকায় পা দিয়ে বা মরি ?
কাজ কি আমার কাঁচা সোণা,
নীলকমলে ধরি ;
গোঁয়ারে কাজ কি আমার,
রসিক নিয়ে সরি।
বলি হে,
নারী হয়ে পায়ে ধরি,
সঙ্গে আমার চল,
ধরে ওরে ফেল্‌ব মেরে,
গিলি যদি বল ?

সীতা। রঘুনাথ !
নিশ্চয় রাক্ষসী ;
রক্ষা কর, ভীষণ-দশনা !

রাম। দূর হ কুলটা !

লক্ষ্ম। যা বলেন বলুন শ্রীরাম,
কাটিব ইহার নাক কাণ ; —

(বাণদ্বারা সূর্পনখার কর্ণ-নাসিকা ছেদন)

সূর্প। ওঁ মা ওঁ মা,
জ্বঁলে মলুম !
মরেঁ গেলুম !

[সূর্পনখার প্রস্থান।

রাম। দেখ দেখ, ভীষণা রাক্ষসী,
আছিল সুন্দরী-বেশে !
নিশাচর বৈসে এই বনে,
সাবধানে রহিতে উচিত।

[রাম ও সীতার প্রস্থান।

লক্ষ্ম। হে দেব-মণ্ডল !
নিত্য যথা,—
শুন সবে মিনতি আমার,
আজি পুনঃ যাচি পদে
প্রহরীর ভার সুসম্পন্ন কর মোর।
দেহ শক্তি শক্তির আধার,
রাম-সীতা-রক্ষণের বল ভুজে ;
আমি শ্রীরামের দাস,
রাম-পদে রহি যেন চিরদিন।
নিশাচর বৈসে বনে,
ধনু তূণ, কোন্ কার্য্যে দেহে বহি
বীরদর্পে !
দর্প !—
হাঁ, বীর-দর্পে কহি পুনঃ।

(রাম ও সীতার প্রবেশ)

রাম। ভাই !
শুনিলাম অস্ত্র-ঝনঝনি বনে,
যাও তুমি জানকী লইয়া স্থানান্তরে ;
বাধিলে সমর
জানকী পাইবে ডর।

লক্ষ্ম। যথা আজ্ঞা, প্রভু !

সীতা। রহুক লক্ষ্মণ,
দোসর তোমার রণে।

লক্ষ্ম। মাতঃ !
বুঝিয়াছ সন্তানের মন।

রাম। সিংহনাদ অদূরে লক্ষ্মণ !

লক্ষ্ম। চল মাতঃ,
রাম-আজ্ঞা না করি লঙ্ঘন।

রাম। উঃ! ঘোর সিংহনাদ দূরে।

[রামের প্রস্থান।

সীতা। হে লক্ষ্মণ !
কোথা যান রঘুনাথ ?

লক্ষ্ম। মাতঃ ! না হও উতলা,
বাধিয়াছে রণ।
বল মাতঃ,
কার এই ধনুক-টঙ্কার !

জয় রাম!—শুন আর্ত্তনাদ,
ক্ষুদ্র প্রাণী,
ক্ষুদ্র বাণে হইল সংহার।
চল মাতঃ!
সৈন্য যদি রহে পাছে.
চল যাই স্থানান্তরে।

(রামের প্রবেশ)

রাম। ভাই!
মিটিয়াছে রণ,
ক্ষুদ্রজীবী কয় জন।

লক্ষ্ম। রণ কি মিটেছে প্রভু?
জ্ঞান হয়,
অন্য রক্ষ বৈসে বনে,
দুই জন বিচারিয়ে মনে,
আইল কয়েক জন।
প্রভু!
ফিরিল কি রণে কেহ?

রাম। আঁই আঁই শুনিনু অদূরে,
বুঝি,
বিকটা আছিল সাথে
সত্য তুমি বলেছ লক্ষ্মণ,
নিশ্চয় বাধিবে রণ পুনঃ।

লক্ষ্ম। কি বা অনুমতি তব রঘুনাথ!
রহিব সমরে সাথী,
কি বা
জানকীরে লয়ে যাব চলে স্থানান্তরে?

সীতা। নাথ!
রহুক দোসর তব লক্ষ্মণ ধানুকী;
রহিব কুটীরে
না ডরিব রণনাদে।

রাম। বুঝি অদূরে রাক্ষসথানা;
শুন!
রণভেরী নিনাদে গভীর দূরে,
শুন কোলাহল,
জ্ঞান হয় সৈন্য-সমাবেশ-হেতু;
যাও লয়ে জানকীরে দূরে।

লক্ষ্ম। প্রভু! বহু সৈন্য হয় অনুমান।

রাম। ভাই!
কঠিন কোদণ্ড করে মোর,
পূর্ণ তূণ বাণে;
রাক্ষস-নিধনে
অধিক কি প্রয়োজন!
গর্জ্জে রক্ষঃ শুন কাণ দিয়া;
যাও ত্বরা সীতারে লইয়ে;
সীতা!
অন্যথা না কর কথা মোর,
যাও দূরে লক্ষ্মণের সাথে;
অন্যমন হব তুমি রহিলে নিকটে।

সীতা। শঙ্করী সংগ্রামে রক্ষা করুন তোমায়।

[লক্ষ্মণ ও সীতার প্রস্থান।

রাম। বিনাশির পাপমতিগণে,
নিষ্কণ্টক করিব কানন;
রক্ষোবাস না রাখিব আর।
কি সাহসে আইসে সবে সিংহনাদে,
নাহি জানে ধনুর্দ্ধারী রাম আমি!

[রামের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বতগহ্বরের সম্মুখস্থল।

(সীতা ও লক্ষ্মণ)

সীতা। যাও তুমি সমরে লক্ষ্মণ,
শীঘ্র আন সংগ্রাম-সংবাদ,
হেথা মম নাহি ডর।

লক্ষ্ম। দেবি !
ভয়ঙ্কর দণ্ডক কানন,
নাহি জানি বৈসে হেথা কত নিশাচর,
একাকিনী কেমনে রহিবে ?
মাতঃ !
দেখিয়াছ রামের বিক্রম
হরধনু-ভঙ্গ-কালে !
ক্ষত্র-কুলান্তক রাম
পরাভব যাঁর তেজে,
কি করিবে ছার রক্ষঃ তাঁর !
সীতা। এ কি. ঘোর অশনি-নিস্বন,
ঘোর আঁধার কম্পিতা মেদিনী !
লক্ষ্ম। নহে দেবী অশনি-নিস্বন,
বজ্রনাদে অস্ত্রের ঝঙ্কার ;
অস্ত্রজাল
মেঘমালা সম আবরিছে দিনদাসে,
কম্পে ধরা বীর-পদ-সঞ্চালনে।
শুন,
প্রলয়-দুন্দুভি নাদে ধনুক-টঙ্কার !
বিলম্ব নাহিক আর,
রাক্ষস-সংহার হবে দেখি মুহূর্ত্তেকে।
হের,
ধায় অস্ত্র রবিশ্রেণী যেন,
কোদণ্ড-নিঃসৃত শর,
ভূধর না ধরে টান !
সীতা। শুন শুন,
বারিদ-গর্জ্জন সম সৈন্যের হুঙ্কার !
ঝরে অস্ত্র বারিধারা সম,
যাও শীঘ্র রামের সহায়ে ;
না জানি কি হয় রণে !
লক্ষ্ম। হের দেবি,
তারাকারে ঝরে বাণ !
হাহাকারে পূর্ণিত গহন,—
নাহি আর নাহি হুহুঙ্কার ;
ক্ষুরজীবী শ্রীরামে না জানে !

সীতা। অবসান হ'ল কি সংগ্রাম ?
শুন শুন নীরব কানন।
লক্ষ্ম। শুনি দেবি রথের ঘর্ঘর-নাদ,
সৈন্যভঙ্গে,
রথী হইল আগুয়ান,
পুনঃ রণ বাধিবে এখনি।
বিপক্ষ সমর-দক্ষ
বরষিছে অগ্নি হেন বাণ।
সীতা। যাও তবে,
যাও রণস্থলে,
বুঝি ক্লান্ত রণে রঘুবীর।
লক্ষ্ম। ক্লান্ত রণে রঘুবীর !
গর্জ্জে ভীম সাগর অধীর,
নাহি আর রথের ঘর্ঘর ;
অব্যর্থ রামের শর।
সীতা। পুনঃ শুন বিকট গর্জ্জন !
আর রথী দিল হানা,
বুঝি অবসান হবে না সমর !
লক্ষ্ম। কি করিব শ্রীরামের মানা !
রাক্ষস-গর্জ্জন
শর সম বিন্ধে বুকে ;
আইস দেবি গুহার ভিতর,
ঘোরতর বাধিবে সমর।
সীতা। অন্ধকার, ভীষণ আরাব !
নাহি দেখি শুনি কাণে।
লক্ষ্ম। চল শীঘ্র গুহায় জননি,
অস্ত্রশ্রেণী ধায় চারিদিকে।
সীতা। কি হবে লক্ষ্মণ,
রামচন্দ্রে কে দেখিবে ?

[সীতা ও লক্ষ্মণের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

কানন।

(রাম ও খর)

রাম। আরে রক্ষঃ
কঠিন জীবন তোর,
এখন জীবিত রণে!
খর। নহি আমি ত্রিশিরা কোমলকায়,
নহি বালক দূষণ,
নহি হীন প্রাণী অনুচরগণ,
চতুর্দ্দশ সহস্র নাশিবে বাণে!
হের ভীম প্রহরণ,
কর সংবরণ
দেখি রে মানুষ তোর বল!
রাম। অস্ত্রশ্রেষ্ঠ গদা মনোহর,
উথারিয়ে পড়ে বাণ!
খর। ভাবিস্ কি আর,
মরণ নিশ্চয় তোর!
রাম। ধিক্ ভুজবলে,
তিন দণ্ড যুঝে মোর সনে!

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(সূর্পনখার প্রবেশ)

সূর্প। ও গো মরে না গো এ কি জালা!
দাদাও বুঝি খেলে কলা,
দাদাও বুঝি খেলে কলা!
ও গো গদাও গেল পুড়ে গো,
গদাও গেল পুড়ে!
মার পাথর ছুড়ে,
মার পাথর ছুড়ে;—
ও গো পাথর গেল উড়ে গো,
পাথর গেল উড়ে!
টান দে কোসে শাল গাছে,
দেখ্‌ব ছোঁড়া কেমন বাঁচে;—
ওগো গাছটা গেল চিরে গো,
গাছটা গেল চিরে!
দাদা গা হ'ল ঝিরঝিরে গো,
গা হ'ল ঝিরঝিরে!
ও মা হাত ফেলেছে কেটে গো,
হাত ফেলেছে কেটে!
ও মা গেল দাদা, পড়্‌ল দাদা,
দাঁতপাটী ছিরকুটে গো,
দাঁতপাটী ছিরকুটে!

[সূর্পনখার প্রস্থান।

(রামের প্রবেশ)

রাম। কোন্ তেজে রক্ষঃ বলবান্!
সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞ সবে;
জীয়ন্তে না সমর ত্যজিল,
প্রাণ দিল জনে জনে।
রক্ষোগণে
বীর বলি নাহি ছিল জ্ঞান মম,
জানিলাম সংগ্রাম-নিপুণ রক্ষঃ
অস্ত্রলেখা ধৌত করি গোদাবরী-নীরে,
নহে,
জানকী পাইবে ব্যথা।

[রামের প্রস্থান।

(ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রবেশ)

ব্রহ্মা। হের পুরন্দর! সমর হইল শেষ।
যাবে এবে রাক্ষসনাশিনী
সাগর লঙ্ঘিয়া লঙ্কাধামে;
বান গণপতি আগে আগে
বিঘ্ন নাশ করি,
ক্রূরগ্রহ পশ্চাৎ;

কহ সাগরে ডাকিয়া
পথে বাদী কেহ নাহি হয়,
অনুকূল রহুক পবন,
যাবে নারী গোধূলি চাপিয়া।
ইন্দ্র। অস্ত্রের আরাবে বধিব শ্রবণ মম,
আজ্ঞা নারি বুঝিবারে।
ব্রহ্মা। চল শীঘ্র।

[ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

কক্ষ।

(মন্দোদরী ও সূর্পনখা)

মন্দো। এ কি ননদিনি!
অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিলাম তোর মুখে!
একা নর করিল সমর,
বিনাশিল ত্রিশিরা দূষণ খরে!
নহে সেই সামান্য কখন;
ত্রিভুবন কাঁপে রক্ষঃ-ডরে,
একক মানব পরাজিল সবাকারে!
নরজাতি সংগ্রাম-প্রবীণ
নহে বহু দিন, মায়াধর মারীচ বিমুখ
না জানি কাহার রণে;
সেই জন তারকা নাশিল,
দণ্ডক-কাননে
আইল বা সেই ধনুধারী!
কি কহিলে,—
সঙ্গে নারী অনুপমা?
সূর্প। ও গো, সঙ্গে ছোঁড়া আছে দোসর;
ও গো কি বল'ব গো,
তার যে গুমোর,
তার যে গুমোর!
মন্দো। ছিল দুই নর রণে
মারীচ কহিল আসি,
দশরথ রাজার তনয়;
গেলে পুষ্প অন্বেষণে
অকারণে কাটে নাক কাণ?
সূর্প। ও গো বনের ফুল তুলে গো,
বনের ফুল তুলে,
গেলুম নাকের জ্বালায় জ্বলে!
নাকের জ্বালায় জ্বলে!
মন্দো। শুন ননদিনি,
মিনতি করি গো তোরে,
ফুল-আশে গেলে বন-বাসে,
কাটিল সে নাক-কাণ;
কহিতে সরম কথা!
লজ্জা রাখে গোপনে রমণী।
শুন ননদিনি!
অগ্রজে না দেহ এ সংবাদ;
কহ গিয়ে
বিবাদ বাধিল খর সনে,
রণে হত সর্ব্বজন;
ক্ষত-নাসা করিল তোমার,
নাহি জান কোথা গেল চলি;
নাহি কহ সঙ্গে আছে নারী।
সূর্প। ও মা, তোমার হুকুম দেখি ভারী,
আমি নাকের জ্বালায় মরি;
বলি গিয়ে দাদার কাছে,
আন রামের নারী।
মন্দো। শুন লো মিনতি,
দুর্গতি না হবে দূর;
বুঝ লো সুন্দরি,
নহে সাধারণ অরি,
রণে কে জিনে কে হারে কে বা জানে।
আছে অভিশাপ,
বীরদাপ লঙ্কার ঘুচিবে
নর সহ বিসংবাদে;
পূর্ব্বকথা জান ত সকলি!
সূর্প। ভাল আর কাজ কি কথা,
বলতে এলুম মনের ব্যথা,
পেলুম ভাল ফল;
আমি বুঝি কামের বশে,

গিয়েছিলুম নরের আশে ?
ফুল তুল্‌তে গেছি, তাতে লজ্জা কিসে, বল ?

মন্দো। মান বোধ ননদি সুমতি !
রণপ্রিয় ভাই তব,
দ্বন্দ্ব বিনা নাহি জানে ;
কহ বিভীষণে, সেও তব সহোদর।
পুরুষ বিবাদ-প্রিয়,
রমণীর উচিত সর্ব্বদা
বিবাদ করিতে দূর ;
বিবাদে অনিষ্ট সদা ঘটে !

সূর্প। ওলো, বটে বটে বটে ;
তোরে কথায় কে বা আঁটে ?
আমি মরি জ্বালার চোটে,
উনি বুদ্ধি দিচ্ছেন সেঁটে !

[সূর্পনখার প্রস্থান।

মন্দো। আছে রমণী সংহতি,—
রাজার যে রীতি,
একান্ত বাধিবে রণ।
হরধনু ভাঙ্গিল যে জন,
সেই বা আইল বনে
রক্ষ-রিপু, পিতৃসত্য-পালনের ছলে !
নিশ্চয় ঘটিবে যা আছে বিধির মনে।
ভ্রমে বনে
বানরের সনে মিলিবে বিচিত্র কি বা ?

[মন্দোদরীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:•:—

প্রমোদ-মন্দির।

রাবণ।

রাব। এই হেতু
বাচিল নিদ্রার বর কুম্ভকর্ণ বলী !
নাহি নব রাজ্য, নূতন ভুবন ;
দিগ্বিজয়ে যাব পুনঃ।
নিত্য সেই কঙ্কণঝঙ্কার,
লয়ে ফুলহার
নিত্য আসে পুরন্দর ;
স্বর্গে নাহি বিগ্রহ সম্ভব।
নাহি রমণী ভুবনে
প্রেম-আশে সাধি যারে,
দেবকন্যা ইঙ্গিতে আমায় ভজে,
ক্রীড়া-রসে মন নাহি পূরে।
কহ নট-নটীগণে
নৃত্য-গীত করিবারে,
অস্ত্রাগারে যাইতে না উঠে মন,
বীরহীন এ সংসারে।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

নর্ত্তকীগণ।—

(আড়না-খাম্বাজ—জলদ একতালা)

আচোঁয়া না গায়ে দিব,
চলে গরমি হাওয়া ;
পিয়া পিয়া লো !
সখি, আন্ লো আন্ প্রাণবঁধুয়া।
ওলো, অঙ্গ ঢলে, আমি চল্‌তে নারি,
নারী হয়ে কত সহিতে পারি ;
ওলো, দেখ না দেখ না, এলো এলো না,
প্রাণ কেমন করে,
সখি আন ধরে মনচোরে ;—
মালা যায় না সওয়া, বড় গরমি হাওয়া,
আঁখি ঢুলু ঢুলু আর যায় না চাওয়া।

(মিয়াঁর-মল্লার—জলদ একতালা)

কাঁদি কাঁদি, বুক বাঁধি,
কেন কাঁদিতে চাই লো !
সে ত কয় না কথা, সে ত চায় না ফিরে,
কেন বাঁধিতে যাই লো।
কেঁদে মরি, সখি তবু তারি,
তারি কথা ধ্যানে তারে হেরি ;
ভাল ব্যথা কত মরমে পাই লো॥

(সূর্পনখার প্রবেশ)

রাব। এ কি, এ কি সূর্পনখা !
এ দুর্গতি কি হেতু তোমার ?

সূর্প। ও দাদা, মলুম মলুম!
ফুল তুল্‌তে বনে গেলুম,
ও দাদা কল্লে ধাঁদা,
বনে এসে ধর্‌লে তেড়ে,
মেরেছে খর দূষণে,
পালিয়ে এলুম সেথান ছেড়ে।
রাব। এ কি স্বপনের খেলা!—
তুই সূর্পনখা, কাটিয়াছে তোর নাক কাণ?
অসম্ভব অসম্ভব কথা,
হত খর যোদ্ধাপতি;
নটীগণে করে খেলা!
কহ কি বা নাম তব?
আশ্চর্য্য নৈপুণ্য তোর!
পুরস্কার লহ এ অঙ্গুরী,
পাইলাম কুবেরে জিনিয়া।
সূর্প। ও মা, আমি কোথায় যাব;
সাগরে গে ঝাঁপ দেব,
রাব। সত্য সূর্পনখা!
কালচক্র কাহার ফিরিল,
কোন্ কুল নির্ম্মূল-উন্মুখ?
কোন্ রাজ্য সাগর গ্রাসিবে?
ছিল কে বা কোন্ রসাতলে,
রাবণে নাহিক জানে?
[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।
সূর্প। ও দাদা, মানুষ ছুটো, বাঁধা ঝুঁটো;
ও গো সঙ্গে রূপের ডালি গো,
সঙ্গে রূপের ডালি!
মনের দুঃখে কই নি কথা-জান ত,
ফুল তুলতে গিয়েছিলুম খালি গো,
ফুল তুলতে গিয়েছিলুম খালি।
ও গো মন্দোদরী কিবা ছার,
সজেতে যে ছুঁড়ী তার,
সজেতে যে ছুঁড়ী তার গো!
ও দাদা আন ধরে, দেখলে পরে,
মন্দোদরী হবে তোমার দো গো,
হবে তোমার দো।
রাব। মারিয়াছে ত্রিশিরা দূষণ খরে,
আর যত নিশাচর!
সূর্প। ও গো তীরগুলো জলে গো,
তীরগুলো জলে!
মার খেলে না ভুলে গো,
মার খেলে না ভুলে!
রাব। সঙ্গে নারী?
সূর্প। বড্ডই সুন্দরী গো,
বড্ডই সুন্দরী!
দাদা কর তারে চুরি গো,
কর তারে চুরি।
রাব। আর কে বা সঙ্গে তার?
সূর্প। ও গো গোঁয়ার গোঁয়ার ছোঁড়া গো,
গোঁয়ার গোঁয়ার ছোড়া।
ওগো সেইটে কুয়ের গোড়া গো,
সেইটে কুয়ের গোড়া।
রাব। দশরথসুত ভাঙ্গিল হরের ধনু,
শুনি ভৃগু সনে বিবাদিল;
পিতৃসত্য হেতু আইল বনে তিন জনে;
রাম নাম তার,
শুনিয়াছি মারীচের মুখে।
সূর্প। ও গো ঠিক বলেছ দাদা,
ও গো ঠিক বলেছ দাদা!
সে কল্লে দূর দূর
আর ওটা কল্লে খাঁদা গো,
ওটা কল্লে খাঁদা!
রাব। ও হো,
ভগ্নী বুঝি পড়িল মদনে!
নরজাতি?
সূর্প। নিটোল ছুটো ছোঁড়া গো
নিটোল ছুটো ছোঁড়া!
খালি বিষের গোড়া গো,
খালি বিষের গোড়া!
রাব। মদনের খেলা,
মদনের লুকোচুরি ভাল!
বধিলে তাহারে,
অন্তরে অন্তরে নাহি হবে প্রতিশোধ।
সাধ হয়,
দেখিবারে নর-বানরের রণ।
ব্রহ্মার বচন, সাধ হয় পরীক্ষিতে।
হাসি পায়,
নর-কপি-সংমিলন!
কহ সূর্পনখা,
কে বা নারী সঙ্গে তার?

সূর্প। ওগো ধর্‌বে তোমার মনে গো,
ধর্‌বে তোমার মনে!
তোমার সুন্দরী তো মন্দোদরী?—
পোড়ে থাক্‌বে কোণে গো,
পোড়ে থাক্‌বে কোণে!
রাব। যা হবার হয়েছে ভগিনি;
সমুচিত প্রতিদান দিব অপমানে।
সূর্প। ছুটোকে কাজ কি মেরে,
ছুঁড়ীকে আন ধরে।
রাব। যুক্তিমত করিব যা হয়।

[রাবণ ও সূর্পনখার প্রস্থান।

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দো। কোথা যায় দুই জনে?
শুনেছে সংবাদ,
নাহি তবু হুহুঙ্কার,—
মার মার রব না উথলে লঙ্কাপুরে।
ঐ পুষ্পক-ঘর্ঘর,
আপনি যাইবে রণে!
না—না,
কোন ছলে হরিবে রমণী।
পুনঃ সতীর নিশ্বাস
পড়িবে বা লঙ্কাপুরে,
বিনা সূত্রে বাধিল বিবাদ।
ফুল-শরাসন,
বিষম সন্ধান তব!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানন।

(রাবণ ও মারীচ)

রাব। হে মাতুল!
আজি বড় প্রমাদ পড়িল
দণ্ডক-অরণ্য-মাঝে।
সঙ্গে নারী, দুই জটাধারী
অকস্মাৎ প্রবেশিল বনে।
গেল ভগ্নী পুষ্প-অন্বেষণে,
কাটে তার নাক কাণ;
নাশিল দূষণ খরে অনুচর সহ।
হেন অপমান
সহে বা কাহর প্রাণে!
প্রদান কিরূপে করিব,
মন্ত্রণা কারণে
আসিয়াছি তব স্থানে।
মারী। কহ বৎস অদ্ভুত কথন!
কি বা জাতি,
বৈসে কোন্ দেশে;
কি হেতু আইল বনে,
কি নাম তাহার?
ফণী কার দংশিয়াছে শিরে,
বাদ করে তোর সনে!
রাব। নরজাতি,
শুনিলাম রাম তার নাম।
মারী। কি বল, কি বল, রাম!
বুঝিলাম এতক্ষণে;
ধর বৎস উপদেশ মম,
বিবাদে নাহিক ফল,
মহাবল দশরথ রাজার তনয়;
পরাজয় নিশ্চয় পাইবে রণে।
রাব। হীনবল কি হেতু জানিলে আজি মোরে?
মারী। তব বল ভুবনে প্রচার,
মিছা বাক্য-আড়ম্বর বর্ণনা তাহার।
বিচক্ষণ তুমি,
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত,
বুঝি কার্য্য করিতে উচিত।
শুন পূর্ব্ব-বিবরণ,—
তপোবনে বসিত জননী,
রণে উগ্রচণ্ডা সম ভীমা;
রিপু-প্রহরণে
চিবাইত দন্তে সদা।
কোটি কোটি কটক পড়িত
তাড়কার সিংহনাদে;
যজ্ঞ-বিঘ্ন করিত সদাই।
অকস্মাৎ
ধনু করে আইল বালক নর!
বধিল মাতারে!

দেখিলাম ভূমিতলে পতিতা জননী,
মেরু যেন দুই চির!
তিন কোটি রণদক্ষ নিশাচর সাথে
ভ্রমিতাম যজ্ঞ নাশ করি.
যজ্ঞহীন আছিল ধরণী;
পুনঃ সে বালক ধনুর্ধারী!
নহে একা, আরও শিশু সাথী;
বালক জুড়িল বাণ,—
হের,
কণ্টকিত কলেবর মম।
কিছু নাহি জানি আর,
শূন্যজ্ঞান. সাগর-মাঝারে
শত বৎসরের পথ!
তদবধি,
হিংসা পরিহরি তপোচারী আমি।
শুনিলাম তিন কোটি নিশাচরে
সংহারিল অন্য শিশু।
পড়ে মনে,
পড়িল যে দিন লঙ্কায় কপাট তব,
উগ্রচণ্ডা অকস্মাৎ গর্জ্জিল যে দিনে?
কি সংবাদ,
হরধনু হ'ল ক্ষয়!
পুনঃ সে বালক মিথিলায়,
ভাঙ্গিয়াছে হরধনু
কার্ত্তবীর্য্য রাজা,
জান তুমি বীর্য্য তার দিগ্বিজয়কালে,
প্রাণ দিল ভৃগুরাম রণে
হরধনু ভঙ্গ শুনি, ক্রোধে আইল মুনি
নিঃক্ষত্র করিতে পুনঃ
সভয় বিষণ্ণ সবে!
পুনঃ বাদী বালক দুর্জ্জয়;
সভয়ে সত্বরে পূজা কৈল ভৃগুরাম।
সে বালক রাম নাম ধরে,
এবে যুবা,
পুনঃ ধনুর্ধারী দুই নর,
পড়িল দূষণ খর অনুচর সহ;
নর, রাম নাম ধরে,
সামান্যে না হবে রণজয়।

রাব। ভাল,
এত যদি বিক্রম তাহার,
আছে তো রাক্ষসী মায়া;
সঙ্গে নারী, হরে আনি তারে,
ছলে করি না পারি যা বলে।

মারী। কার ঠাঁই কুবুদ্ধি পাইলে?

রাব। কেন ডর,
তুমি পরম মায়াবী,
নরে কি বুঝিবে মায়া তব?

মারী। যাইতে কি বল মোরে তব সাথে?

রাব। তোমা বিনা,
কার্য্যসিদ্ধি কে করিবে?

মারী। যম আসি ধরিয়াছে জটে!
আইলে ভাল উপদেশ হেতু,
বাপু! ত্যজিয়াছি স্বর্ণলঙ্কা,
তপ করি রহি বৃক্ষমূলে;
কেন মোরে টানাটানি?

রাব। হে মাতুল,
পাসরিলে আপন বিক্রম!
ভুজে তব অযুত হস্তীর বল,
মানবে কি হেতু ডর?

মারী। কেন ডরি?
বাপু বৃদ্ধকাল.
বুঝিতে না পারি।

রাব। এত ডর নরে তব!
ভাল, যুদ্ধ না করিব;
যুদ্ধ হেতু না কহি তোমারে;
তুমি মায়ার নিদান,
মায়া পাতি ভুলাও রামেরে।

মারী। মায়া-মোহ চলে না সেখানে,
টুটে সব রাম-দরশনে।

রাব। ভাব কি মাতুল,
লঙ্কার রাবণ
গ্রাসিবে এ অপমান!
ইন্দ্র স্বর্গে হাসিবে বসিয়া,
কাটিয়াছে ভগিনীর নাক কাণ!
নারী হরি আনিব তাহার,
অতি ক্ষুদ্র—যুদ্ধ না করিব,
আইস সাথে, বিলম্ব না কর।

মারী। বৎস!
বিদ্যুজ্জিহ্বা আবা হতে মায়াধর।

রাব। করিয়াছ যথার্থ গণনা;

শমন তোমার আমি,
যুদ্ধ-ভয়,—
নর-যুদ্ধ ভয়!
হেন কথা রাবণে কহিলি

মারী। ত্রাণ কর ভগবান্!
বাপু রোষ নাহি কর,
চিরদিন তব আজ্ঞাকারী আমি;
বৃদ্ধ মাতুল তোমার,
সাবধান হেতু কহিলাম দুই কথা;
নহে,
রণে কে বা তোমারে আঁটিবে?

রাব। চিন্তা তুমি কর অকারণ।

মারী। চিন্তা কি বা?
ব্রহ্মা-বরে
অমর—অজেয় জগতে তুমি।

রাব। নর-বানবের কথা,
স্মৃতি-পথে আন মোর?
অপূর্ব্ব মিলন!
সাগর-লঙ্ঘন,
নর হ'তে কভু না সম্ভবে,
নারায়ণ নর না সাজিলে!

মারী। বৎস!
দেব সম কার্য্য হের রামের সকলি।

রাব। এতক্ষণ কাটিতাম শির তব;
কিন্তু ভীরু তুই,
সে হেতু না ছুঁই তোরে।
সত্য যদি অভিপ্রায় তব,
রাম যদি নারায়ণ;
মূঢ়!
অকারণে কেন কর তপ?
রাখ কীর্ত্তি নারায়ণে হয়ে বাদী।
দর্পে যাহ দেহ ত্যজি,
রাখ রাক্ষস-গরিমা ভবে,
বাক্য মম জানিহ নিশ্চয়;
চন্দ্র সূর্য্য যদি হয় ক্ষয়,
বাক্য মম না নড়িবে।
অমর নহিক আমি;
ঘুষিবে সংসারে
দুরাচার আছিল রাবণ,
সদাশয় কেহ বা কহিবে;
কিন্তু,
এ সংসারে কেহ না বলিবে,
ডরে কার্য্য ত্যজিল রাবণ,
রাম যদি নারায়ণ,
ছলে লক্ষ্মী আনি তার হরি;
উচ্চ কার্য্যে রাবণ না ডরে।

মারী। তিন কোটি সহস্র বৎসর,
ছয় মাস এক দিন,
সাত দণ্ড—কয় পল
শীঘ্র তাহা হইবে নির্ণয়।
এতদিন ছিল পরমায়ুঃ!

[রাবণ ও মারীচের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দণ্ডকারণ্য।

(সীতা ও রাম)

সীতা।
(বসন্তবাহার—মধ্যমান)

তোরে ভালবাসি,
ও লো কুসুম-কলি! কত কথা বলি,
নীরবে শুন লো তুমি হাসি হাসি।
হাসি কোথা শিখিলি সই,
ও লো কুসুম-কলি!
হাসি ভালবাসি, যদি শিখি হাসি,
হাসি হাসি বাঁধিব লো প্রাণ-অলি,
আমি অভিলাষী।

রাম। কারে বাঁধিবারে প্রাণেশ্বরি,
কুসুমের হাসি
শিখিতে করেছ সাধ?
জান ত জান ত আমি ভালবাসি
জানকীর হাসি!

বিহঙ্গিনী গায়, সুমধুর,
যবে তুমি রহ মম পাশে,
মৃদুভাষে শুনাও সংগীত মোরে,
সে মৃদু লহরে প্রাণ ভরে,
তাই পাখী গায় হে ললিত।
সই ব'লে দেখাইলে কমলিনী,
সেই মৃদুভাষে,
সে মৃদু লহরে প্রাণ নাচে,
তাই কমলিনী ভালবাসি।
কুরঙ্গিণী সঙ্গিনী তোমার,
তাই অচেতন নয়ন তাহার
ভাল বলি প্রাণপ্রিয়ে।
প্রাণ দেখাবার নয়,
সীতাময় হিয়া মম,
সদা প্রাণ চায়,
বলি প্রিয়ে—আমি 'ভালবাসি',—
'ভালবাসি' তুমি বল ফিরে!

সীতা। ভালবাসি ব'লে না পূরায় সাধ,
তাই ভ্রমি বনস্থলী;
সবাকারে বলি,
'আমি ভালবাসি রাম আমার'
পাখী ফুল চন্দ্রমা তারকা,
সবে প্রফুল্ল বদনে শুনে,
তাই সবাকারে ভালবাসি।

রাম। প্রিয়ে! ক্লান্ত তুমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
চল যাই কুটীরে ফিরিয়ে।

সীতা। না, না,
বসি এই বৃক্ষমূলে,
দূর্ব্বাদলে শুয়ে তব কোলে,
শুনি বাল্যলীলা-কথা তব;
আমিও কহিব,
কেমনে সঙ্গিনীগণে লয়ে
খেলিতাম জনকভবনে।
বাল্যলীলা
ভালবাসি শুনিতে তোমার মুখে।

রাম। বাল্যলীলা ডুবেছে আমার
তব প্রেমলীলা-স্রোতে!
যেই দিনে নয়নে নয়ন,
হৃদয়ে আমার বাজিল নূতন তার;
নব চক্ষে হেরিনু সংসার!
প্রেমপূর্ণ হৃদয় আমার,
সীতা মম প্রেমময়ী।
চল প্রিয়ে!

সীতা।—

(কামদ-বেহাগ—আড়াঠেকা)

ওহে শুক শারি!
মুখে মুখে চোকে চোকে, ভাল খেলা শিখেছ,
ওহে শুক শারি, বনবিহারী!
শারি, আমিও নারী,
কত সাধ করি,
প্রাণনাথ মম হৃদয়ে ধরি;
মুখে মুখে চোকে চোকে, আমিও খেলি,
শারি, আমিও নারী বিপিনচারী।

রাম। ভ্রমিতে ভ্রমিতে
আসিয়াছি দূর-বনে।

[রাম-সীতার প্রস্থান

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। মহামায়া!
হও মা উদয় আসি;
বর দিয়ে ঠেকেছি মা দায়,
দুরাশয় রাক্ষসে
নাশ মা বিশ্ব-বিমোহিনি!
উর, উর, মা কাননে;
তোমা বিনা
নারায়ণে কে মোহিবে,
জগৎবন্দিনি প্রকৃতিরূপিণি!
সর্ব্বভূতে মায়ারূপে বিরাজিতা,
মুগ্ধ দশানন তব ছলে;
আসি যামিনীরূপিণি!
মুগ্ধ কর রাম সীতা লক্ষ্মণেরে!
কল্পনা জননি!
করুণা কর মা দাসে;
রক্ষঃ-কল্পনায়
আশ্রয় কর গো ত্বরা।
সৃজিলাম তোমারে আশ্রয় করি,
তবাশ্রয়ে হয় মা পালন,

নিধনে মা তুমি মহাকায়া;
স্বর্ণমৃগ-ছায়া,
চপলাহাসিনি!
চপলা জিনিয়া গতি
দেহ মারীচের হৃদি-মাঝে।

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। প্রকৃতিরূপিণী আমি,
জান তুমি কমণ্ডলু-পাণি!
প্রকৃতিরূপিণী,
বাড়িলাম জনকের ঘরে;
কানন-মাঝারে নাশিলাম রক্ষোগণে।
ভুলাইতে রঘুনাথে,
প্রকৃতি রয়েছে পাশে,
প্রকৃতি আমায় নাহি ভেদ।
প্রকৃতিরূপেতে প্রসবি সকলি,
পালন প্রকৃতিরূপে;
ক্ষয় পুনঃ প্রকৃতি-মিলনে।
নাহি ভয় স্বর্ণমৃগ করিব আশ্রয়,
যবে রাম-শরে মারীচ পড়িবে,
মায়া-স্বরে ডাকিব 'লক্ষ্মণ' বলি।
ব্রহ্মা। মহামায়া!
রেখ মনে তবাশ্রিত দেবকুল।

[ব্রহ্মা ও মহামায়ার প্রস্থান।

(রাবণ ও মারীচের প্রবেশ)

রাব। মৃগরূপ অপূর্ব্ব তোমার!
ময়ূর সাজিলে,
অবশ্য সুন্দর অতি,
কিন্তু নহে কল্পনা-অতীত;
আর আর যে বেশ ধরিলে,
সুন্দর সকলি মানি।
মারী। বৎস,
সবা হতে সুন্দর ললাট মম!
ভাল,
মৃগে যদি তব মন,
যাই আমি মৃগরূপে;
শ্রীরাম লক্ষ্মণে লয়ে যাব দূরবনে।
রাব। হে মাতুল!
এই মাত্র চাহি।
মারী। আ! রাম-স্বরে
কহি গিয়ে ত্রাহি ত্রাহি।

[মারীচের প্রস্থান।

রাব। বাণবিদ্ধ হেরিল সৈন্যগণে,
সত্য বটে সুসন্ধানী রাম;
কিন্তু
অব্যর্থ সন্ধান সীতার নয়ন-কোণে!
ঐরূপ
মম উরুদেশে শুয়ে,
যদি বামা কয় কথা;
নাহি ব্যথা,
এ জীবন অনায়াসে পারি দিতে,
তুচ্ছ মানি লঙ্কার বৈভব,
রমণী-দুর্লভ বুকে রাখি সদা দেখি!

[রাবণের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুটীরসম্মুখ।

(রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা)

সীতা। হের নাথ কুরঙ্গ সুন্দর;
রূপে আপনি মগন,
নেচে নেচে যায় বনে!
কান্তি হেমময়,
যেন রতননিচয়-খচিত সুন্দর দেহ!
লোমাবলি
ঝলসে মুকুতা সম;
প্রাণনাথ!
দেহ এ কুরঙ্গ মোরে।
রাম। হের ভাই আশ্চর্য্য হরিণ!
লক্ষ্ম। হেরি দেব নানা বিঘ্ন বনে আজি!
রাম। কিবা বিঘ্ন কুরঙ্গ-দর্শনে?
লক্ষ্ম। প্রভু!
বাল্যাবধি ফিরি মৃগ-পাছে,
এ নহে কুরঙ্গ দেব;

মায়া-মৃগ হেন লয় মন ;
রক্ষঃ-মায়া জ্ঞান হয়, দয়াময় !

সীতা। প্রভু ! যে হয় সে হয়,
দেহ এ কুরঙ্গ মোরে।
আহা, আসিতেছে ননীর পুতলী,
বিজলী ঝলকে হেন !
এ সুন্দর রূপ,
বিকট রাক্ষসে কেমনে ধরিবে কহ ?
ব্রহ্মা বিনা কার ধ্যানে
প্রসবে সুন্দর হেন !

রাম। যদ্যপি এ রাক্ষস, লক্ষ্মণ !
নাহি জানি কেমন সাহস তার
একা অগ্রসর বাণমুখে মম ;
রণে বাণের গর্জ্জন,
ভুবন শুনেছে আজি।

সীতা। নাথ !
রাখ রাখ দাসীর মিনতি।

রাম। সাবধানে রহ হে লক্ষ্মণ,
ধরিব কুরঙ্গ আমি,
এ যদ্যপি কোন মায়াধর,
গোচর হয়েছে এবে ;
অগোচরে
অস্ত্র ছল পাতি ভুলাইতে পারে সবে !
বিনাশিতে উচিত এখন।

সীতা। ধরে দেহ কুরঙ্গেরে।

রাম। রহ তুমি সীতার রক্ষণে।

[রামের প্রস্থান।

লক্ষ। মাতঃ !
নিশ্চয় এ মায়া।

সীতা। দেখ দেখ দেবর লক্ষ্মণ,
নহে মায়া-মৃগ,
ধরেছেন রাম ;
না না,
পলাইল বিদ্যুৎগমনে।
এইবার ধরিবেন [illegible]
পাছে [illegible]
কোথা পলাইল [illegible]
এ কি, [illegible]
অতি দূরে [illegible]
অদেখা হইল পুনঃ !
হে লক্ষ্মণ !
শ্রীরামে না দেখি আর,
কত দূর যান প্রভু পাছে ?
সত্য যদি হয় মায়া !

লক্ষ। মাতঃ ! নাহি ডর,
আসিবেন শ্রীরাম ফিরিয়ে।

(নেপথ্যে)—ভাই রে লক্ষ্মণ !
রক্ষঃহাতে রক্ষা কর ভাই !

সীতা। শুন শুন শ্রীরামের আর্ত্তনাদ,
শীঘ্র যাও ধনুর্ধারি !
প্রাণ ধরিতে না পারি,
শীঘ্র যাও দেবর লক্ষ্মণ।

লক্ষ। বিড়ম্বনা !
নিশ্চয় রাক্ষসী মায়া।
জান তুমি,
সকাতর বাণী না সরে রামের মুখে।
ধনুর্ভঙ্গ স্বচক্ষে দেখেছ দেবি,
ভৃগুরামে নিস্তেজ সমরে,
মলিন দেউটী যথা তপন-কিরণে ;
আজি রণে দেখেছ বিক্রম,
অকারণ শঙ্কা কর মাতা।

(নেপথ্যে)—ভাই রে লক্ষ্মণ !
রক্ষঃহাতে রক্ষা কর ভাই !

সীতা। নিশ্চয় এ রামের কাতর-ধ্বনি।
"ভাই রে লক্ষ্মণ"
ঘন ঘন উঠে বনে,
ক্ষণে ঘটিবে প্রলয় ;
যাও শীঘ্র ধনু অস্ত্র লয়ে।

লক্ষ। মিছা ভয় ত্যজ গো জননি ;
রাম-শরে কে পাইবে ত্রাণ ?
বিষ্ণু-অবতার রাম,
কি করিবে রাক্ষসে তাঁহার ?
ভীষণ এ দণ্ডককানন,
একাকিনী রাখিয়া তোমারে
কেমনে যাইব মাতা ?
নহে প্রসন্ন দেবতা,
মায়াময় ভ্রমে নিশাচর।

সীতা। বুঝিলাম বীরপণা তোর ;
বাখিলে সময়,

রহ ধরি নারীর অঞ্চল!
ধিক্ ধিক্ রামনিষ্ঠা তোর,
ধিক্ প্রাণে,
ধিক্ তোর ধনুর্ব্বাণে!

লক্ষ্ম। গঞ্জনা দিও না মাতা আর!
তোমার রক্ষণে
রাখিলেন রঘুমণি মোরে,
রাম-আজ্ঞা লঙ্ঘিয়ে জননি,
কেমনে যাইতে বল?
ত্যজিলে তোমারে,
কি কবেন রঘুমণি মোরে?

সীতা। বুঝেছি
বুঝেছি তোর মন,
বীরগর্ব্ব বুঝেছি তোমার;
আনুগত্য সকলি বুঝেছি,
রাজ্য কাড়ি লইল ভরত,
ভার্য্যা লবে বাসনা তোমার!

লক্ষ্ম। রাম, রাম,
সাক্ষ্য হও দেবতামণ্ডল,
বিনা দোষে কটু কন মাতা;
রাজীবলোচন!
তব আজ্ঞা পালিব কেমনে?
পুনঃ হেন বাণী সহিতে নারিব,
পরমাণু হব;—
যাব মাতা যা থাকে বিধির মনে!
দিই গণ্ডী ব্রহ্ম-মন্ত্র-পাঠে;
শত্রুরূপে আসিলে নিকটে,
ভস্ম হবে মন্ত্র-তেজে;—
ব্রহ্মময় ভুবনে ব্যাপিত তুমি,
পূর্ণ তেজের আকর;
মম মন্ত্রে হও অধিষ্ঠান;
ভগবন্!
রক্ষা কর জানকীরে,—
মাতঃ! প্রমাদ পড়িবে
আসিলে রেখার পারে।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান।

সীতা। কেন মৃগ ধরিতে কহিনু রামে,
পোড়া ভালে না জানি কি ফলে!
মায়া করে কে এল হরিণী-বেশে?
মায়াযুদ্ধে না জানি কি হয়।

নেপথ্যে।—

(মুলতানী-সারঙ্গ—তেওরা)

বিশ্বেশ্বর তব বৃষবাহন,
মহাদেব শিব ত্রিপুর-নিসূদন
প্রমথনাথ, মনমথ-মানমর্দ্দন,
যোগীশ্বর, জগদীশ্বর,
হর হর উমা-হৃদিরঞ্জন হে।

(যোগিবেশে রাবণের প্রবেশ)

রাব। কে তুমি রূপসি!
বসি একাকিনী
বিষম দণ্ডকবনে স্থল-কমলিনী?
ঘন চাহ দূর-বনে,
কোন্ রবি আশে বল?
মূর্ত্তিমতী করুণা কুটীরে
ভিখারীরে দেহ দান।

সীতা। যোগিবর!
প্রণাম চরণে তব;
কর আশীর্ব্বাদ,
প্রাণনাথ আসুন ফিরিয়ে,
বিধিমতে অতিথি-সৎকার
করিব তেজস্বী তব।

রাব। ভাল ভাল,
স্বামী তব আসুন ফিরিয়া;
ভিক্ষা-ব্যবসায়ী আমি,
একস্থানে বহুক্ষণ রহিবারে নারি।
হের অস্তাচলগামী দিনমণি
সন্ধ্যা হলে ভিক্ষা নাহি লব;
দেবতা-সাধনে রহিব নিয়ম মম;
ভিক্ষা তব লব আসি কালি,
যদি নাহি যাই স্থানান্তরে।

সীতা। যোগিবর, কোথা বাস তব?

রাব। সন্ধ্যা যথা তথায় আবাস।

সীতা। তবে তিষ্ঠ আজি এই স্থানে।

রাব। হের ক্ষুধায় ব্যাকুল আমি,
ভিক্ষা অন্বেষণে যাই অন্য স্থানে;
নিশা-আগমনে অনশন হবে মম।

সীতা। আছে মাত্র শাক ফল গৃহে।

রাব। যথেষ্ট আমার।

আসিয়াছি এক ফল আশে,
দেও দেহ ক্ষুধার্ত্ত অতিথে।

সীতা। লহ ফল,—

রাব। আশ্রমে না লই কভু দান।

সীতা। শুন যোগী মিনতি আমার,
রেখা পাড়ি গিয়াছে লক্ষ্মণ;
ব্রহ্মমন্ত্রে ব্রহ্ম সাক্ষ্য করি;
কেমনে লঙ্ঘিব বল?

রাব। মম রীতি ভাঙ্গিব কেমনে?
করি আশীর্ব্বাদ,
ক্ষুব্ধ নাহি হও মনে;
ভিক্ষা হেতু অন্য স্থানে যাব!

সীতা। হে তেজস্বি! কৃপা কর অবলারে;
গৃহী আমি,
অতিথি বিমুখে
সর্ব্বনাশ ঘটিবে আমার।

রাব। ইথে কি আছে উপায় আর?
ভাল,
ফল রাখ কুটীর-বাহিরে।

সীতা। লও তবে যোগিবর;—

রাব। রাখ কুটীর-সীমার পারে,
এত দূর গণিব আশ্রম;—

(সীতা অগ্রসর এবং রাবণ কর্ত্তৃক ধৃতা হওন)

সুলোচনে,
এই ফল কামনা আমার!
প্রেমের বিভূতি কায়,
প্রেমে
যোগী-সাজে লঙ্কার রাবণে হের।

সীতা। রক্ষ, রক্ষ চৈতন্য আমার
চৈতন্যরূপিণী তারা!
কোথা রাম, কোথায় লক্ষ্মণ,
রক্ষা কর আসি ত্বরা।

রাব। কোথা তারা,
কে দিবে উত্তর?
কি ভয় তোমার?
দাস তব র'ব পদতলে।
দিও না হে ব্যথা,
প্রাণ রাখ, শুন মোর কথা।
শত ইন্দ্র জিনি[illegible] বৈভব মম,
সকলি তোমার;
চরণে বিকায়ে রব;
নহি অরি,
প্রেমের ভিখারী তোর!
ত্যজ তপস্বীরে,
রাজ্যেশ্বর লোটে পায়।

সীতা। ওহে মৃত্যু! ধর্ম্মরাজ তুমি,
ধর্ম্ম রক্ষা কর অবলার!
শিব-সীমন্তিনি! শিবনিন্দা শুনি,
ত্যজেছিলে দেহ সতি,
গতি কর মা আমার;
সতীরে বঞ্চনা কর না মা হৈমবতি।
আশুতোষ,
কাতরে করুণা কর;
সদাশিব,
শিব-দেহ দেহ মোরে।
হে তপন,
অনল-আকার তুমি,
স্পর্শিয়াছে পামর আমারে,
ভস্ম কর কলঙ্কিনী-দেহ!
সমীরণ,
আন শীঘ্র রাম ধনুর্ধারী,
দুরাচারী রাক্ষসে নাশিতে!
দেবর লক্ষ্মণ দেখ আসি,
ঠেকিয়াছি তোমারে নিন্দিয়ে;
আসিয়া কর হে ত্রাণ!
তরু লতা গুল্ম ফুল ফল,
ধর্ম্ম সাক্ষ্য
ক'য়ো কথা ব'ল রঘুনাথে,
রাবণ হরিল সীতা!—
বিহঙ্গিনি!
সঙ্গিনী আমার,
দেহ বার্ত্তা রঘুনাথে,
সীতা তাঁর রাক্ষসে হরিল,
কুরঙ্গি যাও দ্রুতগামী,
প্রতিধ্বনি বিপিন-বাসিনি,
হাহাকার-ধ্বনি বহ লো রামের কাণে।
ছাড়্ দুরাচার,
সংবংশে সংহার হইবি রামের বাণে।

রাব। শাপ দেয় নারী,
ভালবাসি সুন্দরি জান না?

বল চাঁদমুখে, যত কটু আসে,
রাম নাম ক'র না রূপসি!
কি সুন্দর নেহারি বিপিনে।
স্বর্ণ-ধামে এ হেন সুন্দরী,
হেরিব কি তোরে আর,
বিবশা বিপিনে যথা হেরি!

সীতা। মেদিনী মা,
গর্ভে পুনঃ নে গো মোরে!
কোথা রাম, কোথা দেবর লক্ষ্মণ?
কোথা রাম কোথায় শ্রীরাম মোর?

রাব। ঐ নাম বজ্রের অধিক মোরে বাজে,
চল, গালি দেহ বিধুমুখি!

সীতা। রক্ষা কর, রক্ষা কর কেহ
আশ্রয়বিহীনা নারী;
কোথা রাম, কোথায় লক্ষ্মণ?

[সীতাকে লইয়া রাবণের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

--:*:--

কানন।

(রাম)

রাম। জিনি মম ধনুক-টঙ্কার,
বাণের গর্জ্জন জিনি,
ডাকিল দুরন্ত নিশাচর;
মায়া-স্বর গেল কি কুটীরে?
ছলে ভুলে আসে বা লক্ষ্মণ পাছে!
আসিয়াছি বহুদূর-বনে,
পথ না লক্ষিতে পারি!

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

এ কি ভাই!
কোথা রেখে এলে সীতা?

লক্ষ্ম। অকস্মাৎ
উঠিল কাতর-ধ্বনি নীরব কাননে,
প্রভু!
কুকথা কহিল মাতা মোরে।
তেঁই আইনু তব অন্বেষণে।

রাম। সুবোধ লক্ষ্মণ!
তুমি ভুলিলে ভাই রাক্ষস-কৌশলে?
দূর-বনে,
আইলে নারীর বোলে?

লক্ষ্ম। কটু বাণী জননীর মুখে
সহিতে নারিনু প্রভু!

রাম। বুঝিলাম দৈব-বিড়ম্বনা!
চল রে লক্ষ্মণ
এতক্ষণ না জানি কি হয়!
হেতু বিনা রাক্ষস না কৈল মায়া।
ঘন গুল্ম, বিষম কণ্টক বন,
পথ নারি লক্ষিবারে ভাই;
নিবিড় কানন,
সূর্য্যরশ্মি না করে প্রবেশ,
সন্ধ্যার আবাস যেন।

লক্ষ্ম। এই পথে আইস রঘুনাথ।

[রাম ও লক্ষ্মণের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—•—

ঋষ্যমূক পর্ব্বত।

(বিমানপথে রাবণ ও সীতা।—নিম্নে সুগ্রীব, হনুমান্, জাম্বুবান্, নল ও নীল)

রাব। দুর্জ্জয় দুর্জ্জয় পাখী!
বহুকষ্টে জিনিনু সংগ্রাম।
দেখিলে কি দুর্ব্বল সমরে,
তাই নামিবারে যত্ন কর কৃশোদরি?

সীতা। তরু গুল্ম পর্ব্বত সাগর,
চন্দ্র সূর্য্য দেবতামণ্ডলী,
জলচর ভূচর খেচর,
রক্ষা কর অভাগীরে!

সুগ্রীব। ছল পাতি কে আসে না জানি!
কোমল করুণ বাণী
অকস্মাৎ শুনি শূন্যপথে;
জানি বুঝি [illegible] জীবন
[illegible]

চল সবে গহ্বরভিতরে
লুকাইয়া রাখি প্রাণ।

হনু। বালী বিনা অন্য যে বা হয়
কি ভয় তাহাবে রাজা?

জাম্বু। দেখ, নহে বালীর কিঙ্কর,
ব্যোমচর চলেছে দক্ষিণে,
ছুটিতেছে উল্কার সমান।

সীতা। অনাথিনী ছিনু একাকিনী,
রামের বনিতা সীতা;
শূন্য ঘরে রাবণ করিল চুরি;—
ব'ল ব'ল যে শুন রোদন মম,
রঘুনাথে দিও সমাচার।
আরে দুরাচার,
সংহারেছ করিলি উপায়!

রাব। চন্দ্রাননি!
প্রাণ তুচ্ছ গণি,
তোমা বিনা প্রাণ কি বা ছার

সুগ্রী। রথ সম হয় অনুমান
হের রথী দিব্য ধনুর্ব্বাণ করে;
নিশ্চয় বালীর চর,
লুকাইয়া আছে কোথা বালী;
ভুলিয়ে রোদনস্বরে কহিলে বিরোধী,
বালী আসি বধিবে পরাণ।

সীতা। কে তোমরা গিরিশৃঙ্গবাসি?
রামের রূপসী,
হরে মোরে লঙ্কার রাবণ!
আভরণ রাখ মোর,
দেখাইও শ্রীরামে আমার,
যদি প্রভু আসেন এ স্থানে।

সুগ্রী। দেখ দেখ অগ্নির কিরণ!
নহে কভু আভরণ
মায়া-অস্ত্র নিক্ষেপে সকলি;
কোথা যাব জীবন-সংশয়!

জাম্বু। পবন-গমনে,
দেখ রথ ছুটিল দক্ষিণে।

সুগ্রী। এও ছল,
ছল পাতি চলেছে দক্ষিণে;
বাহড়িবে পুনঃ,
লুকাই গহ্বরমাঝে।

[হনুমান সুগ্রীব প্রভৃতি সকলের প্রস্থান।

হনু। নহে অস্ত্র,
নরের এ অলঙ্কার।
শুনিলাম রাবণ নামে কে আছে দুর্জ্জন,
সেই বা হরিল কার নারী?
করিতাম নিশ্চয় সংগ্রাম,
কিন্তু
কি করিব বালীরে ডরাই।

(নেপথ্যে)—রক্ষা কর,
সিংহের রমণী শৃগালে হরিয়ে নিল

হনু। নব নহে,
সিংহের রমণী!
নর-সিংহ পতি কি ইহার?
বিচিত্র রথের গতি,
উল্কা সম ছুটিছে বিমানে।
সত্যযুগে নরসিংহ হ'ল নারায়ণ,
সেই বা ইহার পতি,
রাখি তুলে অলঙ্কার।

[হনুমানের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কুটীর।

(রাম ও লক্ষ্মণ)

রাম। দেখ ভাই শূন্য নিকেতন!
কোথা সীতা?
সীতা,—সীতা!—এ সময় না কর
কৌতুক।

লক্ষ্ম। কাঁপে কায় শূন্য ঘর হেরি!

রাম। ভাই, ভাই!—কোথা সীতা মম?
সীতা বিনা এখনি ত্যজিব প্রাণ।

লক্ষ্ম। হতজ্ঞান হইয়াছি প্রভু,
বুদ্ধি না জুয়ায় মোর!

রাম। সীতা, সীতা!—দেখা দাও আসি ত্বরা;
রাজ্যহারা,
তোমা বিনা নাহি আর ধন।

লক্ষ্ম। প্রভু না পাই উত্তর,
বুঝি বা কি প্রমাদ পড়িল!

অন্তরালে থাকিলে জানকী,
অবশ্য আসিত মাতা ব্যগ্রতা দেখিয়ে।
রাম। কি বল রে, কি বল লক্ষ্মণ।
নাহি মম সীতা বিনা।
নাহি জান জানকীরে,
ভালবাসে কাঁদাতে আমায়,
তাই লুকাইল বনে।
লক্ষ্ম। দেখ দেব, পক্ক ফল পড়িয়ে এখানে;
ছিন্ন বাস, অলঙ্কার-কণা,
কি হইল বুঝিতে না পারি!
রাম। আ রে, আ রে, পর্ব্বাণ বিদরে,
কর সীতা-অন্বেষণ!
প্রাণের লক্ষ্মণ রাখ রে জীবন ভাই!
সন্ধ্যাসমীরণে ফুটেছে কুসুমকুল,
গেছে বুঝি কুসুম-দশনা তথা;
কিম্বা যথা নিকুঞ্জে ডাকিছে পাখী,
হৃদি-বিহঙ্গিনী আদরে বা সে সবারে,
ময়ূরীর সনে খেলিছে বা দূর-বনে,
প্রাণ যায়, প্রাণ যায় ভাই;
দেহ সীতা ভাই রে লক্ষ্মণ!
লক্ষ্ম। তিষ্ঠ ক্ষণ রঘুমণি,
পাঁতি পাঁতি খুঁজিব কানন।
[লক্ষ্মণের প্রস্থান।
রাম। ভাল বিধি কাঁদালে আমায়!
বুঝি তব পদে নিরবধি অপরাধী;
হৃদয়ের নিধি কোথায় লুকাল বল?
তরু, গুল্ম, শুন বনস্থলী,
শুন শুন ভূচর খেচর,
বল মোরে কোথা চন্দ্রমুখী সীতা?
শুনি পদধ্বনি,
আসে বুঝি জানকী আমার।
হায়, হায়! কোথা সীতা,
শুষ্ক পত্র পবন উড়ায়!
শুনি জানকীর ধ্বনি,
হা দগ্ধ হৃদয়!—
দূরে গায় বিহঙ্গিনী।
গেছে সীতা গোদাবরী-তীরে,
কুরঙ্গীরে দিতে বারি;
যাই,
আনি সীতা বুকে ক'রে।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)
লক্ষ্ম। দাদা,
জানকীর না পাই সন্ধান।
রাম। কি বলিস্, কি বলিস্!
হা মাতঃ কৈকেয়ি!
মনোবাঞ্ছা পূরিল তোমার। (মূর্চ্ছা)
লক্ষ্ম। প্রভু!
বিলাপের নহে এ সময়;
উঠ উঠ রঘুমণি,
জানকীর করি অন্বেষণ।
ধিক্ ধিক্ রে জনম!
কি করিব, কে কহিবে মোরে?
দর্প বুঝি ঘুচিল আমার।
দাদা, দাদা!
রাম। কোথা সীতা ভাই রে লক্ষ্মণ?
লক্ষ্ম। ধৈর্য্য ধর ধৈর্য্যের আধার,
বিষ্ণু-অবতার তুমি;
রঘুমণি! খুঁজিলাম বন পাঁতি পাঁতি,
কোথাও না পাইনু সন্ধান।
রাম। আছে সীতা গোদাবরী-তীরে,
জল দেয় কুরঙ্গীরে।
আনি গে জানকী,
হা সীতা! (মূর্চ্ছা)
লক্ষ্ম। উঠ দেব, উঠ রঘুনাথ,
বজ্রাঘাত না কর নফরে আর!
কোথা মা জানকী,
একাকী কেমনে মা গো শান্ত করি রামে
দাদা—দাদা!
অচেতন পড়িলে কাননে,
কেমনে যাতারে পাব?
রাম। লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ!
কেহ কি বধিল জানকীরে?
লক্ষ্ম। নিশ্চয় এ রাক্ষসের মায়া,
ভেদিতে না পারি প্রভু।
রাম। মায়া চূর্ণ করি আমি বাণে।
লক্ষ্ম। প্রভু!
ধরি রাজীব-চরণ;
কারে বাণ হানিবে কেমন?
রাম। পর্ব্বত কাটিব,
সাগর শুষিব বাণে;

বল সীতা কোথায় লক্ষ্মণ ?
হানি বাণ ব্রহ্মাণ্ড ভেদিব।
লক্ষ্ম। দয়াময় !
অপরাধী বিনা,
অন্তের কি হেতু বধে প্রাণ ?
রাম। জ্বাল কুণ্ড ত্যজিব এ প্রাণ !
লক্ষ্ম। প্রভু ! আগে সীতা করি অন্বেষণ।
রাম। অবোধ লক্ষ্মণ !
কুটীরে রয়েছে সীতা,
সন্ধ্যাকালে বাহিরে না যায়।
লক্ষ্মণ। নফর কি করে আর দেব !
ধৈর্য্য ধর রঘুনাথ।
রাম। তবে কোথা সীতা ?
আহা রাজার দুহিতা,
আমা হেতু বনবাসী !
শুনি মহী সীতার জননী,
দুহিতারে হেরিয়ে কুটীরে,
নিজ বাসে সেই বা লইল ;
ভাই রে লক্ষ্মণ,
আমারে ছাড়িয়ে জানকী না রহে তিল।
কোথা সীতা, কোথা পাব সীতা !

[রাম ও লক্ষ্মণের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কানন।

(জটায়ু)

জটা। রহ প্রাণ রাম-দরশন হেতু,
ভবার্ণবে সেতু রামের চরণ দুটী ;
বুঝি প্রাণ এইবার যায়,
চক্ষে নাহি দেখি আর,
ধ্যানে ভাবি রঘুনাথে।
(রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)
রাম। ভাই,
এইখানে জানকী আমার
আছে বৃক্ষ-অন্তরালে,
লুকাইল বৃক্ষের মাঝারে,
করি তরু খান্ খান্।
লক্ষ্ম। কি কর কি কর প্রভু !
রাম। কোথা সীতা ব'লে দিক্ মোরে,
কহ তরু, কহ তরুবর,
ভীষণ পর্ব্বত,
এ পর্ব্বতে উঠিয়াছে সীতা ?
আছে ভয়ঙ্কর বন্যপশু,
নিশ্চয় ব'ধেছে সীতা মোর ;
ভস্ম করি পর্ব্বত সহিত।
হে লক্ষ্মণ !
ঐ যায়,
ঐ যায় সীতা ;—
শুনি সীতার কিঙ্কিণী বাজে,—
পেয়েছি রে পেয়েছি রাক্ষসে ;
খাইয়াছে সীতা মোর,
দেখ দেখ রুধির ঝরিছে,
শীঘ্র দেহ ধনু।
লক্ষ্ম। শান্ত হও রঘুবীর !
গৃধ্রজাতি, নহে ত রাক্ষস ;
শরবিদ্ধ, রুধির উঠিছে মুখে।
হের ভগ্ন রথচক্র,
যুদ্ধচিহ্ন চারিদিকে ;
পড়িয়াছে মুকুটের মণি
ছিন্নবর্ম্ম, গুণহীন শরাসন,
গদা, শক্তি, পড়েছে চৌদিকে ;
চূর্ণ ক্ষিতি রথসঞ্চালনে যেন,
ভাঙ্গিয়াছে তরু চারিদিকে।
রাম। সুধাও সীতার বার্ত্তা ভাই।
লক্ষ্মণ। কে তুমি সুমেরু প্রায়,
পড়িয়াছ শরশয্যা পাতি ?
মৃত্যুকালে কর উপকার,
দেহ সমাচার,
দেখেছ কি এই পথে রামের মহিষী ?
নিরুপমা রমণী যাইতে
দেখেছ কি এই পথে ?
দশরথাত্মজ লক্ষ্মণ আমার নাম।
জটা। ডাক রামে,
আমি পিতৃসখা,
জটায়ু আমার নাম।

লক্ষ। হে মহামতি!
রামচন্দ্র সম্মুখে তোমার।
জটা। নাহি বল,
দেহ চরণকমল শিরে!
শুন কাণ পাতি,
ধীরে ধীরে কহি আমি।
রাম। পিতৃসখা! পিতা তুমি মম,
একদিন প্রাণ রক্ষা করেছ পিতার;
কি হেতু হে হেন দশা?
জটা। হরেছে তোমার সীতা লঙ্কার রাবণ!
বদন বিস্তারি,
শূন্যপথে রোধিলাম তারে,
গিলিলাম রথ সহ,
উগারিনু নারীবধ-ভয়ে;
বৃদ্ধ
নাহি বল জটে ধরি তুলিলে রাবণে!
বুকে সে মারিল শর,
জ্ঞানহত ফিরিলাম পাকে,
পুনঃ আসি যথাসাধ্য করিনু সমর;
পড়িলাম রাবণের শরে।
রাম। পিতা, পিতা!
তোমারে নাশিনু, নাশিলাম সখা তব;—
ভাই ভাই! দেখহ উপায়,
যদি বাঁচে পিতৃ-সখা।
[রাম ও লক্ষ্মণের প্রস্থান।

জটা। খুলেছে নয়ন,
শ্যামতনু বিশ্ব রোমকূপে;
মুরহর গদাধর বনমালী!
না না,
ও রূপে না পূরে মোর প্রাণ,
আহা, জটাধারী ধনুধারী রাম!
লক্ষ। দাদা!
প্রাণ ত্যজিয়াছে পাখী।
রাম। হা মাতঃ কৈকেয়ি,
বনে
ঘন ঘন তোমারে গো পড়ে মনে!
হের পক্ষী পিতার সমান,
অগ্নিকার্য্য করিব লক্ষ্মণ,
লয়ে চল গৃধ্ররাজে গোদাবরী-তটে।
লক্ষ। পাখী রামকার্য্যে দিল প্রাণ।
[জটায়ুকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

কানন।

(রাবণ ও সীতা)

রাব। চারিদিকে বান্ধব আমার!
ব্যোমদেশে বহু বন্ধু হেরি।
আসে পাখী বদন মেলিয়া,
বিষম ফাঁফরে পড়িয়াছি সীতা লয়ে!
এড়ি যদি উল্কা সম শর,
ভয়ে সীতা পরাণ ত্যজিবে;
অন্যমনে করিলে সমর,
সীতা লম্ফ দিবে ভূমিতলে,
নামিলাম ভূমিতলে;
তবু আইসে বদন মেলিয়া;
পথে নারী বিষম জঞ্জাল!
আজি গৃধ্রকুল হ'ল বাদী;
পারি অগ্নিবাণে পুড়াইতে পাখা,
অনল-ঝলক
না সহিবে, সীতার নয়নে!
আহা,
ছুটী আঁখি কে ধ্যানে গড়িল!
সীতা। এস পাখী, গ্রাস হে আমারে,
কোমল অঙ্গের মাংস মোর;
আমি রামের বনিতা,
শূন্য ঘরে হরিল রাক্ষসে!
(সুপার্শ্বের প্রবেশ)
রাব। গৃধ্ররাজ!
আজি হ'তে তুমি সখা মম,
কেন সখা হও আজি বাদী?
সুপা। কে রমণী সাথে তোর?
রাব। সখা, প্রেমের নন্দিনী মম
সীতা। ওগো আমি রামের গৃহিণী!
সুপা। প্রেম-কথা!
অনাবায় পিতা,
আমি বাই কথা।

সীতা। কর রক্ষা বিহঙ্গের রাজা,
ধর্ম্ম রক্ষা কর অভাগীর!

রাব। কে শুনিবে,
পাকশাটে গেল পাখী দ্বাদশ যোজন!

সীতা। হা রাম! হা দেবর লক্ষ্মণ!

রাব। অকারণে কেন কাঁদ?
চল, দেখাইব স্বর্ণলঙ্কা মম,
পুনঃ আসি রেখে যাব বনে।

সীতা। অধর্ম্মেরে নাহি ডর?

রাব। কিছু নাহি ডরি,
অনঙ্গের শরে মরি আমি,
চন্দ্রাননি,
কণ্টক বাজিবে পায়।

সীতা। হা রাম!—(মূর্চ্ছা)

রাব। মূর্চ্ছাগত! কি করিব?
আতসে মিলায়,
তবু না করিনু রণ,
কঠিন এ বাহু,
ডরি পাছে ব্যথা লাগে কায়।

[সীতাকে লইয়া রাবণের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

সাগর।

(সাগর, সাগরের স্ত্রী ও রত্নবালাগণ)

রত্ন।—

(খাম্বাজ—জলদ-একতালা)

সাগরে আঁধারে রতন রাখি,
যতন ক'রে কত চেয়ে থাকি।
কারে কেশে পরি, কারে হৃদে ধরি,
জলে বিরলে রতনে বদন হেরি;
জলমালা করি খেলা,
অলে রত্নমালা, জলে চেয়ে দেখি।
করে ধরে ধরে, লহরে লহরে,
সই, নাচিব লো!
ঢেউ ভাঙিব না, কেন ভাঙিব লো?
ঢেউ বুকে নিব;
সখি মেলি, জলে খেলি,
আসে কমলা, দেখি লো ভরি আঁখি।

সাগ-স্ত্রী। কহ নাথ, কোথায় কমলা?
কমলারে হেরিব গো সাধ,
কত কথা কহিত আমার সনে,
সই ব'লে আদরে ডাকিত

সাগ। শুন প্রিয়ে!
মম নিনাদ সমান
গর্জ্জিয়া আইসে রথখান;
নীল ব্যোম চূর্ণি যেন ধায়।

রত্ন। (পূর্ব্বগীতের অবশিষ্টাংশ)
নীল গগনে তারা জ্বলে;
তারা চেয়ে থাকে,
বুঝি রত্ন দেখে, বুঝি রত্ন দেখে;
আয় লো চেয়ে থাকি,
আয় লো শূন্যে দেখি,
রাঙ্গা চরণ-কমলে প্রাণ রাখি।

(রথারোহণে রাবণ ও সীতার প্রবেশ)

রাব। অচেতন,
এখন না বহে শ্বাস,
ঝাঁপ দিব এ পদ্ম শুকালে।

সাগ। হের লক্ষ্মী গগনমণ্ডলে,
দুলে রাঙ্গা পা দুখানি!

রত্ন। (পূর্ব্বগীতের অবশিষ্টাংশ)
পদে প্রাণ রাখি,
আয় লো চেয়ে থাকি;
ওলো, রত্ন ঝরে, রাঙ্গা চরণ দুটী,
রাঙ্গা চরণ দুটি;
কমলা কার, রত্নবালার,
আয় লো সখী মিলে,
মা ব'লে করুণাময়ী ডাকি!

সীতা। বুঝি এই সাগর-গর্জ্জন—
অম্বুরাশি-পতি, অনাথিনী সীতা;
সাগরবংশের বধূ, হরিল রাক্ষসে,
রক্ষা কর কুলবধূ,
রাক্ষসের হাতে মুক্ত কর দয়াময়!
ঝাঁপ দিতে নারি আমি।

রাব। কঠোর এ করে ব্যথা পাবে সুলোচনে!
বিফল এ পরিশ্রম;
এনেছি কি বন-কমলিনী
ডালি দিতে সলিল-সাগরে?
আরোপিব হৃদি-সরোবরে।

সীতা। হে সাগর!
গম্ভীর নিনাদে বার্ত্তা দেহ রঘুবরে।
কোথা রাম কমললোচন!
কোথা রাম, কোথায় লক্ষ্মণ!
সাগ-স্ত্রী। কাঁদেন কমলা, নাহি শুন অম্বুপতি?
আন তাঁরে ঘরে, বধিয়ে লঙ্কার পাপী।
সাগ। একে ব্রহ্মার নিষেধ,
তাতে অতি দুর্ম্মদ রাক্ষস;
মহাপাশ বিমুখ সমরে যার!
হের,
অলক্ষিতে নীরবে হেরিছে দেবগণে,
সীতার রোদনে মুছিছে নয়ন ঘন,
বিরোধ না করে কেহ;
হের দীপে অগ্নি মহেশের ভালে,
দোলে শূল ঘন ঘন,
মহেশ অচল, না রোধেন রাবণেরে;
আছি কুজ্‌ঝটিকা আবরণে,
দেখিলে না জানি কি করিত নিশাচর।
সীতা। দেখ দেখ দেবতা সকলে,
রক্ষা কর পাপিষ্ঠের হাতে।
রাব। নাহি আর দণ্ডক-অরণ্য-মাঝে,
গৃধ্র আসি হবে বাদী বিধুমুখি,
পড়িব বিপদে তোমারে লইয়া সাথে!
লঙ্কার নিকট,
শঙ্খনাদে কোটি রক্ষঃ গর্জ্জিবে সমরে,
ইন্দ্র জানে জনে জনে,—
এ কি, পুনঃ মূর্চ্ছা প্রায়!

[সীতাকে লইয়া রাবণের প্রস্থান।

রম্ভ। (পূর্ব্বগীতের অবশিষ্টাংশ)
দূরে তিমিরে পা ছুটী ডুবিল রে,
মেঘে ঘিরে যেন তোরে তারা!
রঙ্গহারা যত রঙ্গবালা,
কেন রবে তারা, কেন রবে তারা,
রাঙ্গা চরণ ভুকি, বিফলে বায়ু মাখি,
আয় লো জলে মিশি, আয় লো জলে ঢাকি।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস-শিখর।

(মহাদেব, দুর্গা ও নন্দী।)

মহা। ধন্য তুমি কঠিনা পার্ব্বতি!
কাঁদে সতী তোমারে স্মরিয়ে,
সখী লয়ে কর খেলা।
হের,
নড়ে শূল ঘন ঘন সীতার রোদনে,
কি করিব নহে বধ্য মোর!
দুর্গা। কহ তুমি কঠিনা আমারে?
আপনি সদয় অতি!
গুরু তুমি বল রামে,
রামচন্দ্র লোটায় ধরণীতলে
সীতা বলে,
ভাং পানে দেখিছ বসিয়ে!
উগ্রচণ্ডা-রূপে
লঙ্কাধামে আপনি রয়েছি,
পাঠায়েছি সঙ্গিনী যোগিনীগণে,
অলক্ষিতে রবে তারা দিবানিশি;
রবে সতী দিবা-রাতি,
পতির বদন-ধ্যানে;
সংগোপনে পরমান্ন আপনি খাওয়াব,
সুধি ভূতনাথ রামের কি কর তুমি?
মহা। কি করিব!
রামেরে শিখাব,
কেন কাঁদিলাম সতী-দেহ লয়ে তোর।
হাসিমুখে রাম আসি দিল উপদেশ,
কেন কর্ম্ম বিশ্বনাথ না শোভে তোমার।
সেতুবন্ধে ভেটিব রামেরে,
হাসি হাসি দিব উপদেশ,—
'সনাতন, কি হেতু-রোদন?
রোদন না শোভে তব!'
দুর্গা। জানি চিরদিন,
কুটিল, কুটিল তুমি;
সে কথা রেখেছ তুলে।

ভোলানাথ কে বলে তোমারে
আশুতোষ, সদাশিব তুমি!
মহা। চাহ কি কোন্দল আজি,
তাই নামে কর দোষারোপ?
দুর্গতিনাশিনী নাম তব,
দুর্গতি না কর দূর!
দুর্গা। তুমি তো ভাঙড়,
নারীর অন্তর কি বুঝিবে পশুপতি?
কহিব কি কথা, যে ব্যথা অন্তরে মোর,
প্রকৃতির রীতি
কি বুঝিবে পুরুষ হইয়ে?
আমার সীতায় সঁপিয়াছে যায়,
দেখিব কেমন সীতারে সে ভালবাসে।
নহি ত পাষাণী আমার জননী সম;
বাসে কি না বাসে ভাল,
রাখিব সন্ন্যাসী-পতির পাশে,
উপবাসে যাবে দিন।
মহা। আয় নন্দি, আন ভিক্ষাঝুলি;
বাড়াবাড়ি বাড়িবে কোন্দল!
দুর্গা। কেন,
তোমার কৈলাস,
তুমি কেন যাবে?
আমি যাই পিত্রালয়ে;
দোষ দেহ দুর্গতিনাশিনী নামে!
তিল আর না রব এস্থানে।
মহা। আশুতোষ, ভোলানাথ নাম,
আপনি দূষিত কত।
দুর্গা। শোন্ নন্দি বুড়ার বচন!
ওঁর নিন্দা শুনি ত্যজিলাম দেহ আমি,
বলে,
আজি আমি নিন্দিলাম নাম।
রামে আপনি কাঁদাতে চাহে,
কহে,
নহি আমি দুর্গতিনাশিনী;
দেখিব কেমন রহে রামের দুর্গতি।
লঙ্কার বসতি ঘুচাইব রাবণের।
ধরেছে সীতায় কেশে,
সতী আমি, জানে না পামর!
হর হর হর সদা মুখে রাবণের;
তব মন বুড়ারীপাতার,
ভক্ত তব সেইরূপ অনাচার।
যাই আমি দেখা দিই রামে;—
নন্দী। মা গো, বাপের বাড়া যাবি?
মহা। না না, নন্দি,
রাগিলে হইবে কালী;
রামলীলা দেখিতে চলিল!
দুর্গা। দেখ, তব হাড়মাল,
ভিক্ষা-ঝুলি রাখিয়াছি নন্দীর নিকটে,
সিদ্ধিঘোঁটা নন্দী ভৃঙ্গী রহিল তোমার।
মহা। দেখ নন্দি, চুপি চুপি কি করে তা বল।

[নন্দীর প্রস্থান।

ভাল কথা তুলিলাম আজি!
নেপথ্যে—বাবা! চুপি চুপি শোন;—
মা আল্‌তা পর্‌ছে পায়,
কত গয়না পর্‌ছে গায়;
বাবা! কার্ত্তিকটাও চলে,—
বাবা! গণেশ নিলে কোলে,
চলে লক্ষ্মী সরস্বতী;
বাবা,
মস্ত ধেড়ে সিংগী চড়ে চল্লো ভগবতী!
মহা। আন্ নন্দী আন্ তো বলদ,
একা বুঝি খাবে পূজা!
আমি যাব পাছে পাছে।

[মহাদেবের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ঋষ্যমূক পর্ব্বত।

(রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান্, জাম্বুবান,
নল ও নীল)

রাম। তরু গুল্ম পর্ব্বত পাষাণ,
যে জান সে বল মোরে;
কাতর অন্তরে সবারে সুধাই আমি,
কোথা গেল জানকী আমার?
ভাই, কর রে সন্ধান,
আছি যুড়ি বাণ,
দেখ যদি এ বনে রাবণ বসে।

লক্ষ্ম। দাদা, শুনিলে তো পিতৃসখা-মুখে,
গেছে রক্ষঃ সাগরের পার।
শুনিয়াছ কবন্ধের মুখে,
যবে চিতানলে জলিল রাক্ষস-দেহ,
সূক্ষ্ম দেহী উঠিল পুরুষ;
ঋষ্যমূকে যাইতে কহিল,
বাক্য মিথ্যা নহে তার;
ঋষ্যমূকে হইবে উপায়।
চূড়াপরে বসে পঞ্চজন;
এই বা সে ঋষ্যমূক বিকট শিখর।
সুগ্রী। সেই দিন নারী সহ ধনুধারী?
পুনঃ আজি দুই ধনুধারী,
উঠিছে শিখর'পরে।
হনু। পলাইব কোথা আর,
যেখানে যাইব বালী যাবে সেই স্থানে;
মরি যদি মরি এই ধনুধারী-হাতে।
জাম্বু। কিম্বা যদি হয় সেই রাম,
অকারণ কেন দেহ ধরি,
বার্ত্তা দিয়ে করি উপকার,
ম্রিয়মাণ দুই ভাই যেন।
হনু। সম্ভবতঃ, এই সেই রাম,
কিন্তু সিংহ বলি বলেছিল নারী,
এ অতি সুন্দর নর,
বলবান্ সিংহ সম—
সিংহ ছার,
বীর-অবতার,
বীর-দেহ ধরে দুই নর,
শান্ত মূর্ত্তি,
বিনা দোষে কিছু না বলিবে।
লক্ষ্ম। দাদা, এ দিকে নাহিক পথ,
অন্য দিকে করি অন্বেষণ।
হনু। কে তোমরা তপস্বীর বেশে?
দুরন্ত শিখরে কেন কর আরোহণ?
অস্ত্রধারী হেরি হয় ভয়।
লক্ষ্ম। বহু আশে আসিয়াছি এ পর্ব্বতে,
বন্ধু মোরা নহে অরি,
সখ্যতা প্রয়াস করি;
লহ অস্ত্র যদি শঙ্কা হয় চিতে।
হনু। কহ কিবা তব প্রয়োজন?
লক্ষ্ম। দেখেছ কি এই পথে রামের রূপসী?
শুনিলাম হরিল রাবণ,
গেল সে দক্ষিণে চলি।
হনু। নাহি জানি রামের মহিষী কে বা;
কিন্তু নহে বহুদিন,
বিদ্যুদ্বরণী নারী রাম-নাম মুখে,
দেখিলাম শূন্যপথে;
আর জন মেঘের বরণ,
রথ-আরোহণে ধাইছে দক্ষিণে;
কাঁদিয়া রমণী
অলঙ্কার ফেলিল পর্ব্বতে,
যতনে রেখেছি তুলে।
(জাম্বুবানের প্রতি) দেহ সেই অলঙ্কার,
আইস রাতি ত্রয়, সদাশয় দুই নর।
সুগ্রী। আইস যা হবার হবে তাই,
জীবন্মৃত কত দিন রব আর।
দেখ,
অস্ত্র রাখি বসিল, দুজনে।
হনু। এই সেই অলঙ্কার—
রাম। দেখ দেখ প্রাণের লক্ষ্মণ,
হয় কি বা নয় সীতার এ আভরণ।
জ্ঞানহারা স্থির নহে মতি মম।
লক্ষ্ম। প্রভু, নাহি চিনি নূপুর ব্যতীত;
দেখিয়াছি মাতার চরণ,
বরানন দেখিনি কখন।
রাম। দেহ দেহ নূপুর আমারে,
দগ্ধ হৃদে করিব স্থাপন!
শুন শুন বনবাসী,
বহু আশে আসিয়াছি হেথা।
রাজার নন্দন,
পিতৃসত্য-পালনে তপস্বিবেশ;
ছিনু পঞ্চবটী-বনে,
ছিল সঙ্গে জানকী আমার,
ছল পাতি হরিল রাবণ;
দুই ভাই উদ্দেশে কাঁদিয়া ভ্রমি।
সুগ্রী। ওহে, কি আসে এসেছ মম পাশে!
আমিও হে রাজার কুমার,
ভ্রাতৃ-বলে ভার্য্যা রাজ্যহীন,
বসি এ বিকট দেশে;
কি উপায় করিব তোমার?
রাম। সম দুঃখে দুঃখী মোরা,

মিত্র বলি করি তোমা সম্ভাষণ ;
কহ, কেন রাজ্যভ্রষ্ট তুমি ?

সুগ্রী। সদাশয়,
মিত্র বলি ডাকিলে এ অভাগায় !
অদ্ভুত কাহিনী—
দুই ভাই রাজার তনয়,
জ্যেষ্ঠ বালী,
সুগ্রীব আমার নাম ;
কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্য মম,
মিলি রাজ্য করি দুই জনে।
একদিন দুন্দুভিস্বনে
দিগ্বিজয়ে দানব আইল,
অগ্রজ রুষিল,
বালীর বিক্রম সহে কেবা
ভঙ্গ দিল দানব পাতালে,
ক্রোধে বালী পাছু নিল তার,
রাখি মোরে সুড়ঙ্গের দ্বারে ;
ঘোর সিংহনাদ উঠিল সুড়ঙ্গ ভেদি।
শুনিলাম দানবের হুহুঙ্কার,
বালীর গর্জ্জন না আইল কর্ণে মম,
দানবের ঘোর নাদ শুনিলাম পুনঃ ;
অকস্মাৎ
সুড়ঙ্গের দ্বারে রুধির উঠিল,
বালী না আইল,
ভাবিলাম দানবে বধিল তারে ;
পাথরে ঢাকিয়া পথ,
রাজ্যে আইনু ফিরে।
রাজ্য করি কয় দিন ;
অকস্মাৎ অরুণ নয়নদ্বয়,
মারিতে আইল বালী মোরে,
নিস্তেজ সমরে তার,
পলাইয়া আইনু ঋষ্যমূকে ;
মুনি-শাপে হেথা না আইসে।

রাম। এস মিত্র,
দোঁহে করি দোঁহাকার উপকার।
সূর্য্যবংশে জন্ম মম;
সূর্য্য সাক্ষ্য করি কহি
বালী-ভয় ঘুচাব তোমার ;
মিতা ! কর অঙ্গীকার,
উদ্ধার করিবে সীতা ?

সুগ্রী। হীন আমি,
মিতা ব'লে সম্ভাষ আমারে,
মহাশয় তুমি !
কিন্তু কেমনে ঘুচাবে মোর ডর ?
ডর না ঘুচালে,
কেমনে বা উদ্ধারিব নারী তব ?

রাম। সংগ্রামে বধিব তবাগ্রজে,
ভয় দূর হবে তব।

সুগ্রী। দেখ নাই বালীর বিক্রম,
তাই চাহ সংগ্রামে নাশিতে তারে !
বজ্রকায়, বজ্রের গঠন,
হুহুঙ্কারে বজ্র ফাটে,
সাক্ষাৎ শমন,
কে যায় নিকটে তার !
নাহি অস্ত্র তূণীরে তোমার
ভেদিতে বালীর কায়,
অস্ত্রগণে কাঁটা সম গণে বলী।

লক্ষ্ম। ভাল,
কিসে তব হইবে প্রত্যয় ?
রাম-কার্য্য কহিব পশ্চাতে,
হরধনু ভাঙ্গিল শ্রীরাম ;
প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি বা চাহ ?

সুগ্রী। হের অস্থি দূরে পর্ব্বত-আকার,
বধিল অসুরে শূর,
এক টানে ফেলিল হেথায়,
তপ করে মুনিগণে,
রুধির লাগিল কায়,
শাপ দিল মরিবে এ পর্ব্বতে আসিলে,
তাই ত্রাণ আমা সবাকার ;
জীর্ণ অস্থি ফেল দেখি দূরে !

রাম। ভাল,
চালি অস্থি তব প্রীতি হেতু।

[রামের প্রস্থান।

লক্ষ্ম। প্রত্যয় মানিবে,—
দেখ পদাঘাতে গেল অস্থি দূরে।

সুগ্রী। বুঝিলাম বলিষ্ঠ অগ্রজ তব,
কিন্তু অসম্ভব বালীর সমর,
নখে গিরি চিরে বীর !

লক্ষ্ম। খসে পড়ে সুমেরু রামের বাণে।

(রামের প্রবেশ)

রাম। মিতা, চল রণে,
বিলম্বে কি প্রয়োজন ?

সুগ্রী। মিতা বলে ডেকেছ আমারে,
অকারণে কেন হব মিত্রঘাতী!
দুই জনে মিলাতে নারিবে তুমি,
ক্রোধশান্তি না হইবে তার ;
সমর না সাজে তার সনে।

রাম। মিত্র, চাহ যদি,
দেখাই বাণের তেজ মম।

সুগ্রী। সপ্ত তাল দেখ বিদ্যমান,
পার উহা ভেদিবারে ?

রাম। ভেদিব কদলী সম।

নল। এ কি কথা কহে অসম্ভব!

হনু। অসম্ভব কি বা?

সুগ্রী। ভাল,
দেখি তব বাণের প্রভাব।

[রামের প্রস্থান।

লক্ষ্ম। ক্ষুদ্র কথা সপ্ত-তাল-ভেদ!

সুগ্রী। অকস্মাৎ ভীমরব কি বা!
শাপ অবহেলি আইল কি বালী হেথা?

লক্ষ্ম। নাহি ভয়, শ্রীরামের ধনুক-টঙ্কার।

সুগ্রী। তেজোময় চারিদিকে,
ধাঁধিল নয়ন,
কিছু নাহি দেখি আর ;
ও হো,
গর্জ্জে অস্ত্র বাসুকির দাপে!

লক্ষ্ম। হের,
পুনঃ বাণ শ্রীরামের করে!
সপ্ত তাল ভেদি,
ছেদি গিরি, ছেদিয়া মেদিনী,
করি স্নান ভোগবতী-নীরে,
তূণীরে আসিল পুনঃ।

(রামের প্রবেশ)

রাম। মিতা,
সন্দেহ কি ঘুচেছে তোমার?

হনু। নরসিংহ নারায়ণ তুমি,
দেখিলাম রিপুরায়।
জয় রাম!
রাজা ঘুচিল বালীর ভয়।

সুগ্রী। প্রভু,
মিতা যোগ্য নাহি কভু,
দাস তব, অনাথবান্ধব।

জাম্বু। পদে রেখ মিনতি চরণে।

রাম। মিতা! মিতা! তুমি ;
দেহ কোল মোরে।

হনু। জয় রাম!

সুগ্রী। মিতা,
সত্য করি তোমারে স্পর্শিয়ে,
উদ্ধারিব তব নারী।

রাম। মিতা,
পুণ্যফলে পেয়েছি তোমায়।

সকলে। কি ভয় কি ভয়!
চল যাই কিষ্কিন্ধ্যা নগরে।

[হনুমান্ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

হনু। নহে কভু সামান্য এ নর!
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাম ;
সঙ্গে শূর অটল সংগ্রামে.
আজ্ঞাকারী বাণ,
অনুমান পরাজয় যাহে।
ফণী শিরে মণি যথা জলে,
অস্ত্রগুলা জলে তূণে ;
রাজা হবে সুগ্রীব সুধীর।

[হনুমানের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানন।

(রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব।)

রাম। চোরা রণ করিব কেমনে?
সম্মুখসংগ্রামে বিমুখিব তব অগ্রজে,
বাণ মম প্রত্যক্ষ দেখেছ!

সুগ্রী। অপ্রমিত পরাক্রম তার,
বীর-অবতার!
নাহি কার্য্য সম্মুখ-সমরে।

রাম। মিত্রবর! নাহি কর ডর,
না করিব দ্বিতীয় সন্ধান,
এক বাণে বধিব বালীরে।
সুগ্রী। সাধ যদি সম্মুখ-সমরে,
একা রণে যাও মিতা;
আমি নাহি করিব বিবাদ!
ফিরে যাই ঋষ্যমূকে।
রাম। কেমনে করিব সখা কপট আচার?
সুগ্রী। দেখিয়াছি বাণ তব,
কিন্তু সম্মুখ-সমরে
শুনিয়াছি বালীর গর্জ্জন,
না হয় নির্ণয়, যুঝে বীর কোথা হতে,
লক্ষিতে নারিবে, কেমনে হানিবে তীর?
মহাশয়! যদ্যপি সদয়,
হান অস্ত্র অন্তরালে থাকি,
নহে মিত্র রাজ্য নাহি চাহি,
বালী-বধে নাহি প্রয়োজন।
রাম। অন্যায় সমর,—
কিবা ডর,
অন্যায়ে হরিল মোর সীতা।
করিব করিব আমি জানকী উদ্ধার;
পথের কণ্টক ঘুচাব,
বালীরে নাশিব চোরা বাণে।
যাও মিত্র, কর ঘণ্টা-রব,
যুদ্ধে কর আবাহন,
ত্যজ ভয়, নিশ্চয় বধিব বালী।
সুগ্রী। নাহি জানি কি আছে কপালে!

[সুগ্রীবের প্রস্থান।

রাম। হা জানকি, কোথা তুমি!
ন্যায়ান্যায় নাহি মম,
তোমা হেতু করি চোরা রণ।
তুল্য দুই ভাই রণে,
রূপে গুণে সমান দুজনে;
না পারি চিনিতে
কে সুগ্রীব কেবা বালী,
দূরে নারি করিতে নির্ণয়।
লক্ষ। হের রঘুবর, ভঙ্গ দিল একজন।
রাম। আহবানি বলীয়ান সুগ্রীব সমরে,
পলাইল বেগে।
লক্ষ। কোথা গেল নাহি দেখি আর।
রাম। গেছে পুনঃ পর্ব্বতশিখরে,
চল ভাই যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ঋষ্যমূক।

সুগ্রীব, হনুমান্, জাম্বুবান, নল ও নীল)

সুগ্রী। ভাল শাস্তি পাইলাম তপস্বীর বোলে;
পূর্ব্ব-পুণ্যফলে, আছে মাত্র দেহে প্রাণ।
উন্মাদ জায়ার শোকে,
প্রলাপ কহিল কত;
বুঝি হত বালীর গর্জ্জনে,
পলাইল কোন্ দেশে!

(রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

রাম। মিতা, মিতা!
পুনঃ তুমি চল রণে!
সুগ্রী। নাহি কাজ বিক্রম প্রকাশি আর!
যদি চাহ প্রাণ, রহ ঋষ্যমূকে;
গিয়েছিলে রণে, শুনে যদি লোকমুখে,
পশিলে সাগরগর্ভে,
নিস্তার নাহিক তব।
রাম। লজ্জা নাহি দেহ মিত্র আর;
আকার তোমার বালীর সমান,
দূরে লক্ষিতে নারিনু
কে তুমি, কে অগ্রজ তোমার;
মিত্রবধ-ভয়ে না ছাড়িনু বাণ বীর।
সুগ্রী। থাকে যদি মিত্র-বধ-ভয়,
নাহি কহ সমরে যাইতে পুনঃ,
সপ্ততাল সম অচল নহেক বালী,
কেমনে বিন্ধিবে তারে?
প্রাণ যায় বালীর প্রহারে,
তবু প্রতীক্ষায় করি রণ;
রক্ত উঠে মুখে, চাহি চারিদিকে;
হরি হরি কোথা বাণ,
প্রাণ লয়ে টানাটানি!

হনু। সম রূপ তোমরা দুজনে,
নহে বয়সে প্রভেদ বহু;
কিরূপে হানিবে রাম বাণ?
সুগ্রী। রাখ পাত্র তব উপদেশ,
সবিশেষ বুঝিয়া না কহ,
পুনঃ গেলে রণে,
কি প্রকারে হইবে নির্ণয়?
রাম। ত্যজ শঙ্কা হে সখা ধীমান্,
চিহ্ন হেতু দেহ গলে বনফুল-মালা।
করি অঙ্গীকার, বাক্য মিথ্যা নহে মম,
দৃষ্টিমাত্র বধিব বালীরে।
জাম্বু। রাজা, ন্যায়-অনুগত কথা;
দুই জনে একত্রে দেখিলে,
চিনিতে কি পারে কেহ?
সুগ্রী। ভাল, যুদ্ধ যদি তোমার মনন,
পুনঃ আমি করিব সমর;
ছিন্ন অধীর প্রহারে কায়,
আজি নিশি লভিব বিরাম,
কালি যুদ্ধে করিব প্রবেশ;—
চল সবে গুহার মাঝারে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(বালী ও তারা।)

বালী। মিত্রতা সুগ্রীব সনে!
হেন বাণী নাহি কহ তারা;
ঋষ্যমূকে যাইতে না পারি,
তাই জীয়ে দুরাচার।
রাজ্য নিল কনিষ্ঠ হইয়ে,
নাহি জানি কি সাহসে দিল হানা।
স্বপ্ন কভু সত্য নহে রাণি,
কি কহিলে, বিরাট পুরুষ!
নাহি মোর বিবাদ কাহার সনে!
তারা। অনাথের নাথ নারায়ণ,
অনাথ কনিষ্ঠ তব,
ঘুচাও বিবাদ নাথ, মিল তার সনে।
বালী। অধর্ম্ম-আচারী দুরাচার!
জীয়স্তে মিলন তার সনে,
চন্দ্রাননে, কভু না হইবে।
প্রায় অবসান বিভাবরী,
যাই প্রিয়ে প্রাতঃকৃত্য হেতু।

(নেপথ্যে ঘণ্টারব)

এ কি,
অকস্মাৎ পুনঃ আজি ঘণ্টার আরাব!
কে আইল শমনের পাসে,
কার ফুরাইল দিন?
তারা। প্রাণনাথ,
পায়ে ধরি যেও না সমরে।
বালী। রব কি লুকায়ে রাণি সুড়ঙ্গ কাটিয়ে,
কিম্বা, বিনা যুদ্ধে যাব রাজ্য ত্যজি?
তারা। অবলার ক্ষম অপরাধ;
দুঃস্বপ্ন দেখেছি,
তাই প্রভু হতেছি অধীর!

(দূতের প্রবেশ)

দূত। অবধান!
সুগ্রীব আইল পুনঃ।
বালী। আজি ঘুচাইব শনি!
তারা। রাখ নাথ মিনতি আমার!
ক্ষণ দেখ বিচারিয়া মনে,
কালি যুদ্ধে পাইল পরাজয়,
কি সাহসে,
হইল উদয় আজি না পোহাতে যামী?
পূর্ব্বে যবে করিল সমর,
প্রহারে জরজর,
বৎসরেক অশক্ত রহিল;
কার বলে, বুঝিতে না পারি,
কালি পলাইল, সেউটি আইল পুনঃ?
বালী। আসিয়াছে শমন স্মরণে!
তিষ্ঠ ক্ষণে এখনি ফিরিব;—
রজনীতে অলসে আছিনু,
তাই বুঝি প্রহারে হইল ত্রুটি,
আজি বাদ ঘুচিবে সুগ্রীব সনে।

তারা। নাথ, দেখ, স্বপ্ন সত্য মম!
বালী। নাহি যেই বিরাটপুরুষ সাথে,
সুগ্রীবের মিতা,
তবে কি যা ভয় রাখি?
যাই আর বিলম্বিতে নারি;—
(নেপথ্যে পুনরায় ঘণ্টাধ্বনি)
পুনঃ পুনঃ ঘণ্টার আরাব!
তারা। নাথ, নাহি জানি কেন কাঁদে প্রাণ?
বালী। যুদ্ধে যাব অন্যথা না হবে;
ধরি দেহ, একদিন আছে ক্ষয়;
মৃত্যুভয় বীরের না সাজে?
সুগ্রীব বা বিরাটপুরুষ তব,—
সমরে না হ'ব পরাঙ্মুখ!
বীরকার্য্যে বাধা নাহি দেহ,
উৎসাহে দেবতা কর পূজা।
তারা। প্রভু,
অগোচর কি আছে তোমার?
শুনিয়াছি পিতৃসত্য করিতে পালন,
রামচন্দ্র আইল বনে;
দীননাথ নাম তাঁর,
দীন সুগ্রীবেরে সেই করিল কৃপা।
বালী। পরম ধার্ম্মিক রাম,
পিতৃ-আজ্ঞা অনুসারে আইল কাননে,
অধর্ম্ম-আচারী সে নাহি বধিবে মোরে;
কিম্বা যদি সে হয় সহায়,
কিবা ভয়,
হীনবল ভুজ নাহি বহি;
যুদ্ধে মৃত্যু বীরের বাঞ্ছিত।
[বালীর প্রস্থান।
তারা। ভগবান্!
কি আছে তোমার মনে,
কি আছে অভাগীর ভালে!
[তারার প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কানন—যুদ্ধক্ষেত্র।

(বালী ও সুগ্রীব)

বালী। লজ্জাহীন পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন,
কি সাহসে আইস বার বার?
আজি নাহিক নিস্তার,
শমনভবনে নিশ্চয় প্রেরিব তোরে।
সুগ্রী। বীরপণা এখনি বুঝিব।
বালী। ভীরু তোর সনে আজি শেষ রণ;—
ও, যায় প্রাণ!
—কে চণ্ডাল করিল প্রহার?
সুগ্রী। এস এস ওহে মিত্রবর,
পড়েছে দুর্ম্মদ বালী!
(রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)
লক্ষ্ম। দাদা, প্রহারে বিকল মহাশূর।
বালী। রে চণ্ডাল! এই কি রে বীর-আচরণ?
হায় সতী বাক্য করিলাম হেলা,
মনে পড়ে মৃত্যুকালে!
জটাধারী অধর্ম্ম-আচারী,
অকারণে হিংস প্রাণী!—
ভাল তব তপস্বী-আচার!
দম্ভ তব
তীক্ষ্ণ শর তূণে, বুঝিতাম ক্ষণে,
সম্মুখে হইলে রোষী।
কোন্ লাজে সমাজে দেখাবি মুখ,
আরে আরে কিরাত অধম?
লক্ষ্ম। শূরশ্রেষ্ঠ! কাহারে কিরাত বল?
মহাবল!
ফলিয়াছে বিধাতার লিপি,
রামনিন্দা নাহি কর।
রাবণ হরিল সীতা,
জায়া-শোকে উন্মত্ত শ্রীরাম হের।
বালী। রামচন্দ্র, এস প্রভু সম্মুখে আমার!
দীননাথ, তব শরে দেব!
সুধি, অপরাধী কিসে শ্রীচরণে?
সত্যের পালনে ভ্রম বনে বনে শুনি,
সত্য-অবতার রাম! কর না ছলনা,

বিনা দোষে কি হেতু বধিলে?
দয়াময় নামে কলঙ্ক ধরিলে কেন?—
বিপদ্ভঞ্জন,
শুনেছি হে যুগল চরণ তব;
শ্রীচরণ-সম্মুখে আমার,
এ বিপদ কেন মোর আজি?

রাম। বীরবর
শোকে মম আকুল হৃদয়;
চিন্তাচিত না বিচারি মনে,
করিলাম অঙ্গীকার;
মিত্রসত্যে ছাড়িয়াছি শর।

বালী। বুঝিলাম,
সুগ্রীব সহায়ে উদ্ধারিবে নারী তব;
কিন্তু বহু শ্রমে, বহুদিনে জে'ন স্থির;
অনায়াসে আনিতাম সীতা,
আমারে কহিলে প্রভু!

রাম। বীর, ক্ষম অপরাধ;
মম শরে যাও স্বর্গপুরে;
অযশ রহিল মোর,
বীরগর্ব—
গাইবে সংসার তব চিরদিন;
সবে কবে,
'চোরা বাণে বালীরে বধেছে রাম।'
শুন সত্য তত্ত্ব,
কপীশ্বর! কাল পূর্ণ তব,
পরম শিক্ষার দিন,
দেখ দিব্যজ্ঞান,
আমি মাত্র নিমিত্ত এস্থলে;
দীননাথ দীনে করেছেন দয়া।
সুগ্রীব-অধিক দীন কেবা ছিল আজি?
দীন সহোদর তব
রাজ্যে অর্দ্ধ অধিকার;
বাহুবল অধিক তোমার,
ভয়ে ঋষ্যমূকে আছে ঋষি সনে,
না গণিলে মনে কভু;
দীননাথ শুনিল দীনের দীর্ঘশ্বাস।
মম বনবাস,
জানকী-হরণ বনে,
দীননাথ দীনে বন্ধু দিল!
এবে দীন তুমি,
দীননাথ শুনে তব মনস্তাপ
অতুল গৌরবে বীরগর্ব্বে ত্যজ ধরা;
পড়েছ কপট শরে,
চরাচরে এ কথা কহিবে।
ম'রে হেন কীর্ত্তি কহ কার?
বীর্য্যবান্ কীর্ত্তিমান্ তুমি,
মুক্তকণ্ঠে কহি আমি।

বালী। নারায়ণ, পূর্ণ সনাতন,
দীননাথ! দীনে দেহ পদছায়া।
আছি বদ্ধ মায়ার সংসারে,
মায়া নাহি টুটে দেব,
দীন অঙ্গদেরে দে'খ তুমি।
ভাই রে সুগ্রীব!
ভুল মৃত্যুকালে পূর্ব্ব-মনস্তাপ,
কোল দে রে দাদা ব'লে।
বাল্যকালে খেলিতে খেলিতে,
কোলে লইলাম তোরে;
বিধি-বিড়ম্বনে বাধিল এ বিসংবাদ,
দোষ কারু নহে ভাই।

সুগ্রীব। হায়,
রাজ্য হেতু জ্যেষ্ঠেরে নাশিনু!

(তারার প্রবেশ)

তারা। কোথা নাথ, কোথা প্রাণেশ্বর মম;
কে করেছে বজ্রাঘাত?
প্রাণনাথ, নহ কারো কাছে অপরাধী;
হায় হায় পাষাণ-হৃদয়!
কে কাঁদালে অবলারে?

বালী। তারা, যায় প্রাণ!

(অঙ্গদের প্রবেশ)

অঙ্গ। হায় পিতা, এ কি হ'ল অকস্মাৎ!

বালী। প্রিয়ে!
মরি নিজ ভাগ্যদোষে,
শ্রীরামে না কহ কটু;
রাম নারায়ণ!
বৎস, কর অঙ্গীকার,
সুগ্রীবে সেবিবে পিতৃ সম?
হে সুগ্রীব!
আজি হতে অঙ্গদ তোমার
কোথা প্রভু দয়াময়,

এ সময় দেহ পদ শিরে।
প্রিয়ে, মায়া অবসান,
এসেছে বিমান,
নবদূর্ব্বাদল শ্যাম রাম।—(মৃত্যু)

তারা। প্রাণনাথ, হৃদি-শশধর!
কোথা যাও ত্যজিয়ে তারায়?
আমি চিরসঙ্গিনী তোমার,
হাহাকার তুলিলে কিষ্কিন্ধ্যাপুরে!
কভু একা রহিতে নার হে তুমি,
প্রাণেশ্বর, কোথা গেলে একা চলে?
হায় হায়, প্রাণ নাহি যায়।
কি হবে গো কি হবে তারার?
হে সুগ্রীব কর উপকার,
দেহ চিতানল জ্বালি,
স্বামী সহ ত্যজি দেহ।
ওহে কপট মানব রাম!
কপট সমরে বধিলে স্বামীরে,
কেন কাঁদালে তারার প্রাণ?
হের, ভূতলে ভূধরপঙ্ক্তি,
স্বর্ণচূড়া স্বামী মম,
অনাথিনী করিলে আমারে।
রঘুমণি! শুনি বিরহ-কাতর তুমি;
জেনে শুনে,
বিরহবেদনা কেন দিলে অবলারে?
পতিপ্রাণা,
তোমা নাহি ডরি নারায়ণ!
কহি অন্তরদহনে,
এ আগুনে,
চিরদিন জ্বলিবে হে তব প্রাণ।
সীতা পাবে, পুনঃ হারাইবে,
কাঁদিবে হে চিরদিন।

রাম। কাঁদি সতি, কাঁদি আমি চিরদিন,
সতীবাক্য মিথ্যা কভু নয়,
কাঁদিতে জনম মম;
শুন গুণবতি!
স্বামী তব গেছে সুরলোকে,
পতিশোকে অধীরা না হও বালা।
আছে তব পালিতে অঙ্গদে,
যৌবরাজ্য অঙ্গদের আজি হ'তে;
তোমা বিনা কে চাবে পুত্রের মুখ?
হে কুমার!
হও চিরজয়ী মম আশীর্ব্বাদে;
ফলিয়াছে দৈব-বিড়ম্বনা,
বন্ধু তব, অরি নাহি ভাব মোরে।
হে সুগ্রীব মিতা! যুবরাজ পুত্র তব,
ভ্রাতৃকার্য্য করহ রাজার;
সৎকারের কর আয়োজন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

সুগ্রীবের সভা।

(সুগ্রীব ও নর্ত্তকীগণ)

নর্ত্তকীগণ।—

(বিহঙ্গ—পটতাল।)

বনফুল মধুপান,
বনে বনে করি গান,
মোরা, বন-বিহঙ্গিনী লো।
বনে বনে ভ্রমি, ফুলে ফুলে চুমি,
মোরা, বনবিলাসিনী লো।
বনফুল-হারে বাঁধি লো কেশরী,
বন-ফুল-হার হৃদয়ে ধরি;
মোরা, বন-ফুল-হার-অঙ্গিনী-লো

(হনুমানের প্রবেশ)

হনু। রাজা!
দুয়ারে লক্ষ্মণ, ঘূর্ণিত নয়ন,
শ্বাস ক্রুদ্ধ-ভুজঙ্গম সম,
কর্কশ বচনে কহিল আমারে,
কোথা সেই সুগ্রীব পাতকী?
সত্যঘাতী সুগ্রীব কোথায়?

সুগ্রীব। হনুমান্,
কার্য্যের সময় এই নয়।

হনু। প্রভু! কুপিত লক্ষ্মণ দ্বারে।
সুগ্রী। কহ বসিবারে,
হবে যবে বারের সময়,
সাক্ষাৎ পাইবে তবে।
হনু। উঠ রাজা, সর্ব্বনাশ হবে আজি:
যেই বাণে পড়িল বিক্রমশালী বালী,
সেই বাণ দেখিলাম লক্ষ্মণের তূণে,—
যোড়করে করিয়ে মিনতি
শান্ত কর বীরবরে।
সুগ্রী। কে লক্ষ্মণ?
ও, সীতাহরণের কথা,
কে যায় সাগর-পারে?
কিষ্কিন্ধ্যা নগরে অর্দ্ধরাজ্য দেহ রামে,
শুনেছি সে দুর্জ্জয় রাবণ।
হনু। দুর্জ্জয় রাবণ আছে পারাবার-পারে,
রাজা!
দুর্জ্জয় লক্ষ্মণ দ্বারে;
রাজ্য সহ এখনি মজিবে।
সুগ্রী। কেন কেন,
অর্দ্ধরাজ্য দেহ রামে,
বহু কষ্টে কাটিয়াছে কাল,
কিছুদিন বিরাম লভিব,
ব্যস্ত কেন, পাছে সীতা করিব উদ্ধার।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্ম। যমপুরে কর গে বিশ্রাম:—
সুগ্রী। রক্ষা কর প্রভু।

(তারার প্রবেশ)

তারা। প্রভু, হবে নারী-বধ-পাপ।
লক্ষ্ম। কে রমণি? রহ এক ভিতে,
নহে বিদ্ধি তোমা সনে।
তারা। আমি শ্রীরামের সখী প্রভু!
সুগ্রীব অসত্যবাদী, সত্যবাদী রাম;
সুগ্রীবেরে ডেকেছেন সখা ব'লে,
ক'র না হে ভ্রাতৃমিত্র-বধ;
অঙ্গদে অনাথ ক'র না কর না পুন,
রামকার্য্য সাধিবে অঙ্গদ,
রামকার্য্য সুগ্রীব করিবে,
ভ্রাতৃসখী-অনুরোধ,
লহ দেব আসন আমার।
সুগ্রীবে বধিলে মনোযোগ না করিলে,
কে করিবে কটক সঞ্চয়?
কহি দুঃখিনী সীতাকে স্মর!
সুগ্রীবের বধ না উচিত।
লক্ষ্ম। দেবি!
ব্রহ্মচারী, নাহি বসি পুরে,
কি কব হায়,
তাপে ফাটে প্রাণ মম!
রাম বিষ্ণু-অবতার,
চোরা বাণে বালীরে নাশিল,
এ পাপীর অনুরোধে,
ক্ষত্রিয়-নিয়ম ঠেলি।
ছিল ঋষ্যমূকে,
রাজ্যসুখে সকলি ভুলেছে।
হেথা,
ফুলশয্যা'পরে শায়িত সুগ্রীব রাজা,
মধুমত্ত পশু,
পশুসঙ্গে মদনে মাতিয়া;
হেথা কমললোচন রাম কণ্টকশয়নে,
হা সীতা, হা সীতা রব মুখে।
নীলাম্বর আচ্ছাদন,
শ্যাম কলেবর, বরিষার জলে ভাসে,
রবির কিরণে, বিবর্ণ মলিন মুখ,
কমললোচনে অনিবার বহে ধারা।
তারা দেবি! অধিক কি কব,
মরিতে না পারি;
প্রভুসেবা কে করিবে?
অনুতাপ,
বিফল বহিনু ধনুর্ব্বাণ,—
রাবণ সাগর-পারে!
সুগ্রী। লজ্জা রাখ লজ্জানিবারণ রাম!
ধিক্,
হেন মিত্রে আছি ভুলে!
আজি হতে নহি রাজা আমি,
মিত্র সম ব্রহ্মচারী;
যাবৎ না মারি অরি লঙ্কার রাবণ।
সাজ সাজ, দেহ রে ঘোষণা,
চল সীতা-অন্বেষণে।
সকলে। জয় রাম!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানন।

(রাম)

রাম। নাহি আর মেঘের গর্জ্জন,
অন্ধকার দিবা-নিশি,
দামিনীর খেলা,
অবিরল জলধারা নাহি আর;
নির্ম্মল গগনে হাসিতেছে চন্দ্রমা তারা,
আলো ধরা, আঁধার অন্তর মম।
আহা হৃদয়-চন্দ্রমা মোর!
আর কি রে পাব তোর দেখা!
একা কত দিন রব,
না রহিতে পারি আর,
হৃদিকমলিনি, বিকাশ হৃদয়-সরে!
যদি রাবণেরে পাই,
সাধি তার করে ধরে,
ফিরে দে রে ভিখারীর ধন।
ছিন্ন কমলিনী,
শুকাইল বুঝি এত দিনে।
(নেপথ্যে—জয় রাম!)
রাম। এ কি রব চারিভিতে!

(লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের প্রবেশ)

সুগ্রী। প্রভু! অজ্ঞানের ক্ষম অপরাধ।
রাম। মিতা, মিতা!
সখা তুমি মম!
লক্ষ্ম। শুন প্রভু কটকের কিলি কিলি,
আসে সৈন্য সাগরপ্লাবন,
চারিভিতে রঘুবীর।
রাম। মেঘ সম পদধূলি ঢাকিছে গগন,
উত্তরে আসিছে ঠাট,
কোন্ বীর দক্ষিণে উহার?
সৈন্যময় চারিদিক্,
কোন্ কোন্ বীর আসে স্বপক্ষে আমার,
দেহ মিত্র পরিচয়?
সুগ্রী। হের দেব! হিঙ্গুল কেতন,
মাণিক মুকুতা জ্বলে,
তারাদলে নভঃস্থলে যেন,
গবাক্ষ অধ্যক্ষ যার,
মহা বলবান্ বীর,
যোড়ে ঠাটে যোজনের বাট,—
আসে গয় দুর্জ্জয় সমরে,
সৈন্য সহ কাঁপাইয়া ধরাতল,
দূরে হের পতাকা তাহার,—
ধূম্রাক্ষ নীলাক্ষ রক্তাক্ষ সমরপ্রিয়,
আসে সৈন্য যোড়িয়া যোজন,
প্রভাত-তপনে হের দূরে দেব,
দীপে ধ্বজা অরুণ জিনিয়া,
নল নীল আইসে দুই বীর;
গভীর সমরে পশে,—
হের কৃষ্ণবর্ণ ধ্বজা,
উড়ে যেন উচ্চমুখে,
আপন কটকে আসিতেছে জাম্বুবান,
মন্ত্রীর প্রধান মম,—
হের কুমার অঙ্গদ নড়ে,
করিশিশু করীদলবলে,
গগনমণ্ডলে ধূলা,—
হের বীর হনুমান্,
তব কার্য্যে সদা আগুয়ান,
কটকপ্রধান মম।
কপিসেনা কত দিব পরিচয়,
গণনায় না হয় নির্ণয়,
সৈন্যাধ্যক্ষ আছে যত,
সৈন্য কত কে বলিতে পারে?

[সকলের প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক।

কানন।

(সুগ্রীবের সৈন্যগণ)

সৈন্যগণ।—

(সারঙ্গ—ঝাঁপতাল)

অধীর ধরণীশির, বীরপদ-চালন;
ভীষণ অশনি-স্বন, ঘন ঘোর গর্জ্জন।

গভীর মেঘমালা ধূলিপটল ঘন,
লম্ফে ঝম্ফে বহে খর সমীরণ।
ত্রিভুবন কম্পে, চলে বীর দম্ভে,
জয় রাম রবে চলে, সুগ্রীব-সেনাগণ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

সাগর-কূল।

(হনুমান্, অঙ্গদ, জাম্বুবান্, গয় ও গবাক্ষ)

হনু। রাম নামে আশ্চর্য্য মহিমা,
বৃদ্ধ গৃধ্র পাইল পাখা!
আসিতেছে রাম নাম লয়ে,
কার্য্যোদ্ধার অবশ্য করিব।
যুবরাজ! সত্য কি যা কহিল সম্পাতি?
ঊর্দ্ধমুখে দক্ষিণে চাহিনু,
দেখিলাম দ্বাদশ যোজন,
অশোক-কাননে,
কোন মতে না হয় নির্ণয়।

অঙ্গ। অনুমানি সত্য এ সংবাদ,
রাম-নামে পাখী পাইল পাখা,
রামকার্য্যে মিথ্যা না কহিবে;
হরিল রামের সীতা দুরন্ত রাবণ,
স্বচক্ষে দেখেছ সবে
নিশ্চয় আছেন সীতা অশোককাননে।

জাম্বু। সন্দেহ নাহিক তার
কিন্তু কে যাইবে সাগরের পার?
শতেক যোজন,
এক লাফে যাবে কে বা?

অঙ্গ। পৃষ্ঠেতে করিতে পার সুপার্শ্ব চাহিল,
না লইনু সাহায্য তাহার;
দেবের কুমার মোরা দেব-অবতার,
কার্য্যোদ্ধার করিতে নারিব!
কহ, কে যাবে সাগর-পারে?

গয়। দুস্তার পাথার!
এক লাফে কে পারে যাইবে,
যাইতে যোজন দশ শকতি আমার।

গবাক্ষ। পারি যেতে বিংশতি যোজন,
তাহাতে কি হবে ফল?

অঙ্গ। কহ, কেবা আছ শক্তিধর,
সাগর হইতে পার?
কেন রবহীন এ বীরসমাজ?
চিরদিন ভোগে মোরে পালিলেন পিতা,
পরীক্ষা না করি বল কভু,
তবু যেতে পারি শতেক যোজন,
আসিবার কালে কি হয় না জানি স্থির,
যে হয় সে হবে,
একলাফে সাগর লঙ্ঘিব,
মরণ সঙ্কল্প মম।
বহুশ্রমে জল স্থল পর্ব্বত কানন,
ভ্রমিলাম সীতা-অন্বেষণে;
ফিরি যদি সংবাদ বিহনে,
সুগ্রীব বধিবে প্রাণ।
রামকার্য্যে পাখী পায় পাখা,
লঙ্ঘিব সাগর,
প্রাণ দিব রাম নাম স্মরি।

জাম্বু। যুবরাজ, অহেতু করিবে শ্রম;
বিক্রমে কেশরী
বীর হনুমান্ নফর রয়েছে তব;
আজ্ঞা কর তারে,
অনায়াসে সাগর লঙ্ঘিবে,
আসিবে বারতা লয়ে।

অঙ্গ। রামকার্য্যে সদা তব মন,
কি হেতু নীরব বীর?
আন তুমি সীতার সংবাদ।

হনু। যুবরাজ! বালী-ভয়ে ছিনু লুকাইয়া,
বল নহে পরীক্ষিত;
পারি কি বা হারি,
জাতির সমাজে
দৃঢ় করি কহিব কেমনে?

জাম্বু। বাল্যকালে ধরিলে ভাস্কর,
লঙ্ঘিবে সাগর, এ নহে দুষ্কর কথা!
কপিকুলে রাখ কীর্ত্তি বীর।

হনু। যা কর হে দূর্ব্বাদলশ্যাম,
লয়ে নাম লঙ্ঘিব সাগর,
অদূরে পর্ব্বত,
লাফ দিব পর্ব্বত হইতে।

সকলে। জয় রাম!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

সাগর।

(সাগর ও সাগর-পত্নী)

সাগ-পত্নী। প্রাণনাথ! বল হে সত্বর,
কেন জলবাস কাঁপে থরথরি আজি?
ঘোর শব্দে শব্দিত আকাশ,
যেন প্রবল পবন বহে;
জলচর কেহ নহে স্থির।
কুম্ভকর্ণ যেই দিন দিল আসি হানা,
কাঁপিল এ জলাগার।
সলিল ত্যজিয়ে পলাইল তিমি বেগে,
শূন্য কৈল রত্নের ভাণ্ডার;
আজি বুঝি জাগরণ তার?
সেই বা আসিছে পুনঃ রত্ন লুটিতে;
পলাইয়া চল সুরপুরে,
নহে
দুর্গতি হইবে বড় রাক্ষসের হাতে।

সাগর। প্রিয়ে!
কুম্ভকর্ণে নাহি ডরি আর,
শূন্যে চলে রামদূত সীতার উদ্দেশে,
রুদ্র-অবতার শূর, পবন-ঔরসে।
চলে বীর পবন-গমনে,
প্রবল পবন তাহে বহে,
শব্দে স্তব্ধ ত্রিভুবন,
দুর্ দুর্ কম্পে তিন পুর।
পুরন্দর পাঠাইল সুরসা নাগিনী,
বুঝিতে হনুর বল।
ছলিবারে সুরসা পাতিল ছল,
হীনবল হেরিলে তাহারে,
নাগিনী করিত পার;
রামনাম সহায় তাহার,
বীর-অবতার,
সে ছলিল ফণিনীরে;
যোজন ব্যাপিয়া
বদন বিস্তারি অহি চাহিল গ্রাসিতে,
নেউল প্রমাণ
বাহিরিল কর্ণপথে হনু।
রামদূতে আশ্রয় দানিতে,
প্রেরিনু মৈনাকে আমি;
অঙ্গুলীর ভরে অধীর শিখর,
পাকে পাকে ঘুরিয়া পড়িল,
সলিল কাঁপিল তাহে।
সিংহিকা রাক্ষসী, ডরে তারে
সাগরে দিলাম স্থান;
বলবান্ বধিয়াছে তারে,
তাই পুনঃ জলধি কাঁপিল।
তরঙ্গ-বাহনে
চল যাই, হেরি রামদূতে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—•—

লঙ্কাদ্বার।

(অলক্ষিতে উগ্রচণ্ডা)

(দুইজন সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ)

১ম-সৈ। বুঝিতে না পারি,
অলক্ষণ এ সকল!

২য়-সৈ। শরতের রাতি
অকস্মাৎ বহে ঝড়, ঘেরে মেঘমালা।

১ম-সৈ। হেন বাত্যা দেখেছ কি কভু আর?
বিংশতি সহস্র বর্ষ পারি গণিবারে,
জ্ঞানোদয় যবে হতে;
কভু খসে নাই লঙ্কার দেউলচূড়া।
অকস্মাৎ
পূর্ব্বে একদিন পড়েছিল লঙ্কাদ্বার;
শুনেছি গণন, সেও অলক্ষণ,
শৈব মোরা হরধনু হল ক্ষয়;
শিবের প্রসাদে উগ্রচণ্ডা মাতা,
লঙ্কার প্রহরী চিরদিন;
সেই দিন জলেছিল অগ্নি ভালে তাঁর,
লঙ্কায় দেখিল সবে।
ক্রোধে ভীমা উঠিল গর্জ্জিয়া,

গর্ভপাত হ'ল কত,
কিন্তু খসে নাই লঙ্কার স্বুবর্ণচূড়া।
মানবী যে দিন রাজা আনিল হরিয়ে,
গর্জ্জিল ভীষণ,
পড়িল লঙ্কার দ্বার,
ঘোর বাত্যা বহিল সে দিন ;
কিন্তু তবু চূড়া নাহি খসে।
আজি তৃতীয় গর্জ্জন,
কহি শুন, অলক্ষণ এ সকলি ;
দেখ বহ্নি দূরে,
দাবানল-দীপ্তি যথা শৃঙ্গধর-শিরে,
জ্বলে অগ্নি ভীমার ললাটে।
কালি হতে না আসিব আর,
আছে সতর্ক প্রহরী,
অধ্যক্ষের ভ্রমণে কি ফল।

২য় সৈ। যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ এ কথা শুনিলে,
বধিত তোমার প্রাণ।

[সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয়ের প্রস্থান।

(হনুমানের প্রবেশ)

হনূ। সুন্দর নগরী, সুরক্ষিত পুরী ;
এ কি দিগম্বরী ভৈরবী প্রহরী হেরি!
চরণ-কমলে শত সৌদামিনী-ছটা,
জলদজাল জিনি ধূমল বরণ-ঘটা।
নরকর-কিঙ্কিণী, রণ উন্মাদিনী,
মুক্ত কেশজাল, কাল করাল।
রসনা লক্ লক্, বহ্নি ধবক্ ধবক্ ভাল ;
নর-শির শোভিত, গল-বিলম্বিত,
নরশির-মাল।
মহেশমোহিনী, করুণা কুরু তারা,
দীন-দয়াময়ী, দুখিত তাপহরা,
দীন পদাশ্রয় মাগে।

উগ্র। মা ভৈ মা ভৈ!
চিনেছি রে রামদূত তোরে!
আজি লঙ্কা তোর, যাই নিজ ধামে।

হনূ। মাতঃ! কোথা রামের বনিতা?

উগ্র। অশোক-কাননে।
বহু দিন ত্যজিছি কৈলাসপুরী।

[উগ্রচণ্ডা ও হনুমানের প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক।

অশোক-কানন।

(সীতা ও চেড়ীগণ উপবিষ্ট।)

(ত্রিজটার প্রবেশ)

ত্রিজ। বুঝেছি বেগোড় তখন,
লঙ্কাতে নর আন্‌লে যখন,
দেখেছি স্বপন খারাপ,
গা কাঁটা দেয়, বাপ বাপ বাপ!
পেট আমার উঠছে ফুলে,
আয় লো তোরা বলি ফেলে,
হাঁড়িঝি চণ্ডী মেনে,
দেব খানিক সিঁদুর কিনে ;
ওলো, বলবো কি লো মস্ত খেড়ে,
লাফিয়ে এল ভেড়ের ভেড়ে!

১ম চে। ও লো, আয় লো সবাই,
স্বপন শুনতে যাই।

২য় চে। মনের কথা রইল মনে,
ভাল লাগে না ছাই!

[ত্রিজটা ও চেড়ীগণের প্রস্থান।

সীতা। কোথা রাম কমললোচন,
রহে কি না রহে প্রাণ!
কেমনে হে দাসীরে রয়েছ ভুলে?
বুঝি এ জনমে দেখা না হইবে আর,
আছে প্রাণ আশাপথ চেয়ে!
আহা, আমা বিনা অধীর শ্রীরাম,
শান্ত কে-বা করে তাঁরে ;
অরিপুরে কে আনিবে সমাচার,
রাম আমার কেমন বঞ্চেন বনে!
নিত্য ফোটে নভঃস্থলে তারকা-মণ্ডল,
দণ্ডককাননে যথা,
মনে মনে কহি কত কথা,
নাহি বুঝে ব্যথা,
না দেয় উত্তর তারা।
কাণ পাতি অনিল চলিলে,
কিছু যদি বলে মোরে ;
বিহঙ্গিনী গাইলে সুধাই,
উত্তর না পাই,

কোথা রাম, কোথা রাম আমার!
দিবা-নিশি চৰ্ম্মৰ্ষ্টি তাড়নে,
কত দিন রবে প্রাণ,
শোকানলে কত দিন জীব?
বুঝি রামে না হেরিব আর!

(সরমার প্রবেশ)

সরমা। আহা, অধীরা পিঞ্জরে বিহঙ্গিনী!
চন্দ্রাননি! না কর রোদন,
চিরদিন সম নাহি যায়।
সুধাও হৃদয়ে তব,
কহে কি না কহে,
পাবে পুনঃ রাম গুণধাম।

সীতা। এস এস সরমা সুন্দরি!
প্রাণ ধরি চাহিয়া তোমার মুখ।
হায় লো সজনি,
মরীচিকা সম আশা মম;
সাগরের পারে,
কে করিবে মোর অন্বেষণ?

সরমা। প্রেমবলে সাগর লঙ্ঘন,
নহে কথা, বিধুমুখি!
শুনেছি পতির মুখে মোর,
বিষ্ণু-অবতার রাম,
রাক্ষস নাশিতে অবনীতে অবতার।
চিন্তা কর দূর,
ত্রিপুরারি সতীর রক্ষক।
আজ অমঙ্গল হইল বড়,
ভাঙ্গিল দেউল-চূড়া,
নিরর্থ এ নহে সুলোচনে,
বুঝি আসিছে রাবণ,
যাই, পুনঃ আসিব ফিরিয়ে।

[সরমার প্রস্থান।

(রাবণের প্রবেশ)

রাব। শত জন্ম তপস্বীর বেশে,
অনায়াসে ভ্রমি বনে,
সীতা যদি হয় মম,
এ বৈভব দিই বিসর্জ্জন,
অন্য নারী নাহি হেরি;
সকলি অসার,
সীতা যদি না হয় আমার।
হে সুন্দরি, কর কৃপা কাতর কিঙ্করে!
যায় প্রাণ,
কত কি দিব প্রমাণ,
কিসে তব হইবে প্রত্যয়?
যে অবধি তোমারে হেরেছি,
হয়েছি আপন-হারা;
অনাহারে অনিদ্রায় যায় দিন,
প্রাণ-দানে চাহি প্রেম-দান।

সীতা। লঙ্কেশ্বর!
শুনি তুমি ভুবন-ঈশ্বর,
বীর্য্যবান্ ভুবন-বিদিত,
অনুচিত রমণীপীড়ন তব।
কীর্ত্তি তব ঘুষিবে জগতে,
দেহ পাঠাইয়া যথা প্রাণনাথ মোর।

রাব। বল বীর্য্য যাক্ রসাতলে,
কীর্ত্তি নাশ হোক্ মোর,
ধর্ম্মকর্ম্ম ঘুচুক সকল,
প্রেম-আশে পদতলে লঙ্কার রাবণ;
চন্দ্রাননি, দেখ লো বদন তুলে!
ক্ষুদ্র রাম, আছ তার আশে,
কেমনে সে আসিবে সাগর-পারে?
কিন্তু যদি দৈববিড়ম্বনে,
আসে হেথা তোর রাম;
রামের সমরে যদি নাহি রহে প্রাণ,
মনে মনে মানিব প্রবোধ,
মরি আমি তোর তরে—
কিসের সংসার,
স্বর্ণলঙ্কা দিব ছারখার,
প্রসন্ন-নয়নে না চাহিলে চন্দ্রাননি!

সীতা। সূর্য্যদেব!
তব বংশে কুলবধূ আমি,
জরাগ্রস্ত কর মোরে,
কুবচন শুনিতে না পারি আর!

রাব। আপনি কাঁদিবে,
আর না কহিবে কথা!
দেখেছিলে দণ্ডক-কাননে,
নহে বহু দিন গত,
হের নাই সেই কান্তি মম?
চাহ লো সুন্দরি, যদি নাহি কর দয়া,
নারী হয়ে প্রাণবধে নাহি ডর?

কাতর কিঙ্কর,
কর কৃপা ওহে কৃশোদরি!

সীতা। কোথা রাম, কোথায় লক্ষ্মণ,
কুভাষে হে দুরন্ত রাক্ষসে,
রক্ষা কর আসি হেথা,
সিংহের বনিতা, শৃগালের অভিলাষ;
প্রাণনাশ না হয় কি হেতু?

রাব। বিফল বৈভব,
বিফল এ মধুর যামিনী!
কঠিন সংগ্রাম,
মনোরথ কভু কি পূরিবে?
হাসি পায় নল-কুবরের শাপে!
নহে রম্ভা বারাঙ্গনা,
বলে দেহ করিব হরণ;
প্রাণ প্রয়োজন,
প্রাণ দিয়ে চাহি প্রাণ।
একমনে দলিতে চরণে,
নাহি জানে চাহে কে বা?
নবভাব নিত্য শশিমুখে,
অধোমুখে কেন কাঁদ আর?
—চলে যায় নয়নের শূল।

[রাবণের প্রস্থান।

সীতা। কোথা প্রভু কমললোচন!
অদর্শনে রবে না জীবন,
এরূপে বা যাবে কত দিন?

(হনুমানের প্রবেশ)

হনু। সাধ্বী সতী রামের রমণী!
নিরুদ্দেশ পতি,
তবু পতিপদে চির-আশ;
পরবাস, পরের পীড়ন নাহি গণে।
যদি রামপদে থাকে মতি,
উদ্ধারিব সতী,
উদ্ধারিব কমলারে অতল হইতে।
ছিনু পঞ্চ কপি মোরা ঋষ্যমূকে,
শীর্ণ তনু সবে মৌন দুঃখে;
ফিরে ধানুকী কাননচারী।
বনবানরে আদরে কোলে নিল,
অরি সংহারি সুগ্রীবে রাজ্য দিল;
কোথা পাইব জানকী ভারি?

সীতা। শীঘ্র বল, রক্ষঃ-ছল নহে ইহা?

হনু। রামদাস, নেহার জননি!
হনুমান্ নাম মম,
লঙ্ঘি পারাবার, আসিয়াছি তব অন্বেষণে।
যদি মাতা না হয় প্রত্যয়,
হের এই নিদর্শন—(অঙ্গুরী প্রদান।)

সীতা। কোথা মোর কমললোচন?
কহ কহ রামের সংবাদ!

হনু। মাতঃ! অরিপুরী,
উচ্চভাষে নাহি কহ।
দীননাথ, বিরহে মলিন,
সীতা ধ্যানে, সীতা জ্ঞান।

সীতা। বাছা, পুত্রহীনা, পুত্র তুই মোর;
রণে বনে পার্ব্বতী রাখিবে তোরে,
মোর বরে হওরে অমর;
কহ বাছা, কেমনে রে পাইব নিস্তার?

হনু। গেছে বহু দিন, অল্প দিন আছে আর;
নিদর্শন দেহ মা জানকি,
দিব লয়ে শ্রীরামের কাছে,
বার্ত্তা পেলে আসিবে কটক।

সীতা। যাও বাছা, বিঘ্ন নাশ হোক্ তোর!
লহ এই নিদর্শন—(মণি প্রদান।)

হনু। রহ নিশ্চিন্ত জননি,
স্বর্ণ-লঙ্কা শীঘ্র হবে খার।
সুগ্রীবের সেনা, গণনা না হয় তার;
শীঘ্র আসি বেড়িবে চৌদিকে।
মাতঃ! ভক্ষ্যদ্রব্য আছে না কি কিছু?

সীতা। হায়, বৎস!
অরিপুরে কি কোথা পাইব?
রক্ষদ্রব্য স্পর্শ নাহি করি;
কালি ফল হেথা সরমা আনিল,
লও যদি হয় মন। (আম্রপ্রদান)

হনু। ক্ষুধার্ত্ত মা পুত্র তোর,
রাক্ষসের ফলে নাহি দোষ;
দে মা, যেতে হবে সাগরের পার।

[ফল লইয়া হনুমানের প্রস্থান।

সীতা। কত কথা ভাবিনু বলিব,
সকলি ভুলিনু,
রামদূত গেল চলি;
আসিবে অসংখ্য সেনা!

আছে বড় বড় বীর লঙ্কাপুরে,
ভস্ম হবে শ্রীরামের বাণে ;
কিন্তু হায় দুস্তর সাগর,
কেমনে তরিবে রাম ?
নিস্তারিণি, নিস্তার কর মা তারা,
কাঁদিতে না পারি আর !
আছি মা গো চেয়ে পা দুখানি ।
দুরিতবারিণি, আশা পূর্ণ কর মোর,
এ দুরাশা পূরিবে কি মা আমার,
রামে পুনঃ পাব দেখা ?

(হনুমানের পুনঃপ্রবেশ)

হনু। মাতা অপূর্ব্ব এ ফল !
আরো না কি আছে কিছু ?
চেড়ীগুলো কোথা রাখে ফল ?

সীতা। আছে ফল অমৃত-কাননে ;
রক্ষা করে সতর্ক প্রহরী।

হনু। কি বল, কি বল মাতা ?
অমৃত-কানন,
কোন্ দিকে বল গো জননি ?

সীতা। বাছা !
অমৃতকাননে যাইতে ক'র না সাধ,
বিবাদ বাধিবে,
কার্য্য নষ্ট হবে তোর।

হনু। কহ মাতা কোন্ দিকে ?
বিবাদ কি করি,
গোটা দুই লব কুড়াইয়া,
জিজ্ঞাসায় নাহি প্রয়োজন,
অমৃতকানন খুঁজিয়া লইব আমি ;
চোর সম কি হেতু আসিব যাব ?
এ লঙ্কা আমার,
উগ্রচণ্ডা দেছে মোরে,
আহা, এখানে অমৃত-বন !

সীতা। বলো হনুমান্,
আছে প্রাণ চরণ দেখিতে !

হনু। ভুলে যাব অধিক শুনিলে,
প্রাণ আছে অমৃতকাননে।

[হনুমানের প্রস্থান।

সীতা। হায় আসিলো দুরন্ত চেড়ীগণে ;
কাঁদিতে না দিবে আর ;
লুকাইয়ে করি গে রোদন।

(চেড়ীগণের প্রবেশ)

মিশ্র—দাদ্‌রা।

দুটী সাধ রইল মনে,
একটী যাব ঈশেন কোণে,
আন্‌বো মাসীর পড়া মিশি।
আর একটী রইলো ব্যথা,
পূরবে যবে তবে কথা,
পেলে পর মনের মতন,
ঝিরিবিলি পালি নিশি।
থাকি সই রাত-উপসী,
কই নে বেণী, একলা বসি ;
চলে যাই দেশ-বিদেশে,
নে যায় যদি কেউ বিদেশী।

১ম-চে। কোথা গেল সীতা ?

২-চে। খোঁজ খোঁজ, মরে না বালাই !

১ম-চে। ও মা,
এখানে লুকিয়ে বসে কাঁদিচেন ;
দেখ ছুঁড়ি ! ভজ রাজায়,
নইলে যাবি এক ঘায়।

সীতা। কোথা রাম কমললোচন,
মরি নাথ রাক্ষসীর হাতে !
হা মাতঃ কৈকেয়ি,
রঘুবধু কি দশায় দেখ গো আসিয়ে।

(ত্রিজটার প্রবেশ)

ত্রিজ। ও লো সর্ব্বনাশ হলো,
ও লো সর্ব্বনাশ হলো ;
ও লো অক্ষয়কুমার ম'লো,
ও লো অক্ষয়কুমার ম'লো।

সকলে। কি বল, কি বল,
ডাক ছেড়ে কাঁদি গে চল,
ডাক ছেড়ে কাঁদি গে চল।

[সীতা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সীতা। এ কি,
অকস্মাৎ হাহাকার রব চারিদিকে !
ঘোর সিংহনাদে চলে রণে রক্ষঃ-সেনা,
সুগ্রীব-কটক আসে কি বেড়িতে পুরী ?

(সরমার প্রবেশ)

সর। শুন শুন জনকনন্দিনি !
আসিয়াছে বানর দুর্জ্জয়,

কহে রামদাস, হনূমান্ নাম তার ;
ভাঙ্গিয়াছে অমৃতকানন,
অগণন রাক্ষস সংহার,
করিয়াছে মহাশূর ;
পড়িয়াছে অক্ষয়কুমার রণে !
এস দেবি!
চেড়ীগণে গেছে সবে মন্দোদরী-পুরে,
লয়ে যাই মমাগারে ;
কাঁদে রাণী পুত্র-শোকে।

সীতা। যথা যাই তথা হাহাকার !

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

রাবণ ও সভাসদ্‌গণ।

রাবণ। স্বপ্ন সম হয় অনুমান,
পড়িয়াছে অক্ষয়কুমার !
পঞ্চানন আপনি কি কপিরূপে ?
হতমান দেখি একে একে ;
ভগিনীর নাসিকা-ছেদন,
পড়ে দূষণ ত্রিশিরা খর,
মায়াধর-মারীচ বিনাশ।
আজি মহাত্রাস লঙ্কাপুরে,
বনপশু প্রকাশে বিক্রম একা ;
যোঝে রণে ইন্দ্রজিৎ,
এতক্ষণ জয়বার্ত্তা নাহি শুনি !
কামরূপী কে এল এ কপিবেশে ?
আপনি যাইব রণে,—

(ইন্দ্রজিতের প্রবেশ)

ইন্দ্র। পিতঃ বহুশ্রমে বাঁধিয়াছি দুর্জ্জয় বানরে,
পিতঃ, তব চরণপ্রসাদে,
করিয়াছি অনেক সংগ্রাম,
কভু জীবন সংশয়
হয় নাই মোর রণে ;
আজি পশুর বিক্রমে
মানিলাম পরাজয়,
শিক্ষাগুণে বেঁধেছি বানরে ;
ব্রহ্মমন্ত্রে ব্রহ্ম-অস্ত্র এড়ি,
বন্দী করিয়াছি অরি।
স্বর্গপুরে ভুবে ছিল বাণ,
প্রাণভয়ে এড়ি নাম কপির সমরে ;
বদ্ধ বীর ব্রহ্ম-অস্ত্র নাগপাশে।
কি কহিব বিক্রম তাহার,
পর্ব্বত-শিখর ছাড়ে শূর অনায়াসে,
গ্রাসে রণে অগ্নিময় বাণ,
না হয় সন্ধান কোথা হতে যুঝে বলী ;
গগন ছাইয়ে
বরষিল পর্ব্বত পাষাণ তরু।

(হনূমান্‌কে লইয়া সকলের প্রবেশ)

রাবণ। সত্য পুত্র, বীর-অবতার ;
বীরের ব্যবহার
করিব উহার সাথে ;
ছেড়ে দিব সত্য যদি বলে।

(হনূমানের প্রতি)

বুঝিলাম বীর তুমি,
কিন্তু এবে বন্দী মম,
কহ সত্য,
কোন্ প্রয়োজনে আসিলে এ লঙ্কাপুরে ?

হনূ। লঙ্কেশ্বর !
বন্দী আছি রামের চরণে,
বন্দী আর নহে কার।
রাম-দাস, সুগ্রীবের অনুচর,
নাম হনূমান্,
আসিয়াছি সীতা-অন্বেষণে।

রাব। ভাল রামদাস !
ফিরে যাবে দেশে,
হেন আশা কর তুমি।

হনূ। অল্প ক্ষতি করেছি তোমার ;
আর কিছু রাক্ষস-সংহার
আছে সাধ মনে মনে।

রাবণ। মনসাধ রবে মনে মনে !
শীঘ্র ধর দুরাচারে।

বিভী। মহাশয়,
দূত-বধ উচিত না হয়।

রাবণ। যুক্তি রাখ বিভীষণ,
অলক্ষণ গাহিতেছ বহুদিন

ইন্দ্র। পিতঃ!
অঙ্গে নাহি কপির সংহার,
অস্ত্র নাহি পিন্ধে গায়।
রাব। ভাল,
অগ্নি জ্বাল,পোড়াও বানরে।
[হনুমানকে লইয়া সকলের প্রস্থান।
(মন্দোদরীর প্রবেশ)
মন্দো। প্রাণনাথ, এত মনে ছিল হে তোমার!
কোথা কুমার আমার?
দেখ নাথ, নহে আশ্চর্য্য ঘটন,
নর-কপি-সংমিলন;
অগ্নিশিখা আনিয়াছ ঘরে,
জলিবে সকল পুরী!
(দূতের প্রবেশ)
দূত। পাশ-মুক্ত হয়েছে বানর,
অগ্নি দেয় ঘরে ঘরে।
রাব। কি বলিস্! বধিব কপির প্রাণ।
[রাবণের প্রস্থান।
(সূর্পণখার প্রবেশ)
সূর্প। ও গো, আমায় নিয়ে মরে লো,
আমায় নিয়ে মরে;
আগে আগুন দেছে আমার ঘরে লো,
আগে আগুন দেছে আমার ঘরে।
মন্দো। লো কালসাপিনি,
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আগুন জ্বালিলি তুই।
[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

অশোক-কানন।
(সরমা ও সীতা)
সর। ব'স দেবি অশোক-কাননে,
অগ্নি দিবে ঘরে ঘরে।
শুন, অগ্নি গর্জ্জে ঘোর-নাদে,
উগ্রচণ্ডা-জিহ্বা সম,
উঠে শিখা লক্ লক্
ধূমাকার!
প্রলয়ের ঘন যেন উঠিয়াছে আকাশে!
দেখি কে বা ভস্ম পুরে—
[সরমার প্রস্থান।
সীতা। অগ্নিদেব, রক্ষা কর রামদাসে।
পবিত্র পাবক!
সীতাবাক্য মিথ্যা নাহি কর;
ভিক্ষা দেহ কপির জীবন।
নিস্তারিণি, নিস্তার মা হনুমানে!
(হনুমানের প্রবেশ)
হনু। মাতঃ, রণজয়ী পুত্র তোর আজি,
দিছি অগ্নি প্রতি ঘরে ঘরে।
যাব এবে সাগর লঙ্ঘিয়ে,
আশীর্ব্বাদ কর মাতা।
সীতা। ধন্য ধন্য তুমি মহাবীর!
বাছা ব'ল রামে দেখিলে যেমন;
ব'ল দেবর লক্ষ্মণে,
কাঁদে সীতা অশোক-কাননে।
সুগ্রীব রাজারে জানাও মিনতি মোর,
অন্য বীরগণে ব'ল,
কাঁদে অনাথিনী নারী।
হনু। মাতঃ, প্রণাম চরণে।
[হনুমানের প্রস্থান।
সীতা। দেখি কত দূর যায় রামদূত।
[সীতার প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক

(ব্যোমচর।)
(পঞ্চম—ত্রিতালী)
ব্যোম—
ঘোর রোলে চলে, রুদ্র কপীশ্বর;
উথলে সাগর, কম্পিত ধরাধর।
মেঘে মিলায় কায়, পবন-গগনে ধায়,
রাম-দূতে নমঃ, প্রহরী ব্যোমচর।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

—*—

পর্ব্বত।

(রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, জাম্বুবান, নল নীল ইত্যাদি)

রাম। শুন মিত্র,
মিলায় আতপ-তাপে জানকী আমার,
এতদিনে সে নিধি হয়েছে বিধি :
ছার প্রাণ আর না রাখিব!
ভাই রে লক্ষ্মণ,
অনলে কি তাপ এ অধিক!

সুগ্রী। প্রধান সামন্ত সবে গিয়েছে দক্ষিণে,
তব কার্য্যে দৃঢ় হনূমান্,
অবশ্য আনিবে প্রভু সীতার বারতা।

রাম। মিছা মিত্র! প্রবোধ আমারে,
এল কপি ভুবন ভ্রমিয়া,
সীতা না পাইল দেখা,
এত দিন জানকী ত্যজেছে প্রাণ।

(নেপথ্যে—জয় রাম)

লক্ষ্ম। মহানাদে আসে সেনাগণে,
আনিয়াছে সীতার সংবাদ।

(হনূমানের প্রবেশ)

হনূ। জয় রাম!
লহ নিদর্শন রঘুনাথ।

রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ, জানকীর মণি এই,
হা সীতা!

লক্ষ্ম। কহ হনূমান্!
জীবিত কি মাতা?

হনূ। নিরাপদে অশোককাননে
মলিনা রাঘব বিনা।

লক্ষ্ম। বীর, দেহ আলিঙ্গন তুমি মোরে,
আজি হতে সহোদর তুমি মম।
ধন্য ধর রামদাস নাম।

হনূ। প্রভু, নফর তোমার।

রাম। হনূমান, আয় কোলে!
নাহি রত্ন কি দিব তোমারে।

হনূ। ধন্য এ বানর-দেহ!
রেখ প্রভু শ্রীচরণে।

সুগ্রী। হনূমান্,
ভার তব হয়নি পূরণ;
তোমার প্রসাদে সত্যে আমি ভব পার।
চল সবে সাগরের কূলে,
আজই যাব লঙ্কাপুরে।

সকলে। জয় রাম!

যবনিকা-পতন

হীরক-জুবিলী

নাট্যোলিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।	স্ত্রী।
রাজা।	নাগরিকাগণ।
বণিক।	গ্রাম্য-স্ত্রী।
নট।	নাপতিনী।
পুরোহিত।	ফুলওয়ালী।
কৃষক।	চুটকিওয়ালী।
বঙ্গবাসী।	মিসিওয়ালী।
মাতাল।	পানওয়ালী।
মুটে।	বন্দিনীগণ।
দ্বীপান্তর-প্রত্যাবৃত্ত পুরুষ।	দ্বীপান্তর-প্রত্যাবৃত্তা স্ত্রী।

নাগরিকগণ, চারণগণ, উড়িয়াগণ, সাড়ীওয়ালা, বইওয়ালা, বরফওয়ালা, ছুরি কাঁচিওয়ালা, ঔষধ-বিক্রেতা, তেলওয়ালা, সাবানওয়ালা, খবরের কাগজওয়ালা ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিজয় তোরণ।

নাগরিক ও নাগরিকাগণের প্রবেশ।

মঙ্গল-গীতি।

রাণীকুল-রাজরাণী তুমি মা জননী।
করুণা বিভায় দীপ্ত মুকুটের মণি॥
পুতলি খেলার ছলে,
শিখেছ মা বাল্যকালে,
প্রেমময়ী পালিতে গো নন্দননন্দিনী॥
স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাস,
করিতেছে সুপ্রকাশ,
তোমার মার্জ্জনা গুণ ও মা বরাননী।
ওয়েলিংটন লৌহ-হৃদি,
বিগলিত তদবধি,
দণ্ড-আজ্ঞা নিতে যবে আইল সেনানী
যোদ্ধা বধ-আজ্ঞা চায়,
উথলিত করুণায়,
লিখিল মার্জ্জনা-আজ্ঞা সুবর্ণ-লেখনী॥
পেয়ে মা গো অধিকার,
বলেছিলে বারবার,
ধরিব ধরার ভার কেমনে রমণী।
দুস্তর সংসার ঘোরে,
প্রজাগণ সকাতরে,
তুলিবে গগন-ভেদি হাহাকার ধ্বনি।
বালিকা মুকুট ধরি,
প্রজার মঙ্গল স্মরি,
ঝরিল করুণা-বারি কমলনয়নী॥

মঙ্গল কামনা করি,
মঙ্গলা ভুবনেশ্বরী,
শান্তি-নিকেতন তব সাগর ধরণী।
কভু পিতা করে রোষ,
মাতৃ-পদে নাহি দোষ,
অকৃতী সন্তানে মাতা চির-হাস্যাননী॥
অকৃতী এ বঙ্গবাসী,
তা'ই চির অভিলাষী,
কাল-স্রোতে রহে মাতৃ জীবন-তরণী।
মাতৃ-রাজ্যে সূর্য্য প্রায়,
নাহি যেন অস্ত যায়,
ভিক্টোরিয়া যশঃ-প্রভা জিনি দিনমণি॥

[নাগরিকাগণের প্রস্থান।

(জনৈক মাতালের প্রবেশ)

মাতাল। হ্যাঁ বাবা, তোমাদের দলেরই জিত হলো বুঝি?

১ম-নাগ। জিত কি?

মাতাল। তোমরা তো কবির দলের দোয়ার?

১ম নাগ। এ কি বলে!

মাতাল। কেন বাবা আমায় ভাঁড়াচ্ছ? আমার খুড়োরো পাঁচালীর দল ছিল।

২য়-নাগ। এ একটা মাতাল।

মাতাল। হ্যাঁ বাবা, একটু খেয়ে থাকি, তা বাবা, তোমরা না খেয়ে কিসের স্ফুর্ত্তি কচ্ছো? কবির দলেরও দোয়ার নও, অথচ রাস্তায় চিতেন ধরেছ, ব্যাপারটা কি বল দেখি? আমি তো বলি মেয়ে-কবি।

৩য়-নাগ। সে কি, তুমি কিছু জান না? মহারাণী ষাট বৎসর সাম্রাজ্যেশ্বরী হয়েছেন, তাঁরই উৎসব।

মাতাল। হ্যাঁ বাবা, মনে পড়েছে, একটা নতুন পরব উঠেছে, আজ আপিসে ছুটী দিয়েছে বাবা, এই হীরামণি পরব না কি বাবা? বড় খোঙারি হয়েছে, মেজাজটা ঠিক করতে পাচ্ছি না।

৩য় নাগ। ঐ যে তোমায় বল্লুম, মহারাণীর ষাট বৎসর রাজ্য হলো।

মাতাল। আচ্ছা, এ পরব তো বছর বছর চল্‌বে?

১ম-নাগ। আরে তুমিও যেমন, মাতালের সঙ্গে কি বক্‌ছো?

৩য়-নাগ। কেন হে, আজ মহোৎসব, সকলেই আমোদ করুক।

২য় নাগ। কিসের মহোৎসব, তা তো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, বল্লে চাঁদা দিতে চাঁদা দিলুম, গাইতে বল্লে—গাচ্ছি।

৩য়-নাগ। কি হে, তুমি এমন কথা মুখে আন! ভারত-সন্তান ব'লে পরিচয় দাও, আর মাতৃ রাজ্যে বাস করছো, অতুল সুখসম্ভোগ করছো, তাঁর রাজ্য ষাট বৎসর পূর্ণ হলো, এতে বল্‌ছো, কিসের উৎসব?

মাতাল। না, এদের পাঁচালীর দল, এ ছড়া কাটাচ্ছে, বেশ ভাই।

৩য়-নাগ। চুপ করে রইলে যে? উত্তর করছো না?

২য়-নাগ। ভাই, নগদি কিছু পাই তো বুঝি, কিছু খেলায়ৎ পেলুম, বক্‌সিস পেলুম, না হয় একটা ট্যাক্স উঠে গেল, তা নইলে উত্তর কি দেব বল?

২য়-নাগ। ভাই, রাগ করো না, স্বার্থপর হ'য়েই আপনার সর্ব্বনাশ আমরা কচ্ছি, নচেৎ আমরা কি সুখেই না থাক্‌তে পারতুম; এই ভারতবর্ষে যারা বলিষ্ঠ, তারাই আমাদের বাঙ্গালী বলে ঘৃণা করেছে, এখনও ঘৃণা করে; কিন্তু দুর্ব্বল বলে আমরা মাতৃরাজ্যে কি আদর না পেয়েছি। যখন কোম্পানীর রাজ্য, তখনও মাতৃরাজ্য. তাঁরা মহারাণীর দাস ছিলেন; কিন্তু তাঁরা মহা যত্নে রাণীর দীন প্রজাদের পালন করেছেন। মনে করে দেখ, বাঙ্গালী ডাক্তার হ'বে বলে যখন মড়া চিরতে রাজি হলো, তার সম্মানের জন্য কেল্লা থেকে তোপ হয়েছিল। মহাত্মা রাণীর কর্ম্মচারী সকল কত যত্নে শিক্ষা দিয়েছেন, তা স্মরণ করে দেখ; যখন অবোধ সিপাই ভ্রম বশতঃ বিবি বালক

হত্যা করেছিল ; তখন ইংরেজেরা উন্মত্ত হয়ে প্রতিশোধ নিয়েছিল, তথাপি বাঙ্গালার প্রতি অসীম দয়া প্রকাশ করেছিল। কানপুরের নানা বালক হত্যা দেখে যখন ক্রোধান্ধ, তখন যে বাড়ীতে (Calcutta Babus) "কেল্‌কাটা বাবুস্" লেখা ছিল, সে বাড়ীতে ইংরেজ সৈন্য প্রবেশ করেনি ; অনেক বিদ্রোহী সেই সব বাড়ীতে লুকিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছে। মহারাণীর দয়া দেখ, তিনি ভারতের ভার বিদ্রোহের পর প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করলেন ; তাঁর অভিপ্রায় যে, স্বয়ং প্রজার ভার গ্রহণ করেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, অবশ্যই তাঁর কালো ছেলের প্রতি অত্যাচার হয়েছে, এই জন্যই তিনি স্বয়ং ভার গ্রহণ করেছিলেন ; ঘোষণা দেন যে, সাদা কালো প্রভেদ থাকবে না।

২য়-নাগ। আচ্ছা ভাই, কি করতে হবে বল ?

মাতাল। ওহে, ছড়া কাটিয়ে, ছড়া কাটিয়ে, ঠাকুরুন বিবয় তো হলো, এখন একটা বিরহের ছড়া কাটাও। দেখ বাবা, বড় খোঁয়ারি হয়েছে, বল্‌তে পার যদি নেশাটা ভাঙ্‌টা করি, রাস্তায় গড়াগড়ি দিই, তা হলে পাহারাওয়ালা ধরবে না তো শুনেছি, না সত্যি কি ?

৩য়-নাগ। না, তুমি আজ প্রাণ ভ'রে আমোদ কর।

মাতাল। বাহবা বাহবা কি মজা, বছর বছর এই পরব হ'বে তো বাবা ?

৩য়-নাগ। বছর বছর কেন ?

মাতাল। কেন বাবা, এ বচ্ছর ষাট বচ্ছর রাজ্য হলো, আর বছর বেটের কোলে একষট্টি বচ্ছর হ'বে, এক বছর বাড়লো, ডেড়্‌দিন পরব হওয়া উচিত, ফিরে বছর দু'দিন, এম্‌নি বছর বছর পরব বেড়ে যা'ক।

২য়-নাগ। শোন হে তোমার ইয়ার কি বলছে।

মাতাল। কেন বাবা, কি বেঠিক বলছি বল ? রাণী বেঁচে থাকুন আর রাজ্য করতে থাকুন, আর রোজ রোজ পরব হোক ; আর আমি জয় ভিক্টোরিয়ার জয় বলে ঢক্ ঢক্ ক'রে তাঁর হেল্‌থো খাই।

৩য় নাগ। এস, আমরাও বলি সকলে জয় ভিক্টোরিয়ার জয়।

সকলে। জয় ভিক্টোরিয়ার জয়।

৩য়-নাগ। হ্যাঁ হে, তুমি না বল যে, সাদা কালো প্রভেদ আছে ? কিন্তু এই উপযুক্ত সময়, আজ এস, আমরা জগৎকে দেখাই, যদিচ আমরা বিজিত, কিন্তু রাজভক্তিতে আমরা তাঁর শ্বেত সন্তান অপেক্ষা ন্যূন নই। সমস্ত সভ্য জাতির সম্মুখে প্রকাশ করি যে, আমরা ভারত-সন্তান ; আমরা দিল্লীশ্বরকে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো" বলে ডাক্‌তেম। যে মানীকে মান দেয়, সে আপনার পরিচয় দেয় যে, সে নিজে মহামানী। মহামানী রাজরাণী, যাঁকে সমস্ত সভ্য স্বাধীন রাজাগণ সম্মান করেন, তাঁকে সম্মান করবার আজ সুযোগ পেয়েছ, এমন সুযোগ আর কখনও হয়নি, এ সুযোগ আর পাবে কি না, তা জানিনে। এস সকলে মিলে মহোৎসব করি, ভারতের উপযুক্ত মহারাণীর মহাপূজা করি।

চিরদিন গর্ব্ব তব ভারত-সন্তান।
রাজভক্ত নাহি কেহ তোমার সমান ॥
উদয় হে শুভদিন,
রাজা প্রজা ধনী দীন,
একপ্রাণ একতান কর জয় গান।
দেবীপূজা কর, রাখ ভারতের মান॥

মাতাল। বাবা, একটা টপ্পা ধর।

৩য়-নাগ। প্রাচীন বচন শুনি আছে পূর্ব্বাপর।
বলিতে দিল্লীশ্বরে জগত-ঈশ্বর ॥
জননী রমণী মণি,
অতুলনা যাঁরে গণি,
প্রীতি উপহারে পূজে শ্রেষ্ঠ নরবর।
ভারতে সে মহাপূজা হোক শ্রেষ্ঠতর ॥

মাতাল। বাবা, ছাড় ছাড়, একটা গান ধর।

৩য়-নাগ। সূর্য্য অস্ত নাহি যায় অধিকারে যাঁর
প্রবল শাসন মানে ভীম পারাবার ॥
নানা দেশে নানা ভাষে,
যাঁর গুণ গান ভাষে,

যাঁহার গৌরব সম চন্দ্র পূর্ণিমার।
তাঁরই গানে হোক ধন্য ভাষা বাঙ্গালার॥

মাতাল। দোহাই বাবা বিরহ গাও।

৩য়-নাগ। করুণা প্রতিমা বামা শান্তির আধার।
রাণীগুণ নারীগুণ একত্রে বিহার॥
মঙ্গলা মঙ্গলময়ী,
প্রেমময়ী বিশ্বজয়ী,
অরি-মুখে ন্যায়-গুণ যাঁহার প্রচার।
সসাগরা ধরা ভরে শান্তির আগার॥

মাতাল। ক্ষমা দাও চাঁদ ক্ষমা দাও, সুর ফেরাও।

৩য়-নাগ। শ্বেতাঙ্গ-সমান হ'তে সাধ য'ার মনে।
এস হই সমতুল ভক্তি প্রদর্শনে॥
সাদা কালো ভেদ আর,
নাহি হেরে ত্রিসংসার,
ভ্রাতৃভাবে এস সবে উৎসব মিলনে।
ভিক্টোরিয়া জয়-ধ্বনি উঠুক গগনে॥

[নাগরিকগণের প্রস্থান।

মাতাল। ছি ইয়ার পালিয়ে গেলে? বিরহ গাইলে না বটে, কিন্তু খুব আমোদ করে চলেছে। আজ কি পরব বলে গেল, ভ্যালা মোর বাপ রে মনে পড়েছে, আজ ছুটী। নতুন পরবটার নাম মনে আস্‌ছে না, কি হীরে—হীরে—হীরেই বটে বাবা; পরব তো নয় যেন হীরেবুলবুলী পাখী। আর বল না দুর্গোৎসবের উপর না? দেখ না পাহারাওয়ালা ধর্‌বে না, দেদার খাও। ঐ যে আমোদ করতে করতে একদল মাতাল আস্‌ছে, আসুক বাবা, দলে মিশে যা'ব।

(কতকগুলি উড়ে গান করিতে করিতে প্রবেশ)

উড়েগণ। গীত।

সেমতি আউ কি হেবে,সেমতি আউ কি হেবে।
এমতি হেবে কেবে, এমতি হেবে কেবে।
এ ধেইতা, এ ধেইতা, এ থু॥
মজা কিড়ি কিড়ি ভাত খাউচি,
গ্যাস জাড়ি কিড়ি টকা পাউচি,

১। মু সর্দ্দাড় বেহাড়া—
২। মু চপরাসী—
৩। মু বাট খুঁদিছি—
৪। মু জড় আনুছি—

করুচি মেমো কঁধা, পিন্থুচি মুগা সদা, এ ধেইতা, এ ধেইতা, এ থু,—
চলুছি বলুছি হাই হাই হাই, ইয়া,—
উড়াকা বলবে কেই,
ডকিব পয়াড়াওলা নলীস ঠুসি দেইবে।
এ ধেইতা, এ ধেইতা, এ থু।

১ম উড়ে। হঃ সন্দাড় রাণীটা মোচ রাখুচি?

স-উড়ে। মোচ রাখুচি, একি বাঙ্গাড়ী? মুখ সফারাখুচি।

১ম উড়ে।. ঝুটা রাখুচি?

স-উড়ে। ঝুটা রাখুবিনি, থরকাটি কিড়ি ঝুটা রাখুচি।

১ম-উড়ে। ভাত খাউচি?

স-উড়ে। হ; পকাড়।

১ম উড়ে। মুড় দিউচি?

স-উড়ে। মুড় দিবিনি, ততুড় দিউচি, মুড় দিউচি, সিঙ্গিমাচড় ঝোড় দিউচি।

১ম উড়ে। দুধ খাউচি?

স-উড়ে। দুধ খাউবিনি, ডেড় ছটাক।

১ম উড়ে। তের মাখুচি?

স-উড়ে। তেড় মাখিবিনি, হিলিদ্রা পিসি কিড়ি।

১ম-উড়ে। পনিকি চাপিছি?

স-উড়ে। কঁধা কে করিবে? পনিকি চাপিবাকু এ্যাঠি আসিবে।

১ম উড়ে। হঃ রাণীটা বড়া ভলা রাণীটা, মু কঁধা কুরিব।

সকলে। কঁধা করিব, কঁধা করিব, জয় রাণী ভিটীকিড়িয়াকু জয়।

মাতাল। একি বাবা উড়ে ব্যাটারা মদ ধরেছে নাকি, হুঁ মদ ধরেছেই বটে; এইবার ব্যাটারা মানুষের মত হ'বে, আর তো বাবা ইয়ার কারুকে দ্যাখ্‌ছি না, এই ব্যাটাদের সঙ্গেই ইয়ারকি দিই। উড়ে চাঁদ, উড়ে চাঁদ, মদ ধরেছ বাবা; বেশ করেছ, বেশ করেছ।

স-উড়ে। কঁড় কৌছুন্তি বাবু? মু কঁধা করিবিনি, আজ্ঞ পরব, জুম্বুবাড়ী।

মাতাল। হ্যাঁ তো বাবা, আজ পরবই তো বাবা, তা এস না এক গেলাস মদ খাই গে।

সকলে। আরে থু থু থু।

মাতাল। আহা, এসনা হে এস না, এক গেলাস খাবে এস না।

স-উড়ে। বাবু মুখ সাবাড় কিড়ি কিড়ি বাত বলিস্মু, বাবু অছিতু ঘরকু অছি, মু উড়া অছি, উড়া অছি, রাণীর হুকুম, তু যেমতি মু তেমতি।

মাতাল। হাঁ বাবা ঢং রাখনা বাবা, আমি কি বুঝতে পাচ্ছিনে, ভোর রাত্তিরে মদ টেনেছ।

স-উড়ে। দেখিব, তু আমকো জানিতে নেই হায়, দোই কোম্পানী বাহাদুর মাতাড় আউছি, মাতাড় আউছি।

মাতাল। ধর শালাদের ধর শালাদের!

স-উড়ে। বাপ্পল, বাপ্পল, পড়াওলা পড়াওলা।

[উড়েগণের প্রস্থান।

(জনৈক মুটে ও চুটকিওয়ালীর গান করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত।

মুটে—অইছে নয়া পরব বিবিজান।

চুটকিওয়ালী—তাইতে তো মুঞে তুলে দিইছি তোরে ছাঁচি পান।

উভয়ে—চল্ চল্ গাঙের ধারে যাই,
চ্যানির খাবা জলে ফ্যালে আঁজলা দুই খাই,

মুটে—কিবল জিল্‌পি লেবা;

চুটকিওয়ালী—তুমি খাবা আমায় দেবা,

উভয়ে—শাণের ঘাটে ঠ্যাস মেরে চল্ দিতি থাকি হুকায় টান॥

মাতাল। উঃ! মুটে ব্যাটা ভারী ইয়ারকি করছে আমি কাছে ঘেঁষলেই কি জানি বাবা উড়ে ব্যাটাদের মতন সরে পড়বে, তফাৎ থেকে একটু ইয়ারকি দেখি, চক্ষু জুড়ুক।

চুটকিওয়ালী। হ্যাদে রাণীটারে দ্যাখছিস্?

মুটে। হঃ দ্যাখছিনি, মুই লাট সাহেবের গরে মোট বইতিছি!

চুটকিওয়ালী। তবে যে শুনছি, সে বেলাতে থাহে?

মুটে। বেলাত আর কোনে, লাট সাহেবের গর দেহেছিস্?

চুটকিওয়ালী। চেতলায় কাঁটা কর্‌তি যাইয়ে একবার দেহেলাম।

মুটে। ঐ গম্বুজটা দেহেছিস্? উরির তলে বেলাত।

চুটকিওয়ালী। হ্যাদে রাণীটা কি কর্‌তে থাহে?

মুটে। কি করে শুনবি? হাঁ করে বসি থাহে, আর মাথার উপর তেলের জালা চলি-তিছে, আর দুজন পর্‌মিটের মুটে চ্যানির গাদা মুঞে ঠাস্‌তেছে।

চুটকিওয়ালী। আর খাতিছে?

মুটে। গঁক গঁক গিলতিছে।

চুটকিওয়ালী। জিলপি খাতিছে!

মুটে। জিলপি খাবে, তোর মত ছোট লোক পেয়েছিস্? নাকের মধ্যে গুঁজতিছে, আর সামনে ভাসা তেলে লুচি ভাস্‌তিছে তাকিয়ে তাকিয়ে দ্যাখতিছে, আর দু সুমুন্দী বামুন ছাঁকতিছে, বলতিছে নগদা মুটেদের দাও; আর নগদা মুটেরা মোট মোট লুচি গরে আন্‌তিছে।

চুটকিওয়ালী। আহা এমন রাণীটে মুই দ্যাখ-লাম না রে, মনে বড় খ্যাদ রইলো!

মাতাল। আরে বাহবা বাহবা, ক্যাবাৎ হায়, রাস্তায় নৈলে ইয়ারকি, পদী বেটীকে বলি তা শুনবে না।

মুটে। হ্যাদে চল চল, মাতাল অইয়ে সুমুন্দী সরকার আস্‌তিছে, এহনি মোট বইতে বলবে, আজ ঝুবিলি পরব, মোট বইবে কেডা?

[মুটে ও চুটকিওয়ালীর প্রস্থান।

মাতাল। আহে, শোন না, শোন না, পালাও কেন? মেড়ি যাসনে,যাসনে,মাথা খাস।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নগরস্থ ভবন—অন্তঃপুর।

(নাগরিকাগণ ও গ্রাম্য স্ত্রীর প্রবেশ)

নাগরিকাগণ। গীত।

মরি মুকুট পরি মায়ের কোলে তেম্নি কুমারী।
কুটীরে কুটীরে ফেরে দুখহারী কে নারী॥
ধরে পতির গলা, প্রেমে বিহ্বলা,
ঘরণী ঘরের আলো এ শশিকলা;
পতিপ্রাণা উপাসনা পতি হৃদি-বিহারী॥
বুকের ছেলে দেয় পতির কোলে,
প্রেমময়ী জননী ঐ রাণীকে বলে;
শেখে অবোধ শিশু দয়ার খেলা মায়ের
বদন নেহারি।
যে হিঁদুর মেয়ের বিধবা বে দাও,
চাও চাও বারেক দেখে যাও,
দেখ পতির ধ্যানে ধরার রাণী বুক বেয়ে
বহে বারি॥

১ম-নাগরিকা। হাঁ৷ দিদি, শুনেছি, বাদ্‌শাজাদী যেন হিঁদুর মেয়ে।

২য়-না। হিঁদুর মেয়ের বাড়া, তা নৈলে কি রাজলক্ষ্মী অচলা থাকেন?

১ম-না। তুই তাঁর কথা কিছু বল্ না ভাই।

২য়-না। আমি বল্‌ছি, কিন্তু তোরা ভক্তি করে শোন্, তাঁর কথা বল্‌লেও ফল, শুনলেও ফল। এখনকার মেয়েরা সব মেম হতে চান, আরে বেহায়া—বাদ্‌শাজাদী কি মেম নন, মেম যদি হবি, তাঁর মতন হ।

১ম-না। তিনি বড় ভাল না?

২য়-না। ভাল বলে ভাল, লক্ষ্মী অংশে জন্ম, ছেলেবেলা মা'র মুখে শুনেছিলেন সত্যি কথা কইতে হয়, সেই অবধি তাঁর মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা কখনও বেরোয় নি। তাঁর মা একদিন তাঁর গুরুমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হ্যাঁগা ভিক্টোরিয়া কি আজ দুরন্তপনা করেছে, তা তাঁর গুরুমা বল্লেন যে, একবার দুরন্তপনা করেছে; তিনি বল্লেন না গুরুমা আমি তো দু'বার দুরন্তপনা করেছি।

গ্রাম্য-স্ত্রী। হ্যাঁগা বল্‌লে গা? তা'র মা মাগী ঠোনা দিলে না?

২য়-না। না, না, শোন না, কত আদর করলে।

গ্রাম্য-স্ত্রী। হ্যাঁগা, তাঁর মা ভাল গিন্নী ছিলেন, না? মায়ের গুণেই তো ছেলে মিছে শেখে।

২য়-না। মিথ্যা নয়, তিনি যে রাণী হবেন, তাঁরে কেউ বলে নি, তাঁর যখন বার বচ্ছর বয়েস, তখন তিনি শুনলেন; কিন্তু এমনি ধীর বুদ্ধি নারায়ণ দিয়েছেন যে, তিনি বুঝ্‌লেন রাণীর যেমন ঐশ্বর্য্য, তেম্‌নি শক্ত কাজ, সকলের উপর প্রজারক্ষার ভার ভারী শক্ত।

গ্রা-স্ত্রী। আহা, যা বল্‌লে মা, আমার কোলে কর্‌তে সাধ হচ্ছে।

১ম-না। হ্যাঁগা, কত বছরে রাণী হলেন?

২য়-না। উনিশ বছরে, তিনি ঘুমুচ্ছেন, তাঁকে ডেকে তুল্‌লে। যখন শুনলেন তিনি রাণী হবেন, তখন তিনি সজল-নয়নে তাঁর পুরোহিতকে বল্‌লেন যে, মশাই, আমার জন্য পূজা অর্চ্চনা করুন, এই মহাভার যেন আমি বইতে পারি। তাঁরা ভগবান্‌কে ডাক্‌লেন, ভগবান্‌ও শুনেছেন, নইলে এমন সুখের রাজ্য হয়?

গ্রা-স্ত্রী। দেখেছ, ঠেকার হলো না, আর আমাদের গ্রামীর মা'র জামাই একটা ডিপ্‌টী হয়েছে, গ্রামীর আর অহঙ্কারে ভূঁয়ে পা পড়্‌ছে না, আর ইনি রাজ্যি পেলেন গা, বল কি?

৩য়-না। একা লক্ষ্মীর অংশে কেন বল্‌ছো দিদি? লক্ষ্মী সরস্বতী দু'জনেরই অংশে।

গ্রা-স্ত্রী। হাঁ৷ গা, রাণী হয়ে দান ধ্যান কিছু করেন নে?

২য়-না। সামান্য দান তো তিনি চিরদিনই করেন, কুটীরে কুটীরে ফেরেন, রুগীর বিছানায় বসেন, দরিদ্রের চক্ষের জল মুছান, কিন্তু রাণী হয়ে তাঁর প্রথম দান জীবন-দান। তাঁর সেনাপতি কোন একজন দোষীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা সই করাতে আসেন, রাণী জিজ্ঞাসা করেন এ কি! সেনাপতি

উত্তর করলেন যে, এই দুর্ব্বৃত্তির প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত, মহারাণী আজ্ঞা দিন। রাণী আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, প্রাণদণ্ড! সে কি! এ ব্যক্তির কি কোনই গুণ নাই? সেনাপতি বল্লেন, সামাজিক সৌজন্য আছে শুনতে পাই, কিন্তু অপর কোন গুণ নাই। রাণী তাইতে বলেন, সামাজিক-সৌজন্য এ মহৎ গুণ, তৎক্ষণাৎ সুবর্ণলেখনী স্বর্ণ অক্ষরে দণ্ডাজ্ঞার উপর মার্জ্জনা আজ্ঞা অঙ্কিত কল্লেন। এরূপ শত শত জীবন দান, অশিক্ষিত জাতিকে বিদ্যাদান, পৃথিবীকে শান্তি দান, মহারাণীর নিত্য-ক্রিয়া।

৩য়-না। হাঁ দিদি, তাঁর বে হলো কার সঙ্গে? নামটা কি শুনেছিলুম ভুলে গেছি।

২য়-না। জার্ম্মানির একজন রাজপুত্রের সঙ্গে, তাঁর নাম আলবার্ট।

গ্রা-স্ত্রী। তা সে রাজপুত্র দেশে নিয়ে গেল?

২য়-না। না, না, সে রাজপুত্রই তাঁর দেশে রইলেন। তিনি একজন জমীদারের মতন বই তো নয়, রাণীর মতন তো অত বড় রাজা ছিলেন না।

গ্রা-স্ত্রী। বুঝেছি, ঘর-জামায়ে রইলো—না? হাঁগা, তবে তাঁর স্বামীকে তো হেনস্তা করেন নি?

২য়-না। না, না, পতিপ্রাণা স্বামী অন্ত-প্রাণ। আর স্বামীও তেম্নি রূপে গুণে।

গ্রা-স্ত্রী। এখনকার মেয়ে হলে স্বামীকে গোলামের মতন করতো; অমনিতেই তো বিবিদের ভূঁএ পা পড়ে না, তার পর যিনি বাপের বিষয় আনেন, তিনি তো কাণে ধরে উঠান আর বসান, একলা শুতে পারেন না বলে ঘরের ভেতর জায়গা দেন।

১ম-না। হাঁ দিদি, দু'জনে খুব ভাব হয়েছিল?

২য়-না। যেন হরগৌরী; একত্রে বেড়াতেন, একত্রে গান করতেন, ছবি আঁকতেন, উনি বই পড়ে ওঁকে শুনাতেন, তিনি বই পড়ে ওঁকে শুনাতেন।

১ম-না। হাঁগা, রাণীর ছেলে মেয়ে ক'টী?

২য়-না। রাণীর ধনে পুত্র লক্ষ্মীলাভ; ছেলেতে মেয়েতে নয়টী, পাঁচটী মেয়ে আর চারটী ছেলে। রাণীর মা যেমন তাঁকে মানুষ করেছিলেন—তেম্নি করে তিনি আর তাঁর স্বামী ছেলে মানুষ করেছিলেন।

গ্রা-স্ত্রী। মায়ে বাপে না দেখ্‌লে কি ছেলে মানুষ হয়?

১ম-না। হাঁগা, এঁর স্বামী আজও বেঁচে আছেন?

২য়-না। না দিদি, ভগবান্ রাজা পজা ভাল-লোকের মাথায়ই বজ্রাঘাত করেন! তিনি বিধবা, কিন্তু তাঁর মতন বৈধব্য-আচার কেউ কখন দেখেনি; যদিচ তিনি রাজ-কার্য্য করতেন কিন্তু বহুদিন কোন উৎসবে আস্‌তেন না; প্রজারা অনেক কেঁদে কেটে আবার তাঁরে সে অবস্থা ত্যাগ করিয়েছে।

গ্রা-স্ত্রী। আর এখনকার মিন্‌ষেগুলো বলে কি না হিঁদুর বিধবার বে দাও।

৩য়-না। আচ্ছা ভাই, তিনি তো আমাদের দেশে কখনও আসেন নি, তবু না কি শুনেছি, তিনি আমাদের দেশের কথা বেশ জানেন।

২য়-না। জানেন বই কি, তাঁর আমাদের প্রতি বড় মায়া, আমাদের হিন্দুস্থানী অস্ত্রধারী তাঁর শরীর-রক্ষক। রাজরাণী হয়ে পরিশ্রম ক'রে আমাদের ভাষা শিখেছেন, তাঁর প্রিয় রাজপ্রাসাদের একটী মহল ভারতবর্ষের ছবি, ভারতবর্ষের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সাজান। এই দেশেরই এক জন কারিকর গিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে, সেখানে একটীও বিলিতী জিনিস নাই।

গ্রা-স্ত্রী। হাঁগা সত্যি? ও মা দেখ, আর আমাদের বাবুদের বৈঠকখানায় সব বিলিতী সাজ-সরঞ্জাম; ঠাকুর-দেবতার ছবি রাখ, ও মা তা নয়, দেখেও শেখেন না গা!

৩য়-না। বাদ্‌শাজাদী আমাদের সকলের মা। এস ভাই, আমরা সকলে জগৎ-মাতার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি অক্ষয় অমর হয়ে রাজত্ব করুন। মা'র চেয়ে স্নেহময়ী কেউ নাই, সকলে মা'র রাজ্যে সুখে বাস করি। আমরা হিন্দু মা'র পূজা বড়

ভালবাসি, তাই আমাদের অদৃষ্টে ভগবান্ রাণীর রাজ্য দিয়েছেন।

(পুরোহিত, নাপতিনী, সাড়ীওয়ালা ও মিসিওয়ালীর প্রবেশ)

গীত।

পুরোহিত—নতুনং পরবং চমৎকার নতুনং ঢং পূজার।
নাপতিনী—আয় লো দিদি পরুবে আল্তার বাহার॥
সাড়ীওয়ালা—নয়া সাড়ী কাপড়,
মিসিওয়ালী—নয়া মিসি লেবে গো মিসি বড়া জবর;
সকলে—খুব গুলজার; খুব গুলজার॥
পুরোহিত—পূজাং কল্লে নতুনং হবে কল্যাণং রবে যৌবনং,
নাপতিনী—পরুবে আল্তা দিলে পায়, সোণা উথলে পড়বে গায়,
সাড়ীওয়ালা—নয়া সাড়ী কাপড়ে, মিন্সেরে বাঁধবি ঘরে,
মিসিওয়ালী—নিলে নতুন মিসি ফুটবে মধুর হাসি,
সকলে—পরব মজাদার, মজাদার॥

পুরোহিত। তোমরা কে গো কে গো, গোল করো না, পূজার সময় ব'য়ে গেল, সর সর সর।
নাপতিনী। কে রে ড্যাক্‌রা বামুন? এ নতুন আল্তা শীগগির শীগগির পর।
সাড়ীওয়ালা। দেখেন মাঠাকৃরুণ, বড় জবর সাড়ীকাপড় মাঠাকৃরুণ।
মিসিওয়ালী। মিসি লে মিসি লে মিসিওয়ালী দাঁড়াবে না, চল দেবে।
সকলে। আরে সর সর সর সর।

(সকলে টানাটানি)

পুরোহিত। আরে না কর টানাটানি, না কর টানাটানি।
২য়-না। পুরুত ঠাকুর এস পূজা করবো।
১ম-না। নাপতিনী আয় আল্তা পরবো।
৩য়-না। আয় নতুন সাড়ী নেব।
গ্রা-স্ত্রী। আয় লো মিসি দাঁতে দেবো।
সকলে। জয় জয় ভিক্‌টোরিয়ার জয়।

[নাগরিকাত্রয় ও গ্রাম্য স্ত্রীর প্রস্থান।

মিসিওয়ালী—তুসে দোস্তি মেরি ম্যায় তুঝে পছানি।
সাড়ীওয়ালা—নাপ্‌তিনী কেন্নিয়া কাজ কি তোর সাথে,
তোর নয়না দুটী বেজেছে আঁতে;
নাপতিনী—মুখপোড়া কি বল্‌ছে শোন,
আমায় এমন বলে কেন,
ওর সাড়ী কি ছুঁই গো আমি নবীন নাপতিনী॥
পুরোহিত—হবে জানাজানি,
মিসিওয়ালী—নাহি কর বেইমানী;
সাড়ীওয়ালা—আরে এস জানি,
নাপতিনী—করবে কাণাকাণি,
সকলে—দেরেনা তা দেরেনা নাদেম্ দের্ দেব্ দানি তোম্ দেরেদানি॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—কেরাণী বারিকের সম্মুখস্থ রাস্তা।

(চারণগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

চারণগণ। গীত।

জয় স্তম্ভিত সাগর, নতশির ভূধর,
প্রবল প্রভাব বিভা-শালিনী গো।
জয় নলিনী-নয়না বামা, করুণা নিরুপমা,
শান্তি-প্রতিমা প্রেমমালিনী গো॥
জয় উন্নত অবনত, ইঙ্গিতে নৃপ কত,
সত্য ন্যায় ব্রত ঈশ্বরী গো॥
জয় সুশীলা নন্দিনী, পতিপদ-বন্দিনী,
স্নেহময়ী জননী শুভঙ্করী গো॥
জয় বিদ্যা-বিধায়িনী, অন্ন-প্রদায়িনী,
মঙ্গল-বাদিনী দ্বন্দ্বহরা।
জয় হৃদয়-বিকাশিনী, সুমধুরভাষিণী,
মৃদু মৃদু হাসিনী বিম্বাধরা॥

[প্রস্থান।

(বইওয়ালার প্রবেশ)

বইওয়ালা। এক এক পয়সা—এক এক পয়সা।
খাঁটী গাওয়া নয়কো ভয়সা।
জুবিলীর বই, জুবিলীর বই,
ছড়ার ছড়ায় ফুটছে খই।
হীরে জুবিলীর ভারী ধুম,
কলু বৌয়ের হয়নি ঘুম।
রাণী করলেন রাজ্যিপাট,
গুণতিতে বছর বাট।
ভারত ভরা সুখের হাট,
চাক চমক চিকণ ঠাট।
গাদা গাদা সাধছে চাঁদা,
দিচ্ছে কালা খাচ্ছে সাদা।
যে জুবিলীর ভুঁই কম্প,
বুঝিয়ে দিতো লম্ফ ঝম্প।
বৌ ঠাক্‌রুণরা সব পয়সা ছাড়,
হেঁসেল ছেড়ে শুয়ে শুয়ে পড়।

[প্রস্থান।

(বরফওয়ালার প্রবেশ)

বরফওয়ালা। চাই জুবিলীর বরফ,
নাও গরম গরম কর পরব।
আছে পিপড়ের ঠ্যাং, শ্যাওলা, পানা,
শুকিয়ে গেছে বাদার খানা।
এ বরফ দিলে মুখে, টাক্‌রায় ঠেকে,
দেখ চেখে, বসো তাল ঠুকে।
যদি গালে দাও রুকে—
মেজাজ চড়বে, ঝুঁকি পুড়বে,
কেল্লার হবে তোপ;
চাই জুবিলীর বরফ, চাই জুবিলীর বরফ॥

[প্রস্থান।

(ছুরি-কাঁচিওয়ালার প্রবেশ)

ছুরি-কাঁচিওয়ালা। চাই জুবিলীর ছুরি-কাঁচি,
ধরবে মশা কাটবে মাছি।
মরবে ছারপোকার গুষ্টী,
থাক্‌বে না ভূত পেত্নীর দৃষ্টি।
হবে দিল্‌দরিয়া, দু-দিনে হিষ্টিরিয়া।
দাঁতে ঠেক্‌লে লাগবে দাঁতি,
ভাঙবে ঘরের দা আর জাঁতি।
তবু দাঁতি খোলে কি না খোলে।
তবে যদি নাকে দিস জুবিলীর কাঁচি,
হবে দুটো হাঁচি।
চাই জুবিলীর ছুরি কাঁচি।

[প্রস্থান।

(ফুলওয়ালীর প্রবেশ

গীত।

ফুলওয়ালী।—
চাই জুবিলীর বেল ফুল—আদা মূল।
ঘোড়া চড়ে টেনিস্ খেলে,
তাঁবুর ভেতর হুলস্থুল॥
ভুরভুরে গন্ধ, করবে পছন্দ,
যে বল্‌বে মন্দ,
তার দুটী চোখ হবে অন্ধ,
এ ফুল খোঁপায় দিয়ে,
দুজনে থাক মজগুল হ'য়ে,
কালো হবে সাদা চুল,
থাক্‌বে এ কুল ও কুল।
যে মাগী না নেবে সে ড্যাম ফুল॥
চাই জুবিলীর ফুল—আদা মূল।

[প্রস্থান।

(ঔষধবিক্রীওয়ালার প্রবেশ)

ঔষধবিক্রীওয়ালা;—
চাই জুবিলী জরান্তক বড়ী,
খেলে বুড়ী হবে ছুঁড়ী।
রুগীর উড়ুরি, আমার তেতলা বাড়ী,
ছড়ি ঘড়ি।
নে তাড়াতাড়ি, নৈলে হবে কাড়াকাড়ি।
আমি যেই তাই এ বড়ী অল্প দরে ছাড়ি॥
ঘটী বাটী বাঁধা দে, কলের বড়ী নে।
আর দৌড়াদৌড়ি নৈলে খাবি হাত ছড়ি॥

(তেলওয়ালার প্রবেশ)

তেলওয়ালা। জুবিলীর তেল, জুবিলীর তেল,
মাখলে পাবি আক্কেল।
কর্‌লে খোঁপার চাষ, ডিগবাজী দে
এম্‌ে পাশ।
মাথা হবে যেন লোহার ডাঁটা,
চুল বেরুবে কাঁটা কাঁটা।

লাগলে তেলের কস্, নাক ঝরবে টস্ টস্
মরবি চোঁক্ কাসে, নয় ঝুলবি ফাঁসে।
পরক করে দেখে নে, একটু নাকে দে।
দেখবি মামীর মার খেল,
নাও জুবিলীর তেল।

[প্রস্থান।

(সাবানওয়ালার প্রবেশ)

সাবানওয়ালা। চাই জুবিলীর সাবান,
যেন এগারো ইঞ্চি পান।
পঞ্চানন্দের পঞ্চবাণ।
মাথ চোখ কাণ বুজে, ডুব দাও ঘাড় গুঁজে
খুব সাবধান, যাবে একটা নাক কি কাণ।
শীগগির নে আর পাবিনে।
যদি বেঁচে যাস এ সাবান মেখে,
যমে তোর দেখা পাবে না ডেকে।
যদি মারে শাণে আছাড় শাণ ফেটে
হবে খান খান।

[প্রস্থান।

(কাগজওয়ালার প্রবেশ)

কাগজওয়ালা। বঙ্গ দর্প্প বঙ্গ দর্প্প
জুবিলীর বঙ্গ দর্প্প,
ফণাধরা চোঁড়া সর্প্প।
এক এক আদ্‌লা—এক এক আদলা,
কি গিরিঙ্গিা কিবে বাদলা।
আছে জুবিলীর ছবি,
এঁকেছেন উকীল কবি।
জবর জবর—খুব জরুরী খবর,
টুরকীতে বিউলো কুস্তি,
ক্যামেস্কাটকায় মেনির কবর।
আছে জুবিলীর হিন্দু ধর্ম্ম,
হেঙ্ক সাঁপের গুহ্য মর্ম্ম।
উঁচু মেজাজে থাকি,
এমন ছোটলোক নই
যে বাঙ্গলার খবর রাখি।
রাস্তায় কাদা কি ধূলো,
সম্পাদক মুড়ি দিয়ে শুলো।
ক্লাউঠার লেগেছে ধুম,
প্লেগের ওষুধ গরম গরম।
দেখ এ্যাডবার্টাইস্‌ম্যাণ্ট,
বিক্রী হাণ্ড্রেট পার্শেণ্ট।
ভাল ভাল আছে গাল,
যে কাগজ না নেয় সামাল সামাল।
রসিকগাটী মুড়ো ঝাঁটা,
আদ্‌লা ছাড়্‌নেলে বাধরে ল্যাঠা।

[প্রস্থান।

(খিলিওয়ালীর প্রবেশ ও গীত)

খিলিওয়ালী—চাই জুবলীর পানের খিলি।
এ খিলি খেলে কি বলি॥
ঠোঁট দুটী হবে টুকটুকে,
রাখবে চোখে চোখে,—
ভাগ্যিস তুই এলি, তাই এ খিলি পেলি।
দিইনি কারে, মনের কথা খুলে বলি॥

[প্রস্থান।

(পাহারাওয়ালা ও দ্বীপান্তর প্রত্যাবৃত্ত জনৈক পুরুষ ও স্ত্রীর প্রবেশ)

পাহা। আরে মিঞা, তোম কব আয়া?
পুরুষ। আরে ভাই, তোম্ তো ও বরষ কেলাপানি চালান দিয়া, আর বক্তের কথা বলবো কি, হুঁসিয়ার সাহেবডার পায়ে ধরেছি, তবুও রেহাই দিয়ে ছাড়ান দিলে!
স্ত্রী। বল্লাম মোরা যাব না, তা শুনলে না।
পাহা। আরে এ বিবি কোন্ মিঞা, এ বিবি কোন্?
পুরুষ। আরে পাহারোলা সাহেব, চিন্‌ছো না—ও মোর এক চালানি ছিল, খুনী আসামী। একডা চ্যাংড়ার গলায় ছিল চাঁদির চাকা, ছিনিয়ে নিয়ে দিছিল তারে কুয়ায় ধাকা। মোর খাজনা লুটের যে দিন মাম্‌লা হয়, সেদিন ও জাহাজ চড়বার হুকুম পায়। মোরা এক চালানি, এক জাহাজে গিয়েলাম।
পাহা। তোম্ লোককো ছোড় দিয়া কাহে?
স্ত্রী। মোরা এক জাহাজে গিয়েলাম, এক চালানি, দু'জনে খুব দোস্তি, মুই গিয়েলাম কড়ি কুড়ুতি।

পুরুষ। আর বক্কের কথা বলবো কি, —মুই মচ্ছি ধরতি গিয়েলাম, সাহেবডা জালিবোড ওল্টালো দেখলাম, দু'জনে সেতরে গে সাহেবডারে তোল্লাম, এই ছাড়ান পেলাম!

পাহা। তোমলোক আবি ক্যা করোগে?

স্ত্রী। কারুর পেড়কা উড়কী পাই, গদ্দানা টেপকে গহনা ছেনাব।

পুরুষ। মুই বাপ দাদার কাম করবো, খাজনা লুটবো।

স্ত্রী। পাহারোলা সাহেব, সকলে কুরতি করতিছে, তোমার কুরাত দ্যাখতিছিনি যে?

পাহা। আউর ক্যা শুনগে নানী, ঘুম ঘুমকে হায়রাণ হুয়া! চোট্টা লোক বোলে আজ কুওতিকা রোজ চুরি নেই করেগা, মাতোয়ালা পাকড়নেকো হুকুম নেই, ভাগুা নেই দেনে শেক্তা, মাতালকে ঘর পৌঁছান হোতা। বেবক্ত! বদবক্ত! আউর বখরা বখরি বাবুলোক সব বাগিচামে লেগিয়া কা কাজিহাউস লে যাগা ভাই!

পুরুষ। একটা কাম ঠ্যাউরেছি, মোরা দু'জনে চুরি করি, পাহারোলা সাহেব তোম পাকড়াও।

পাহা। বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা, তোমলোক এলেমদার হো।

গীত।

পুরুষ—ভাবিস্‌নে এক চাপানি, ফিরতি জাহাজ পৌছে দেবে।
স্ত্রী—দ্যাখ তুই ঠ্যাউরে মানে, এক সাথে কি মোদের লেবে॥
পাহা—ক্যা পরোয়া ওহি, হোগা ক্যা পরোয়া।
পুরুষ—মজাতে এ্যাণ্ডামানে, দু'জনে খাটব এ্যানে,
উভয়ে—রতি কি চাই এহানে ছারাণ দিলে করবো কি দ্যাখ দেখি;
ফিরতি মোদের দ্যাখবে যবে, সাহেবডা খুব জব্দ হবে, আর কি হবে আর কি হবে।

পাহা—তোমলোক এলেমদার হো আরে বাহবা বাহবা,
বেহেতর আচ্ছা হুয়া ক্যা পরোয়া॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—লণ্ডন—উইণ্ডসর ক্যাসেলের সম্মুখ।

(কল্পনায় লক্ষ্য করিতেছে, অনুভব করিতে হইবে)

(রাজা ও বন্দীগণের প্রবেশ)

বন্দীগণ। গীত।

জয় রাজ-রাজেশ্বরী কনক-আসনে।
ভক্তি উপহারে হের পূজে তোমায় নৃপগণে॥
বরাননী তব বরে, বসি সিংহাসনোপরে,
সাধ সদা অসি করে পূজি জীবন অর্পণে॥

রাজা। মা! আজ শুভদিনে সন্তানের কামনা পূর্ণ কর; বর দাও যেন অরির সম্মুখীন হয়ে তোমার কার্য্যে বুকের রক্ত দান করতে পারি। তুমিই মাথায় মুকুট পরিয়েছ, এ মস্তক তোমার; তোমার প্রয়োজনে দিব, এই একমাত্র হৃদয়ে উচ্চ বাসনা; মা, আশা পূর্ণ কর। কেন মা, দুর্গ নির্ম্মাণ? কেন এত বেতনভোগী গোরা সৈন্য? কেন অর্থব্যয়? চেয়ে দেখ, বলবান্ রাজভক্ত রাজপুত সন্তান দণ্ডায়মান, চেয়ে দেখ, রণব্রত রাজবৎসল শীক, মারহাট্টা, মুসলমান, মান্দ্রাজী, পার্শি অসি করে দণ্ডায়মান। দুর্গের প্রয়োজন নাই, আমরাই তোমার দৃঢ় প্রাচীর। তোমার শিক্ষা, তোমার নামে রণ-দীক্ষা; ভুবনে কে এমন অস্ত্রধারী আছে যে, এ প্রাচীর ভেদ করতে পারে? আমরা একতাহীন; কিন্তু তোমার নাম দৃঢ় একতাবন্ধন। যদি প্রয়োজন হয়, জগজ্জন দেখবে যে, ভারতে ভিক্টোরিয়ার অধিকার আক্রমণ বাতুলের স্বপ্ন মাত্র। মা! অস্ত্রধারী সন্তানের কামনা পূর্ণ কর, ভারতরক্ষার অধিকার দাও, জয় ভিক্টোরিয়া বলে প্রাণ দিই।

[সকলের প্রস্থান।

(বন্দিনীগণের প্রবেশ)

বন্দিনীগণ। গীত।

তব নন্দন বন্দিনী জননী।
বণিক প্রিয় তব, বণিক বৈভব,
নেহার উৎসব নেহার রতন-নয়নী॥
তব অধিকারে, নাহি ডর কারে,
সাগর ভূধরে কেহ নাহি বারে,
যথা তথা বসে বিপণি॥

(বণিকের প্রবেশ)

বণিক। বণিক-জননি! বণিকের মনোবাসনা পূর্ণ কর। নানাদেশী নানাভাষী ভারতে বাণিজ্যের মেলা করেছে, ভারত-অর্জ্জিত বাণিজ্যার্থে নানাদেশ ধনী,—কিন্তু সে বাণিজ্যের উপলক্ষ ভারত-সন্তান ভোগী নয়! বড় ভাইয়ের উন্নতি দেখে ছোট ভাইয়ের উচ্চ আশা হয়, সে উচ্চ আশা প্রশংসনীয়। সে মনোবাসনায় চালিত হ'য়ে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমরা প্রস্তুত করতে শিখি। মা! মনের দুঃখ আর কারে জানাব, ভারতে কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ অভাব! লবণ-সমুদ্র বেষ্টিত ভারত লবণের জন্য লিবার-পুরের ভিক্ষুক! যে ভারত-প্রস্তুত কাপড় পূর্ব্বতন জগদ্বিখ্যাত রোমে বিক্রয় হয়েছে, সেই ভারত এখন বিদেশের নিকট বস্ত্রের নিমিত্ত অধীন। ভারতেও মা তোমার ধন-ভাণ্ডার হোক; ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড উভয়ই তোমার, তবে ভারত কেন ধনী নয় মা! সভ্য জগৎ দেখুক যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আশ্রয়ে ভারতও সভ্য; সভ্য জগৎ শিখুক যে, কিরূপে তা'দের অধিকারের শিক্ষা দিতে হয়। সকলে ঈর্ষায় যেন ভারত-সন্তানের প্রতি দৃষ্টি করে। জয় ভিক্টোরিয়ার জয়! দীন ভারত যেন ধনী অপেক্ষাও ধনী হয়। ভিক্টোরিয়ার ভারত-ভাণ্ডার যেন সসাগরা ধরণীর রত্নে পরিপূর্ণ হয়। মা শিক্ষা দাও, বিস্তর পথ প্রস্তুত করেছ, নানা স্থানে গিয়ে তোমার গৌরব প্রদর্শন করি। জয় ভিক্টোরিয়ার জয়!

[বণিকের প্রস্থান।

বন্দিনীগণ। গীত।

লুণ্ঠিত পদতলে শ্যামলা মেদিনী।
প্রতিমা মোহিনী কমলা কামিনী॥
চাহ বিমলা সুজলা সুফলা কর মা ধরণী।
রাখ আনন্দে সন্তানে আমোদিনী॥

(কৃষকের প্রবেশ)

কৃষক। মা! শ্রমজীবী দীন প্রজার প্রতি চাও, আমরা উপায়বিহীন, অর্থহীন, দীন, আমাদের প্রতি করুণা কটাক্ষ কর! ভারতের শস্য ভারতে রাখ,—দেখ মা, জগতের শস্য-ভাণ্ডার ভারত আজ দুর্ভিক্ষ! অপর দেশের শস্য ভারতে আসছে, তবে আমাদের অর্দ্ধাশন হচ্ছে! দেখ মা, আমরা অন্নহীন, আমাদের আশ্রয়দাতা ভূম্যধিকারীরাও অর্থহীন, দীন, দৈন্য-দশায় পতিত! যাঁরা আমাদের সন্তানের ন্যায় পালন করতেন, তাঁরা বিব্রত! অন্ন-হীন, বস্ত্রহীন, বলহীন, উৎসাহহীন! আমাদের ন্যায় দীন সন্তান আর তোমার অধিকারে নাই। করুণাময়ি! করুণা কর, তোমার কমলা অংশে জন্ম, অকূল পাথারে ডুবে মরি, কৃপা করে উদ্ধার কর। জয় ভিক্টোরিয়ার জয়!

[কৃষকের প্রস্থান।

বন্দিনীগণ। গীত।

তোল ধরে মা হাতে।
চলতে শিখিনি চলি তোমার ছায়াতে॥
নামে তোমার শৃঙ্খল খসে,
করুণা হীনে পরশে,
বলহীন চিরদিন ভরসা রাখি তোমাতে॥

(বঙ্গবাসীর প্রবেশ)

বঙ্গবাসী। মা গো! তুমি ভাষা শিখিয়েছ, আধ আধ বলতে শিখেছি। তুমি রাজকার্য্য দিয়েছ, তোমার শিক্ষামত চালাচ্ছি; তুমি

মা বিস্তর দিয়েছ, উৎসাহ শিখিয়েছ, তুমিই সাহস দিয়ে কার্য্যে বসিয়েছ; করুণাময়ি, করুণা-বচনে প্রকাশ করেছ তোমার সাদা কালোয় ভেদ নাই; তাইতে আশা প্রবল হয়েছে। তোমার শ্বেত সন্তানের মত হবো, তোমার শ্বেত সন্তানের কার্য্য পাবো, তোমার শ্বেত সন্তানের সহিত মন্ত্রণাগৃহে বসে ভারতের উন্নতি সাধন করবো; তোমার শ্বেত সন্তানের পাশে পাশে অস্ত্রধারণ ক'রে রণক্ষেত্রে তোমার অরির সম্মুখীন হবো, হীন হয়েও বড় আশায় আশ্বাসিত হয়ে আছি। কার্য্যের ভার দিয়ে কার্য্য শিখিয়েছ, সেইরূপ উচ্চ হতে উচ্চতর কার্য্যের ভার দিয়ে,আমাদের কার্য্যশিক্ষার পথ খুলে দাও। জগতে জানে তোমার বাঙ্গালীর প্রতি বড় করুণা, জগৎ দেখুক যে, বাঙ্গালী নব অভ্যুদয়ে কত উন্নত। বালক সন্তান শত অপরাধে অপরাধী হয়, জননী মার্জ্জনা করে; জননী জানেন যে, বালক সন্তান মা ভিন্ন জানে না, বাঙ্গালীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা মহারাণী ভিন্ন জানে না, সত্য সত্য সত্য। বাঙ্গালী পিতা মাতার পুণ্যময় শ্রাদ্ধক্রিয়া করতে বসে আগে ভূস্বামীর নামে রাজ-ভাগ উৎসর্গ করে। মহারাণী বাঙ্গালীর একমাত্র ভরসা; নৈলে বাঙ্গালী অতি পীড়িত, বলিষ্ঠ-তাড়িত স্বল্পজীবী, ঘৃণ্য, লাঞ্ছিত, দীন! করুণাময়ি! করুণা কর, করুণা, ভাবে বড় আশা দিয়েছ, আশা পূর্ণ কর। জয় ভিক্টোরিয়ার জয়!

[বঙ্গবাসীর প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন।

জুবিলী—দৃশ্য।

রাজ-রাজেশ্বরী দর্শন।

(নটের প্রবেশ)

নট। মা, তোমার ভারতের নাট্যশালা দেখ। পুরাবৃত্ত পাঠে সংস্কৃত নাটক দৃষ্টে জানা যায় যে, একদিন ভারতে নাটকের মহা গৌরব ও অভিনয়ের বিশেষ আদর ছিল, কিন্তু আজ তোমারই সময়ে তোমারই রাজ্যাধিকারে নাটক ও নাট্যশালা পুনর্জীবিত। আজ এই হীরক-জুবিলীতে "তারা রঙ্গালয় বিহারী", দীন নটের আনন্দ-উপহার গ্রহণ কর।

বন্দিনীগণ। গীত।

সাধ করে মা করি তোমার গুণ গান।
ফিরি নেচে গেয়ে চেয়ে থাকি করুণা-মাখা বয়ান॥
থাকি সোণার স্বপনে,
কত আশা উঠে গো মনে,
থাকি গো সদাই মত্ত, ভ্রমি মা স্বর্গ মর্ত্ত্য,
হেরি মানব মনের মানস-নয়নে;
কেন বিভোর থাকি কে জানে,—
(আজ) জয় ভিক্টোরিয়া ধ্বনি উঠুক একতান॥

যবনিকা-পতন।

নসীরাম।

(গদ্যবাক্যমূলক নাটক)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

যোগেশনাথ — গৌড়াধিপতি।
অনাথনাথ — রাজকুমার।
কাপালিক — রাজার গুরু।
নসীরাম।
রাজমন্ত্রী।

সভাসদ্‌গণ, শম্ভুনাথ, ভূতনাথ, সৈন্যগণ, পাহাড়ী ও পাহাড়ীবালকগণ, শববাহক ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

বিরজা — চাতুরী-দীক্ষিতা বন্দীবালা।
মাধুলী — ঐ সহচরী।
সোণা — কাপালিকের ভৈরবী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

বৃক্ষতল।

(ভূতনাথ, শম্ভুনাথ, সৈনিকগণ।)

সকলে :— গীত।

রূপিয়া লুকিয়ে রেখেছ কোথা গা।
তুমি অমন করে শুঁড়ীর ঘরে পায়ে
ধরি আর যেও না॥
যে তোমায় ট্যাঁকে রাখে, সে তখন বেঁকে থাকে,
কে জানে হায় সদয় হও কাকে ;—
ছাড় দাগাবাজী, হও না রাজী,
ডাকছি এত ঘামাও গা॥

ভূত। আচ্ছা ভাই, আমরা এখানে বসে আমোদ করছি, রাজকুমার টের পেলে যে গর্দ্দানা নেবে।

শম্ভু। রাজকুমার এখন পিরীতে হাবুডুবু, আর একটু আমোদ করবো না? এত বড় লড়াইটে জিতে এলেম!

ভুত। না রে, মদের ওপর ভারী চটা।

খুদ। মদ কি! কারণ করবো না? আমরা স্বামীজীর চেলা, স্বামীজী যে সে নয়, রাজার গুরু।

ভুত। তুই শালা আবার চেলা কবে হলি?

খুদ। কেন, আমি যে সোনামণির সঙ্গে পিরীত করতে যেতুম; বেটী ঘেঁস্তে দিতো না।

ভুত। শালা, গুরুপত্নীর ওপর টাঁক!

খুদ। কেন রে শালা, ওতে দোষ কি? আমরা সব ভৈরব আর মেয়েমানুষ সব ভৈরবী। সোনামণি ভৈরবীর বাদশা।

ভুত। আর তুই শালা বুঝি ভৈরবের গোলাম?

খুদ। তুই শালা জানিস কি, তুই যদি আমায় উপযুক্ত করিস তো তোকে শিখাই। আমি মন্তরে সেক হবে যাব, সেদিন সোনা করবো, ধুলোপড়া দিয়ে মেয়েমানুষ বশ করবো। স্বামীজীর একটা কাজ করে দিলেই আমায় সব শিখিয়ে দেবে।

ভুত। আচ্ছা, আমার ভগ্নীকে বশ করে দিতে পারবি?

খুদ। এক ফুঁয়ে!

ভুত। ওরে নে, পাগলা শালা এদিকে আসছে। পালা পালা পালা। ও সব জায়গায় যায়, যদি কুমারকে বলে দেয়।

খুদ। হাঁরে হাঁ, পালা পালা—পালা!

[সকলের প্রস্থান।

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। ঐ যা, সব পালিয়ে গেল! তা আমি কি করবো বাবু; আহা, বেড়ে পালাল, আমি কদ্দিনে পালাব! পালাব বই কি, তুমিও যেমন, এখানেও থাকে! চোক বুজে দাড়াই, যে দিকে টেনে নে যায়, সেই দিকেই যাই,—সিদে চলে চল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(বিরজা ও মাধুরী।)

বিরজা। মাধুরী, তুমি দিন-রাত কাঁদ কেন? খাবার সময় তোমায় ডাকি, আজ তিন দিন তুমি আসছ না।

মাধুরী। সখি, শোন, যদি তুমি আমায় ভালবাস তো তোমার পরিচয় দিও না। রাজকুমার তোমায় ভালবাসে। তোমার রূপের ভয় নাই জানি, কুমার যদি শোনে, তুমি রাজকুমারী নও, তা হলে পাগল হবে।

বিরজা। সখি, এ অনুরোধ করো না, আমি অনেক চাতুরী করেছি, আর চাতুরী করবো না।

মাধুরী। দেখো, দেখো, সরল প্রাণে ব্যথা দিও না।

(গীত)

ব্যথা পাবে সরল প্রাণে ব্যথা দিও না।
ছি ছি সই শেল মেরে শেল বুকে নিও না॥
কেন লো করে যতন, এক মরণে মরবে দুজন,
না জান হায় কেমন তোমার মন;
মজিয়েছ আপনি মজে, আপনি ভেসে তায়
ভাসিও না॥

(অনাথনাথের প্রবেশ)

মাধুরী। এই যে কুমার আসছেন, আমি যাই।

অনাথ। কেমন আছেন?

[মাধুরীর প্রস্থান।

বিরজা। আপনি কেমন আছেন?

অনাথ। মনে করেন কি কথার কথা জিজ্ঞাসা করি?

বিরজা। আপনি মনে করেন কি কথার কথা জিজ্ঞাসা করি?

অনাথ। আমি ভাল আছি, আপনি কেমন আছেন বলুন?

বিরজা। আমিও আছি ভাল, বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে?

অনাথ। আপনি বলুন। একটী কথা আমায় বলবেন? রাজনিয়ম ঠেলে আপনাকে দেশে পাঠিয়ে দিতে পারি না, এ ভিন্ন অন্য কিছুতে আপনি সুখী হতে পারেন না? আমি তো আপনার সঙ্গে যেখানে থাকতেম, সুখী হতেম।

বিরজা। কুমার, কুণ্ঠিত হচ্চেন কেন? দেশে যেতে তো চাইনি।

অনাথ। আপনাকে কি একদিনও সুখী দেখব না?

বিরজা। আমি অসুখী, আপনাকে কে বল্লে?

অনাথ। শুন সুলোচনা জান না জান না,
যে বেদনা সহি নিশি-দিন।
কল্পনায় চিত্রি তব সুখের আবাস,
সঙ্গে সহচরী, নিত্য ভ্রম
যেই স্থানে করিয়াছ বাল্যখেলা।
হেরি চারিদিকে সহাস্য আনন।
ফোটে ফুল চুমিতে কেশদাম,
সৌরভ ছড়ায় তব কায় হতে লীন।
পাখী গায় তুষিতে তোমায়।
মনচক্ষে দেখি তুমি আনন্দে বিভোর।
তখনি হে কেঁদে ওঠে প্রাণ,
বলে হায়—
কোথায় এনেছি এই সরলা বালারে!
ভাবি কি দিয়ে ভুলাব,
কি আছে আমার, কোথা কিবা পাব,
জুড়াব ব্যথিত প্রাণ তব।
শোন সুবদনি! কহিতে সরম-কথা,
চুরি করে ধারা বয়ে যায় চোখে,
লাজে মুছি কেহ পাছে দেখে!
বল, জান যদি বল,
কিসে তোমায় ভুলায়ে করিব সুখী?
আমি বড় অভিলাষী,
ও অধরে হেরিতে আনন্দ হাসি।

বিরজা। আমি যা বলবো, তা করতে পারবেন?

অনাথ। যদি সাধ্য হয়, এই দণ্ডেই সমাধা করবো।

বিরজা। দোষীর দণ্ডবিধান করতে পারবেন?

অনাথ। কি! কেউ কি আপনাকে বিরক্ত করে?

বিরজা। না, আপনি বল্লেন যে, দিন দিন অনুসন্ধান করেছেন, কিসে আমি সুখী হব। যা এতদিন খুঁজে পাননি, এককথায় তা পাবেন কেমন করে? আমায় অনুগ্রহ করে বলুন, মগধের সহিত আপনাদের কিরূপ যুদ্ধ হয়েছিল?

অনাথ। যদি শোনবার ইচ্ছা হয়, সে কথা আমি পরে বলছি, আপনার কথা আগে বলুন।

বিরজা। এ কথার সঙ্গে সে কথা?

অনাথ। যুদ্ধবিবরণ আপনি তো সকলই জানেন। মগধসৈন্য মহা-প্রভাবশালী, দৈববিপাকে পরাজিত।

বিরজা। আচ্ছা, যখন গঙ্গাতীরে মগধসৈন্য আপনার বাহুবলে পরাজিত হয়, তখন আপনাদিগের উভয়ের অবস্থা কিরূপ?

অনাথ। সুন্দরি আমার বাহুবল নয়, জয়পরাজয় বিধাতার নির্ব্বন্ধ। সাহসবীর্য্যে মগধসৈন্য আদর্শস্বরূপ। সে সময়ে আমরা প্রবল হয়েছিলেম, পরদিন গড় আক্রমণ করতেম, ফল কি হ'ত জানি না, যদি জয়ী হতেম, মগধ করগত হ'ত।

বিরজা। আর যদি দুর্গ প্রবেশ না করতে পারতেন?

অনাথ। গড় বেষ্টন করে থাকতেম।

বিরজা। মগধের কি উপায় ছিল?

অনাথ। একেবারে নিরুপায় নয়, বীর্য্যবলে সকলি হতে পারে, কিন্তু সে সময় উপায় অতি স্বল্পই ছিল।

বিরজা। আমায় বন্দী করা ভিন্ন কি সন্ধির আর অপর উপায় ছিল না?

অনাথ। দেখুন, মগধরাজ বার বার সন্ধির অবহেলা করেছেন, তাই আমার পিতা এই কঠিন পণ করেছিলেন, রাজকুমারী বন্দী থাকলে সন্ধিভঙ্গের বিশেষ আশঙ্কা নাই। কুমারীর অনিষ্টভয়ে বিপক্ষ পুনরাক্রমণ হতে নিরস্ত থাকবে, এই হচ্চে উদ্দেশ্য।

বিরজা। তাই রাজকুমারী বন্দী করেছেন?

অনাথ। হাঁ।

বিরজা। আপনি কতক সংবাদ জানেন না। বলি, সন্ধির প্রস্তাবেই রাজা রাণী কেঁদে অধীর, রাজকুমারীর অন্নজল পরিত্যাগ। এমন সময় মন্ত্রী এক উপায় করলেন। তিনি গুটীকতক অনাথিনী বালিকাকে প্রতি-

পালন করেছিলেন, তারা সকলেই সুন্দরী চতুরতা নিপুণা; তাদের তিনি বল্লেন যে, রাজকুমারী সাজাতে হবে।

অনাথ। তারা কারা?

বিরজা। আপনি রাজকুমার, তারা কারা, জানেন না?

অনাথ। না,আমি তাদের কথা এই প্রথম শুনছি।

বিরজা। তারা অনাথা বালিকা, তাদের নিয়ে এসে সকল মহোহারিণী বিদ্যাশিক্ষা দেয়।

অনাথ। এর তাৎপর্য্য?

বিরজা। যখন সন্ধির প্রস্তাব এইরূপ হয় যে, রাজ-পুরবাসী মহিলাগণ বিপক্ষের রাজ্যে সন্ধি-রক্ষা হেতু বসতি করবে, তখন তাদের প্রয়োজন হয়; সেই রাজ-পুরমহিলার পরিবর্ত্তে তারাই প্রেরিত হয়ে থাকে।

অনাথ। এতদূর কপটতা! বুঝেছি, যদি সন্ধি-ভঙ্গের সুযোগ পায়, সন্ধিভঙ্গ করে, এই অনাথিনীরাই যন্ত্রণা পায়।

বিরজা। আপনি এখন কতক বুঝেছেন। মন্ত্রী ঐ কন্যাদের বল্লেন যে, রাজকুমারী সাজতে হবে, তাতে সকলেই ভয় পেলে, তখনও তাদের ভয় ছিল। কিন্তু একজন ভয়, লজ্জা, ঘৃণা-বর্জ্জিতা—প্রাণহীনা।—

অনাথ। আপনি কি বলছেন?

বিরজা। প্রাণহীনা শুনে আপনার ভয় হচ্ছে? সত্যই প্রাণহীনা; তাদের শিক্ষা শুনুন, বুঝতে পারবেন। যখন তৃষ্ণা পেয়েছে, দূরে বারি রেখে বালিকাকে যন্ত্রণা দিয়েছে, উত্তম পরিচ্ছদ দিয়েছে, বালিকা আনন্দে তার পানে ধেয়ে গিয়েছে; বলেছে, দূর হ, ছুঁসনি—তুই বাঁদী, এ তোর নয়, তুই পর, যখন ইচ্ছা হবে, কেড়ে নেব—তুই বাঁদী। যখন যা মনে সাধ উঠেছে, তখনি তারে বলেছে, তুই বাঁদী। অন্ধ, দরিদ্র, ক্ষুধা-তুর সামনে এনে দিয়েছে—যখন করুণায় বালিকার প্রাণ আর্দ্র হয়েছে, তখন বেত্রা-ঘাত করে বলেছে, তুই বাঁদী, তোর দয়া করবার অধিকার নাই। এদের সামনে এই সব খা, যা না খেতে পারবি, কুকুরকে দিবি, তবু ওদের দিবিনি।

অনাথ। আর বলবেন না, আর আমি শুনতে চাই না।

বিরজা। এই তো কৈশোর শিক্ষা। শুনুন, আরও শিক্ষা আছে—যৌবনে কটাক্ষে যুবার প্রাণ বিদ্ধ করতে হবে, যখন সে উন্মত্ত হবে, তার আর মুখাবলোকন করতে পাবে না।

অনাথ। এ সব কি কথা, আমায় ক্ষমা করুন।

বিরজা। তবে জানতে চান না, আমি কিসে সুখী হব?

অনাথ। এর সঙ্গে আপনার সুখের কি সম্বন্ধ?

বিরজা। সম্বন্ধ আছে শুনুন, সেই লজ্জাহীনা রাজ-কুমারী সাজতে স্বীকৃত হল।

অনাথ। আপনি কি করলেন?

বিরজা। আমি আপনার কাছে এলুম।

অনাথ। এইজন্য মন্ত্রী এত সন্দেহ করেছিল।

বিরজা। কিরূপ সন্দেহ করেছিলেন?

অনাথ। আমায় পুনঃপুনঃ পত্র লিখেছিলেন যে, রাজকুমারী কি না, বিশেষ প্রমাণ নেবেন।

বিরজা। আপনি কি প্রমাণ নিলেন?

অনাথ। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করলেম, আমি আপনার সরলতাপূর্ণ মুখ দেখে বুঝেছিলেম যে, আপনি কখনও মিথ্যা কইতে পারবেন না।

বিরজা। বুঝুন, আমি প্রাণহীনা কি না বুঝুন, আপনার সেই সরল বিশ্বাসের উপর আমি প্রতারণা করেছিলেম! আমি রাজকুমারী নই, আমি প্রাণহীনা মন্ত্রি-গঠিতা মাংস-পুতলী।

অনাথ। কুমারী করো না ছল!
জান না জান না আমার প্রাণ!
নিত্য হেরি হৃদয়ে তোমারে,
অন্তরে অন্তরে তোমার আবাসস্থান!
বলো না বলো না—
এতদিনে চিনিনি তোমায়,
তুমি সরলতাময়!
কিবা আর পরীক্ষা করিবে;
লহ এ অঙ্গুরী,
যাও চলে নিজ দেশে;
কেহ না রোধিবে।

দিন দুই পরে,
লোকমুখে সমাচার পাবে,
রাজ-দণ্ডে করিয়াছি তনুত্যাগ।
জানি আমি জানি বহুদিন,
নাহি হেন গুণ,
যাহে ভালবাসা পাইব তোমার,
ভালবেসে ভোলাব তোমার মন।
যাও, অশ্ব প্রস্তুত আমার,
মুক্ত তব পিঞ্জরের দ্বার,
উড়ে যাও বিহঙ্গিনি।
কভু মনে করো অভাগারে!

বিরজা। বিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি তুমি ধরণীতে,
ভয় পায় সন্দেহ পাশিতে তব হৃদে।
কেন আর যন্ত্রণা বাড়াও,
আমি দুশ্চারিণী দেহ মনে স্থান;
ভুলাতে তোমার মন,
নিত্য করি রাজসুতা অভিনয়;
যবে মুগ্ধ হবে,
ভুলায়ে মগধে লয়ে যাব,
এই দীক্ষা পাইয়াছি আসিবার কালে!

অনাথ। সত্য তুমি নহ রাজসুতা?

বিরজা। না, প্রাণহীনা নারী-যন্ত্র আমি।

অনাথ। মিথ্যা কথা!
নহ নহ প্রাণহীনা,
মিথ্যা কহ অভ্যাসের দোষে;
উচ্চপ্রাণা কেবা তব সম?
অরিপুরে অরির সম্মুখে,
নারী হয়ে কেবা শক্তি ধরে,
স্বেচ্ছায় প্রকাশে কপটতা,
প্রাণ নাশ হবে যাহে।
নীচ শিক্ষা যত সহ-জাত
উচ্চভাবে করিয়াছ পরাজিত।
রাজকন্যা না কার বাসনা!
তুমি মম হৃদয়-ঈশ্বরী,
সাধি পায়ে ধরি, ভালবাস —
আমি ভালবাস!

বিরজা। কি দিব উত্তর, আছে কি উত্তর
অমৃতে অসাধ কার?
কিন্তু সুধা নহে সবাকার,
দেবকন্যা করে পান।
ঘৃণা বটে,—
কিন্তু দাসী তব সহবাসে
হেরেছে হীনতা তার।
পূর্ণচন্দ্রে করিব না কলঙ্ক অর্পণ,
সন্ধি-ভঙ্গে মগধ মজিবে
দেখিতে নারিব কভু মাতৃভূমি-নাশ;
অবনীতে অপমান মম অভিনয়!
কেন আত্মঘাতী হব
রাজ-দণ্ডে বধ মোর প্রাণ।

অনাথ। ভেব না বিষাদ;
সন্ধি-ভঙ্গ নাহি হবে,
মগধ রহিবে;
বল বল তুই আমার হবে।

বিরজা। না।

অনাথ। কেন ভাগ্যবান্!
কারে তুমি সঁপিয়াছ প্রাণ?
বল এনে মিলাই তোমার সনে;
দিনেকের তরে সুখী হেরে তোরে,
যাব চলে যথা যাবে প্রাণ,
তুমি মাত্র ধ্যান রবে হৃদে!

বিরজা। শুন ভালবাস।
ক্ষুদ্র প্রাণে যত ধরে ভালবাসা!
কিন্তু কেন কলঙ্কিত করিব তোমায়?
আমি নাহি জানি মম কুল-পরিচয়,
মন্ত্রী মাত্র করেছে পালন।
যবে তব জন্মিবে তনয়,
কি কহিবে,
কোন্ কুলোদ্ভবা তার মাতা?
ঘৃণা করি লোকে কবে তায়,
কামবশে কুলটায় বরিল তাহার বাপ।
এই পরিণাম হেতু মজাব তোমায়.
ছার এ জীবন, রব ঘৃণার ভাজন!
মনে মনে সবে কবে দুশ্চারিণী
লোক অপবাদ-ব্যথা দিব তব প্রাণে!
নারী বলে কেন কর ঘৃণা
প্রাণের না রাখি তত ব্যথা,
গুপ্তচর—বধ কর রাজার কুমার।
হাসি যদি ভালবাস,
মরিব হে হাসিতে হাসিতে।

অনাথ। রাজা নহি,

গুপ্তচরের দণ্ড দিতে নারি।
কলঙ্কের ভয় কিবা দেখাও সুন্দরি ;
কব এই সরল প্রেমের কথা
সরল ভাষায়,
সরলায় কিনেছি সরল প্রেমে।
পৃথিবী কি পঙ্কিল এমন,
শুনি এ প্রণয়-গাথা,
অপবাদ করিবে অর্পণ!
কহিব এ কথা মম পিতার সদন,
অবশ্য দ্রবিবে তাঁর মন।
যদি রাজা দণ্ড দেন গুপ্তচরে
দিয়ে এ অধম স্বামী,
হাস্যমুখে তখন কি করিবে গ্রহণ?
বলেছ তো সুখী হবে রাজদণ্ড পেলে।
বিরজা। কেন সভামাঝে দিবে হে কুলটা নাম?
বল গিয়া মম পরিচয়,
প্রণয় গোপনে রেখ।
অনাথ। কেন অন্ধ ভাব,
পিতার উদার প্রাণ।
বিরজা। বল গে সকল বিবরণ।
এক ভিক্ষা পদে—
যবে বধ্যভূমে চারিদিকে ক'বে,
এই সেই কুচারিণী,
ছলে মুগ্ধ করেছিল ভূপতি-কুমারে ;
বলো তুমি, নহে ছলে,
ভালবেসেছিল অভাগিনী।
অনাথ। ভালবাসি?
বিরজা। ভালবাসি।
অনাথ। তবে কেন কর প্রতিরোধ!
বোঝ না কি অন্তর আমার?
তুমি প্রাণ, তোমা বিনে প্রাণশূন্য র'ব।
বিরজা। আর নাহি করি প্রতিরোধ ;
কর যেবা ইচ্ছা তব,
বল গিয়া নৃপতিরে।
অনাথ। যেবা ইচ্ছা মম?
বিরজা। যেবা ইচ্ছা!
অনাথ। দিয়াছি অঙ্গুরী,
কর অঙ্গুরীর বিনিময়।
বিরজা। লও—করো না ধারণ,
এখনও বুঝনো কেন [illegible]
বোঝ পরিণাম,
উদ্বাহে চাতুরী তব প্রবেশিছে প্রাণে,
এ বিবাহ রাখিবে গোপনে।
অনাথ। স্বর্গসুখ যাহে,
কোথা তাহে মন্দ পরিণাম!
প্রিয়ে!
বিরজা। নাথ!

(মাধুলীর প্রবেশ)

মাধুলী। রাজকুমার, রাজার নিকট হতে দূত এসেছে।
অনাথ। মহারাজ জানেন এখানে আছি, কে তাঁরে বল্লে? প্রিয়ে আসি।

[অনাথের প্রস্থান।

মাধুলী। সর্ব্বনাশ হল, রাজা কেন ডাকতে পাঠালেন? দূতের মুখে শুনলেম, রাজা মন্ত্রণা-গৃহে আছেন।
বিরজা। পরমেশ্বরের মনে যা আছে, তাই হবে, ভেবে তো উপায় হবে না।

বিরজা।— (গীত)

কি জানি কেমনে চলে জীবন-তরঙ্গ।
এ হিল্লোলে মন দোলে আশায় মিশে আতঙ্ক॥
প্রবল বাসনা বহে, নিবারিলে নাহি রহে
সাধে প্রাণ যাতনা সহে ;—
কি প্রসঙ্গ নব সঙ্গ নব রস নব রঙ্গ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(রাজা, মন্ত্রী ও কাপালিক।)

রাজা। তবে সকলি সত্য?
মন্ত্রী। এইরূপ তো গুপ্তচরের নিকট অবগত হলেম।

কাপা। মহারাজ, রাজকুমার না এলে সবিশেষ অবগত হওয়া যাবে না। আমরা সকলেই অন্ধকারে।

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। তার আর সন্দেহ কি—স্বামীজী, সকলেই অন্ধকারে!

রাজা। যা পাগলা, এখন যা।

নসী। পাগল যাচ্ছে, কিন্তু দুটো একটা পাগলা আছে, তাই সংসার আছে।

রাজা। চলে যা, চলে যা, এখন পাগ্‌লামো করিসনি।

নসী। দেখ দেখ পাগলা—পাগলা বলছে দেখ; আমি নেচে গেয়ে বেড়াচ্চি, আমি পাগল না তোরা গালে হাত দিয়ে ভাবছিস্, তোরা পাগল?

রাজা। আচ্ছা বোস, চুপ করে থাক।

নসী। দুটো একটা ন্যায্য অন্যায্য বলবো না?

কাপা। মহারাজ, রাজকুমারের নিকট সংবাদ অবগত না হলে কিছুই নির্ণয় করা যাচ্চে না—এই যে কুমার

(অনাথনাথের প্রবেশ)

অনাথ। পিতা প্রণাম হই, গুরুগণের চরণে আমার প্রণাম।

রাজা। কহ বৎস শুনি বিবরণ,
নিত্য তুমি যাও কি কারণ
মগধকুমারী-পাশ,
মম বাক্য করি অবহেলা?
সত্য মিথ্যা নাহি জানি,
শুনি লোকমুখে বাণী,
নন ইনি প্রকৃত মগধসুতা;
কোন পালিতা সুন্দরী,
চাতুরী-নিপুণা,
আসিয়াছে তব মন করিতে হরণ;
পরে,
কৌশলে করিবে বন্দী মগধে লইয়ে।
নিত্য আসে সমাচার,
তব কি ব্যভার,
তোমা সনে বন্দীর কি আচরণ।
আর বৎস রেখ না গোপন,
কহ বৎস,
সত্য কিবা মিথ্যা এ সংবাদ।

অনাথ। সত্য মিথ্যা মিশ্রিত সংবাদ।
নিবেদন হে রাজন্ চরণে তোমার,
নন ইনি মগধদুহিতা;
কিন্তু অভাগিনী ভালবাসে মোরে,
আমি ভালবাসি তার।

রাজা। সর্ব্বনাশ!
মন্ত্রী আজ্ঞা দেহ আনিতে দুষ্টারে;
এই দণ্ডে দিব তারে সমুচিত ফল।

অনাথ। পিতা, কি দোষ সে অনাথা বালার?
পরান্ন-পালিতা,
আসিয়াছে রাজার শাসনে।
চতুরতা-দীক্ষিতা কৈশোরে,
তবু উচ্চ প্রাণে
করি নীচ-শিক্ষা পরাজিত,
শত্রুর আশ্রয়ে
করিয়াছে স্বরূপ বর্ণন।
পিতা, ভালবেসে কেবা কবে দোষী?
মন কে ফিরাতে পারে!
ভজে মজে প্রাণ দিয়ে পূজে,
অপরাধী কিসে হেন জন?

রাজা। শুন বৎস!
কপটতা-শূন্য তব মন,
তাই এ দুষ্টার আচরণ
বুঝিতে না পার তুমি।
ভালবাসা-বর্জ্জিতা, গঠিতা শিক্ষাবলে;
বেশ্যা সম প্রাণহীনা,
মজাইয়ে নাহি মজে,
ভুলেছ দুষ্টার অভিনয়ে।
বল সত্য—এই যে দুষ্টা!

(বিরজা ও রক্ষীদ্বয়ের প্রবেশ)

মন্ত্রী। রাজকুমারী তো সেজে এসেছ, কি দণ্ড হবে জান?

বিরজা। জানি—প্রাণবধ।

মন্ত্রী। তবে তুমি মগধ-রাজকুমারী নও?

বিরজা। না।

মন্ত্রী। তোমার উপদেশ ছিল না?

বিরজা। ছিল।

মন্ত্রী। তবে উপদেশমত কার্য্য করনি কেন?

বিরজা। কি জানি, বলতে পারিনি।

মন্ত্রী। দেখ, তোমার নিশ্চয় প্রাণদণ্ড হবে, মিথ্যায় কোন ফল দর্শাবে না, এ সময় মিথ্যা কথা কয়ো না, কিরূপ বড় যন্ত্র ছিল, মগধ-সৈন্ত কি যুদ্ধার্থে পুনঃ প্রস্তুত?

বিরজা। আমি জানিনি।

মন্ত্রী। তোমায় গুপ্তচরে পত্র দিত না?

বিরজা। পত্র পড়তেম না, আমি অনলশিখায় ফেলে দিতেম।

মন্ত্রী। পত্র পড়তে না কেন?

বিরজা। আমার রুচি হত না।

রাজা। দুশ্চারিণি, তোমার প্রাণদণ্ড হবে, তোমার অভিনয়ের আজ শেষদিন।

বিরজা। মহারাজের বাক্য শিরোধার্য্য!

অনাথ। পিতা, দেখ নহে অভিনয়;
হেন শিক্ষা কি আছে ভূতলে,
স্বভাব করিবে জয়?
উচ্চ-প্রাণা নেহার ললনা,
তুচ্ছ করে কালের কবল;
নেহার নয়ন,
দর্পণ সমান প্রকাশে হৃদয়াগার,
কুটিলতা-মালিন্য নাহিক তাহে,
নেহার বদন সুধাংশু-গঞ্জন,
কভু কি সম্ভবে,
প্রাণহীনা এই সুবদনী?
প্রতি গ্রন্থি কয় সরলতাময়,
শিরায় শিরায় প্রেম-স্রোত ধায়,
এ কি হয় চাতুরী-আধার?
তবে পদ্মহীন মধু, সুধাহীন বিধু,
নাহি সৃষ্টি সব একাকার।
প্রতারণা প্রতারণা বিশ্বময়!
আমি নিরবধি কত যত্নে সাধি,
তবু বালা বার বার করিল বারণ।
আমি প্রাণ দিছি,
প্রাণ দিয়া প্রাণ কিনিয়াছি;
বধিলে বালায় বধিবে আমার প্রাণ।

কাপা। (জনান্তিকে) মহারাজ, আজ দণ্ডাজ্ঞা দিবেন না, এ অতি গুরুতর বিষয়, কুমারের যেরূপ ভাব দেখছি, সহসা কোন কার্য্য করা উচিত নয়, কি জানি যদি মগধ?

মন্ত্রী। কুমার, এ দুশ্চারিণী, নিশ্চয় মনে ধারণ করুন।

অনাথ। মহারাজ!
কর ক্ষমা অবলা বালায়,
কৃপা করে রাখ পিতা তনয়ের প্রাণ;
মহাশয় হও না নির্দ্দয়,
পবিত্র প্রণয়,
দোষারোপ নাহি কর তাহে।

রাজা। আরে অভাজন,
কুকুরীর সম তোর মন।

অনাথ। পিতা, ঘৃণা হয় ত্যজহ আমায়,
স্থানান্তরে লয়ে যাই প্রাণের পুতুলী;
পুত্রে রাজা প্রাণভিক্ষা দাও,
চাহি মম জীবন-সঙ্গিনী;
কিম্বা পিতা যদি হয় মন,
বধহ জীবন,
ছেড়ে দাও নির্দ্দোষী বালায়।

নসী। পাগল, পাগল, পাগলামোর ছড়াছড়ি। নসে, তুই কেবল ধরা পড়ে গেলি।

রাজা। মন্ত্রী, দেখছ না সর্ব্বনাশ উপস্থিত, কুমারকে উন্মত্ত করেছে, একে সাধারণ কারাগারে রাখ গে। বর্ব্বর, তুইও আজ থেকে বন্দী, এ পুরীর বাইরে যেতে চেষ্টা করলে রক্ষীরা তোরে নিবারণ করবে।

[বিরজা ও রক্ষীদ্বয়ের প্রস্থান।

স্বামীজী, কি এ!

কাপা। আপনি ঠিক আজ্ঞা করেছেন, সহসা ওর প্রাণবধ করা উচিত নয়।

রাজা। যা হোক, পরমা সুন্দরী বটে!

কাপা। নারীরত্ন!

রাজা। আমি ওরূপ সুন্দরী স্ত্রীলোক তো দেখিনি।

কাপা। মহারাজ, তবে বধ করবার আবশ্যক নাই, ওর দ্বারা মগধ করগত করা যেতে পারে।

রাজা। আচ্ছা, আপাততঃ থাকুক—পরমা সুন্দরী।

কাপা। রাত্র অধিক হয়েছে, যান শয়ন করুন— আশীর্ব্বাদ।

[রাজার প্রস্থান।

রাজা! রাজা, খুব সুন্দরী বটে! এ পদ্মিনীকন্যা আমার নিমিত্ত তোমার নয়।

[কাপালিকের প্রস্থান।

অনাথ। যা হবার হবে!

নসী। এইবার ঠিক ঠাউরেছ, খানিক হরি হরি কর।

অনাথ। নসীরাম, কি বলবো, আমি বড় অভাগা।

নসী। তা ঠিক বলেছ। আমি বলছিলেম কি, ঠাওরেছ তো যা হবার তা হবে?

অনাথ। যা হবার তাই হবে বই আর কি!

নসী। বেশ, তবে খানিক যা হবার তাই হবে করবে না হরি হরি করবে?

অনাথ। বাতুল, হরি হরি করবো কেন?

নসী। কেন নাই, জোর-জবরাবতি নাই, তুমি খানিক কি হবে কি হবে কর, আর আমি খানিক মজা করে বসে হরি হরি করি।

নসী। পায়ে পায়ে রাঙা পা দুটী,
যেন রাঙা কমল রয়েছে ফুটি,
আমি ঐ পায়ে লুটি।
রাঙা রাধা দাঁড়িয়েছে বামে,
আড়-নয়নে দেখতেছে শ্যামে,
সাধে রাধে বলে ওরে মাত হরিনামে।
আদরে বলছে প্যারী,
কথা কি ঠেল্‌তে পারি,
নাম নিলে বল নয়ন ভরে কেন বয় বারি।
আধ আধ নয়নে নয়নে হাসে,
পিরীতের কি ভিরকুটী।
আমি রাঙা পায়ে লুটি॥

তুমি ভাবতে থাক মোটা মোটা বণ্ডা দরওয়ান তলোয়ার খোলা, ঐ মাগীকে নিয়ে কাটতে যাচ্ছে, আর তুমি অমনি বাপ রে মা রে করে গিয়ে পড়ছো; বাপ রে, আমায় বিষ দে রে, খুন কর রে, আর আমি দেখতে থাকি, রাধাকৃষ্ণ খানিক চোক ঠারাঠারি করলে, সখীগুলো খানিক হাত পাকড়াপাকড়ি করলে, তার পর রাধাকৃষ্ণ দাঁড়াল, আমি পা ছড়িয়ে দেখতে বসে গেলেম!

অনাথ। ও নসীরাম, শোন।

অনাথ। কেন আমি পাগল কিসে?

নসী। আর কথায় কাজ কি, মনে বুঝে দেখ না। তুমি হাউ-মাউ-খাউ কত্তে থাক, আমি বাঃ বাঃ বাঃ কত্তে থাকি! অরে যদি সখ থাকে তো বাঃ বাঃ করবে এস। এস না যা হয় একটা তো কত্তে হবে। এস না মজাই দেখা যাক।

অনাথ। কি কত্তে হবে?

নসী। হাউ-মাউ-খাউ করে কি হবে?

অনাথ। যদি কোন উপায় হয়।

নসী। দূর মিথ্যাবাদী! এই না বল্লি, যা হবার তাই হবে। যা হবার তা হবে, তার আবার উপায় করবি কি? দূর হোক্, পাগলা বেটার কাছে আর বসবো না।

[নসীরামের প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। কুমার, আপনার শয্যা প্রস্তুত হয়েছে।

অনাথ। হা হতভাগিনি! আমি তোর প্রাণবিনাশের কারণ হলেম! আহা, আমার প্রাণ ফেটে যায়, রাজা হলে কি এইরূপ নির্দ্দয় হতে হয়? তবে রাজপুত্র হওয়া বিড়ম্বনা!

মন্ত্রী। কুমার, আসুন, শয্যা প্রস্তুত।

অনাথ। আমি এইখানেই থাকবো।

মন্ত্রী। কুমার, রাজ-আজ্ঞা।

অনাথ। উঃ! এতদূর—চল!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কাপালিকের গৃহ।

(কাপালিক ও সোণা।)

সোণা।— (গীত)

কে বলে রে গর্ব্বশালী
নাম নিলে তোর হয় আনন্দ।
তোর কথাতে আগুন জ্বলে,
[illegible]॥

থাকিস তো ভিখারীর ঘরে,
ভাতার থাকে নেশার ঘোরে,
ছারকপালী বিষ দিলি, তুই তায় আদর করে ;
রক্ত খেয়ে বেড়াস ঘেরে,
তোর নামে আমার হয় লো সন্দ।
সাধ করে যে নাম নিয়েছে,
সেই তো পায়ে ছাই মেখেছে,
জ্যান্তে মরা হয়ে রয়েছে ;
তোর খোর তরঙ্গ মদের রঙ্গ,
বোঝা যায় না ছন্দ বন্দ।
তোর চাঁদ পড়ে পায়, হাড়-মালা গায়,
দেখে মনে লাগে দর্দ্দ ॥

কাপা। সোণা, গান রাখ, ভৈরবী হয়ে বোস।

সোণা। আর রাখ তোর ভণ্ডামী। মদ খেয়ে বিহার অমন ঘরে ঘরে হচ্ছে, তা হলে সবাই সিদ্ধ হ'ত। পোড়ারমুখো আর কি—সিদ্ধ হবে।

কাপা। দেখিস কোন্ শালা না সিদ্ধ হয়? মাইরি বলছি, দুটো জিনিস দরকার ছিল, এক পদ্মিনী-কন্যার ধর্ম্ম-নষ্ট, আর এক প্রেমিক রাজপুত্র বলিদান, তা হলেই সিদ্ধ হব। বর নিয়ে রাজা হয়ে বসবো, জানলি হারামজাদী! আমার কপালে রাজদণ্ড আছে—জানিস্!

সোণা। তোর কপালে যমদণ্ড আছে। আহা পুরুষের কি মুরোদ গো, আবার রাজা হবেন।

কাপা। দেখ বেটী, চক্রে বসে আমার মন চটাসনি, আমায় শিবভাবে ভাব, চক্রে আমি ভৈরব, তুই ভৈরবী।

সোণা। কাপ্তাপনা কেন কর বল তো?

কাপা। দেখ, যেদিন রাজা হব, সেদিন তোরে সাত পরজায় কাড়ব।

সোণা। সে তো যেদিন তোর মুখে আগুন দেব।

কাপা। কি—তুই অবিশ্বাস কর্‌ছিস? আমি রাজা হব, তা বিশ্বাস করিসনি? তা আমি দেখে নিচ্ছি—শোন, সব যোগাড় হয়েছে; প্রেমিক রাজকুমার তো এই রাজার ছেলে, সে বেটা বিবাগী হয়ে বেরুলো বলে, আর পদ্মিনী মেয়ে কারাগারে বদ্ধ করেছি যেদিন বার করে নিয়ে আসবো, সেইদিন সিদ্ধ।

সোণা। তোর ঐটে বাহাদুরী আছে, রাজার সঙ্গে কি করে জুটলি?

কাপা। তুই বেটী কি করে জানবি? জানিস, আমি রাজার গুরু, আমি তান্ত্রিক উপাসনা শিখিয়েছি, রাজাকে চক্রে বসিয়েছি, আমি কারণ তৈয়ের করে দি, তবে রাজা খায়। রাজাকে চিরযৌবন আর অমর করে দেব বলেছি, কিন্তু তা দিচ্চিনি; জগদম্বার কৃপায় আমি রাজা হই, তোরে চিরযৌবন করে দেব—জানলি?

সোণা। আর তোরে ভাগাড়ে রেখে আসবো—জানলি?

কাপা। শোন বলি, তোকে সেই মেয়েটাকে বার করে আনতে হবে, আমি সব যোগাড় করবো, তুই রোজ কারাগারে যাবি, তারে খুব ভালবাসা জানাবি, তোকে মাসী বলবে, তার পর এই সিদ্ধাশ্রমে আনবি। আর রাজপুত্রকে—সে আমি ঠিক করে নেব, নসেকে দে পারি, যাকে দে পারি।

সোণা। মুখপোড়া, খ্যাংরা মারি তোর মুখে, আমার সঙ্গে মাতলামো! তোর হাড় অশুদ্ধ, তুই সিদ্ধ হবি!

কাপা। হবই তো, তোর বাবার কি?

সোণা। আমার বাবার নয়—তোর মার মাথা ব্যথা! মাতলামো কোচ্চো, রাজা শুনলে যে গর্দ্দান নেবে। আমি গান গাই, শোন।

সোণা।— (গীত)

তোর মুখ দেখে কি হয় মা লো ভয়,
কোন্ গুণে মা বলে তোরে।
মায়ের কি ধার ধারিস বেটী,
মা বলাস তুই গায়ের জোরে ॥
তুই কি বেটী মায়ের মতন,
মা'র মত কি জানিস যতন,
বল আবাগী কাঁদায় কে এমন ;—
পা চেপে তুই মারলি পতি,
মত্ত মাগী নেশার তোরে ॥
তোর আঁধার বরণ বসন দশদিশি,
কবে কার তুই হলি হিতৈষী,

তোর বরণ-ঘটায় পালিয়ে যায় নিশি ;—
(ওলো ও সর্ব্বনাশী)
রাক্ষসী তুই খিদের চোটে সৃষ্টি রাখিস উদরে॥

কাপা। মাইরি গান থায়, আমোদ হবে না. শোন. দুটো প্রাণের কথা শোন।

সোণা। না, আমি শুনবো না—যা।

কাপা। শোন না—মাইরি সিদ্ধ হবে ?

সোণা। যাঃ—তোর সিদ্ধি হয় না, আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

কাপা। তবে রে শালী, জংগে। ব্যাঘাত, খুন করে ফেলবো !

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কারাগার।

(সোণা ও বিরজা)

বিরজা। অনুরোধ করো না আমায় ত্যজিতে এ কারাগার,
কারাগার অন্ধকার যোগ্যস্থান মম,
এই স্থানে অনশনে ত্যজিব জীবন।
লোকের গঞ্জন, কলঙ্ক-ভাজন,
সংসারে কোথায় মোর স্থান?
উজ্জ্বল তপনে কোন্ লাজে দেখাব বদন?
জান না জান না ওলো সুলোচনা,
কারাগারে লভেছি জীবন,
শ্বাস সনে অধীনতা এসেছে আমার,
অধীনতা-বর্দ্ধিত শরীর;
চিরবন্দী আমি,
স্বাধীনতা কিনিব গো প্রাণ-বিসর্জ্জনে।
কিন্তু এক খেদ রহিল গো মনে,
নৃপতি-নন্দনে আর না হেরিব,
মধুর বচন আর না শুনিব,
কর-স্পর্শে ভুলে যাব অধীনতা,
সেই সাধে দেহ নাহি ত্যজে পোড়া প্রাণ।
সাধ বটে দেখিতে কুমারে,
কিন্তু মন বাঁধিয়া রাখিব,
আর না হেরিব তাঁরে,
অপবিত্র দর্শনে আমার,
করিয়াছি কলঙ্ক সঞ্চার আমি
সে পবিত্র প্রাণে।
আহা জান যদি বল,
কি দশায় আছেন কুমার?
হায় হায়!
যদি হেয় স্পৃশ্য হ'ত মম কায়,
ভিক্ষা-অন্নে করিতাম জীবন-যাপন,
তা হ'লে না দেখা হ'ত তাঁর সনে।
সে নির্ম্মল সুকোমল প্রাণ,
কাটিত না কলঙ্ক কুৎসিত ফণী,
সেই হাস্যাধর মলিন না হ'ত!
আহা নাহি জানি কি ভাবে রয়েছে—
সে আমারে ভালবাসে!
কহ সুলোচনা,
রমণী-হৃদয়ে এতই যন্ত্রণা সহে?
বড়ই যন্ত্রণা—
সে বিনে কে বুঝিবে বেদনা হায়!

সোণা। বলি অমন কেঁদো তখন, অন্ধকার যদি ভালবাস, বনে বসে কাঁদলে হয় না? তোমার যাতনা বাড়বে বলে বলিনি, তুমি রাজার কু-নজরে পড়েছ।

বিরজা। তিনি পিতা মম।

সোণা। কে বলে তোমায় চতুরা? তুমি কিছুই জান না, কামান্ধ পুরুষের কাছে সম্পর্ক-বিচার নাই। রাজা তোমার জন্য উন্মত্ত হয়েছে, তাই তোমায় মেরে ফেলতে হুকুম দেয়নি।

বিরজা। ভাব কি লো পরস্পর্শে রবে এ জীবন!
সতী, জান না কি সতীর চরিত?
কায় মন প্রাণ পতিপদে সমর্পণ,
পতি প্রাণ পতিই জীবন,
তাই আছে প্রাণ;
ত্যজিবার নাহি মম অধিকার।
কিন্তু যবে অঙ্গে বাদী হবে,
দেহ ছাড়ি তখনি পলাবে,
মিশিবে পতির পায়।

সোণা। বুঝলেম, তুমি পতিপ্রাণা, কিন্তু যদি প্রাণ না বেরুলো, দুঃখে লোকে যাই বলুক, প্রাণের মমতা বড় কঠিন। দুঃখে যদি প্রাণ যেত, তবে দুঃখে ভয় কি? তুমি সতী, বিপদ ডেকে এন না, যারা সতীত্ব হারিয়েছে, তারা জানে যে, কি রঙ্গ কামুক-পুরুষের ছলে ভুলে হারিয়েছে। পরস্পর্শে প্রাণ যেন গেল, তোমার দেহ তো পতির—সে দেহ কাম-দৃষ্টিতে দেখবে, এই কি তোমার সাধ?

বিরজা। না না, বল এখান হতে যাবার কি উপায় আছে ?

সোণা। এই নিদর্শন নাও, আমার এই চাদর তুমি নাও, তোমার থানা দাও।

বিরজা। তুমি আসবে না ?

সোণা। না। শোন—আর ঘ্যানঘ্যানানি তুল না, এ নিদর্শনে একজন বাইরে যেতে পারে ; আমি এখানে থাকবো। "যে যেমন বর্ব্বর, আপনার কাজে তৎপর"। তুমি মনে কচ্চো, আমার প্রাণবধ হবে—তা ভেব না, আমি তোমার উপকারে আসিনি, আমার নিজের উপকারে এসেছি।

বিরজা। তোমার উপকারি কি ?

সোণা। যাও, যাও, আর দেরী কোর না, সে অনেক কথা। সতীত্ব পরম রত্ন! বিলম্ব কোর না, আপনার সন্তানের প্রাণ বধ করে যদি সতীত্ব রক্ষা করা হয়, তাও উচিত, আমার জন্য ভেব না, তোমার রাজপুত্র কি দশায় আছেন দেখ গে. যাও যাও, সতীত্ব পরমনিধি!

বিরজা। মা; তুমি কে, দেবী কি মানবী ?

সোণা। রাজা এখনি আসবে।

বিরজা। মা, তবে আসি।

[বিরজার প্রস্থান।

সোণা। আমার কথা কর্কশ, রাজা পোড়ারমুখো কথায় যদি ধরতে পারে ? আ মুরু, কামান্ধ কি কখনও দেখিসনি ? তা'তে আবার মস্তপায়ী —এখনই পোড়ারমুখো আসবে ?

গীত৷

আমি ভস্ম মাখি জটা রাখি পরি গলে ফণীর হার।
ন্যাংটা খ্যাপা বলদ-চাপা পতি যে আমার॥
করে পাঁচ বছরে পঞ্চতপা,পেয়েছি প্রাণের খ্যাপা,
প্রাণ স'পেছি দিয়ে পায়ে কলিকা চাঁপা ;—
আমায় সে ভালবাসে, শ্মশানবাসী আমার আশে,
আমার তরে আঁখি-নীরে সদাই সে ভাসে ;—
প্রাণখোলা সে ভাঙড় ভোলা,
আমা বই আর নাইক তার॥

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। এ ঘোর অন্ধকার! কাজ নাই—দূতী বেটী বল্লে, আলো আনলে চটে যাবে। বিরজা, আহা, কি মধুর স্বর!

সোণা। (অন্যকণ্ঠে) আমায় ছুঁও না।

রাজা। (প্রমত্ত ভাবে) বিরজা,তোমার জন্য প্রাণ যায়, দূতী তো তোমায় সকল কথা বলেছে।

সোণা। দূতী বলেছে—তোমার মুখে শুনি।

রাজা। আর কি শুনবে, তোমার জন্য আমি মরি। তুমি তো আমার ছেলেকে চেয়েছিলে সুখে থাকবে বলে. আমি রাজা—আমার চেয়ে কে তোমায় সুখে রাখবে ?

সোণা। তোমার ছেলে যখন রাজা হবে, আমার যে গর্দ্দানা নেবে।

রাজা। সাধ্য কি ?

সোণা। কার সাধ্য বলছো ? তুমি কি তখন যমের বাড়ী থেকে ফিরে আসবে ? সে তখন রাজা হবে, যা খুসী তাই করতে পারবে। তুমি রাজা হয়ে তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্চ, কে কি করছে ?

রাজা। তুমি বড় চতুরা, এই জন্য তোমার ওপর এত আমার মন। ও ছোঁড়া-ছুটকো কি ভাল লাগে, তুমি এমন রসিকা!

সোণা। সাধে ভাল লাগে, তোমার মত পোড়ারমুখো কোথাই পাই বল যে,নিত্যি নিত্যি আগুন জ্বেলে দিই।

রাজা। তুমি আমার ঘরে এস, অন্ধকারে আমোদ হয় না।

সোণা। না, কথা শেষ কর।

রাজা। কি আর শেষ করবো ?

সোণা। তুমি যখন মরবে, তোমার ছেলে যদি আমায় মেরে ফেলে, কি করবে ?

রাজা। আর সে কথা রেখে দাও ; শোন সে যা হয় হবে।

সোণা। আমায় ছুঁও না। দেখ, আমি পদ্মিনী কন্যা চিরযৌবনা ; আমার ঠিকুজীতে লেখা আছে, যে আমার স্বামী হবে, সে অক্ষয় অমর হবে, আর উপপতি হলে ছমাস বাঁচবে না।

রাজা। অ্যাঁ! সত্য ? আমি বলি, স্বামীজী মিথ্যা কথা বলেছে।

সোণা। সত্যি না তো কি ? তুমি তো আমার উপপতি হবে, ছমাসের মধ্যে ভাগাড়ে যাবে। তখন তোমার ছেলে আমায় কাটিবে।

রাজা। তুমি আমায় যা বল, আমি তাই করবো।

সোণা। আমি আর কি বলবো, আমায় যদি বে কর, তাতেও সর্ব্বনাশ; লোকনিন্দাতে আমায় ত্যাগ করবে, আর এদিকে যমরাজ চুলে ধরবে।

রাজা। ভাল বিপদ্! তুমি আবার পদ্মিনী হতে গেলে কেন?

সোণা। তা না হলে তুমি আমার পাদোক জল খেতে আসবে কেন?

রাজা। বাঃ বাঃ, এমন নইলে মেয়েমানুষ! কোন বেটী বলছেন "মহারাজ অপরাধ নেবেন না" "মহারাজ" "রাজাধিরাজ।" একটু প্রেমালাপে বসলেম—কেউ বল্লেন, "আর্য্যপুত্র।" কেউ এলেন "ভর্ত্তৃদারিকে" মান করলেন "হা হতোস্মি", পান দিলেন "হা দার্যোস্মি।" এক বেটী একদিন গালে ঠোনা মারতে পারলে না।

সোণা। ও গালে কি ঠোনা মারতে ইচ্ছা করে? যদি কারুকে চূণকালী দিতে বলতে, তা দিত। এখন পোড়ারমুখো, লজ্জাও করে না, বেটার কপালে ধূলো দিতে এসেছ?

রাজা। আমরা তান্ত্রিক, বেটা তো বেটা—হাঁ!

সোণা। তোমাদের রাজবাড়ীতে কি ঘুণ আসে না—খানিক টিপে দেয় না গা?

রাজা। এ মজা ক্রমে জানবে, আমি তোমায় উপদেশ দেব—গর্ভধারিণী ব্যতীত সকলেই ভৈরবী আর আমি ভৈরব।

সোণা। তুমি ভৈরব না আবাগের বেটা ভূত?

রাজা। আমি যদি ভূত হলেম, তুমি কি হলে?

সোণা। আমি আবাগের বেটী পেত্নী—তা না হলে তোমার সঙ্গে যুটতে চাই? এখন কি করবে বল?

রাজা। তুমি চিরযৌবনা?

সোণা। এই তো আমি শুনেছি, তোমার সভায় তো পণ্ডিত আছে, শুনিয়ে দেখ না?

রাজা। না না, আমি শুনেছি, আমার গুরু স্বামীজী বলেছেন যে, তুমি চিরযৌবনা।

সোণা। তবে তো সত্যি কথাই, তোমার গুরু যখন বলেছে। যাও তাই, তুমি চলে যাও, ছমাসের জন্য পিরীত করে কি হবে?

রাজা। আঃ যদি তোমায় আমি বে করি, তা হলে তো পরমায়ু বৃদ্ধি হবে, সেও গুরু বলে গেছেন।

সোণা। তা হলে তুমি বুড়া জাম্ববান হবে, চারযুগ অমর।

রাজা। তবে আর কি, এস।

সোণা। বে করবে, লোক-লজ্জা হবে না? তখন আমায় যে ত্যাগ করবে; লোকে বলবে, এক বেটী বেশ্যা ওর ছেলের কাছ ছিল, তাকে বে করেছে।

রাজা। তা বলে বলবে।

সোণা। বলে বলবে না, লোকের কাছে যখন মুখ পাত্তে পারবে না, তখন ত্যাগ করবে?

রাজা। না না।

সোণা। তা আমি শুনিনি।

রাজা। তা ত্যাগ করি করবো—তুমি এস।

সোণা। আহা! কি রসের কথাই বল্লে গা! এ তবু ছয়মাস ঘর করতে পাব!

রাজা। তবে কি হবে?

সোণা। আচ্ছা, আমি পরখ করে দেখি, তুমি লোকনিন্দার ভয় পাও কি না? আমার সাত দিন একটা ব্রত সাঙ্গ করতে যাবে, এ ক'দিন বিবাহ হবে না, তোমারই অকল্যাণ হবে, তাই বলছি, সেই ক'দিন তুমি রাজ্যে ঘোষণা দাও, যে দুতী হয়ে এসেছিল, সোণা না কি নাম, তাকে তুমি বে করবে, আমি তা হলে টের পাব যে, লোকলজ্জায় আমায় ত্যাগ করবে কি না? যদি এই কথা প্রচার কর, তা হলে তোমার আমি প্রাণেশ্বরী হব—আর তুমি আমার প্রাণেশ্বর।

রাজা। আরে ছি ছি! সে বেটী যে বিশ্রী দেখতে, লোকে যে চূণকালি দেবে!

সোণা। আর বৌও হলে দেবে না?

রাজা। তোমায় দেখলে সবাই বলবে, যা হোক পছন্দ বটে।

সোণা। তুমি কি সত্যি সোণাকে বিয়ে করবে, আমি তো তোমার হ'ব? এ কাজ তুমি পারবে না, তোমার আমার মতন কত হবে, আমার জন্য এত করবে কেন?

রাজা। তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি, আচ্ছা, যা বলছ, তাই করবো।

সোণা। আমার একটা আলাদা বাড়ী করে দাও, সোণা বই আর সেখানে কেউ যেতে পাবে না, ব্রতের জন্য যা যা দরকার হবে, আমি সোণাকে দিয়ে বলে পাঠাব।

রাজা। কি ব্রত?

সোণা। সাবিত্রীব্রত, তোমার প্রমাই বৃদ্ধি হবে।

রাজা। দেখ, সাতদিন করো না, দুদিনে সেরে নিও। আমার তোমার জন্য প্রাণ যায়, এস, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

সোণা। যাব, কিন্তু আল্‌সেতে আমার দিকে চেও না, তা হলে আমার ব্রতভঙ্গ হবে।

রাজা। যখন দুদিন অপেক্ষা করবো বলছি, তখন আজ রাতটাও কাটাব- চল, এই গুপ্তপথে এস, তোমায় কারাধ্যক্ষের ঘরে রেখে যাই, সে তোমাকে নূতন বাড়ীতে রেখে আসবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদী-তীর।

(বিরজা ও মাধুলী।)

বিরজা। নাহি জানি কি বন্ধনে বাঁধা আছে প্রাণ,
চরম-সময়
ভয় হয় ছেড়ে যেতে কলেবর।
বুঝি আশার বন্ধন;
আশা কয় হবে তোর সুদিন উদয়,
ঠেকে ঠেকে তবু নাহি শেখে;
আশার ছলনে ক্রীতদাস
রাখে তার বিক্রীত জীবন,
ভাবে একদিন স্বাধীনতা হবে লাভ।
দরিদ্র যে জন,
হেরে আশার স্বপন,
একদিন রাজসিংহাসন পাবে।
চিরপরাধীনা পরান্ন-পালিতা,
তবু আশা নির্ম্মূল হলো না হৃদে!
আরে আশা—
ভুলিব না ছলনার আর!
যা হবার হয়ে গেছে তবু প্রাণ আছে,
ধন্য আশা—ধন্য তুই প্রতারক!
শুনলো স্বজনি,
মৃত্যুকালে করি আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হোক তোর মনসাধ,
লয়ে তব হৃদয়ের চাঁদ।
হও সখী ফলবতী;
কভু মনে করো অভাগীরে।
যদি কভু হয় লো সুযোগ,
রাজপুত্র সনে হয় দেখা, বলো তাঁরে,
মরেছিল তাঁহারে হৃদয়ে ধরে!
হায় সখি কে যেন কে যেন,
এখনও মরিতে করে মানা,
দুরন্ত বাসনা এখনও তাঁহারে চায়।
দেহ লো মেলানি,
বিদায় মাগিছে অভাগিনী!

মাধুলী। সখি, কেন তুমি আপনারে ভাব অভাগিনী?
মনে মনে কর লো বিচার,
দেখ বিধি বিধাতার,
তব প্রেমপাশে বদ্ধ রাজার কুমার।
যত্ন বিনা খুলিল লো কারাগার-দ্বার,
অবশ্য ইহার আছে কোন পরিণাম।
আজীবন ছিলে পরাধীন,
এবে উদয় সুদিন,
অধীনতা নাই কারু।
এ জীবন দিলে বিসর্জ্জন,
আর কি গো ফিরে পাবে।
হও সখী স্রোতে তৃণ সম,
চল দোঁহে ভেসে যাই যথা লয়ে যায়।

বিরজা। যে বেদনা মরমে মরমে,
জানাব কেমনে।
শুন বিবরণ কহিতে সরম,
রাজা-করে মম প্রেম আশ;
পুরাইতে এ পাপ বাসনা,
পুত্রে রেখেছে কারাগারে।
কব কারে, হৃদয় বিদরে
মনে হলে কুমারের চাঁদমুখ;
হায় পাপিনীর তরে,
কি দুর্গতি হল তাঁর।

মাধুলী। তাই বলি রাখিতে জীবন।
নৃপতি-নন্দন,
প্রাণ মন করিয়া অর্পণ,
তোমারে হৃদয়ে দেছে স্থান,
কাঁদে নিরন্তর, তুমি স্বার্থপর,
বারেক না ভাব তাহা।
প্রেমে বাঁধ প্রাণ,
পতিরে উদ্ধার কর।
শুনেছ কাহিনী দুখিনী রমণী
সাবিত্রী পতিরে দিল প্রাণ।
করিলে যতন—অসাধ্য সাধন,
সতী নারী করিবারে পারে।
কারাগারে বদ্ধ আছে স্বামী,
কেন লো স্বজনি উদাসিনী তুমি
তাঁর কল্যাণ-সাধনে।
তুমি উচ্চ-প্রাণ বাঁধ প্রাণ,
পতির দুর্গতি কর দূর।

বিরজা। সুভাষিণি! তোমার কথায়
হয় আশার সঞ্চার।
বল যদি থাকে লো উপায়,
চিরদাসী হব তোর পায়।
পুন তাঁর পাব দরশন,
মধুর বচন করিব শ্রবণ,
পরশে পুরিবে প্রাণ মন?
বল ত্বরা-ত্বরি কি করি কি করি,
কেমনে আনিব তাঁরে?
বারেক লো হেরি সে বদন,
তখনি দিব লো ছার প্রাণ বিসর্জ্জন,
রবে না বাসনা আর।

মাধুলী। ভাবি তাই—কূল নাহি পাই,
কি উপায় করিব স্বজনি।
আমি তোমা দুইজনে হেরিয়ে নয়নে,
পড়েছি বিষম ফেরে।
কেন দূতী হয়ে
তোমা দোঁহে বাঁধিলাম প্রণয়-বন্ধনে,
নহে কি ঘটিত এত দায়!
শুনেছি কাহিনী,
প্রাণ শিহরে স্বজনি,
কাপালিক দুরন্ত দুর্জ্জন—
স্বামীজী যাহার নাম—
করে তব প্রেম আকিঞ্চন;
দেখিলে তোমায় সেই দুরাশয়,
বলে ধরে ল'য়ে যাবে।
রহিতে নগরে কেমনে কহিব,
এতক্ষণ চারিদিকে ফেরে তার চর।
হোথা—
অট্টালিকা-মাঝে বন্দী রাজার কুমার;
কি উপায়ে করিব গো তাঁহারে উদ্ধার,
সঙ্কটে কেমনে কূল পাব!

বিরজা। কেবা সে দুরন্ত কাপালিক—
কেমনে জানিলে সমাচার?
হায় সখি রূপ মম হল অরি!

মাধুলী। লোকে কয় সদাশয় সেই দুরাচার,
দীক্ষাগুরু নৃপতির।
গিয়ে আশ্রমে তাহার,
সাধিলাম পদে ধরে,
তোমা দোঁহে করিতে উদ্ধার।
সে বর্ব্বর করিল স্বীকার,
কহিল নাহিক কিছু ভয়।
সোণা নামে ছিল সঙ্গে নারী,
সঙ্গে তার পাঠালে আমায়,
দাঁড়াইতে কারাগার-দ্বারে;
কহিল দুর্ম্মতি "যাও শীঘ্রগতি,
উদ্ধার হইবে সখী তব,
কিন্তু চারিদিকে অরি তাই ডরি,
লুকায়ে সখীরে তুমি এনো
মমাশ্রমে"—

বিরজা। মহা উপকারী!
দুরাচারী কেন বল তারে?

মাধুলী। পথে সোণা কহিল আমায়,
"প্রত্যয় না কর কভু ইহার কথায়,
বিরজার ধর্ম্ম নষ্ট করিবে দুর্জ্জন,
তাই আকিঞ্চন,
নিকেতনে আনিতে তাঁহারে।
ভণ্ড এ পাষণ্ড,
করে ধর্ম্ম-নষ্ট মোর,
এ দুর্দ্দশা করেছে আমার।"
শুনি সই শিহরিল কলেবর,
কহিল রমণী,
"বিরজায় মুক্ত আমি করিব এখনি;

কিন্তু সাবধান,
ছলে ভুলে যেও না সে দুর্জ্জনের স্থানে।"

বিরজা। অনাথিনী যে রমণী রূপ তার অরি!
শুন লো সুন্দরি,
কেবা জানে কিবা আছে কার মনে।
ভিখারিণী-বেশে রহিব এ দেশে,
দেখি যদি পারি কোন উপায় করিতে।
ভাবি সখি; তোমার কি দশা হবে;
হায়—কি দায়ে পড়িলে তুমি আমার কারণে।

না পেলে আমায় বধিবে তোমায়
কাপালিক দুরাশয়,
রাজদণ্ড দেবে নহে রাজারে কহিয়ে।
কাঁদে হিয়ে
ছেড়ে যেতে তোমারে স্বজনি!

মাধুলী। যে দশা তোমার,
আমার সে দশা সখী।
দাসী হয়ে আসিলাম সেবিতে তোমায়,
ভগ্নী সম রাখিলে আদরে,
সে ঋণ কি এ জীবনে হবে শোধ?
দুখিনী-নন্দিনী—
অচেতনে গেছে চিরদিন;
কিন্তু যেই দিন হতে আমি তব সহচরী,
যতনে তোমার
ভুলিয়াছি দুখিনী ঝিয়ারী;
তবে প্রেম ভুলিতে কি পারি!
সখি! তুমি সরলা বালিকা,
নাহি জান সংসারের বিবরণ।
দাসী তব রবে সাথে সাথে,
মনে জ্ঞানে কিঙ্করী তোমার।

বিরজা। তুমি ভগ্নী, হিতৈষিণী প্রাণসখী মম।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর প্রাঙ্গণ।

(নসীরাম)

নসী। আচ্ছা নসে, রাজার ছেলে তোর কে?—কেউ না। তবে তোর মন টানে কেন?—তা নইলে আসবো কেন? কি বল দেখিন তোর মনের কথাটা কি?—কি জানি; বাঃ বাঃ বাঃ! বেশ! আমি খানিক হরি হরি করবো, ও খানিক করবে! আবার আমি খানিক হরি হরি করবো, ও খানিক হরি হরি করবে—থেই থেই দুজনে নাচ! আর ও যদি না হরি হরি করে, নসে সরে পড়বে।

(কাপালিক ও সোণার প্রবেশ)

কাপা। নসীরাম, কি করছো?

নসী। পাগলামো।

সোণা। কেন, পাগলামো করা কেন?

নসী। আমর পাগলী বেটী! তুই পাগলামো করছিস কেন?

সোণা। আমার আর পাগলামো কি দেখলি?

নসী। বেটী হাওয়ায় ফাঁদ পেতে বসে আছ—আর পাগলামো না?

সোণা। এ কি, পাগলা আমার কথা জানে নাকি?

নসী। কেমন বেটী, মুখ শুকিয়ে গেল যে, পাগলামী করছিসনি?

সোণা। এটা কি বলছে?

কাপা। তুই যেমন ওর সঙ্গে পাগলামী করছিস; ওর যা মনে আসছে বলছে।

নসী। আর তোরা যাচ্ছে-তাই করছিস।

কাপা। করছি করছি চুপ করে বোস।

নসী। বেশ—রাজী আছি।

কাপা। কি হল, তুই আনতে পারলিনি কেন?

সোণা। এ রয়েছে, এর সামনে কি বলছো?

কাপা। ও আপনার মনে আছে, তুই বল্ না।

সোণা। কা'কে নিয়ে আসবো, কারাগারে তো কা'কেও দেখতে পেলেম না।

কাপা। দেখতে পেলিনি কি? তুই কোন্ কারাগারে গিয়েছিলি?

সোণা। লাল কুঠীতে।

কাপা। বেরিয়ে এসে সখী ছুঁড়ীকে দেখতে পেলিনি?

সোণা। না। আমি কারাগারের ভিতর খুঁজে খুঁজে কারুকে না পেয়ে বাইরে এলেম, দেখি, সে সখী ছুঁড়ীও নেই, ফের ভিতরে গেলেম, যে খালি ঘর, সেই খালি ঘর।

কাপা। সে কি?

সোণা। তুমি গিয়ে দেখে এস না।

কাপা। কোথায় গেল?

সোণা। তা কেমন করে জানবো?

নসী। মাকড়সা জাল বোন, আপনার জালে আপনি জড়াও, কি মজার ম্যরা বাঃ—

কাপা। নসীরাম কি বলছিস?

নসী। কেন বাবা কের আমায় সঙ্গে? আমি একদিকে যাচ্ছি, তোমরা একদিকে থাক।

সোণা। এ কে?

কাপা। ও জানিসনি, সেই যে পাগলা রাজাকে ঔষধ দিয়েছিল, রাজা ভাল হয়েছে।

সোণা। ও এখানে কেন?

কাপা। ও সেই অবধি যেখানে সেখানে যেতে পারে, ওর পাগলামীতে রাজা খুব খুসী। পাগলামো দেখতে রাজারা অমন একটা পাগল রাখে। তার পর কি হল বল।

সোণা। আর কি হবে, আমি ফিরে এলেম।

নসী। রাধিকা, অত চাতুরী ভাল না, কালাচাঁদের কাঁধে উঠবে? কালাচাঁদ পালাবে বাবা।

সোণা। এ কি বলে—ও সব বোঝে, ও ঠাট্টা করছে।

কাপা। ও আবার কি ঠাট্টা করবে—তুই বল।

সোণা। আমি তো কারুকেই দেখতে পেলেম না, তুমি বরং দেখে এস; তোমার যেমন আমায় প্রত্যয় হল না, এক সখী সঙ্গে দিলে?

কাপা। আমি তোকে কি অবিশ্বাস করছি, বিরজা যদি না আসে।

সোণা। আমি বুঝেছি, রাজা কোথায় সরিয়েছে। বেশ হয়েছে, পোড়াকপালে, যেমন তুমি আমার বুকের উপর দাগা দেবার মৎলব করেছিলে, তেমনি রাজা তাকে নিয়ে সিদ্ধ হবে।

কাপা। আর রেখে দে তোর রাজা, তার যো নাই; আমি ভয় দেখিয়ে দিয়েছি যে, সে পদ্মিনী কন্যা, তার সতীত্ব নাশ করলে ছ'মাসের ভিতর মরতে হবে।

সোণা। আর বিয়ে করলে তো প্রমাই বাড়বে।

কাপা। অ্যাঁ—অ্যাঁ!

সোণা। বলি শোন না, রাজা যদি বিয়ে করে? তুই ত বলেছিস রাজাকে বলবি যে, বিয়ে করলে প্রমাই বাড়বে?

কাপা। তোরে কে বল্লে?

সোণা। কেন, সেদিন চক্রে যে আমায় সব বল্লি। আমি জানি তুই মুখপোড়া সিদ্ধ হতে পারবিনি। আমার কি কপাল তেমন—তুই রাজা হবি, আমি রাণী হয়ে বসবো?

কাপা। তুই ভাবছিস কেন, রাজা কি লোক-লজ্জার ভয়ে বিয়ে করতে পারবে, ছেলের সঙ্গে যার বিয়ে দিলে না। আরও কত ভয় দেখাব। হাঁ রে, সেদিন চক্রে বলেছিলেম?

সোণা। তা ঘুমন্তই যদি বলে থাকিস তো অত ভয় কেন? আর তো কেউ শোনেনি।

কাপা। তুই এখন যা, যদি তোর কথা মিথ্যা হয়, বিরজা যদি লালকুঠীতে থাকে, তোরে কেটে ফেলবো।

সোণা। আর যদি সত্যি হয় তো তোর মুখে খ্যাঙরা মারবো।

[প্রস্থান।

কাপা। তাই তো ব্যাপারখানা কি?

(অনাথনাথের প্রবেশ)

অনাথ। স্বামীজী এসেছেন ভাল হয়েছে।

কৃপা করি যাও তুমি পিতার সদন,
রাজপদে মম নিবেদন
জানাইও মহাশয়,
ভিক্ষা চাহি রাজার চরণে,
যাব আমি কারাগারে প্রেয়সী-সদনে;
ধর্ম্মপত্নী বিরজা আমার,
কারাগারে রব পত্নী সনে!
পবিত্র প্রণয়ে যদি থাকে অপরাধ,
অপরাধী আমি শতগুণে;
বালা কত বুঝাইল,
মম মন ধৈর্য্য না ধরিল,
তাই হায় প্রাণদণ্ড হবে তার,
নহে এ উচিত।
বধ্যভূমে উভয়ের বধ প্রাণ,
এইমাত্র কৃপা যাচে নন্দন তাঁহার।

কাপা। হে কুমার!
বজ্রাঘাত আর কর না কঠিন প্রাণে।

আমি সংসার-বিরাগী—
তবু তোর তরে প্রাণ কাঁদে,
পুত্রাধিক তুমি মম,
লয় ! বিরজার মায়া কর তুমি পরিত্যাগ।

অনাথ। ভুলিতে কে পারে,
কার হেন অধিকার ?
সে আমার আমি তার ভুলিব কেমনে ?
যে জানে সে জানে,
এ তো ভোলা নাহি যায়।
লয়ে চল পিতার নিকট,
পুন আমি করিব মিনতি,
পুন আমি জানাব এ নিদারুণ জ্বালা।
আমি মরি !
বিরজা বিহনে প্রাণ যায়—
পলকে প্রলয় হেরি তারে না দেখিলে।
সে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত,
হায় কি দশায় আছে প্রিয়তমা !

কাপা। আহা ! সরল কুমার,
চেন না সে ফণিনীরে।
জান না জান না কিবা প্রতারণা
আচ্ছাদন করে রাখে সুন্দর আকৃতি।
শুন, ধৈর্য্য ধর—
ব্যভিচারিণী সে রাক্ষসী।

অনাথ। কি—মিথ্যা কথা ! নহে ব্যভিচারিণী,
সে আমার প্রাণাধিকে, প্রাণপ্রিয়ে,
সরলা বালিকা আমার প্রাণের প্রাণ।

কাপা। হে কুমার, কব কি তোমায়,
লজ্জায় মরমে মরি।
রাজা মুগ্ধ বিরজার রূপের ছটায়,
পাঠাইল দূতী তার পাশে,
অনায়াসে সে পাপিনী করিল স্বীকার
বিবাহ করিতে ভূপে;
হবে শীঘ্র উদ্বাহ নির্ব্বাহ।

অনাথ। কি—কি—কি ? না, মিথ্যাকথা।

কাপা। সত্য, বৃথা কর আশারে প্রত্যয়;
ব্যভিচারিণী করেছে স্বীকার,
অচিরে সে বরিবে রাজায়।

অনাথ। সব মিথ্যা, সব মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা !
বিরজা ব্যভিচারিণী !
ওই যে ওই যে (মূর্চ্ছা)

কাপা। শীঘ্রই তোমার যন্ত্রণার শেষ হবে, ভৈরবীর নিকট শীঘ্রই তোমায় বলি দেব।

অনাথ। যাও ব্রহ্মচারী যাও,
প্রাণে যদি থাকে তোর আশা।
নহে বল, ধরি তব পায়,
দেছ মিথ্যা সমাচার,
আমি দাস হয়ে তব পদ করিব হে সেবা।
বল বল শীঘ্র বল মিথ্যা সমাচার,
কেন নরহত্যা হেয় ব্রহ্মচারী ?

কাপা। হা অভাগা !
এই কি বিধাতা মম লিখিলে কপালে—
প্রাণাধিক রাজপুত্র মোর,
তার হেন দশা !
হায় রে কিশোর প্রাণে দিলি হেন ব্যথা।

অনাথ। যাও বিলম্ব না কর আর,
দেছ শুভ সমাচার।
জান না জান না কি ব্যথা দিয়াছ প্রাণে।
হায় ! রণভূমে শত্রু অসি না পশিল হৃদে,
তীক্ষ্ণতর অসি-ধারে কাটিতে অন্তর।

কাপা। বৎস ধৈর্য্য ধর।

অনাথ। যাও দূর হও,
প্রবোধ দিও না আর,
ক্ষুদ্র প্রাণে কি বুঝিবি কি বেদনা মম।

[কাপালিকের প্রস্থান

এ ব্যথা বুঝিতে কেহ নারে।

নসী। কি বল্লি বেল্লিক—আমার রাধারাণী তোর ব্যথা বুঝতে পারে না ? তুই একদিন হায় হায় করেই এই—আহা রাজনন্দিনী রাধারাণী আমার একশ বচ্ছর ধুলোয় পড়ে কেঁদেছে—আর কৃষ্ণ এমন কালামুখো, কুঁজীতে নিয়ে রইলো !

অনাথ। নসীরাম কি বলছো, আমার বেদনা কি কেউ বুঝতে পারে ?

নসী। তুমি রাধারাণীর দুঃখের কথা শোননি—সে প্রাণ মন জীবন যৌবন সব কৃষ্ণকে দিয়েছিল, শেষে রাই আমার ধুলোয় পড়ে কাঁদলে !

অনাথ। নসীরাম, তুমিই সুখী।

নসী। তুমিও কেন সুখী হও না ? রাজকুমার

হওয়াই শক্ত, আমার মত হওয়া তো আর মুস্কিল নয়, নসে পাগলা তো হলেই হলো!

অনাথ। সত্য কি ব্যভিচারিণী—এ অপবাদ দিতে কি স্বামীর সাহস করবে? তার লাভ কি, আমি ওরে ব্যথায় ব্যথিত দেখলেম; মিথ্যা কথা, সে কি ব্যভিচারিণী—নসীরাম, তোমার প্রাণের ভয় আছে?

নসী। অত ঠাউরে দেখিনি, বাঁচতে হয় বাঁচবো—মরতে হয় মরবো।

অনাথ। আর দেহে ফল কিবা,
কি সুখে এ জীবন-ধারণ!
দরিদ্র কে কোথা আছে হায়—
যার সনে অবস্থা না করি বিনিময়।
কেবা জ্বলে এ দারুণ বিষে,
পিতা হয়ে শত্রু হয় কার,
কেবা করে হেন ব্যবহার?
ধিক্, হেয় প্রাণ কেন রাখি আর!
সত্য মিথ্যা সবিশেষ তত্ত্ব লব।
স্মৃতি-লোপ হয় কি মরণে—
মরণে কি জ্বালা হয় দূর?
মহানিদ্রা লোকে বলে,
সে নিদ্রায় দেখে কি স্বপন?
হলাহল প্রাণে আর না সহিতে পারি।

নসী। আরে, বেশ মজা করছে, থামকা থামকা ভেবে মরছে—কি ভাবছো?

অনাথ। কি জানি!
গেল সকলি ফুরাল,
রহিল কেবল স্মৃতি।
স্মৃতি রহিবে জ্বলিবে
নিভিবে কেবল চিতানলে।
বেদনা কি লেগেছে আমার?
বুঝিতে না পারি।
আছে কি ব্যথার ব্যথী—সুধাইব কারে,
লেগেছে বা না লেগেছে প্রাণে।
বুঝিতে না পারি সব সম হেরি,
কৈ—কোথা ব্যথা, কোথা অনুতাপ,
উদ্দেশ্য কি আছে মম,
কেবা আমি কি কাজে বা ফিরি?
মৃত্যু? ঘুমায় বা জাগে,
অধিক অনিষ্ট কিবা তায়;
মৃত্যু-ভয় এত কি কারণ?
জনম মরণ মাঝে কয়দিন এই অভিনয়।
কুৎসিত এ অভিনয়,
যবনিকা-পতন উচিত।

নসী। কি ঠাওরাচ্চ, ঠাওরাও, ঠাওরাও, দিনকত ঠাউরে নাও, আমিও কত ঠাওরাতেম—বুঝলে?

অনাথ। কি ঠাওরাতে?

নসী। সে আগোড় বাগোড় তাগোড় কত কি তোমায় বলবো। কে খাওয়াবে, মলে কি হবে, কেন আর দুঃখ করা, মলেই হলো—

অনাথ। তার পর?

নসী। তার পর দুগালে চার চড় লাগিয়ে দিলেম; বল্লেম, শালা মলেই হয় আর বাঁচলে হয় না?

অনাথ। বাঁচা কিসের জন্য—যা করছি তাই করতে?

নসী। কে তোমায় তা মাথার দিব্বি দিলে, আগোড় বাগোড় তাগোড়গুলো ছেড়ে দিয়ে বাঁচলেই তো হয়।

অনাথ। তুমি যদি কখনও রাজকুমার হতে, যদি পিশাচীকে প্রণয় অর্পণ করতে, যদি তোমার পিতা তোমার বক্ষে বজ্রাঘাত করতো, তা হ'লে বুঝতে, এ চিন্তা ছাড়া যায় কি না।

নসী। আর তুমি যদি দিন কতক হরি হরি করতে, তা হলে আমি বুঝতেম যে, এগুলো ভোলা যায় কি না।

অনাথ। হরি কে—হরি কি আছেন?

নসী। তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন? জল জল করলে যদি তেষ্টা মেটে তো জল নাই থাকলো।

অনাথ। তা কি হয়?

নসী। হয় না হয় পরখ করে দেখলে বুঝতে পার। হরি নেই বলে কারা জান, যাঁরা একবার হরি হরি করেন, মনে করেন হরিকে খুব কৃপা করেছি—তবু হরি কেন এসে তাঁর বাপের বাগানের মালী হয় না; আর হরি আছে কি না জিজ্ঞাসা করে না জান, যাদের হরিনাম করতে করতে প্রাণ ভরে যায়, যত হরি হরি করে, তত আমোদ হয়, তারা সাবকাশ পায় না যে জিজ্ঞাসা

করে, হরি, তুমি আছ কি না? তক্ষণ আর ছুটো হরিনাম করবে।

অনাথ। তুমি হরিনাম কর?

নসী। হরিনাম করব না, মজা ওড়াব না, তোমার মতন তো আমি পাগল নই যে, ভাববো কি হবে, কি করবো?

অনাথ। আচ্ছ, নসীরাম, তুমি কে?

নসী। তোমার মতনই সব; তোমায় বলে কুমার, আমায় বলে নসে পাগলা।

অনাথ। ও তা বুঝলেম; তোমার বাপ মা তো ছিল?

নসী। তা না তো কি আমি ভূঁইফোড়।

অনাথ। তোমার বাপ কে ছিল?

নসী। লোকে বলতো বামুন।

অনাথ। তোমার পইতে হয়নি?

নসী। ছিল গাছ দুই সুতো; তা আমার পইতের সময়ই বাপ-মা মরে যায়। সে যদি মজা দেখতে—মা যখন মরতে যায়, একে একবার বলে ছেলেটাকে দেখো, ওকে একবার বলে ছেলেটাকে দেখো, কিন্তু মরে আর বেটী কুড়ি বচ্ছরের ভিতর খোঁজ নিলে না। আর আমি—সেই শ্মশানঘাটে হাত-পা ছুড়ে কান্নাই কত; এই যে এক একবার হাসি দেখতে পাও সেইগুলো মনে পড়ে আর হাসি। মনে হলো কে খাওয়াবে, কোথায় থাকবো, বেঁচে সুখ কি, মরি এখান—এমন সময় দেখি যে, নগর-সঙ্কীর্ত্তন যাচ্ছে, রাম-শিঙ্গে বাজিয়ে আমোদ করতে করতে চলেছে, একজন বৈরাগী আমায় হাত ধরে তুলে; খোলের বাদ্যি শুনে, আর তারা নাচ্চে, আমিও নাচতে লাগলেম, হরিবোল হরিবোল করতে লাগলেম, দেখলেম, যা মজা, তা এতেই, কারুর তোয়াক্কা নাই বাবা, বসে হরি হরি কর।

অনাথ। মজাটা কি?

নসী। ওই ভাবনাগুলো নাই। দেখ দেখি, এ রকম হলে তোমার সুবিধা হয় কি? মরতেও চাইনি, বাঁচতেও চাইনি, রাজার বাড়ীও চাইনি, ক্ষীর-সরও চাইনি, খুদকুড়োও চাইনি, ও সব ভাবিইনি, জানি ও একদিন সুখ একদিন দুঃখ আছে, সুখ দুঃখ দুশালা সঙ্গের সাথী; ও যা হবার হোক, আমি করি হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

অনাথ। নসীরাম, তুমি পাগল নও!

নসী। তার ঠিকানা কি, এ পাগল কি না বুঝতে পারে কে জান—যে পাগলও নয়, অপাগলও নয়।

অনাথ। নসীরাম, হরিনাম করলে কি স্বার্থলোপ হয়?

নসী। কেন, তা তোমার দরকার কি? এগুলো তখন মনে হলে হাসি পাবে—কত মজা হবে, মনে করবে, রাজকুমারটা কি পাগল ছিল।

অনাথ। হরিনাম করলে কি রাজকুমার থাকে না?

নসী। না, পাঁচ বেটাতে যা বলে, তাই তো নাম। আমায় যেমন নসে পাগলা বলে, তোমায় তেমন বিশে পাগলা কি অন্য পাগলা যা হয় একটা বলবে। লোকের কি, শালাদের আমি দেখেছি, যে বেটারা তাদের মতন পাগল না হয়, আপনার মজায় থাকে, তারেই বলে পাগল। কোন শালা ধনের কাঙ্গাল, কোন শালা মানের কাঙ্গাল, কোন শালা মেয়েমানুষের কাঙ্গাল, কোন শালা ছেলের কাঙ্গাল—যে শালা এই কেজলাবৃত্ত না করে সে শালাই পাগল!

অনাথ। না নসীরাম, তুমি পাগল নও, তোমার সঙ্গে আমি থাকবো, তোমার কথায় আমার প্রাণ বড় ঠাণ্ডা হয়।

নসী। আমার সঙ্গে তোমার বনবে কেন ভাই?

অনাথ। কেন?

নসী। দেখ, তোমার একদিকে সখ, আমার একদিকে সখ। আমি মনে করি কারুর তোয়াক্কা রাখব না, আর তুমি মনে কর, বেশ একটা সুন্দরী ছুঁড়ী হবে, সে তোমায় বলবে ভালবাসি, তুমি তাকে বলবে ভালবাসি; তোমার চাই লোকজন, কেউ যদি না কাছে থাকে, নিদেন একটা নসে পাগলা চাই। আর আমি কি চাইব, তা খুঁজেই পাইনি!

অনাথ। নসীরাম, তোমার কি সংসারে চাইবার কিছু নাই?

নসী। চাইবার মত জিনিস একটা দেখিয়ে দাও, পাই না পাই, তবু একবার চাই। সব ভুয়ো, সব ভুয়ো, সব ভুয়ো! সুন্দরী ছুঁড়ী—পুড়ে

ছাই হবে, লোকজন কোথায় যাবে, তার ঠিকানা নাই, টাকাকড়ি—আজ বলছো তোমার, তোমার হাত থেকে গেলেই ওর, আবার ওর হাত থেকে গেলেই তার, না বুঝি খরচ কর তো দু-হাতে দুমুটো ধুলো ধর না কেন, বল, এই আমার টাকা, এই আমার টাকা। একটা জিনিসের মতন জিনিস দেখিয়ে দিতে পার তো চাই।

অনাথ। তুমি যে হরি হরি কর, হরিকে চাও না?

নসী। আরে দূর—যে আমার জন্ত ঘুরে বেড়ায়, তারে আবার চাব কি?

অনাথ। তুমি কি বল, হরি তোমার জন্ত ঘুরে বেড়ায়?

নসী। বেটা বুঝবে না? আমি তো আমি—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সবার জন্ত ঘুরে বেড়ায়। কি খাবে, কোথায় থাকবে, আমি ওই মজা দেখে বেড়াই। খালি লুকোচুরী খেলছে—সকলেরই সামনাসামনি বেড়াচ্ছে, সকলকে দিচ্ছে, কিন্তু সবাই মনে করছে, আমি বাগিয়ে নিলেম। তুমি যদি একবার দেখ, তোমার নাচ-তামাসা ভাল লাগবে না। ঘর ঘর পুতুলোবাজী! তার ধরে নাচাচ্ছে আর নাচ্ছে। তা তোমায় এক কথা বলি শোন, পাঁচজনের তোয়াকায় যদি ভাই ফের তো আমার সঙ্গে বনবে না, আর যদি মজাদারী আমীরী চাও তো পায়ের ওপর পা দিয়ে আমার সঙ্গে বসে আমীরী কর।

অনাথ। নসীরাম, এ সব তোমায় কে শেখালে?

নসী। দেখেছি।

অনাথ। কি আশ্চর্য্য, আমি রাজপুত্র হয়ে দিবানিশি জলছি, আর তুমি ভিখারী, তুমি নিশ্চিন্ত আছ।

নসী। এ তো একটা আশ্চর্য্য দেখলে, অমন ঠাউরে দেখ তো আরও কত আশ্চর্য্য দেখতে পাবে, দেখে দেখে অরুচি ধরে যাবে।

অনাথ। আচ্ছা নসীরাম, তোমায় যদি কেউ বন্দী করে?

নসী। বন্দী করে কি—করেছে, পাঁচ ভূতে করেছে; নইলে আমি রাজারাজড়ার বেটা এমন করে পথে থাকি? খালি উড়ুর বুড়ুর চুড়ুর—কেন ভূতের ভিতর ভূত পুরেছে!

অনাথ। তুমি রাজপুত্র?

নসী। তুমি কি বল হেংলা ঘরের ছেলে? তা হলে কেষ্টপাপনা করে বেড়াতেম। আমার বাবার হুকুম না হলে গাছের পাতাটাও নড়ে না।

অনাথ। তবে তোমায় পাঁচভূতে বন্দী করেছে কেমন করে?

নসী। বাবা বেটা মাথাপাগলা, দিলে দিন-কতক বন্দী করে। সখ, সখের ওপর কাজ! কে কথা কইবে বাপু, তার যে সখ, সেই ভাল, বুঝছ না সে যে কর্ত্তা।

অনাথ। নসীরাম, তুমি আমার কাছ থেকে যেও না।

নসী। আমি যাব না, তুমি না সরে যাও।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। কুমার, আপনাকে মহারাজ ডাকছেন।

অনাথ। চলুন।

নসী। চল্লে যে?

অনাথ। মহারাজ ডাকছেন, আমার উপায় তো নাই।

নসী। তাই তো বলি—তোমার কাছে থাকবো, এই হ্যান্ করবো, অমন লম্বাই চৌড়াই কর কেন? আর অমন কর না, কাণমলা খেয়ে চলে যাও, স্রোতের কুটো হয়ে পড়, যে দিকে নিয়ে যায়, যাও। বেশ করে বুঝে দেখ, তোমার একার কিছুই নাই, সবই হরির ইচ্ছা—যাও।

[অনাথ ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

(সোণার প্রবেশ)

সোণা। মুখপোড়া এইখানে ছিল, গেল কোথা?

নসী। দেখ, তুমি যদি হরিনাম কর, আমি খানিক শুনি।

সোণা। হরিনাম তো করবোই, আগে মুখপোড়ার মুখে আগুন জেলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হই।

নসী। ইস্, তো বেটীর ভারী তেজ! হরি তোর হাতছাড়া হতে পারবে না। লক্ষ্মী সোণা, তুমি একবার হরি বল, তোমার মুখে হরিনাম বড় মিষ্টি হবে, তোমার পায়ে পড়ি বল।

সোণা। ও মা, এ কি গো, ভাল হাড়জ্বালানে লোক; বলছি বাবু—হরিবোল হরিবোল হরিবোল—এখন যাই?

নসী। আচ্ছা, আবার যখন ইচ্ছায় হরি বলবে, আমায় শুনিও।

সোণা। হরি বলান তো হরি বলবো।

[প্রস্থান।

নসী। ও বেটী, তুমি এমন সেয়ানা, তোমার হরির উপর তার! ঠিক বুঝেছিস— সেই বেটার উপর সব ফেলে দে, আর তোর যা খুসী তাই করে বেড়া।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিশ্রামগৃহ।

(রাজা ও কাপালিক।)

কাপা। অনিষ্ট আশঙ্কা নৃপ হেরি অতিশয়।
রাজ্যময় পড়েছে ঘোষণা,
পুত্রবধূ প্রতি তব মজিয়াছে মন।
প্রজার জীবনধন কুমার তোমার,
সৈন্য ফেরে তাহার ইঙ্গিতে,
শঙ্কা হয় চিতে,
চারিভিতে জ্বলিবে বিদ্রোহানল।
মহাবল পুত্র তব, শিক্ষিত সৈনিকদলে
প্রবেশিলে রণে, হবে দুর্নিবার,
শক্তি কারু না হইবে রোধিতে তাহারে,
তাই কহি ত্যজ এ বাসনা।

রাজা। শুন কহি করেছি যে সুকৌশল;
আজি রাজ্যে করিব প্রচার,
সোণা নামে দূতী যে তোমার,
পাণি তারি করিব গ্রহণ,
তাহে এ সন্দেহ হবে দূর।

কাপা। এ কি কথা!
হবে তাহে ঘৃণার ভাজন,
সবে কবে মতিভ্রম জন্মেছে তোমার;
পদচ্যুত করিয়া তোমায়,
কুমারে অর্পিবে সিংহাসন।
তাই কহি নাহি প্রয়োজন,
ছাড় বিরজায়।
কুমার যদ্যপি পুন মিলে তার সনে,
বোঝাব প্রজায় রাজপুত্র শক্র-অনুগত,
কেহ আর সাপক্ষ না হবে তার।

রাজা। বিরজায় কেমনে পাইব?

কাপা। কৌশল করিব পরে।
বৈরীভাবে কুমারে হেরিবে প্রজা,
বন্দী কর কিম্বা বধ প্রাণ,
তাহে কেহ না করিবে দোষারোপ।

রাজা। না না, এ নহে উপায়;
প্রাণ যায় বিরজা বিহনে,
প্রাণের বারতা মম কুমারে জানাব,
প্রাণ ভিক্ষা লব,
মেগে লব বিরজারে।
পুত্র মম অতি সদাশয়,
বিরোধী না হবে তাহে;
যাও তুমি আসিছে কুমার।

[কাপালিকের প্রস্থান

(অনাথনাথের প্রবেশ)

শুন পুত্র, প্রাণ ভিক্ষা মাগি তোর ঠাঁই!
মুগ্ধ প্রাণ বিরজার রূপের ছটায়,
নারীরত্ন আমারে কর রে সমর্পণ।
নহে ইচ্ছা যদি,
নিজ হস্তে বধ এ জীবন।
প্রাণের মালিন্য মম করেছি প্রকাশ,
কহ বৎস যেবা তব হয় অভিলাষ।
যাবে প্রাণ বিরজা বিহনে,
হও যদি বাদী কহিনু নিশ্চয়,
পিতৃবধ লাগিবে তোমায়।
জেনো পুত্র, আমি আর নহি রে আমার,
বুঝহ ব্যাভার,
পিতা হয়ে পুত্রে কেবা হেন বাক্য কহে;
কর তুমি যথা অভিরুচি।

অনাথ। তুমি ইষ্ট তুমি শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ বিধাতা,
অভিলাষ কর তুমি যার
সে মম জননী সম।
তুমি রাজা প্রজা আমি তব,

আজ্ঞা যেবা হবে সেই নিয়ম আমার,
কর দেব যথা অভিরুচি।
রাজা। লোকমুখে শুনি পুত্র ভয় গণি মনে,
প্রজাগণে তোমার কারণে বিরোধী হইবে মম।
শুনি সৈন্যদল বিদ্রোহ-অনল
প্রজ্বালিত করিবে নগরে।
রাজ্যে সবে তব আজ্ঞা মানে,
বিশৃঙ্খল কর নিবারণ।
অনাথ। তুমি রাজ্যেশ্বর, রয়েছে নফর,
কার সাধ্য বন্দী হবে তব?
তব ইচ্ছা যাহা কে রোধিবে তাহা,
কার আছে অধিকার?
বিশৃঙ্খল কভু নাহি হবে;
কিন্তু এক ভিক্ষা পায় মাগি নররায়,
নফরে বিদায় দেহ।
শুন মতিমান্ করিব সন্ধান,
কেন নরে দেহ ধরে,
ভ্রম হয় মনে কিবা প্রয়োজনে?
আসিয়াছি ধরাধামে,
পশুর সমান,
মানবের মরণ কি পরিণাম?
রাজা। শুন পুত্র ত্যজ এ বিরাগ।
সিংহাসন রাজ্য ধন করিব অর্পণ,
রহিব বিরলে আমি বিরজারে লয়ে।
মম আশীর্ব্বাদে চিরসুখে যাবে দিন,
পিতৃঋণ হবে শোধ;
আজি তোর পরাইব মুকুট মাথায়।
মন ফিরাতে না পারি,
তাই লাজ পরিহরি ভিক্ষা চাই তোর ঠাঁই।
অনাথ। চিরদিন হিত চিন্তা কর তুমি মম,
তবে কেন কর আজি অহিত কামনা?
যাই পিতা, যদি থাকে স্নেহ,
বাধা নাহি দেহ,
বিজনে বসিয়া করিব হরির পদ ধ্যান।
যদি কভু হয় ভাগ্যোদয়,
পাই কভু দরশন,
সুধাইব তাঁরে ধরা-কারাগারে
কেন আনি রাখেন মানবে?
বাসনায় বাতুলের প্রায়,
সুখ আশে ভাসে আঁখিনীরে,
এ কেমন বিধান তোমার?

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। তবে রে বেকুব, তার পাঁঠা সে যদি লেজের দিকে কাটে, তোর কি রে? এ কেন, ও কেন, ওরে কৈফিয়েত দাও। তোমার বাপের খাতাঞ্জি কি না; যাবি চলে যা, বাপের কাছে মায়াকান্না কাঁদতে এসেছেন।
রাজা। নসীরাম, সব সব সময় পাগলামো ভাল লাগে না।
অনাথ। এঁরে পাগল বলবেন না।
যে সুখ, আশায় উন্মাদ মানবকুল,
অদ্ভুত বাতুল সেই সুখ ঠেলে পায়;
নাহি প্রয়োজন, স্বেচ্ছাচারী পবন যেমন,
ক্ষোভহীন আকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত,
হেন জন কখন কি দেখেছ ভূপাল?
বাঞ্ছিত এ উন্মত্ততা কার ভাগ্যে ঘটে!
পিতা,
উপদেশ পেয়েছি এ উন্মাদের ঠাঁই,
রাজ্য নাহি চাই,
চলে যাই—প্রণাম চরণে।
[অনাথের প্রস্থান।
রাজা। নসীরাম, শোন শোন, দেখছি, অনাথ তোমার কথা শোনে, তুমি ওরে শান্ত হতে বল, আমি ওরে রাজ্য দিচ্ছি, রাজ্যপ্রান্তে নির্জ্জন কুটীরে অবস্থান কচ্চি, ওকে বল যেন কোন বিশৃঙ্খল না ঘটায়।
নসী। হাঁ, ওর সাধ্যি কি বিশৃঙ্খল করে! সে শেকলা শিকলি বাঁধা, যার পর যা, আমি অমন ঢের রাজপুত্র দেখলুম!
রাজা। নসীরাম, তুমি ঠাণ্ডা কর, তুমি যা চাও, তা দেব।
নসী। দেবে তো? এই কথা রইল; মনে করছো, পাগলা বেটা ভুলে যাবে—চাইবে না, আমি একদিন এসে চাইব।
[প্রস্থান।
রাজা। যা হবার হবে, প্রাণের চেয়ে কি আছে! আমি বিরজাকে নেব—স্বয়ং যুদ্ধ করবো, প্রাণ যায়, অধিক অনিষ্ট কি হবে, বিরজাকে না পেলে তো মৃত্যু!

(কাপালিকের প্রবেশ)

কাপা। মহারাজ, উদ্বিগ্ন হবেন না, আমি সকল কথা শুনেছি। আমার সকল ভার দিন,

আমায় আপনার নামাঙ্কিত মোহর দিন, আপনি বিরজাকে লয়ে বিলাসভবনে থাকুন, আমি সব সুশৃঙ্খল কচ্ছি।

রাজা। এস, তাই হবে, তুমি যা জান কর; কুমারের অভিপ্রায় ভাল বুঝলেম না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

ছায়া-কানন।

(অনাথ ও নসীরাম।

অনাথ। প্রভু—গুরু—পতিতপাবন! দয়াময়! আমায় বলে দিন, হরি কোথায়? কোথায় তাঁর দর্শন পাব?

নসী। আরে বাঃ বাঃ বাঃ, ছিলেম নসে, তুমি যে কতকগুলো নাম দিয়ে ফেল্লে!

অনাথ। প্রভু, বঞ্চনা করবেন না, আমি অজ্ঞান, আমায় জ্ঞানদৃষ্টি দিন,বলুন তিনি কোথায়?

নসী। দেখ, আমিও তোমার মতন জিজ্ঞাসা করে বেড়াতেম, তা শালারা বলতো কি জান—গোলোকে, আ মর, গোলোক কোথা রে বাপু! ভবলোক,তপোলোক,জন-লোক, এই কতকগুলো লোক না বলে—বলে তার উপর—আমি কিছুই বুঝতে পারতেম না,তার পর একদিন এক জায়গায় কথা হচ্ছে, প্রহ্লাদে বলে একটা ছোঁড়া ছিল, সে অমনি দিন নাই, দুপুর নাই, হরি হরি করে ডাকতো আর হরি অমনি আসতো। আমি ঠাওরালেম, আমিও সেই রকম হরি হরি করবো; হরি হরি করি আর চোক চেয়ে দেখি, কেউ কোথাও নাই! আবার খাবার দাবার যোগাড় করতে হয় কি না, এদিক ওদিক যাই; একদিন মনে কল্লেম,আর খাব না, বেটাকে খুব ডাকি; রাত দুপুরের সময় ধড়াতে ছানা চিনি আর কত কি তোরে বলবো—নিয়ে এসে বলে খা।

অনাথ। প্রভু, আমি হরির দেখা পাব?

নসী। পাবি; সে ভেড়ের ভেড়ে একটা পাগলা, পরের ভাবনা ভেবেই মরে, যে আপনার ভাবনা ভাবে না, হরি তারই ভাবনা ভাবে।

অনাথ। প্রভু, আমি অজ্ঞান, আমায় বুঝিয়ে দিন, সকলেই তো আপনার ভাবনা ভাবে।

নসী। তা বাপু সেইটী ভাবতে পাবে না, যতটুকু আপনার ভাবনা ভাববে,সে ততটুকু তফাতে থাকবে।

অনাথ। প্রভু, ভাবনা তো দূর হয় না।

নসী। আরে, তুই যে মজা বুঝতে পাচ্ছিসনি,—ক্রমে পারবি। কি জানিস, যখন তোর জন্য আর একজন ভাবছে, তোর এত ভাবনার দরকার কি? এই বোঝ না কেন,যখন ছেলে ছিলি, তুই মজা করে মাই খেতিস, মা মাগী ভেবে মরতো, আর এখন যদি না ভাবিস,হরি তোর জন্য ভাববে; কিন্তু বাবা, ভাবের ঘরে চুরি কোর না, ঠিক ঠাক—কেউ কাটতে আসে ফিরে চাইবিনি,মজাসে হরিবোল হরিবোল করবি—হরি বেটার বাপের মাথা ব্যথা তলোয়ার এসে ধরবে। তোরে বলছি কি, প্রহ্লাদকে আগুনে পোড়াতে গিয়েছিল, হরি সেখানে গিয়ে তারে কোলে করে বসলো। বুঝেছি—তুই মনে করছিস কি জানিস—যদি না ধরে? না ধরে নাই ধরবে, এমন তো লোক মারা যাচ্ছে, এমন নয় যে, ফিকির করে কেউ বেঁচে আছে, তুইও না হয় মারা গেলি।

অনাথ। প্রভু, মন কি স্থির হবে?

নসী। স্থির হবে, ও মন বেটার এক মজা দেখেছি, যদি রাতদিন হরিবোল বলা অভ্যাস করিস, তা হলে মন বেটা হরি হরিই করবে; যখন এটা সেটা ভাবনা আসবে, তখনই তুই হরি হরি করবি, তখন ভাবনা শালা পালাবার পথ পাবে না; আমার তো ভাই এই হয়েছিল।

অনাথ। প্রভু, পদধূলি দিন, আপনার কথায় আমার ভরসা হচ্ছে।

নসী। ও ভয় ভরসা দুশালাই শত্রু! তোমার ভয়েও কাজ নাই, ভরসায়ও কাজ নাই। আর হরি হরি করি—হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

অনাথ। হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

(শম্ভুনাথের প্রবেশ)

শম্ভু। রাজকুমার, আসুন।

অনাথ। কোথায় যাব ?

নসী। কাজ কি তোর মাথা-ব্যথায়, যেখানে হোক নিয়ে যাক না, তুই হরি হরি করতে করতে যা।

অনাথ। প্রভু, প্রণাম।

নসী। আমিও তোমাকে প্রণাম করি, যে হরি হরি করে, তাকে আমি প্রণাম করি।

অনাথ। প্রভু, করেন কি, এতে যে আমার অপ-রাধ হয়।

নসী। আ—গেল যা, যার যা ইচ্ছা করুক না, তুই কেন হরি হরি কর না।

অনাথ। গুরু, যে আজ্ঞা—হরিবোল হরিবোল হরিবোল।

শম্ভু। কুমার, আসুন।

[অনাথ ও শম্ভুনাথের প্রস্থান।

(মাধুলী ও বিরজার প্রবেশ)

মাধুলী। আপনি বলতে পারেন, কুমারকে কোথায় নিয়ে গেল ?

নসী। তোমার কুমারের তোয়াক্কা যে রাখে, তাকে জিজ্ঞেস কর গে, সেই হরিকে জিজ্ঞেস কর গে।

বিরজা। হরি কে ?

নসী। যে ওই কুমারের তোয়াক্কা রাখে।

বিরজা। আমি তো তাঁকে চিনিনি।

নসী। না চেন, আমি কি করবো বল; কিন্তু চিনলেই চিনতে পার, একবার মন খুলে জিজ্ঞেস করলেই হয়—হরি, কে তুমি ?

মাধুলী। ও সেই পাগল, ও বলচে ভগবান্‌কে জিজ্ঞেস কর।

নসী। আ—গেল যা, আমি ভগবান্‌কে জিজ্ঞেস করতে বলছি ? আমি হলেম পাগল—আর তোরা একটা মানুষকে জিজ্ঞেস করছিস, যার চোক বুজলেই অন্ধকার—আর তোরা হলি ভাল; সত্যি তামাসা করছিনি, তুই হরিকে জিজ্ঞেস করিসনে সব, বলবে।

মাধুলী। হরির কোথায় দেখা পাব বল যে জিজ্ঞেস করবো।

নসী। আ গেল যা, এই একজনের সঙ্গে ব্যাড় ব্যাড় করে বকলেম, আবার ওর সঙ্গে বকি, যেদিন হরিকে খুঁজবি, সেইদিন হরি এসেই বলে দেবে, কোথায় তাঁর দেখা পাবি: এখন যাজো খুঁজতে যাচ্ছিস যা।

মাধুলী। আমরা রাজকুমারকে খুঁজছি।

নসী। তা আমার কি ?

বিরজা। আপনি তো রাজবাড়ী যান, আমায় তত্ত্ব জেনে দিতে পারেন ?

নসী। আমি কিছুই পারিনি।

[প্রস্থান

বিরজা। সখি, কি উপায় করি—রাজকুমারের সন্ধান কিরূপে পাই ? আমার মনে মনে বড় অনিষ্ট আশঙ্কা হচ্ছে।

মাধুলী। দেখ, এদিকে সেই স্বামীজী আসছে, যে রক্ষীরা রাজকুমারকে নিয়ে গিয়েছিল, তার একজন এর সঙ্গে, একটু আড়ালে দাঁড়াই, ওরা কি বলে শুনি। (উভয়ের অন্ত-রালে গমন)

(শম্ভুনাথ ও কাপালিকের প্রবেশ)

কাপা। কি, সন্ধান করে দেখলে যে বিরজার সেথায় নাই ?

শম্ভু। সে খালিবাড়ী, কেউ সেখানে নাই।

কাপা। রক্ষকেরা কি বল্লে ?

শম্ভু। একটা স্ত্রীলোক আসে যায়, এই মাত্র।

কাপা। কে সে স্ত্রীলোক ?

শম্ভু। তা তারা জানে না।

কাপা। তবে সে সেই স্ত্রীলোকের দ্বারাই ষড়্-যন্ত্র করে পালিয়েছে, কে সে স্ত্রীলোক, সন্ধান কর।

শম্ভু। সকলে বলে, সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে রাজার বিবাহ হবে।

কাপা। অ্যাঁ, সোণা নাকি ! রাজা তো প্রচার করেছে, সোণার সঙ্গে তাঁর বে হবে, সোণা বেটী কি কিছু ষড়্‌যন্ত্র করেছে নাকি ? রাজকুমারকে আমার আশ্রমে রেখে এসেছ ?

শম্ভু। আজ্ঞা, সে খবর তো আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, দুজন রক্ষী সেখানে আছে, তিনি আর পালাতে পারবেন না।

কাপা। শম্ভুনাথ, সন্ধান করে তুমি এ দুটো মেয়েকে ধর, তা হলেই তোমাকে আমি চেলা করবো, বেশী দূর তারা যেতে পারেনি, চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাও; আমিও ঢেঁড়রা পিটে দিচ্ছি।

শম্ভু। তাদের তো আমি চিনিনি।

কাপা। একজন পরমা সুন্দরী, অমন সুন্দরী

কখনও দেখনি। যাও সন্ধান কর, কি হয়, আমার আশ্রমে খবর দিও।

শম্ভু। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

কাপা। ইস, ছুবেটী হাত ছাড়া হয়ে গেল। সিংহাসন তো নিশ্চয় পাব, সমস্ত ভার পেয়েছি। এখন কোন সুযোগে রাজাকে বধ করতে পারলেই হয়। ভাল কথা, আমার লোকের দ্বারা বন্দী করে প্রকাশ করে দিই যে, ব্যামো হয়েছে; না খেতে দিয়ে মেরে ফেলবো, প্রজারা দেখবে, জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে মরেছে। আর কুমারকে তো আজ রাত্রে বলি দেব। আমার একটা বড় দোষ হয়েছে, মদ খেয়ে ঘুমিয়ে সব মনের কথা বলে ফেলি, সোণা বেটী কতক কতক শুনেছে, এ ষড় যন্ত্র সে বেটী কি বুঝতে পারবে?

[প্রস্থান।

(বিরজা ও মাধুলীর পুনঃ প্রবেশ)

বিরজা। মন্দ অভিসন্ধি ধরে পাষণ্ড দুর্জ্জন,
সন্দেহ নাহিক কিছু তার।
শুনিলে কুমার বন্দী আছে ও ঘরে,
কিরূপে উদ্ধার করি—
হায় সখি অদ্ভুত ধাতার বিড়ম্বনা!
যেই জন করে মম মঙ্গল-কামনা,
অমঙ্গল পদে পদে তার।
আমি কালভুজঙ্গিনী,
লো সঙ্গিনি,
যে আমারে সাদরে হৃদয়ে ধরে,
দংশে তার করি প্রাণনাশ;
যথা আমি তথা হাহাকার,
এ কি বিধি বিধাতার!
মগধে লো ছিলাম যখন,
জ্বলিল সমরানল,
রাজা প্রজা সকলে বিকল,
বিশৃঙ্খল সমুদায়।
এসেছি হেথায়,
রাজ্য যুড়ি পূর্ণ অত্যাচার করিছে বিহার।
দেব সম রাজার কুমার,
বদ্ধ আজি পাষণ্ডের ছলে।
ভূপতির জন্মিল দুর্ম্মতি,
হের সখি তোমার দুর্গতি;
অলক্ষণা কে আছে এমন আর,
বুঝি সখি কৃতান্ত শঙ্কায়
নাহি করে আমারে স্মরণ!
ঝাঁপ দিই যদি শুকাইবে নদী,
যদি সই চিতায় প্রবেশি,
উত্তাপ হারাবে হুতাশন,
বিষধর দংশন ভুলিবে,
ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র ফিরে যাবে,
দুর্গম কান্তার স্থান নাহি দিবে মোরে,
এত ছিল এ ছার কপালে!

মাধুলী। সখি, বিলাপের নহে এ সময়,
প্রাণপতি বিষম বিপদে,
চল সতি তাহার নিকটে,
পত্নী হয় সঙ্কটে সঙ্গিনী।
শুন ধনি,
এ রোদনে ফল কিবা হবে;
যথা পতি চল আশুগতি,
যদি কোন না হয় উপায়,
তাঁর যেই গতি
সে দশায় রবে দুইজনে,
অধিক কি হবে আর।

বিরজা। কপট সন্ন্যাসী কোথা পেতেছে নিবাস,
চল তত্ত্ব লয়ে যাই তথা,
বল বুদ্ধি সকলই আমার তুমি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাপালিকের গৃহ।

(অনাথনাথ ও সৈনিকদ্বয়।)

অনাথ। দুর্দ্দম এ মন মানে না বারণ,
চিন্তানলে জ্বলে—
তবু পতঙ্গের প্রায়
ঝাঁপ দেয় অনল-শিখায়।
হরি হরি হরি—
এ কি কোনমতে ফিরাতে না পারি,
যাক মন যায় যেই দিকে,
রসনায় হরিগুণ করি গান।
হরি হরি হরি—
কোথা হরি?
হেরি মন-নেত্রে প্রতিমূর্ত্তি তাঁর।
মম শক্তি নাই হরিনাম গাই।

গুরু গুরু এস দয়া করে,
দেহ বল,
হরিনাম গাইব কেবল।
এস গুরু বল হরি হরি,
হরিনাম শুনুক অধর্ম।
ধায় মন বারণ সমান,
বারণ না মানে।
হরি হরি হরি!

(ভূতনাথ, শম্ভুনাথ ও সোণার প্রবেশ)

ভূত। আচ্ছা, তোমরা এখন গড়ে যাও।

[সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

শম্ভু। সত্যি বলছো?

সোণা। সত্যি না তো কি মিছে? তুমিও যেমন, ও বুড়ো বিটকেলকে কি আমার ভাল লাগে?

ভূত। তুমি আমায় দয়া কর।

শম্ভু। কি—আমার সঙ্গে আগে কথা হয়ে গিয়েছে।

সোণা। আগু পাছু নাই, আমার এক নিয়ম আছে, এই মদের কলসী নাও, এই দুটো পাত্র নাও,যে বেশী খাবে,আমি তার হবো।

ভূত। আচ্ছা লাগে।

সোণা। তোমরা মদ খাও, আমি গান করি।

(গীত)

মদমত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়।
নিবিড় কুন্তলদল বিজড়িত পায় পায়॥
নখরে অরুণ ছোটে, পদচিহ্নে পদ্ম ফোটে,
মকরন্দ-গন্ধ-অন্ধ ভৃঙ্গবৃন্দ গুঞ্জি ধায়॥
অট্টহাস্য অবিরত, তড়িত প্রকট কত,
উজ্জ্বল ঝলকে আলো কাল বরণ-ছটায়॥

(মত্ত হইয়া ভূতনাথের পতন)

শম্ভু। এই দেখ চাঁদ, এ শালা কুপোকাৎ।

সোণা। ও তোমার চেয়ে তিনপাত্র বেশী খেয়েছে,আমি গুণেছি।

শম্ভু। আমি ওর চেয়ে ছ-পাত্র বেশী খাব—দেখ।

সোণা। তা হলেই তোমার।

শম্ভু। বেশ, তুমি কাছে এস। (পতন)

সোণা। (অনাথের প্রতি) বাবা, এই বেলা পালাও।

অনাথ। হরিবোল হরিবোল হরিবোল।

সোণা। বাবা, আমার কথা শোনো, পালাও, না হলে তুমি প্রাণে মারা যাবে।

অনাথ। মা, একে আমি মন স্থির করতে পাচ্ছিনি, আবার বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা কেন?

সোণা। বাবা শোন, তোমায় এখনই নরবলি দেবে, ও দুরন্ত কাপালিক।

অনাথ। মা, যদি হরির ইচ্ছা হয়,আমি নিবারণ করবো কি করে? গুরু, প্রভু, এস, তুমি আমার হয়ে হরিনাম কর আমি পাচ্ছিনি।

সোণা। কি হবে, এখনি যে সে আসবে; রাজপুত্র,কথা শোন, তোমার বাপ তোমার শত্রু, এ কাপালিক তোমায় নরবলি দেবে, সিদ্ধ হবার জন্য নরবলি দেবে, প্রাণরক্ষার চেষ্টা কর।

অনাথ। মা, কোথায় যাব? মৃত্যুভয় নাই, এমন স্থান কোথায় পাব! মৃত্যু তো আছেই,সে ভয় করি না,আক্ষেপ—এ জীবনে হরিনাম করা হলো না।

(মাধুলী ও বিরজার গান
করিতে করিতে প্রবেশ)

হরি বলা হলো না।
বাসনা নয় তো বশে, বোঝে না আশার ছলনা॥
রসনা থাকতে বশে, মন রসনা নামের রসে,
ফিরবে না হায় দিন বয়ে যায় বৃথা অলসে—
ভবসিন্ধু-মাঝে বিষম ঢেউ,
দীনবন্ধু বিনা সেথা বন্ধু নাই রে কেউ,
একা ভেকা চেয়ে রবি কে পারে নেবে বল না;
পাবে চরণ-তরী বল হরি হরিবোল তুল না॥

অনাথ। আহা আহা! কে ভাই তোমরা? আবার গাও, আমি শুনি।

সোণা। এ আবার কি পাপ এল, সেই মুখ-পোড়া এ মাগী দুটোকে দেখতে পাঠিয়েছে নাকি? কে তোরা—বেরিয়ে যা।

মাধুলী। না, আমরা ভিখারী, ভিক্ষা চাই।

সোণা। এখন যাও, ভিক্ষা পাবে না।

বিরজা। অন্য ভিক্ষা হেতু মা গো আসিনি হেথায়,
ভিক্ষা তব পায় দেহ এই নৃপতি-কুমারে,
মম প্রাণপতি মতি গতি ও চরণে,
ভিক্ষা দেহ প্রাণধনে।
মা গো আমি বড়ই দুখিনী,
আমার কারণ রাজপুত্র এ দশায়;

সঙ্গিনী আমার,—
অট্টালিকা করি পরিহার,
ভ্রমে ভিখারিণী-বেশে।
তুমি নারী বোঝ না নারীর ব্যথা;
হে জননি দেহ দান পূরাও বাসনা,
লয়ে যাই জীবনসর্ব্বস্ব মম।

সোণা। অঁ্যা! কে তুমি,তুমি কি সেই বিরজা?

বিরজা। হাঁ মা, সেই অভাগিনী পতিকাঙ্গালিনী।
মনে হয় শুনি তব স্বর,
কারাগারমুক্ত দাসী তোমার প্রসাদে,
এ ঘোর বিষাদে কর মোরে পরিত্রাণ।

সোণা। মা, তোমার পতিকে লয়ে যাও, শীঘ্র লয়ে যাও। কাপালিক এখনই আসবে, সে দুরন্ত তোমার পতিকে নরবলি দেবে তার কামনা, তুমি সাবধানে থেকো, তোমারও ধর্ম্ম-নষ্টের চেষ্টায় ফিরচে, যাও শীঘ্র তোমার স্বামীকে নিয়ে যাও।

বিরজা। এস প্রাণনাথ এস হৃদয় ঈশ্বর,
থেক না এ কারাগারে আর;
চল যাই দুইজনে বিজন প্রদেশে,
নাহি যথা নরের আবাস—
রব বনে বাঁধিয়া কুটীর,
ব্যাঘ্র ভল্লুকের সনে করিব মিত্রতা;
চল নাথ, শীঘ্র যাই প্রতারণা নাই যথা।
কি ভাবিছ লোচন মুদিয়ে—
দেখ চেয়ে দাসী তব ধরে পায়,
এস নাথ! বিলম্বে বিপদ হবে।

অনাথ। কে তুমি—কেন হরিনামে বাধা দাও।

বিরজা। আমি দাসী—বিরজা।

অনাথ। তুমি জননী আমার।
তব প্রেম বাসনা পিতার,
মাতৃসম মানি তোমা।
যাও মাতা হেথা তব কিবা প্রয়োজন?

বিরজা। প্রভু, কারে কি বলছেন, আমি বিরজা আপনার দাসী।

অনাথ। তুমি রাজরাণী রাজার গৃহিণী,
জননী আমার।

বিরজা। হা বিধাত—এত ছিল তোর মনে।
(মূর্চ্ছা)

মাধুরী। সখি সখি—এ কি!
উতলার নহে ত সময়.
উঠ আসন্ন বিপদ,
এখনই আসিবে সেই কপট সন্ন্যাসী,
ভাব লো রূপসী,
পরস্পর্শে কি দশা ঘটিবে।
হে কুমার, এ কি তব ব্যবহার—
মজালে বালায় মজিলে আপনি,
বিনা দোষে ঠেল পায় অবলায়!
ছি ছি হায়, এই কি উচিত আচরণ,
অকারণ কেন প্রাণ দাও,
পত্নীরে মজাও!

অনাথ। এ কি বিঘ্ন—
গুরুদেব কোথা তুমি, হরি হরি হরি!

সোণা। ওঁ বাছা, সর্ব্বনাশ হলো, ওই পোড়ার মুখো আসছে, আমি যা বলি, সায় দিয়ে যেও, ভয় পেও না।

(কাপালিকের প্রবেশ)

কাপা। সোণা, এরা কারা?

সোণা। এরা দুজন ভিখারী।

কাপা। দেখি দেখি—না—এ পড়ে কে? বাঃ বাঃ! যা চাই, ঘরে বসে পাই, তবে রে বেটী ভিখারী!

সোণা। তোর তো খুব ঠাওর—আমি দেখছিলেম তুই বুঝতে পারিস কি—কি; আর এ ছুঁড়ী কে জানিস্? যাকে আমার সঙ্গে আনতে পাঠিয়েছিলি, যে তোমার বড় বিশ্বাসী! দুজনে বড় করে ভিখারী সেজে পালাচ্ছিল, পড়বি তো পড় আমার চোখে।

কাপা। তবে রে বেটী আমার সঙ্গে দাগাবাজী! বেটী, আই এত পায়ে ধরে কান্না—আমি মনে করলেম, বেটী ভালমানুষ—তোমার পেটে পেটে এত!

অনাথ। হরি হরি হরি, এখানে বড় বিঘ্ন! এস্থলে মন স্থির থাকে না। (গমনোদ্যত)

কাপা। কোথা যাও—বোস, তুমি বন্দী।

অনাথ। প্রাণের মমতা কেন ছাড় অকারণ!
কেন মোরে কর নিবারণ,
যাব ছাড় পথ,
বিরলে করিব আমি হরিপদ ধ্যান।

কাপা। রক্ষী রক্ষী ধর—এ কি।

সোণা। আ মলো মুখপোড়ারা চুরি করে মদ খেয়েছে, আমি কি সবদিক দেখতে পারি, এদিকে আমারো যা ওদিকে দেখবো?

অনাথ। আরে ভণ্ড তপস্বী দুর্জ্জন—
নিবারণ কর মোর গতি! (কাপালিককে আক্রমণ)

মাধুলী। কুমার, ও আপনাকে নরবলি দেবার জন্য এনেছে, ও কালীর নিকট আপনাকে নরবলি দিয়ে সিদ্ধ হবে, ওকে ছাড়বেন না, বধ করুন!

অনাথ। কহ শীঘ্র থাকে যদি প্রাণের মমতা,
কেন চাহ বধিতে আমায়?
কহ সত্য,
মিথ্যা যদি কহ লব প্রাণ।

কাপা। না কুমার, ও দুশ্চারিণী, ওর কথা শুনবেন না, রাজা আপনাকে বধ করবার আজ্ঞা দিয়েছেন, আমি এনে লুকিয়ে আপনাকে রেখেছি, বাইরে গেলে রাজদূতেরা ধৃত করবে, সেই জন্য আপনাকে যেতে দিচ্চিনি।

মাধুলী। কুমার, আমার কথা শুনুন, এ ভণ্ড তপস্বী, ও মনে করেছে যে, আপনাকে বলি দিলে দেবী ওর প্রতি প্রসন্ন হবেন, আপনি কি শোনেননি যে, কাপালিকেরা সিদ্ধ হবার জন্য নরবলি দেয়, সত্যমিথ্যা ওর সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করুন।

সোণা। বজ্জাত ছুঁড়ী, এত মিথ্যা কথা! কুমারকে ও প্রাণের মতন ভালবাসে।

অনাথ। এ কি সত্য?

কাপা। না কুমার, ও দ্বিচারিণী, মিথ্যাবাদী।

মাধুলী। কুমার, কাপালিকের কথায় ভুলবেন না, ও আপনাকে বধ করবে।

অনাথ। কেন মিছে করিছ গোপন,
মাংসপিণ্ডে যদি তব থাকে প্রয়োজন,
দেহ বলি, সিদ্ধ হোক অভীষ্ট তোমার;
জান না কি প্রাণের মমতা, নাহি রাখি!
উঠ—চল, কোথা তব দেবী—
ইচ্ছায় দিতেছি প্রাণ বলি।
অন্তকালে বুঝির এ মনে,
কারু প্রয়োজনে লাগিল এ কলেবর,
চল চল বধ্যভূমে।
এই হেতু কেন এত প্রতারণা!
স্মরি হরি ত্যজিব জীবন,
দেহে আর নাহি আকিঞ্চন মম;
ফুরায়েছে জীবনের সাধ।

কাপা। হে কুমার ভয়ে কথা রেখেছি গোপন।
তুমি সদাশয়,
দেবীপদে অর্পিলে জীবন,
কৈলাসে পাইবে স্থান।
পূর্ণ হবে বাসনা আমার,
পাব আমি ইষ্টদেবী দরশন,
যেবা হয় কর মতিমান্।

অনাথ। চল কোথা তব প্রয়োজন।

কাপা। তুমি বলবান্,
যদি বলির সময় হও অন্যমন,
প্রাণ নাহি দেহ বিসর্জ্জন,
উৎসর্গ করিয়া যদি নাহি দিই বলি,
হবে জীবনের তপস্যা বিফল।
যদি কৃপা করে পরহ বন্ধন,
তবে হয় প্রত্যয় আমার।

অনাথ। বাঁধ মোরে—
হরি হরি দেখা দিও চরম সময়।

কাপা। (অনাথকে বন্ধন করত) সোণা, এইবার তুই আয়।

সোণা। আমি কোথা যাব, এরা যদি পালায়? আমি রইলেম।

কাপা। হাঁ হাঁ ঠিক ঠিক, তুই থাক।

[অনাথ ও কাপালিকের প্রস্থান।

সোণা। তোমার সখীকে তোল, বড় বিপদ!

মাধুলী। বিরজা, ওঠ, পতির জীবন সংশয়, প্রকৃতিস্থ হও।

বিরজা। কি বল?

মাধুলী। বলিবার সময় নাই, ওঠ।

বিরজা। (উত্থান করিয়া) কি বলছো, কুমার কোথায়?

সোণা। যা বলছে, দেখতে পাবে; যদি সাহস থাকে, এস, আমার সাহায্য কর, নয় পালাও। এরা শত্রুর অনুচর সুরাপানে অচেতন হয়ে আছে, চেতন হলে সর্ব্বনাশ হবে।

ভূত। কি বাবা সোণামণি, বাঁধছো কেন চাঁদ?

শম্ভু। তো শালাকে নরবলি দেবে; শালা আমার সঙ্গে—সোণা আমার, তা জানিস?

ভূত। না বাবা গুরুজী, কেউ না, আমি তোমার সোণাকে চাইনি, চলে যাচ্ছি।

[ভূতনাথের গড়াইতে গড়াইতে প্রস্থান।

শম্ভু। যাচ্চ কোথা শালা—সোণাবাং,

আমার হাত খুলে দাও, আমি শালাকে ধরে আনছি—ধর শালাকে—

[শম্ভুনাথের গড়াতে গড়াইতে প্রস্থান।

সোণা। ওদের গাছের সঙ্গে বাঁধতে হবে, তা নইলে পালাবে।

বিরজা। মা, কুমার কোথায়?

সোণা। দেখবে এস—সাহস কর।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

কালী-মন্দির।

(কাপালিক ও অনাথনাথ)

কাপা। ভবানি! আমায় যা স্বপ্ন দিয়েছিলে, আমি তাই কচ্চি। প্রেমিক রাজপুত্রকে বলি দিচ্চি, পদ্মিনী-কন্যার ধর্ম্ম নষ্ট কচ্চি, এবার কিন্তু মা আমায় রাজা করতে হবে।

অনাথ। হরি, দীনবন্ধু হরি, একবার দেখা দাও, এ চরম সময় একবার দেখা দাও! কৈ, এলে না? আহা, এ সময় যদি একবার গুরু-দর্শন পেতেম। মা ভৈরবি, বড় আশায় তোমার পদে মস্তক অর্পণ কচ্চি, মা, শুনেছি, তোমার পূজা করে ব্রজাঙ্গনারা হরিকে পেয়েছিল, দেখো মা, দয়াময়ী, আমার পূজা বিফল না হয়! মাগো, তোমার পদে অন্য বাসনা নাই, একবার সেই রাঙ্গাচরণ দেখবো, এই মাত্র প্রার্থনা! মা ত্রিতাপহারিণি,তাপিতকে মনোমত বর দাও!

কাপা। এস, এই হাড়িকাটে মস্তক দাও।

অনাথ। আমায় যে বেঁধে রেখেছ, আমি তো নড়তে পাচ্চিনি।

কাপা। এস, গড়িয়ে গড়িয়ে এস। তুমি বড় ভাগ্যবান্; মাংসপিণ্ড শরীরে ভৈরবীর পূজা হবে,করালবদনী তোমার রুধির পান করবেন। মা, পূজা নাও—জয় মা— (খড়্গ উত্তোলন)

(বিরজা ও মাধুলীর সহিত সোণার প্রবেশ এবং অন্য খড়্গ দ্বারা কাপালিককে আঘাত করণ)

কাপা। ওঃ! (পতন)

সোণা। বিরজা তোমার পতির বন্ধন মুক্ত করে লয়ে যাও, যাও বিরজা; আর দেরী করো না, বন্ধন খুলে দাও। আমি অপবিত্র হস্তে পবিত্র রাজকুমারকে স্পর্শ করবো না। সোণা, সোণা, তোরে সকলেই ঘৃণা করেছে, সকলেই পায় ঠেলেছে, কেউ কখন তোকে মা বলেনি, এই রাজকুমার তোকে মা বলেছে। সোণা, তোর শুষ্ক স্তনে ক্ষীর এসেছে। সোণা, মা কথা কি মিষ্টি, আমায় মা বলেছে, রাজকুমার আমায় মা বলেছে! সোণা, তুই তোর বেটাকে বাঁচালি তোর কাজ ফুরিয়েছে। বাবা, আর একবার মা বলে যাও! মা ভৈরবি, তোমাকেও বলি থেকে বঞ্চিত করবো না; একজনের পরিবর্ত্তে দুজনের শোণিত পান কর। (স্বীয় প্রাণবধে খড়্গোত্তোলন)

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। আরে থাম থাম থাম! (দেবী উদ্দেশে) বাঃ বাঃ! খুব নাচ নাচাচ্চিস্! দে তো তোর তলোয়ারখানা—ও মাগী কত খেলা খেলবি যে মনে করেছিলি, এরই মধ্যে মরবি—দেখ, ধার রাখিসনি, সব শোধ করে যা।

সোণা। বেশ বলেছিস পাগলা—মরবো না, মরবো না,মরবো না, এখনও বাকী আছে, আমি সব শোধ দিয়ে যাব। পাগলা, তুই কি আমার মনের কথা টের পাস? যদি ভালবাসতে পারতেম তো তোকে ভালবাসতেম।

নসী। দেখ, অত জাঁক করিসনি, ভালবাসতেম বলছিস কি, ভালবাসিস।

সোণা। দূর মুখপোড়া, জানিসনি আমার প্রাণ মরুভূমি?

নসী। আবার হরিনামে জল বয়ে যাবে।

সোণা। তোর মুখে আগুন, তোর হরির মুখে আগুন। আমার কাজ আছে, আমার কাজ আছে।

কাপা। ওঃ! প্রাণ যায়—জল।

সোণা। এখনও মরিসনি—এই মর। (মারিতে উদ্যত)

নসী। আরে না না, ও আগে হরি বলুক, তবে মরবে। ওরে জল দে, জল দে, জল খা- আর হরি বল।

কাপা। না না—আমায়—জল—দাও।

নসী। হরি বল আর জল খা, হরি বল আর জল খা; ওরে ও ছুঁড়ীরা, তোরাও হরি বল না।

অনাথ। গুরু, প্রভু!

নসী। কে ও তুমি হেথা? দেখলে—তোমায় তো কাটতে নিয়ে এসেছিল—দেখ হরি তোমার ভাবনা ভেবেছে, এই মাগী বেটীকে পেয়েছে। এখন আমার কথায় বিশ্বাস হলো? যা চলে যা—নির্জ্জনে বসে হরিকে ডাক গে যা।

অনাথ। প্রভু গুরু, অধমের মস্তকে পা দিন।

নসী। এই নে, আর ঘ্যানঘ্যান করিসনি, সময় বয়ে যায়, যাবি তো যা, নইলে চল্লেম। বল হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

অনাথ। প্রভু, যে আজ্ঞা—হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

[অনাথের প্রস্থান।

কাপা। জল—

নসী। জল খাবি তো হরি বল।

কাপা। হরি—বলছি—জল—দাও। (মৃত্যু)

নসী। দেখলি কি বরাত, হরি বলে মলো! ওর আর বরাত কি, সকলই হরির ইচ্ছা, কি বলিস? তোরা সেই জিজ্ঞেস কচ্ছিলিনি হরি কোথায়? আমি তোদের বলছি, তোরা একবার হরিনাম কর। আ গেল যা, চুপ করে রইলি যে—তুই তো মনে করেছিস্ মর্‌বি, তা কেন জীয়ন্তে মরা হ'না, হরিনামে মরা হ'না, বল হরিবোল হরিবোল হরিবোল—

সকলে। হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

নসী। কেমন প্রাণ ঠাণ্ডা হচ্ছে? হরিনামে কেমন মজা দেখলি, জীয়ন্তে মরা হ', হরিনামে মরা হ'।

বিরজা। প্রভু, আমি যেখানে যাই, সেইখানেই সর্ব্বনাশ, আমার জীবনে ফল কি?

নসী। দেখ, সব দিন সমান যায় না, আজ সর্ব্বনাশ, কাল তুই যেখানে যাবি, সেখানে আনন্দ! একবার হরিনামে মাত দেখিন— ছিঃ! তোমার সোণাপাণা মুখখানা পেঁচার মত হয়ে রয়েছে কেন?

সোণা। দ্যাখ পোড়ারমুখো, আমার কীর্ত্তি দেখেছিস, আমার সঙ্গে লাগিসনি।

নসী। তবে রে পাজী বেটী, তোর বাবার কীর্ত্তি! তোর সাধ্যি কি তুই মারিস— এই তলোয়ার নে দেখি, আমায় মার দেখি, যার কাজ সেই কচ্ছে, তুই বল হরি হরি। তোরাও হরি হরি বল।

সোণা। দূর ভোক, মুখপোড়ার কাছে থাকবো না।

বিরজা। প্রভু, আমি অভাগিনী, আমি মহাপাতকী, রাজকুমারকে সন্ন্যাসী করেছি!

নসী। করেছিস করেছিস; অমন ঢের মহাপাতকী দেখেছি, হরিনাম করলে আর পাপ থাকতে হয় না; নাম করলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয় আর পাপ কিসের রে! তোরা গাইতে পারিস? একটা হরিগুণ গা দেখি, কেমন পাপ আমি দেখি। কেমন মা, হরিনাম করলে পাপ থাকে? ঐ দেখ মা বলছে—না।

বিরজা। প্রভু, আমায় পায়ে রাখুন, আমি বড় তাপিত!

নসী। আ মলো, আমার পায়ে ধচ্ছিস কেন? ঐ রাজকুমারের কাছে শিখলি বুঝি— আমি নসে পাগলা, আমার পায়ে ধ'রে কি হবে? গা না, হরিগুণ গা—তোরা দুজনেই গা। ঐ মা বলছে, হরিনাম শুনবে, মা বেটী বড় হরিনামের কাঙ্গাল রে, গা গা, প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, যদি মিছে হয় তো আর কখনও হরিনাম করিসনি। কেমন মা, প্রাণ ঠাণ্ডা হবে না? হুঁ— ঐ দেখ।

(বিরজা ও মাধুলীর গীত)

দিয়া ভাই করতালি, বদন ভরে হরি বলি।
নামে শ্যাম আসবে ধেয়ে,
বাঁকা হয়ে বাজাবে মোহন মুরলী॥
হরিনামে মাতো ওরে প্রাণ,
আনন্দে উঠবে তুফান,
প্রেম-লহরে ভাসবে অভিমান;—
শমনকে দিয়ে ফাঁকি হরি বলে নেচে চলি॥

নসী। কেমন ঠাণ্ডা হলো—হরিনামে মরা হ'।

বিরজা। প্রভু, শিখিয়ে দিন।

নসী। ওর আর শেখাশেখি কি—সোজা। বাঁচার নাম তো পাঁচটা দেখা, পাঁচটা কাজ করা; তোরা কিছুই করবিনি, খালি হরি হরি করবি, বুঝেছিস? মজায় থাকবি, বড় প্রাণের আরামে থাকবি।

বিরজা। প্রভু, আমার মতন পাতকীকে হরি দয়া করবেন?

নসী। দয়া কি রে—তাঁর ওই কাজ, তাঁর একটা নাম হলো পতিতপাবন; যে আপনাকে পতিত ভাবে, হরি তার পেছনে পেছনে ফেরে; হরিগুণ গেয়ে বেড়া, হরি সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে, আমি চল্লেম।

[নসীরামের প্রস্থান।

মাধুলী। সখি! কোথায় যাবে?

বিরজা। যেখানে দুচোক যায়, পারি যদি এই পাগলের মতন পাগল হব।

মাধুলী। আমিও দেখি যদি জীয়ন্তে মরা হতে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান

(শববাহকগণ ও সোণার প্রবেশ)

সোণা। এই দিকে আয়, নিয়ে চল, সৎকার করবো, মুখে আগুন দি, এদিকে নিশ্চিন্দি হই—তার পর—

১ম বাহক। এ কি—এ যে খুনী লাস!

সোণা। ঐ বিল্বপত্র খুঁড়ে দেখ, টাকার ঘড়া দেখ, আর কি চাস? এ তোদের।

২য় বা। ওরে, ঢের টাকা।

সোণা। সর্ব্বনাশী, নরবলি তো খেয়েছ চল এখন, তোমায় জলে ফেলে দিয়ে আমি সোণা তোমার পূজা করতে পারবে না।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা।

(নসীরাম ও সোণা।)

নসী। ওরে শোন শোন,তোর নাম কি ?

সোণা। কেন রে পাগলা, আমার নামে দরকার কি ?

নসী। তোরে নিয়ে ঘর করতে হবে, আর নামটা জেনে নেব না।

সোণা। আ মর মুখপোড়া, তুই আমায় নিয়ে ঘর করবি কি রে ?

নসী। তা জানিসনি ? তোর জন্যে আমার বড় মন টানছে, তোকে ছেড়ে আমি যেতে পারবো না।

সোণা। কেন রে পাগলা, আমায় ছেড়ে যেতে পারবিনি কেন ?

নসী। মনের মানুষ পেলে কি কেউ ছেড়ে দেয়, বল না তোর নাম কি বল না ?

সোণা। আমার নাম সোণা। আমি তোর মনের মানুষ হলেম কেমন কোরে ?

নসী। সেই যে সেদিন থেকে, সেই যেদিন হরি বলেছিলি। তোর বড় জোরের হরি বলা রে, হরিবোল সবই মিষ্টি, যে ভয়ে ভয়ে হরি বলে, সেও মিষ্টি, কিন্তু যে হরির তোয়াক্কা না রাখে হরি বলে, তার আমি পায়ে ঘুরি।

সোণা। ঘুরিস এখন, এখন রাজা আসছে।

নসী। রাজা দেখে তুই ভুল গে যা, আমি তোকে দেখে ভুলে আছি।

সোণা। আ মরি, ন্যাকরা করিস্ নাকি ?

নসী। আচ্ছা থাক, তোমায় আমি বাগিয়ে নিচ্ছি, তবে আমার নাম নসে। মনে করেছ, আমায় ফাঁকি দেবে,সে যো নাই, নসে পায় ধরা, তোর পায়ে পড়বো।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। কি সোণা কি হলো ?

সোণা। আজ ব্রত শেষ হয়েছে, আজই বিয়ে হবে।

রাজা। কি রকম—আমার উপর তুই মন দেখলি কেমন ?

সোণা। তা খুব, কিন্তু তাকে বিরজা বলে ডাকতে পাবেন না।

রাজা। কি বলে ডাকবো ?

সোণা। ওই সোণা, তার বড় ভয় যদি তারে আপনি লোকনিন্দায় ত্যাগ করেন।

রাজা। আমি তোমায় সব বলেছি, আমি সকলকে আসতে বলেছি—সকলকার সামনে বলবো।

সোণা। সে বলে কি জানেন—বলে, আমায় রাজার যেন মনে ধরেছে, সভার লোক যদি বিশ্রী বলে ?

রাজা। তা বলুক, যা বলে বলুক গে, আমি বিরজার।

সোণা। ওই দেখুন, আপনি বিরজা বলছেন।

রাজা। তবে কি বলবো ?

সোণা। বলুন আমি সোণার—সোণা আমার।

নসী। আমি সোণার—সোণা আমার।

সোণা। ও পাগলা মড়া এখানে কি করে ?

নসী। তোমার জন্য ঘোরে।

রাজা। সোণা, তুমি আমায় কনে জুটিয়ে দিচ্ছ—দেখ আমি তোমার বর জুটিয়েছি।

সোণা। যেমন দেবেন, তেমনি পাবেন।

রাজা। কেন, তোমার পছন্দ হবে না নাকি ?

নসী। আমার তো খুব পছন্দ।

রাজা। এস নসীরাম, এদিকে এস, তোমার হাতে হাতে সঁপে দিই এস।

নসী। দিন তো মহারাজ—দিন তো—মাগী বড় ন্যাদারে।

সোণা। মহারাজ হাতে হাতে সঁপে দিচ্ছেন—আপনার সোণাকে না নেয়।

রাজা। সে সোণা কোথায় পাবে, সে আমার হৃদয়-কক্ষে চাবি দেওয়া থাকবে।

নসী। চাবি দিয়ে কোথায় রাখবে—বজ্র আঁটুনী ফস্‌কা গেরো—আমি নেবো।

রাজা। ইস—নসীরাম, আজ যে বড় প্রেমিক হয়েছ।

নসী। হব না—দেখেই লোকে শেখে, রোজ পিরীত দেখছি, আর শিখবো না?

রাজা। সোণা, দেরী হতে লাগলো—যাও।

সোণা। আপনি সবাইকে ডাকান, সে তো আপনার হাতেই আছে।

রাজা। সকলে এল বলে—তুমি যাও।

সোণা। আমি যাচ্ছি, সহচরীদের সঙ্গে তাকে পাঠিয়ে দিই গে, আপনি বলে রাখবেন, কেউ কিছু না নিন্দা করে!

রাজা। তুমি ঐ কথা একশবারই বল্‌ছো কেন?—যাও না।

সোণা। আমি কি বলছি, সোণা যেমন বলে, তাই বলি।

নসী। এটী মহারাজ ঠিক বলেছে—যেমন বলাচ্ছে, তেমনি বলছে।

রাজা। তবে তুমি সভায় নিয়ে এস।

সোণা। আচ্ছা, আমি চল্লেম।

[সোণার প্রস্থান।

নসী। ও সোণা, আমায় পায়ে ঠেলে যেও না, আমি তোমার জন্যই ঘুরছি—গেলে—যাও, আবার আসতে হবে।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ! এ কি সর্ব্বনাশ করেছেন—সোণাকে বিবাহ করবেন নাকি?

রাজা। তোমার অত তত্ত্বের প্রয়োজন নাই, আমি রাজা, আমার আজ্ঞামত কার্য্য কর।

মন্ত্রী। মহারাজ, ঐ কুৎসিতার প্রতি আপনি কেন অনুরাগী হলেন?

রাজা। ইচ্ছা।

নসী। তা বই কি—যার যাতে মন।

(সভাসদ্‌গণের প্রবেশ)

সভাসদ্‌। মহারাজ, অপরাধ মার্জ্জনা হয়, যা শুনছি, এ কি সত্য?

রাজা। হাঁ, সত্যই শুনেছ, আমি সোণাকে বিবাহ করবো।—

(পরিচারিকা সমভিব্যাহারে অবগুণ্ঠনবতী সোণার প্রবেশ)

রাজা। এস প্রিয়ে, এই সিংহাসনে বস।

সোণা। (ছদ্মস্বরে) প্রাণনাথ, আমি সভাজনকে ভয় করি।

রাজা। প্রিয়ে, তোমার ভয় কি তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী! সভাজনকে একবার তোমার চন্দ্রবদন দেখাও, তা হলে সকলে বুঝ্‌তে পারবে যে, কি নারীরত্ন আমি গৃহে এনেছি।

সোণা। এঁরা যদি আমার রূপ দেখে নিন্দা করেন, তখন আপনি কি ত্যাগ করবেন?

রাজা। প্রিয়ে, কেন বার বার এ কথা বলছো?

সোণা। প্রাণনাথ, মালা পর (মাল্যদান) দেখবেন, পায়ে ঠেলবেন না।

রাজা। আমি শপথ করছি, তুমি আমার জীবনসঙ্গিনী! আজ তুমি রাজ্যেশ্বরী! তোমার আজ্ঞায় রাজ্য চলবে, আমি তোমার দাস মাত্র। সভাসদ্‌ সকলে শোনো—মন্ত্রী শোনো—আজ হতে রাজ্য আমার প্রিয়ার নামে, এই রাজদণ্ড হাতে দিলেম। কি, কেউ কথা কচ্চো না যে?

মন্ত্রী। মহারাজ! আমরা রাজভৃত্য, আমাদের কথার অধিকার কি, আপনার যেরূপ আজ্ঞা, তাই হবে।

রাজা। প্রিয়ে! অবগুণ্ঠন খোল, সভার সকলে তোমার চন্দ্রবদন দেখুক।

সোণা। প্রাণেশ্বর—এই যে ঘোমটা খুলেছি।

রাজা। এ কি—তুই কে?

সোণা। তোমার প্রাণপ্রিয়ে সোণা।

রাজা। কালামুখী, দূর হ'।

সোণা। হৃদয়েশ্বর! প্রাণনাথ! শপথ ভুলবেন না, আপনি তো বলেছেন, দাসীকে কখনও ত্যাগ করবেন না।

রাজা। কি এ, আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

সোণা। হৃদয়েশ্বর, যে আপনার পুত্রবধূর প্রতি কামকটাক্ষ করে, যে আপনার পুত্রকে সন্ন্যাসী করে, যে আপনার বংশধরকে দুরন্ত কাপালিকের করে বধের নিমিত্ত অর্পণ করে,

হৃদয়েশ্বর, তার দশা আর কি হয়ে থাকে? আমায় কুৎসিতা বলে ঘৃণা করছেন—আমি বাহ্যিক কুৎসিত, কিন্তু আপনার অন্তর কত কুৎসিত,একবার বিবেচনা করে দেখুন; আমিই তোমার যোগ্যা নারী, আমায় বধ করতে চান করুন, কিন্তু এ কলঙ্ক আপনার ঘুচবে না। ধিক্! সতীর সতীত্ব নষ্ট করার নাম কি ধর্ম্ম? জানেন না, জগজ্জননী শিবানী সতীর আদর্শ! যিনি পতিনিন্দা শুনে দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, তিনি সতীর সতীত্ব নাশে প্রসন্না হবেন, এই কি আপনার ধারণা? যদি মনুষ্যত্ব দূর না হয়ে থাকে, যদি নিতান্ত মোহান্ধ না হ'ন, একটু বিবেচনা করে দেখলে বুঝতে পারবেন যে, এত দিন ধর্ম্ম করেন নাই কেবল কাপালিকের কুপরামর্শে কামবৃত্তি তৃপ্তি করেছেন। জগদীশ্বরী আপনার উপর বিরূপা। সভাস্থ সকলেই শুনুন,—দুরন্ত কাপালিকের ছলে আমার সতীত্ব নষ্ট হয়, এই মূঢ় রাজার নিকট আবেদন করি, ইনি কাপালিকের পক্ষ হয়ে আমার আবেদন উপেক্ষা করেন, আজ আমি তার প্রতিশোধ নিয়েছি।

রাজা। ধিক্ আমায়।

[প্রস্থান।

সোণা। প্রাণেশ্বর! কোথায় যাও? দাসীকে ফেলে কোথায় যাও? তুমি পায়ে ঠেলবে ঠেল, আমি তোমায় ছাড়বো না।

[প্রস্থান।

নসী। ও সোণা, কোথায় যাও? তুমি যে আমার প্রাণ কেড়ে নিয়েছ, তুমি একবার আমায় নাম শুনিয়ে যাও।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। সকলে স্বস্থানে যাও, এ কথা না আর আন্দোলন হয়।

সভাসদ। মন্ত্রী মহাশয়, কা'র মুখ বন্ধ করবেন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

নদীতীর।

রাজা। কেন আর এ ভববন্ধন,
এ জীবনে ফল কিবা আর!
ছি ছি ঘৃণা ধরে না হৃদয়ে,
রাজা হয়ে কত আর সহে,
প্রস্তর বাঁধিয়া গলে পশিব সলিলে,
যেন দেহ নাহি পায় কেহ;
ধিক্—মরিলে কি যাবে অপমান?
আরে কাম—
বুঝি নাই এতদিন তোর প্রতারণা,
বন্ধু হয়ে রহ তুমি দেহে,
পরিণাম দুরন্ত এমন!
ছি ছি ছাড়িলাম পুত্রের মমতা,
কলঙ্কে না করিলাম ভয়,
রাজ্যেশ্বর—হইলাম বেশ্যার ঘৃণিত,
আর সব কত,
যথা যাব হাসিবে সকলে,
কবে এই কাম-অন্ধ দুরাচার;
ছি ছি গেল মান প্রাণ তো গেল না।
আর কেন,
প্রস্তর বাঁধিয়া গলে ঝাঁপ দিই জলে।

(নসীরামের প্রবেশ)

নসী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! মরো না, মরো না, মানবজন্ম পেলে হরিসাধন হলো না, এখন কি মরতে আছে? চল হরি বলে চল, এদিক তো দেখে নাও, তখন আর মরতে চাইবে না, তখন মনে হবে,জন্ম জন্ম মানবদেহ ধরি আর হরিসাধন করি; এমনি মিষ্টি নাম। হরি বল, প্রাণের জ্বালা থাকবে না। মরতে তো হবেই, তেড়ে ফুড়ে মরা কেন?

রাজা। নসীরাম, আর আমি এ কালামুখ দেখাব না।

নসী। না দেখাও বেশ তো নির্জ্জনে বসে হরিনাম কর। তুমি অত ভাবছ কেন? মাগীতে সকলকেই কাণে পাক দে নিয়ে বেড়ায়, মাগীর জন্য সকলেই উন্মত্ত, তুমি কেবল ধরা পড়েছ। তোমায় একটা চুপি চুপি কথা বলি শোন—

রাজা যুধিষ্ঠির ঠাকুরকে বলেছিলেন যে, চিরযৌবনা কুন্তীকে দেখে তাঁরও মন হয়েছিল। তুমি কি মনে কর, এ ইন্দ্রিয়গুলো কম, ওরা আপনার কাজ করেছে, তোমায় ভুলিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, এখন ওই বেটাদের জব্দ করে হরিনাম কর।

রাজা। ছি ছি! কি লজ্জা—কি ঘৃণা!

নসী। হরি বল, তখন বলবে কি আনন্দ। বল দেখি হরি বল,—হরি লজ্জা-নিবারণ, হরি বল, তোমার লজ্জা থাকবে না। ঠেকে তো শিখেছ, এখন সংসারের মুখে ছাই দিয়ে হরির দোহাই দাও। মরে কি হবে, হরিনাম তো কত্তে পাবে না। আমি মনে করি,চিরকাল বেঁচে থাকি, আর হরি হরি করি। শোন হরি লজ্জা-নিবারণ।

রাজা। আমার এ দারুণ লজ্জা কে নিবারণ করবে? আমি আর সমাজে মুখ দেখাব না, আত্মহত্যাই আমার উচিত পরিণাম।

নসী। আচ্ছা,হরি বল, তারপর মরো এখন। রাজা,মনে করে দেখ,তুমি বলেছিলে রাজ্যে যদি গোলযোগ না হয়, আমি যা চাব, তাই দেবে, মনে কর যখন তোমার ব্যামো আরাম করি, তখনও তুমি বলেছিলে, যা চাব, তাই দেবে, এখন আমায় দাও, আমি ভুলিনি।

রাজা। তুমি কি চাও?

নসী। আমি তোমার মনটী চাই, তোমার মনটী নে আমি হরিনাম শিখাই।

রাজা। তোমার কথা শুনে আমার লজ্জাহীন মুখে হাসি আসে।

নসী। বেশ তো,হাসতে কাঁদতে তো এসেছ। হরিগুণ গাও, খানিক হাস, খানিক কাঁদ।

রাজা। নসীরাম, তুমি কে—তুমি তো আমায় ঘৃণা কর না?

নসী। আমি তোমায় ঘৃণা করবো, কেমন করে, আমি যে তোমারই মতন ইন্দ্রিয়দাস। দেখ দুর্ল্লভ নরজন্ম পেয়েছি, হরিনামে অনুরাগ হলো না, তাই তোমায় হরিনাম করতে সাধি; তোমার মুখে হরিনাম শুনে যদি হরিনাম করতে সাধ হয়। বল হরি বল, আর মিছে সময় কাটিওনা, মিছে কাজে অনেক দিন গিয়েছে, বল ভাই, হরি বল।

রাজা। হরিবোল হরিবোল হরিবোল—হরি কি আমায় পায় রাখবেন?

নসী। তোমার কাজ তুমি কর, তাঁর কাজ তিনি করবেন, হরি না পায়ে রাখলে, রাজা, তোমার কি সাধ্য যে তুমি হরি বল? হরিই তোমায় হরি বলাচ্ছেন—বল হরি বল।

রাজা। হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

নসী। নাম নিয়ে কি প্রাণ শীতল হচ্চে না? তোমার প্রাণে প্রাণে হরি বলছেন না যে, হরিনাম কর, তোর লজ্জা নিবারণ করবো? ওই শোন, ওই আমার হরি বলছেন, "কে রে তাপিত আয়, আমার কোলে আয়, আমি তোর তাপ দূর করবো," চল হরি বলে নেচে চল—বিষয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে হরি বলে ধেয়ে এস—হরি বল ভাই, নসেপাগলাকে কৃতার্থ কর!

রাজা। নসীরাম, তুমি আমায় পায়ে স্থান দাও, তুমিই আমার হরি।

নসী। ছিঃ ছিঃ! কুকুরকে ঠাকুর বলো না, আমি হরির দাস—আমি নসে, সে যে মস্ত কথা রে—হরির দাস, তার দাস তার দাস—ও নসে,সেও যে একটা মস্ত কথা রে—আমি একটা নসেপাগলা। তোমার মনটী আমায় দাও ভাই, তা নইলে তুমি মিথ্যাবাদী হবে।

রাজা। আমি তো মন দিতে জানি না, তুমি নাও।

নসী। তবে হরি বল, হরি বলে চলে যাও, নির্জ্জনে গে হরিকে ডাক।

রাজা। কোথায় যাব?

নসী। যেখানে হরি নিয়ে যান।

রাজা। সেই ভাল—হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

[প্রস্থান।

নসী। ও নসে, সর্ব্বনেশে, তুই আবার কি করবি? সেই মাগীটের ওপর মন পড়েছে—আ মর! তোর এত মাথাব্যথা কিসের রে? আমার খুসী, তোর কি?

(সোণার প্রবেশ)

সোণা। আমি এখন কোথায় যাই,পোড়ারমুখো ছিল এক রকম—এখানে বসেই খানিক গাই।

নসী। চুপ চুপ—শীকার জুটেছে।

(সোণার গীত)

ভাতারকে পূরে গালে উঠলো কাক-ধ্বজ রথে।
সরে যা সর্ব্বনাশী আসবে এই পথে॥
কুলো হাতে কালামুখী সিঁদুর মুচেছে,
ছিল হেলা-গোলা ভাঙড় ভোলা সেটা ঘুচেছে,
ছারকপালীর এমনি লোলা সকল রুচেছে;
নয় তো সোজা যায় না বোঝা,
চলে রাঁড়ী কি স্রোতে,
ধোঁয়ার মত আঁধার-বরণ কায়,
তেল বিনে চুল রুক্ষ হয়ে হাওয়ায় উড়ে যায়,
নাম শুনে যম ভয়েতে পালায়;
খাবে কার মাথা এবার ফিরবে না তো কথাতে॥

নসী। সোণামণি চাঁদবদনী! একবার চাঁদমুখে হরি বল না?

সোণা। দূর পোড়ারমুখো পাগলা।

নসী। আচ্ছা, আমায় আর দুটো গাল দয়ে হরি বল।

সোণা। মর মুখপোড়া, আমি হরি বলি আর নাই বলি, তোর অত মাথা ব্যথা কেন রে?

নসী। তোর যে ভাই আমি পিরীতে পড়েছি।

সোণা। যা—আমি হরি বলব না।

নসী। মাথা খাও বল, উপরোধে ঢেঁকি গেলে, উপরোধে না হয় হরি বল্লে।

সোণা। তুই মড়া অমন কচ্চিস কেন? হরি বলে আমার কি হবে? আমি আবার হরি-নাম করবো? আমায় বেশ্যা কল্লে কে?—সেই হরি না আর কেউ? আমায় মদ খাওয়ালে কে?—সেই হরি না আর কেউ? আমায় অনাথিনী কল্লে কে?—সেই হরি না আর কেউ? আমায় নরঘাতিনী কল্লে কে?—সেই হরি না আর কেউ? কালামুখো, সেই হরির নাম করতে আমায় বলিস, তোর সখ পড়ে থাকে, তুই হরি-নাম কর গে যা।

নসী। আচ্ছা, আমি হরিনাম করি, তুই শোন।

সোণা। না, আমি তাও শুনবো না।

নসী। শোন ভাই, তোর পায়ে পড়ি।

সোণা। দেখ মুখপোড়া, তোর নাক কাণ আমি নখ দে ছিঁড়ে দেব, তুই কেন বল দেখি আমায় কাঁদাস? শোন পোড়ারমুখো, কেউ আমায় কখন যত্ন করেনি, তুই যদি যত্ন করবি, তোর মুখে আমি নুড়ো জ্বেলে দেব।

নসী। নুড়ো জ্বেলে দিবি দে, আমি কিন্তু তোর পায়ে ধরবো ভাই।

সোণা। আচ্ছা, আমি হরি বলছি, তুই চলে যা, তুই আর আমার কাছে আসবিনি বল?

নসী। আচ্ছা, আসবো না, কিন্তু দেখিস, যেদিন না হরি বলবি, সেই দিনই নসে আসবে। দেখ সোণা, তোকে আমি বড় ভালবাসি, এ ভব-সমুদ্রে তোকে ছেড়ে আমি যেতে পাচ্চিনি।

সোণা। দেখ মড়া, আমার কান্না পাচ্চে, যা কিন্তু—

নসী। তা কাঁদ না ভাই, কত রাধারাণী কেঁদেছে, তা জানিস? পিরীত করলেই কাঁদতে হয়, তোতে আমাতে পিরীত হচ্চে, একটু কাঁদবিনি, এই দেখ তোর জন্ত আমি কাঁদি।

সোণা। ছারকপালে, আমি চল্লেম।

নসী। না ভাই, একটী হরিনাম গেয়ে যাও, তা নৈলে আমি ছাড়বো না—তুমি ঢের গান জান।

সোণা। ছাড় ছাড়।

নসী। গাও।

সোণা। আচ্ছা গাচ্ছি।

গীত।

যাব সই আনতে বারি কোর না মানা।
লজ্জা পেলে ডুববো জলে তা কি জান না॥
বলে সই কলঙ্কিনী, নই লো তাতে বিষাদিনী,
কৃষ্ণ-প্রেমে রাই আমোদিনী;—
আমার ধরাসনে গুণমণি লাজে কি বাধে বল না॥

নসী। এই দেখ, তুইও কাঁদছিস, আমিও কাঁদছি।

সোণা। কাঁদ গে যা মুখপোড়া।

[প্রস্থান।

নসী। নসে তোরে ছাড়বে না সোণা—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

পর্ব্বত-প্রদেশ।

(বিরজা ও মাধুলীর প্রবেশ)

বিরজা। শুন প্রাণসই
বোধ মানে কৈ পোড়া মন।
ভাবি বংশীধারী—কুমারে নেহারি,
কভু হেরি
বাঁধা করে করে, দেবীর আগারে,
কাপালিক খড়্গ করে উত্তোলন;
মনে পড়ে—
বিরস বদন ভূপতি-সদন
প্রাণ ভিক্ষা মাগে অধীনীর;
অমনি স্বজনি
দুনয়নে শতধারে বহে নীর—
আপনা পাসরি ভুলে যাই হরি,
ধৈর্য্য ধরি কিসে বল সই;
আত্মহারা হই—
যেন আমি আমি নই।
দেখিতে কুমারে বড় মনে হয় সাধ;
যত দিন সে সাধ না পূরে,
সত্য কহি তোরে, হরিপদ নাহি চাই।
গুরুর চরণ নিত্য করি লো স্মরণ,
যাচি পায়
করুণায় বারেক দেখাও তাঁরে।
হায় সখি রাজার নন্দন,
কভু দুখ না জানে কেমন,
নির্ব্বাসন আমা হেতু!
ধূমকেতু আমি লো স্বজনি,
যথা যাই অনর্থ ঘটাই তথা।
আত্ম গঞ্জনায় প্রাণ জ্বলে যায়;
যদি কভু দেখা তাঁর পাই,
পায়ে ধরে বুঝাই স্বজনি,
আমি চির-অধীনী তাঁহার,
ধ্যানে জ্ঞানে শয়নে স্বপনে
অন্য কারে কভু নাহি দিছি স্থান।

মাধুলী। সখি বৃথা কেন গঞ্জ আপনায়?
কি দোষ তোমার—লিপি বিধাতার,
যা হবার হয়ে গেছে।
তব মন বিগলিত প্রেমে,
কেন মিছে ভাব লো ললনে;
সখি, কি আর করিবে
যতই ভাবিবে বাড়িবে লো জ্বালা তত।
গুরুপদে মতি করি নত,
এস যাই করি হরিনাম।
কাঞ্চন-ভূষণে,
হের উষা হাসে লো গগনে,
গায় পাখীকুল—
আকুল হরির প্রেমে,
কুসুম বিকাশে প্রকাশে মহিমা তাঁর;
চল সখি যাই—
ঘরে ঘরে হরিগুণ গাই,
জুড়াই মরম-হুতাশন।
রাখ হরিপদে মতি,
শুন লো যুবতি
অবশ্য মিটিবে সাধ,
কামনা পাবে না স্থান হৃদে।
গুরু আজ্ঞা মত,
পর্ব্বতপ্রদেশে এস করি হরিনাম,
হরি-প্রেমে মাতুক শিখরবাসী।
শুনি ধ্বনি প্রতিধ্বনি
শতমুখে গাবে হরিনাম,
জুড়াইবে প্রাণ
বেদনা জানাব হরিপদে!

বিরজা। সখি—হরি কি কাঁদায় অবলায়!
ব্রজেশ্বরী প্যারী আহা মরি মরি,
শতবর্ষ লুটিল ধূলায়;
বিবশা গোপিকা হাহাকার ধ্বনি
তুলিল গগনপথে;
বিরহ-বিধুরা যত গোপের ললনা,
শোকে নিমগনা,
স্মরি হরি কাঁদিল দিবস যামী;
নয়ন-সলিলে বাড়িল যমুনা,
তবু তো এলো না নিঠুর সে কালাচাঁদ!
যার কৃষ্ণপদে মতি তাঁর এই গতি—
আমি কৃষ্ণ-ভক্তিহীনা
কেমনে পূরিবে সাধ?
নাহি সই অধিক বাসনা—
বারেক দেখিব,

বলে যাব, আমি অপরাধী তাঁর পায়,
অধীনী ভাবিয়া যেন করেন মার্জ্জনা;
নহে মম সাধন হবে না,
বঞ্চিত রহিব হরি-প্রেমে।
চল যাই নাম গাই ঘরে ঘরে।

উভয়ের— গীত।

মরি হায় ব্রজের মাঝে।
বাজায় বেণু নাচে ধেনু কানু চলে গোঠে,
যে দেয় করতালি রাখাল মেলি আনন্দরোল ওঠে,
হেরে হায় রাখালরাজে॥
গোপিনী উন্মাদিনী আকুল বেণী ছোটে,
বাঁকা শ্যাম রাখাল সাজে॥
খেলে হেলে দুলে শিখিপাখা তরুণ অরুণ লোটে
উষা মলিনু লাজে॥
হেরে চরণকমল চায় শতদল কাননে ফুল ফোটে
আমোদে ভ্রমর জাগে॥

(পাহাড়ীয়া পুরুষগণের প্রবেশ)

১ম পা। আরে, সে ছুটা মাগী আয়েছে রে সে ছুটা মাগী আয়েছে।

২য় পা। আরে মাদল লিয়ে আয় মাদল লিয়ে আয়, আরে দাঁড়া মাগীরা বাঁকা শ্যামের গান গাই আয়।

পাহাড়ীয়াগণের—(গীত)

বাঁকা শ্যাম বাজায় বাঁশী।
চল্ রে চল্ যাবে চলে উঁকি দিয়ে দেখে আসি॥
বাঁকা শ্যাম নেচে চলে, বনফুলের মালা দোলে,
বাঁশীতে রাধা নাম বোলে;
আঁখ্ঠারে বল্‌তো কারে, রাঙ্গা ঠোঁটে মুচকী
হাসি॥

১ম পা। বলি হাঁরে মাগী, তোদের হরিনাম দিলে কে? এ যে বড় মিঠে নাম রে—যেন মদ রে।

বিজয়া। ভাই! গুরু দিয়াছেন।

১মা পা। সে মিনষে—না তোর মত মাগী? আমাদের হেথা আর একটা মিনষে আছে, হরিনাম না বল্লে খায় না, চল তার কাছে যাবি? তোরা যেমন নাচিস—হরি বলে সেও রে নাচে, আমরা বি উয়ার ঠাঁই নাচতে শিখেছি।

বিজয়া কোথায় তিনি?

১ম পা। ওই দেখ্ খেপা আসছে।

(অনাথনাথ ও পাহাড়ীয়া বালকগণের প্রবেশ)

১ম বা। ও খেপা, খা, তবে হরি বলবো, নেই তো সাতদিন আসবো না, তুই হরিনাম শুনতে পাবি না।

২য় বা। ওরে, হরি বল, নইলে কথাবি কইবে না।

১ম বা। না ভাই, সেই গান গাই আয়।

বালকগণের— (গীত)

খেলি ছুটাছুটি, আয় ধূলায় লুটি,
হরি আয় আয় আয় রে।
তুই এমন্ কেমন, নাই খেলাতে মন,
বেলা যায় যায় যায় রে॥
হাতে তালি দিয়ে, তোরে মাঝে লিয়ে,
নাচবো থিয়ে থিয়ে;
তুই নাচবি যত, বনফুল দিব তত,
বাঁশী বাজাবি দাঁড়াবি পায় পায় পায় রে॥

মাধুলী। সখি দেখ, হরি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন, ওই দেখ, হরিপ্রেমে উন্মত্ত কুমার।

বিরজা। দেখ সই প্রাণ ফেটে যায়,
দেখ দেখ ধূলায় লুটায়,
ধূলি-ধূসরিত কায় নৃপতি-নন্দন,
ছি ছি এত ছিল এ ছার কপালে!
চলে গেলে
হত সাধ দিই বুক পেতে।
দেখ পথে পথে ভ্রমে ক্ষিপ্তপ্রায়,
হায় সখি এ বেদনা সব কত!
চল যাই হরিপ্রেম পদে ভিক্ষা চাই,
হই সই উন্মত্ত উহার মত;
ওঁর মত ধূলায় লুটাই,
শূন্যপানে চাই,
ভেসে যাই হরিপ্রেমনীরে,
তবে যদি যায় এ যাতনা।

২য় পা। ওরে, কি বলছিস রে, তোদের দেশের মানুষ না? আরে কথা কয় না, চেয়েবি খায় না, খালি বলে—ভাই হরিবোল।

অনাথ। ভাই, হরি বল ভাই, হরি বল!

সকলে। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

বিরজা। হে প্রেমিকপুরুষ, দাসীকে হরিভক্তি দিন।

অনাথ। হরিপ্রিয়ে! আমার অপরাধী করি

বেন না, আমি হরিভক্তি কোথায় পাব, কৃপা করে আপনারা আমায় হরিভক্তি দিন।

হায় হায় হরিনামে না জন্মিল অনুরাগ
দিন গেল হরিনাম এল না বদনে!
গাও হরিনাম—
শ্রীমুখে শুনিতে মম সাধ,
হরিনামে মনের মালিন্য কর দূর,
পদরজ দেহ এই অধমের শিরে!
হরি হরি কৃপা কর,
দেহ নামে অনুরাগ,
ভবমাঝে ভুলে আছি ও অভয় নাম,
কৃপাময় করুণায় শিখাও আমায়।
হরিনাম গাই জীবন জুড়াই,
হরি বলে লুটি ভূমিতলে,
অঙ্গে মাখি ভক্ত-পদরজ,
ভক্ত-পদ-সরসিজ ধরি বক্ষোপরে,
ভক্তের বদনে শুনি নাম;

গুণধাম—
বাম আর হয়ো না হে অভাগার প্রাত।
ওরে ভাই কে আছ বান্ধব,
কর হরিনামোৎসব,
হরিনাম গাও জুড়াও তাপিত প্রাণ!

৩য় পা। হরিনাম শুনবি? ওরে মাগী গা না,
আমরাবি গাই, দেখনা মিনষে কাঁদছে।

সকলে— (গীত)

বাজা মাদল বোল হরিবোল,
নাম শুনে মন মেতে উঠে।
পাথরে জল ঝরে ভাই
শুকনো গাছে কলি ফোটে॥
মজে যা হরিনাম রটা, দেখবি আমোদের ঘটা,
পায়ে ঠেলে যাবি দিন কটা;
গহ্বরে গোঠে মাঠে, নামে যাক গগন ফেটে,
নাই যমের শঙ্কা বাজাও ডঙ্কা
হরি বল একচোটে॥

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গিরিগুহা-সম্মুখ।

(রাজা)

রাজা। গগন তপন সলিল পবন
তরু মেরু বিহঙ্গম
হরিগুণ গায় সবে।
পাতা মরমিল বলে কোথা হরি,
হরিময় ত্রিভুবন,
এ সুধার হরিনামে বিরত অধম!
বসিয়া গহ্বরে—
প্রাণ ধায় সিংহাসনে;
কত ওঠে মনে
মনে পড়ে বিরজায়,
মনে জাগে সকলি আমার
চঞ্চল অনিল সম ভ্রমে মন মম,
স্থির নহে তিলেকের তরে।
বুঝি এ জনমে
হরিনাম হলো না সাধন।
ভেবে কিবা হবে—
হরি হরি—মন নিবারিতে নারি,
কি করি—কোথা সে বাতুল?
দেখা পেলে,
তাঁর ঠাঁই শিখি পুনঃ হরিনাম।
নামে রুচি নাই,
আর কতদিন রবে প্রাণ দেহে—
এ যন্ত্রণা কতদিনে হবে দূর!
যাই—
দেখি পুনঃ পারি যদি করি হরিনাম।
হে গহন-বিহঙ্গম,
হরিনাম শিখাও আমায়।
এস হরি দয়া করি দেহ পদাশ্রয়,
তোমা বিনে অধমের কেবা আছে আর,
মম আঁধার সংসার!
জলে শুধু স্মৃতি,
হৃদে দাবানল সম।
লজ্জা নিবারণ দেহ দরশন,
ভুলি জ্বালা।
কালাচাঁদ হও হে উদয়—
কোথায় করুণাময়,
অভাগায় কৃপা কি হবে না!
প্রবেশি গহ্বরে—
দেখি যদি মন হয় স্থির।

[প্রস্থান।

(সোণার প্রবেশ)

সোণা। সোণা, তুমি নরঘাতিনী; সে যাক, তোমার ছলনায় রাজার এই দশা—প্রতিহিংসায় কি তুমি তৃপ্তি লাভ করেছ? এই তো অনন্ত জ্বালা! যারে রাজ্যচ্যুত করেছি, তারই জন্য নিত্য কুসুম চয়ন কচ্চি, তারই জন্য নিত্য ফল আহরণ কচ্চি, হা অভাগিনি! যদি অনুতাপ করবি তো এ কাজ কল্লি কেন? নিত্য মনে করি, ক্ষমা চাব—যা থাকে অদৃষ্টে আজ দেখা দিব, আমার তো সতীত্ব ফিরল না, লাভে হতে রাজ্যেশ্বরকে বনবাসী করেম। কাপালিকের সৎকার করেছি—দেখা পেলে ক্ষমা চাইতেম, তার উপায় নাই, যার উপায় নাই, সোণা তার জন্যে ভাবে না। রাজার কাছে ক্ষমা চেয়ে যেথা ইচ্ছা হয় চলে যাই। কোথা থেকে পোড়ারমুখো নসে এলো? কিছুতেই যে আমি তাকে ভুলতে পাচ্চিনি, পোড়ারমুখোর মনে কি ঘৃণা নাই?—সে যে আমায়ও ঘৃণা করে না! সদাই মন চায়, আমি তার কাছে যাই; পোড়া মন, এখনও তুমি ভালবাসতে চাও—তোমাতে আগুন লাগেনি এমন মন থাকতে বনে আগুন লাগে—নসে পোড়ারমুখো যে সর্ব্বনাশ করলে; পাতা নড়ে, মনে হয় নসে আসছে, পাখী গায়, মনে হয়, নসে হরি বলছে, হরি নাম—তা কখনই করবো না;

নসের সঙ্গে আর একবার দেখা করবো, তার পর যেখানে হয় চলে যাব—এই যে রাজা আসছে।

(অন্তরালে অবস্থান)

(রাজার পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। এ কি—কে আমার নিমিত্ত নিত্য নিত্য কুসুম চয়ন করে—কে সুশীতল জল আনে—গহ্বর-ভিতরে কে ফল রেখে যায়? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি। এখানে কি জনসমাগম আছে, আমায় সাধু বিবেচনা করে কি গোপনে কেউ সেবা করে? এ স্থান পরিত্যাগ করাই উচিত। (গমনোদ্যত)

সোণা। (অগ্রসর হইয়া) ক্ষম দোষ
ত্যজ রোষ ওহে সদাশয়;
আমি দুশ্চারিণী,
রাজ্যেশ্বরে করিয়াছি বিপিন-নিবাসী;
অনুতাপে দহে প্রাণ,
কৃপাবান্ হও মতিমান্,
ক্ষমা কর পাপিনীরে।
জ্বলি যে জ্বালায় কব কি তোমায়—
নিত্য নিত্য তোমারে নেহারি,
অনুতাপে দহে প্রাণ,
কৃপা কর কর হে মার্জ্জনা;
দিও না বেদনা,
ললনা চঞ্চলমতি—
না বুঝে করেছি অপরাধ,
আর বাদ সেধ না হে নরনাথ,
ঢাল বারি অনুতাপানলে!

রাজা। কে ও সোণা?
তুমি শিক্ষাদাতা গুরু সম মম!
আছিলাম মত্ত সদা বিষয়ের মদে,
ফুটিল নয়ন তব চরণ-প্রসাদে।
তব পদে শত নমস্কার,
আমি অপরাধী কর তিরস্কার,
হোক মনে ঘৃণার উদয়,
হরিপদ ধরি দৃঢ় করি।
শুন লো ললনা,
তুমি দোষী এ কথা বলো না;
তুমি মম ভবার্ণবে সেতু,
তোমা হেতু হরিনাম পাইল অধম।
জন্মে যেন হরিপ্রেম কর আশীর্ব্বাদ,
ঘুচুক বিষাদ,
হরিপ্রেমে ভুলি হে প্রাণের জ্বালা—
দাসে দেহ পদধূলি।

সোণা। তিরস্কার কর না আমায়।
পাপদেহ স্পর্শে বাড়ে পাপ,
বাড়িবে সন্তাপ,
ছি ছি ছুঁয়ো না আমায়।
আমি যে যাতনা সহি,
বল কত কহি—
কর ক্ষমা,
বল মহাশয় আর নাহি রোষ তব—
বল নাহি রোষ,
ভুলাও না বাক্যছলে,
বল বল অপরাধ করেছ মার্জ্জনা?

রাজা। নহ তুমি দোষী হিতৈষী আমার,
তবু কহি তব অনুরোধে,
নাহি মম রোষ;
যদি তব হয়ে থাকে দোষ,
অকপটে কহি আমি করেছি মার্জ্জনা,
বল তুমি হরিভক্তি হোক্ মম।

(নসীরামের প্রবেশ)

এ কি—গুরুদেব প্রণাম।

নসী। সোণা, কোথা যাবে, ধরেছি, আমি তোমার পিরীতে মজেছি,তুমি পায়ে ঠেল ঠেলবে, আমি কখনও তোমায় ভুলতে পারবো না।

সোণা। দূর হ, পোড়ারমুখো পাগলা, তুই আমার সর্ব্বনাশ করবি। যার সঙ্গে একত্তরে বার বচ্ছর কাটালেম, তারে পুড়িয়ে এসেছি, এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলিনি। তুই পোড়ারমুখো আমার কাল হয়ে এসেছিস, তোকে আমি ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখি, তুই আমার আজীবনের ছল-চাতুরী ভুলিয়ে দিলি, তোর কথায় প্রাণ গেল! আমি অনুতাপে জ্বলে মরছি, পোড়ারমুখো, তুই আবার এসেছিস কি করতে? [প্রস্থান।

নসী। যাও তুমি, কিন্তু আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

রাজা। প্রভু, আমার তো হরিসাধন হলো না, আমি মন স্থির করতে পারলেম না।

নসী। না পেয়েছ নাই নাই, চল তোমায় আজ হরি দেখাব।

রাজা। কৃপাময় কি বলছেন—চর্ম্মচক্ষে হরি দর্শন করবো?

নসী। তোমার আর চর্ম্মচক্ষু নাই, যে হরিনাম করে, সে দেব দেহ পায়। তোমার হরিসাধন হলো না বলে ক্ষোভ হচ্ছে, তোমার ন্যায় সাধু কে আছে? এই ক্ষোভই ক্ষোভ, অন্য ক্ষোভ বিড়ম্বনা মাত্র; এই ক্ষোভ যত পোরে, তত বাড়ে। যার হরিনামে রুচি আছে, সেই ধন্য! তুমি ধন্য—তোমার সহবাসে আমি ধন্য। দেখ, তোমার কিঞ্চিৎ বিষয়ক্ষোভ আছে, তাই তুমি হরির দর্শন পাও নাই, তোমার মনে হয়, তুমি পুত্রের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছ—কিন্তু না,সে ক্ষোভ পরিত্যাগ কর; সকলই হরির ইচ্ছা, তুমি নিমিত্ত মাত্র। এস, আমার সঙ্গে এস, তোমার পুত্রের দর্শন পাবে। তোমার পুত্র এখন পরম সাধু, তার কৃপায় এ পর্ব্বতবাসীরা ঘরে ঘরে হরিনাম কচ্চে, এস, দেখবে এস।

রাজা। প্রভু, হরির দর্শন পাব, আজ্ঞা করলেন যে—

নসী। আমার আজ্ঞা নয়, হরির কৃপায় তুমি তাঁর দর্শন পাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

অরণ্য।

(অনাথনাথ।)

অনাথ। আর না—কথা কব না, চুপ করে দেখি, শ্যামের বামে রাইকিশোরী—মরি মরি রে, বৃন্দে শ্যামের নিন্দে করিসনি, ওই দেখ ভয়ে ভয়ে কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে, চাঁদমুখ শুকয়ে গেছে—ওলো ওলো, রথের চাকা ধর, চাকা ধর, ক্রূর অক্রূর লো—আহা, গোঠে কানাই নাই, শ্রীদাম কাঁদ কি গো তাই? দে মা নন্দরাণী সাজিয়ে দে—দে মা চূড়া বেঁধে দে—দে মা ধড়া পরিয়ে দে—দে গো নবনী দে, বেণু না শুনে ধেনু যে গোঠে যাবে না। আহা ধর ধর ধর প্যারী ধূলায় পড়ে—কৃষ্ণ বলে তমাল ধরে ওরে কে রে—যা রে যমুনা পারে,এনে দে এনে দে কালাচাঁদে এনে দে! ছি ছি ছি মান সাজে না তোর; দেখ লোটে পায়—নূপুরে চূড়া মিশায়—শ্যামকায় নয়নজলে ভেসে যায়! ছি ছি রাই, ভাবি তাই যার মানে তুমি মানী, তার এত অপমান করিস ওলো গরবিণি! ওই দেখ শ্যাম ফিরে গেল—এখন কাঁদিলে কি হবে বল? আগে করে মান করলি তুই অপমান—এখন প্রাণ দিলে তো কালাচাঁদ আর ফিরবে না—

(নসীরাম ও রাজার প্রবেশ)

নসী। ওরে, খুব মজা দেখছিস, ওরে ও পাগলা—

অনাথ। প্রভু, প্রভু! (চরণধারণ)

নসী। আরে, কি কসি, কি করিস—তোর প্রেম একটু আমায় দে।

অনাথ। দয়াময়, দাসকে মনে পড়েছে?

নসী। তুই যে হরির দাস—আমি তোর দাসানুদাস। দেখ, যারে তুই বাবা বলতিস, সেও এখন হরির দাস। দেখ দেখ হরিপ্রেমে মিনষে কাঁদছে; দেখ বুড়োমিনষে—ওকে আবার রাজা বল তো!

অনাথ। পিতা আশীর্ব্বাদ করুন, আমার হরিভক্তি লাভ হোক।

রাজা। বাবা তুমি কি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করবে?

অনাথ। আমি আপনার দাস, আপনার কৃপায় গুরুর কৃপা লাভ করেছি, হরি নাম পেয়েছি, আমার সার্থক জন্ম,আমি হরিনাম মুখে এনেছি!

নসী। কেমন, তোরে বলেছিলেম যে, রাজকুমার আর থাকবিনি; এই দেখ না,সেই বাপ—যেন সে বাপ নয়,যেন কে আরও আপনার লোক; তুই সেই ছেলে—যেন সে ছেলে নয়, আর কেউ আপনার হতেও আপনার; দেখ দেখ, হরিপ্রেমের মহিমা দেখ! এত দিন ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ছিল, সে সম্বন্ধ কত দিন থাকে—এ প্রেমের

সম্বন্ধ, প্রাণে প্রাণে গোলোক-বিহার! সোণা, তুই এলিনি, আমার প্রাণ কেমন কচ্চে—

(সোণার প্রবেশ)

সোণা। এই যে তোমার মুখে আগুন দিতে তোমার সঙ্গেই আছি, আমার কি পালাবার যো রেখেছ সর্ব্বনেশে!

(গীত)

ঘরে আর মন সরে না, বুঝালে তো বুঝে না মন।
কে যেন নে যায় টেনে, জ্বালা এ কি যেমন তেমন॥
কনে করি মনকে ধরি, পারিনি কেঁদে মরি,
কি ছলে মজালে হায় উপায় কি করি;—
অবশে যাই গো ভেসে, মন তো নয় মনের মতন॥

অনাথ। কে গো—তুমি কি প্রেমময়ী রাই!

সোণা। এই যে মুখপোড়া এটাকেও খেপিয়েছে, মুখপোড়া সৃষ্টি শুদ্ধ খেপালি!

নসী। সোণা, আমার অপরাধ নিও না, হরি খেপালে আমি কি করবো, আমার মুখে আগুন দিতে যদি তোমার সাধ হয় তো এস। আয় আয় তোরা আয়, বংশীধারী দেখবি আয়।

[সোণা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সোণা। এ কি, আমার প্রাণ টানে কেন? আমার পা দুটো ভেঙ্গে যায়, তা হলে আর পোড়ারমুখোর কাছে যেতে হয় না। ছি ছি ছি! পাগলটা আমার পিছনে ফিরাচ্ছে! কেন—আমি হরিনাম করবো কেন? হরি বলবো, তবে তিনি উদ্ধার করবেন—ও মা, আমি যেন্ন গড়তে বলেছিলেম; তুই যা খুসী তাই করিস, তবু তোর নাম নেব না। এই যে বেশ্যা করেছিলি, এই যে নরঘাতিনী করেছিস, তা আমি কি কল্লেম, কিছু করতে পেরেছি—ও মা, কি দয়াময় গো! ওরে আমার টেনে নিয়ে যায়—আমি যে থাকতে পারিনা—

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বতের অপরাংশ।

(বিরজা ও মাধুলী)

মাধুলী। সখি, তুমি তো দেখা পেয়েছিলে, কেন মার্জ্জনা চাইলে না, তবে এখন কেন খেদ কর?

বিরজা। সখি, তাঁরে উন্মত্ত দেখলেম—দাসীকে চিনতে পারলেন না, আমার পরিচয় দিতে লজ্জা হলো, কি জানি পরিচয় শুনে যদি তাঁর পূর্ব্বকথা স্মরণ হয়—প্রাণে ব্যথা লাগে।

বুঝিনু স্বজনি,
এ জনমে সাধন হলো না,
মনের বেদনা রহিল গো মনে মনে।
যত প্রাণ বাঁধি তত সাধ কাঁদি,
নিরবধি সেই কথা ওঠে মনে,
কেমনে করিব হরি-পাদপদ্ম ধ্যান!
রক্তোৎপল চরণকমল
ভাবিতে স্বজনি রঞ্জিত অধর হেরি—
ত্রিভঙ্গ নয়ন
নাহি সখি করি নিরীক্ষণ;
হেরি ধ্যানে সে নয়নদুটী—
বাঁশী মনে হলে, ভাসি আঁখিজলে
শুনি কাণে সে মধুর স্বর—
বল না বল না সাধনা কেমনে করি?
যাও সখি যাও স্থানান্তরে,
হরিপ্রেমে হও না বঞ্চিত,
দেখ দেখ তব সাধনার বিঘ্ন আমি।

মাধুলী। সখি, তুমি প্রেমিকা, প্রেমিক হরি তোমায় প্রেম দিয়াছেন; আমি প্রেম-শূন্য তোমার কাছে থাকি, প্রেম শিক্ষা করি, হরিকে কেমন করে ভালবাসবো, তাই তোমার কাছে শিখি।

বিরজা। দেখ দেখ, চিতা সাজান কার!

মাধুলী। তা তো জানিনি।

বিরজা। এ কি শ্মশান—সখি, এ নির্জ্জন স্থান নয়, ওই দেখ কে আসছে।

মাধুলী। এ যে শুকদেব—সে রাজা না? ওই যে রাজকুমার!

বিরজা। তাই তো।

(নসীরাম, রাজা ও অনাথনাথের প্রবেশ)

(বিরজা ও মাধুলীর প্রণাম)

বিরজা। গুরু প্রভু, আমাদের সাধন হলো না।

মাধুলী। প্রভু, কৈ জীয়ন্তে মরা তো হতে পারলেম না, আমার সকল কথাই মনে পড়ে।

নসী। ওরে ও খেপা, এ কে দেখছিস—এই যে তোর বিরজা ছিল, আর এ মাধুলী।

রাজা। বিরজা—মা, হরির দোহাই, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

বিরজা। আপনি পিতা—হরিভক্ত, অপরাধী করবেন না, আমায় হরিভক্তি দিন।

নসী। ও খেপা, চুপ করে রইলি যে—দেখ, মনে আড় রাখিসনি—বিরজার অপরাধ নাই, সে তোমা বই আর ধ্যানেও জানে না; আর যদি অপরাধীই হয়—তুই প্রেমদান করে সব ধুয়ে নে। বোঝ কামে প্রেমে তফাৎ—বোঝ কাম স্বার্থপর—মনকে কুঁকড়ে দেয়; প্রেম জগদ্ব্যাপী —প্রাণ মন জগদ্ব্যাপী হয়। বিরজা, তোর কি মনের কথা বল না।

বিরজা। রাজকুমার!

নসী। রাজকুমার কৈ রে—এখন কি রাজকুমার আছে, খেপা বল।

বিরজা। হে পরোন্মাদ, দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

অনাথ। প্রেমময়ি, তুমি আমায় প্রেম দাও, প্রেমে আমার মোহ-অন্ধকার দূর কর।

নসী। শোন, তোদের সকলকে বলি শোন, জগৎকে প্রেম দে—যে হীনের হীন, তাকে প্রেম দে—রাইরাজার ঘরের প্রেম ফুরাবে না, যত পার বিলাও! রাধে, আমায় প্রেম দাও! ওরে, আমার কাজ ফুরিয়েছে, আমি চল্লেম—ঐ দেখ আমার চিতা সাজিয়েছি।

সকলে। প্রভু কি বলেন!

নসী। আর কথার সময় নাই, তোরা হরিনাম কর, সোণা আয়, রাইরাজা তোরে ডাকছে।

সকলে। হায়, কি হলো!

নসী। কেঁদ না, আবার দেখা হবে—হরিনাম কর, বড়র কাজ কর, আমার সময় উপস্থিত।

সকলে। হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

(পাহাড়ীগণের প্রবেশ)

১ম পা। ওরে তোরা হেথা—আমরা তোদের মাদল নিয়ে টুঁড়ছি।

অনাথ। এস ভাই সকলে মিলে হরিনাম করি।

১ম পা। এ করে—একটা হরিবলা বুঝেছি।

সকলে। হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

(সোণার প্রবেশ)

সোণা। আরে কি কচ্চিস—কাঠ হয়ে রয়েছে, দেখতে পাচ্চিসনি, আর কাকে নাম শোনাচ্চিস; দাঁড়া, আমি নুড়ো জেলে দিই।

(চিতায় অগ্নি প্রদান)

সকলে— (গীত)

লজ্জা রাখ লজ্জা-নিবারণ হরি।
পাথারে কর হে পার দিয়া রাঙা চরণ-তরী॥
কোথা হে হৃদয়-বিহারী, চরম সময় বারেক নেহারি,
অবশ জিহ্বা নাম নিতে নারি;—
এস বাজিয়ে বাঁশী কালশশী ঢেউ দেখে হে শিহরি

সোণা। পোড়াকপালে, তোর সঙ্গেই আমি যাচ্চি।

(সোণার চিতা-মধ্যে প্রবেশ)

(পুষ্প-রথে সোণা ও নসীরামকে লইয়া রাধাকৃষ্ণের স্বর্গে উত্থান)

কৃষ্ণ। যে আমায় চায়, আমি তারে চাই।

রাধিকা। শ্যামের ভক্ত বই আর কেউ তো নাই।

সকলে— (গীত)

রথ রাখ হে রাখ বাঁকা শ্যাম।
যেও না অকূলে ফেলে হয়ো না হে বাম॥
'পায়ে ঠেল' না প্রেমময়ী রাই,
রাধে তোমারি দোহাই,
বারেক দাঁড়াও যুগল হেরে মন প্রাণ জুড়াই;—
যদি নিদয় হবে কেউ তো ভবে নেবে না আর রাধানাম॥

যবনিকা-পতন।

নৃত্য

আমরা যখন যে ভাবে থাকি, অঙ্গভঙ্গীও তদনুরূপ হইয়া থাকে। রাগের সময় অঙ্গের কাঠিন্য ও দ্রুতসঞ্চালন, বিরহে অঙ্গ অবসন্ন ও মৃদুসঞ্চালিত, ঘৃণায় মুখবিকার ও তীব্রভঙ্গী ইত্যাদিরূপে ভাবভেদ অনুসারে অঙ্গক্রিয়াও সেই ভাবের অনুযায়িনী হইয়া থাকে। আনন্দে অঙ্গের ভাব নৃত্যে পরিণত হয়। বাল্যকাল হইতে আমরা নৃত্য করিতে জানি। মাতার মুখ চাহিয়া আনন্দে মাতিয়া শিশু নাচিতে থাকে, বৃদ্ধাবস্থায় নাচের শক্তি থাকে না বলিয়া দেহনর্ত্তনেই হৃদয়ের আনন্দভাব প্রকাশ পায়। শোকে যেমন অঙ্গের মালিন্য উপলব্ধি হয়, আনন্দে সেইরূপ অঙ্গ-সৌষ্ঠবের বিকাশ হয়। আনন্দহিল্লোলে ভাব যেমন হৃদয়ে দুলিতে থাকে, অঙ্গও সেইরূপ তরঙ্গায়িত হয়। ভাবের প্রভাবে পদবিক্ষেপের একটি নিয়মিত প্রবাহ দেখা যায়, তাহাই মার্জ্জিত হইয়া তালের সৃষ্টি। তালে তালে আনন্দ-নর্ত্তনে সুন্দর অঙ্গ দর্শকের চক্ষে দ্বিগুণ সুন্দর অনুভূত হয়। নাচের কৌশলে যে পরিমাণে সৌন্দর্য্য বিকাশ প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে দর্শক নাচের প্রশংসা করিয়া থাকে। নৃত্য মানবের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও এখন বিদ্যায় পরিণত হইয়াছে। নৃত্যবিদ্যায় কতকগুলি নিয়ম হইয়াছে, যে নিয়ম অবলম্বনে নাচের উদ্দেশ্য সফল হয়—অর্থাৎ অঙ্গসৌষ্ঠব সুন্দর প্রদর্শিত হয়। কি পুরুষ কি স্ত্রী, কাহারও এই বিদ্যাশিক্ষায় হানি নাই। রীতিমত শিক্ষা না করিলেও স্বভাবসিদ্ধ আনন্দবৃত্তির প্রভাবে কতক শিখিবে। মনোহরকান্তি পুরুষকে যেমন নৃত্যের সময় আরও মনোহর দেখায়, রূপবতী রমণীও নাচিতে নাচিতে আরও মনোহারিণী হয়। নৃত্যকারিণী রমণী যদি দর্শকের মনে সুন্দর ছবি দিতে পারে, যদি সৌন্দর্য্যে বিমোহিত করে, হৃদয়ে আনন্দস্রোত ঢালে—তবে তাহার নৃত্য করা সার্থক।

নাচ দেখিবারও শক্তি চাই, মধুকর মধু আকর্ষণ করে, কেন না সে মধু আকর্ষণের শক্তি রাখে। সেইরূপ নৃত্য হইতে নৃত্যের মাধুরী আকর্ষণ করিয়া হৃদয়কে আনন্দময় করিয়া তুলিতে শক্তির প্রয়োজন। সুন্দর সদাই সুন্দর ও মনোহর—তাহাতে ঘৃণার বস্তু কিছুই নাই, তথাপি অভ্যাসদোষে মনোহারিণী রমণী বলিতে সমাজ সঙ্কুচিত হন। অভাগিনী বঙ্গাঙ্গনারা এই সঙ্কোচপাকে পড়িয়াছে। যদি কেহ অসতর্কতাবশতঃ বঙ্গমহিলার গান শ্রবণে বা নৃত্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে মনোমোহিনী বলেন, তৎক্ষণাৎ সতর্ক বন্ধুর তীব্র পরিহাসে তাঁহাকে লজ্জিত হইতে হয়। কেন না, ঘৃণিতভাবে মত্ত থাকিয়া তাঁহাদের সতর্ক বন্ধুরা বোঝেন, মনোমোহিনী অতি ঘৃণিত কথা। নৃত্যকৌশল শিখাইতে হইলে, শিক্ষককে অঙ্গসৌষ্ঠব বিকাশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়; সুতরাং রঙ্গমহিলারা ভাবভঙ্গী প্রদর্শনে সতর্ক জিহ্বার বাহিক বক্তৃতায় মহাদোষাকর হইয়া উঠে।

আপাততঃ অশ্লীল বলিয়া একটা কথার বড় জোর। নির্ম্মলচিত্ত পিতা-পিতামহের কাছে সেকালে অশ্লীল কথা ছিল না—এখনই কেবল অশ্লীলের প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ অশ্লীলবাদীরা যে সমস্ত কথা কন, যদি অশ্লীলকথার ফলে হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তি জাগরিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যে কথাকে শ্লীলতাপূর্ণ বলেন, তাহার অর্দ্ধেক অশ্লীল। ময়ূরপঙ্খীর ঢং-ঢাঙে যাহার মনে পাপের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক না হয়, ঐ কুৎসিতবেশা খড়ের-বীড়া-মস্তকে ধারিণী যাহার পাপ-তৃষা উদ্রেক করিতে পারে, শ্লীলতা অশ্লীল-

তার কথা তাহার নিকট উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তাহার মতি সর্ব্বদা সঙ্কটাপন্ন—তাহার সাবধান হওয়া উচিত।'

পূর্ব্বে মহানবমীর দিন বাড়ীর অপাপবিদ্ধ বৃদ্ধ কর্ত্তা, ছেলে-ছোকরা লইয়া কাদামাটীতে আমোদ করিতেন। কিংবদন্তী আছে, আমরা যাহাকে এখন অশ্লীল বলি, সেই অশ্লীলতাপূর্ণ পদ ভবানীভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন। ভাবের প্রবাহে মহানবমী-সঙ্গত গীতের এক চরণ সিদ্ধ-কবির কণ্ঠ হইতে বাহির হয়। পরে ভয় আসিল—ভবানীসম্বন্ধে এমন কথা বাহির হইয়াছে। পদ পরিবর্ত্তিত হইয়া গীত হইল—

"মা তারিণি গো শঙ্করী ভবানী তোমার নাম।"

ভাবের পদ ছিল—"মা তারিণি গো শঙ্কর ভিখারী তোমার নাম।" শোনা যায়, পদ-পরিবর্ত্তনে দৈববাণী হইয়াছিল,—"রামপ্রসাদ, আগে যা গাহিয়াছিলি—গা!"

উচ্চাশক্তামোদী ইয়ুরোপে সম্প্রতি একজন উচ্চ শিল্পকর কামের ছবি প্রস্তরে খোদিত করিয়াছেন। মূর্ত্তি একটী পরমা সুন্দরী রমণীর। রমণী নগ্না, কিন্তু হাব-ভাব এত ঘৃণার উদ্দীপক যে, সে মূর্ত্তি দর্শনে কাম-ভাব ব্যভিচার হৃদয় পরিত্যাগ করে। মূর্ত্তির প্রভাব দক্ষ ব্যক্তির দ্বারা এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, যদি কোন নীচাশয় শবালিঙ্গনে সক্ষম হয়, মূর্ত্তি দর্শনে তাহারও মনে ঘৃণার সঞ্চার হইবে। আমরা সে মূর্ত্তি দেখি নাই; কিন্তু এরূপ ঘৃণিত-মূর্ত্তি খোদিত করা সম্ভব, ইহা মেরি কোরালীর পুস্তক পাঠে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। মেরি কোরালী আশ্চর্য্য রমণী,—আশ্চর্য্য প্রতিভার বলে বাক্য-বিন্যাসের আশ্চর্য্য কৌশলপ্রভাবে পরমা সুন্দরীকে বিশ্বসুন্দরী অথচ ঘৃণিতা করিয়াছেন। সরোজ অফ সেটান, ভেনডেটা, ব্যারাব্বাস প্রভৃতি পুস্তক জনমনোমোহিনী মেরি কোরালীর উল্লিখিত আশ্চর্য্য শক্তির প্রমাণ। আবার ব্যারব্বাসে আর একটী অদ্ভুত শক্তি। যখন সুন্দরীরূপে রমণী বর্ণিতা হইতেছে, তখন অতি ঘৃণ্যা, কিন্তু যখন দুঃখের মালিন্য আসিয়া পড়িল—তখন সেই রমণী অতি সুন্দরী: পরমা সুন্দরী, পরম সুন্দর যিশুর পায়ে প্রাণ দিয়াছে। এই সকল উচ্চপ্রতিভাশালী ব্যক্তি শ্লীলতা অশ্লীলতা বুঝাইতে সক্ষম। এমিলে জোলা একজন এই শ্রেণীর ব্যক্তি। রমণ বর্ণনা করিয়া কুৎসিত কার্য্যে বিদ্বেষভাবের আবির্ভাব করিয়াছেন। জোলা অশ্লীল নন, সকল ভাষায় তাঁহার গ্রন্থের অনুবাদ হয় এবং সকল সভ্যজাতি তাঁহার অদ্ভুতশক্তি স্বীকার করেন। শ্লীলতা—অশ্লীলতাপূর্ণ বাক্‌বিতণ্ডা। কেবল শ্লীলতাশূন্য অপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করে।

সুন্দর নাচে অশ্লীলতা নাই। যাঁহারা নৃত্য ভাল বাসেন না, তাঁহাদের সহিত নাচের কথা চলে না। কিন্তু যাঁহাদের চক্ষে রমণীর সুন্দর নৃত্য দূষ্য বলিয়া জ্ঞান হয়, তাঁহারা যে পুরুষের সুন্দর নৃত্য দূষ্য জ্ঞান কেন না করেন—তাহা বলিতে পারি না। তাঁহাদেরই কুলমহিলা দেখেন, সংকীর্ত্তনে মৃদঙ্গ-তালে নৃত্য করিতে করিতে উন্মত্ত পুরুষ শ্রেণী চলিয়াছে। সুন্দর সংকীর্ত্তনে সুন্দর নৃত্য হইলে, সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব প্রকাশ পাইবে সন্দেহ নাই। তবে কেন তিনি তাঁহার কুলস্ত্রীকে সে দৃশ্য দেখিতে নিষেধ করেন না? যদি নিষেধ না করেন, তবে বঙ্গমহিলার নৃত্য কেন দূষ্য ধরেন? পুরুষ-সংকীর্ত্তনদলে যে ব্যভিচারী নাই, এমন নয়;—কেন ব্যভিচারী বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নৃত্য করে?—তবে তাহাতে দোষ নাই কেন? রঙ্গাঙ্গনে নৃত্য শিক্ষকের সুকৌশলে মাধুরী স্ফূর্ত্তি পায় মাত্র। তবে ব্যভিচারিণীর অঙ্গস্ফূর্ত্তি দৃষ্টে মাধুরী আকর্ষণ করিতে জানিলে ব্যভিচারিণী বোধ থাকে না।

ইয়ুরোপে ত পুরুষ ও নারী মিলিয়া নৃত্য হইয়া থাকে! ভোজ আর (Ball) বল অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের নৃত্য—একই কথা। এই ভোজ ইয়ুরোপীয় জাতির মধ্যে প্রতিদিন হইয়া থাকে। বলিবেন,' ইয়ুরোপের ও কেমন এক রকম কথা।

কিন্তু স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া ভারতবর্ষে সাঁওতালেরা নাচে। যদি কোন কুলাঙ্গনার প্রতি কোন ব্যভিচারী কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, অব্যভিচারী সাঁওতাল তখন এক কাঁড় বিঁধাইতে চায়।

কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া মাদলের তালে অপূর্ব্ব নৃত্য করে। চখের ভাব, মুখের ভাব, সুঠাম অঙ্গপ্রভা, বলিষ্ঠ দেহে সুন্দররূপ বিকশিত হইতে থাকে। যাহারা সাঁওতালকে কুৎসিত ভাবেন, সে নৃত্য দৃশ্য দেখিলে অতি সুন্দর বলিবেন। "ড্যাং ড্যাদড়-ড্যাং ড্যাদড়" মাদল বাজিতেছে, স্ত্রী-পুরুষ নাচিতেছে, রঞ্জিত নয়নে, ঈর্ষান্বিত পদসঞ্চালনে পরস্পর পরাজয় আশায় নৃত্য করিতেছে; ললাটে স্বেদবিন্দু, অলকা পবনে উড়িতেছে। অতি সুন্দর দৃশ্য—আনন্দ দৃশ্য!

হোরি উৎসবে হিন্দুস্থানে কুলবালারা নৃত্য করে। যেমন দেখিতে পান, হোরির সময় কলিকাতায় হিন্দুস্থানীরা রমণী দর্শনে ভাবহীন উন্মত্ততা প্রকাশ করিয়া মাতিয়া থাকে, সেইরূপ কুলস্ত্রীরা স্বামীর সমক্ষে, পিতার সমক্ষে, ভ্রাতার সমক্ষে, পুরুষ দর্শনে উত্তেজিতা হইয়া নৃত্য করে, —সে নৃত্য অতি সুন্দর—হৃদয়-মুগ্ধকর—কামগন্ধ তাহাতে নাই।

কাহারও মনে আপত্তি উঠিতে পারে যে, কুলস্ত্রীর কথা স্বতন্ত্র, রঙ্গালয়ে বারাঙ্গনা। এ দুয়ের তুলনা হইতে পারে না। সৌন্দর্য্য প্রদর্শন বারাঙ্গনার নিষেধ। কিন্তু মহাপ্রভু চৈতন্যের মনে তাহা হয় নাই। পরবিলাসিনীর কণ্ঠ-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন তাঁহার নিকট ঘৃণিত হয় নাই। বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, মন্দির-রক্ষিণী নারীকণ্ঠে উচ্চ হরিধ্বনি শ্রবণে কঠোর তিতিক্ষা-ব্রত সন্ন্যাসী, উন্মত্তের ন্যায় ছুটিতেছিলেন। গোবিন্দদাস তাঁহাকে নিবারণ করেন। নারী-দর্শন সন্ন্যাসীর নিষেধ, এই নিমিত্ত তিনি নিবারিত হন। মন্দির-রক্ষিণীকে ঘৃণিত জ্ঞানে নয়। তাহারা সুন্দর হরিধ্বনি করিতে পারে, সে হরিনাম কীর্ত্তনে ভাণ থাকিলে, হরিপ্রেম বিগলিত ভাণহীন মহাপ্রভুর কর্ণে কৃত্রিম স্বর প্রবেশ করিত। বেশ্যারও প্রাণ আছে, তাহারাও হরিপ্রেমে অধিকারিণী।

তিনি তাঁহার নাম বেশ্যাকেও উচ্চারণ করিতে দেন। নামের গুণে ভাণ ছুটিয়া যায়, বেশ্যার কণ্ঠও গৌরাঙ্গকে আকর্ষণ করে। বেশ্যারাও যে ভগবানের নামের অধিকারিণী, ইহা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সকলেই দেখিতে পাইবেন। বেশ্যার হস্তে চূড়া পরিবার নিমিত্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত রঙ্গলাল মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, ভক্তমালে প্রমাণ আছে। মন্দিররক্ষিণীগণের মধ্যে প্রায় অনেকেই রঙ্গমহিলা হইতে পৃথক্ নন। এ সংসারে কেহ ধরা পড়ে, কেহ ধরা পড়ে না এই মাত্র প্রভেদ।

বেশ্যা লইয়া আমাদের অভিনয় করিতে হয়, অনন্যোপায়; ইহা আমরা অনেকবার বলিয়াছি এবং অনেকেই স্বীকার করেন। সভ্য প্রদেশও এইরূপ উপায়শূন্য, তাহাও অনেকে জানেন। তথাপি উচ্চ শিল্পের উন্নতিসাধন রঙ্গমঞ্চে হয়, ইহা প্রায়ই সকলে স্বীকার করেন। রঙ্গালয় উঠাইতে চান, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু রঙ্গালয়ের গুণ বর্ণনা করিয়া বেশ্যার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বপ্নাচ্ছন্ন কল্পনাজগতে বিচরণ করেন, তাঁহাদের মনোভাব কখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

নাচের সৌন্দর্য্য বিকাশ-শক্তি, অপর শক্তি নহে। সৌন্দর্য্য-বিকাশও সাধারণ শক্তি নয়। আমরা সকলেই সৌখীন, কোন ছবি দেখাইয়া "এই রেনাল্ডের অঙ্কিত ছবি" যদি কেহ বলিয়া দেয়, সৌখীন পুরুষেরা অমনি বলেন—'বাঃ বাঃ!' ইহাঁরা কোন্ প্রকারের সৌখীন তা জানেন? যাঁহাদের মুখে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার বিশেষ তর্ক! সেই চিত্রকর রেনাল্ডের কল্পনা জননী. মিসেস্ সিডান্স অভিনয়কারিণী। উচ্চচেতা রেনাল্ডস্ মিসেস্ সিডানসকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শনে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। সেই উন্মত্ততায় শত শত মনোহারিণী মূর্ত্তি অঙ্কিত। রেনাল্ডস্ জানিতেন না, মিসেস্ সিডানস্ কে, তাঁহার চরিত্র কিরূপ? কেবল সুন্দর অতি সুন্দর দেখিয়াছিলেন। সুন্দর প্রাণে সৌন্দর্য্য ধারণে রেনাল্ডস্ জগৎ-বিখ্যাত। রেনাল্ডস্ ও মিসেস্ সিডানস্ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে মিসেস্ সিডানস্ সজ্জিতা হইয়া রঙ্গালয়ে অভিনয়ার্থে যাইতেছিলেন; উন্মত্ত রেনাল্ডস্ তাঁহার অশ্বের বল্গা ধরিলেন। ঈষৎ হাসিয়া মিসেস্ সিডানস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আমার অশ্বের বল্গা ধরিয়াছ?" রেনাল্ডস উত্তর করিলেন "সুন্দ

তোমায় দেখিবার জন্য।" "দেখ"—বলিয়া সজ্জিতা সিডানস্ অশ্বযান হইতে নামিয়া চিত্রকরের সম্মুখিনী হইলেন। চিত্রকর ভাবে বিভোর হইয়া চলিয়া গেলেন। সিডানস্‌ও কর্মস্থানে চলিয়া গেলেন।

আমরা নাচের কথা কহিতেছি। নাচ যদি মাধুরীময়ী না হয়, তাহা হইলে নাচই নয়। উচ্চ শিল্প সকলেরই চরম স্থানে গীত। গানকবিত্ব যে আদর্শ লক্ষ্য করিয়াছে, নৃত্যেরও সেই লক্ষ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী কথা বলিব।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী অতি কঠোর যোগী ছিলেন। তিনি মহা-গৌরাঙ্গদ্বেষী; শ্লেষসূচক শ্লোক রচনা করিয়া গৌরাঙ্গকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কঠোর সন্ন্যাসী, ভাবের ধার ধারে না। বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখিতে পাই, তিতিক্ষাশীল সন্ন্যাসী উপনিষৎ পাড়তেছিলেন;—"সকলই মায়া" এই স্থির ধারণা হৃদয়ে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য উপনিষৎ লইয়া শুষ্ক তর্কে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। বিশ্বত্যাগী বিশ্বেশ্বরের আবাসভূমি কাশীধামে বসিয়া "সোহং তত্ত্বে" নিবিষ্ট। সম্মুখে ভাবাবেশে গৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন! গৌরচন্দ্রের অঙ্গ-তরঙ্গে শত শত চন্দ্র ঠিকরিয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে। চন্দ্র ঠিকরিতেছে—পুনঃ পুনঃ চন্দ্র ঠিকরিতেছে। গৌরচন্দ্রের অঙ্গসঞ্চালনে কোটি চন্দ্র কোটি কোটি জগৎ ব্যাপিতেছে। শুষ্ক সন্ন্যাসী উপনিষৎপাঠে রত। পাঠ ছাড়িয়া চাহিলেন। আবার পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু সংজ্ঞা হইলেই দেখেন—পাঠ করিতেছেন না—নৃত্য দেখিতেছেন—গৌরচন্দ্রের নৃত্য! গৌরাঙ্গ নাচিতেছে—গান নাই—কথা নাই! ভাবাবেশে—সন্ন্যাসিবেশে গৌর নাচিতেছে; সন্ন্যাসী দেখিতেছে—তাহার উপায় নাই—দেখিতেছে। সৌন্দর্য্যে প্রাণ-মন সাগরজলের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত,—উপায় নাই, কেবলই দেখিতেছে। অজ্ঞাতভাবে ক্রমে দেখা প্রবল হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী এইবার অতি চঞ্চল। চাঞ্চল্য নিবারণে প্রাণপণ চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর না,—সন্ন্যাসী ছুটিল প্রাণপণে ছুটিল; গৌরচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিল—কে জানে—কেন! নৃত্যের প্রভাব এই - নৃত্য পরমানন্দদায়ক।

রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না দেখিলে আমরা এ কথা প্রত্যয় করিতাম না। কঠোর তিতিক্ষাশালী প্রকাশানন্দ যে গৌরাঙ্গের নৃত্য দর্শনে উন্মত্ত হইয়াছিলেন—এ কথা প্রত্যয় করিতে পারিতাম না, কিন্তু প্রত্যয় করিতে বাধ্য, আমরা যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নৃত্য দেখিয়াছি! "নদে টল মল, টল মল করে" মৃদঙ্গ-তালে গান হইতেছে; রামকৃষ্ণ নাচিতেছে; যে ভাগ্যবান্ দেখিয়াছেন;—আমরা দর্শন করিয়াছি, আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান করি,—যে ভাগ্যবান্ দেখিয়াছেন, তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন যে, ভাব-প্রবাহে পৃথিবী টলটলায়মানা - কেবল নদে টল টল করিতেছে না—সমস্তই টলটলায়মানা। যে, সে নাচ দেখিয়াছে, তৎসময়ে পরমার্থে তাহার প্রাণ ধাবিত হইয়াছে—সন্দেহ নাই। নাচের এতদূর শক্তি! সৌন্দর্য্য যে তাহার ভিত্তি! পরম সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার যিনি উচ্চ আশা রাখেন, তাঁহাকে সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতে হইবে—নিশ্চয়। কুৎসিত রঙ্গালয়ে কুৎসিত বেশ্যার যদি নৃত্যে-ভাবের সৌন্দর্য্য থাকে, তাহাও উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। আকৃষ্টমনে উপেক্ষা নাই, সৌন্দর্য্যে যিনি অনাকৃষ্ট—তাঁহার কৃষ্ণলাভ হয় না।

পৌরাণিক নাটক

বাহিরের নাটক না পাইয়া, রঙ্গাধ্যক্ষেরা স্বয়ং নাটক লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রঙ্গাধ্যক্ষ-রচিত নাটকে কতকগুলি প্রতিবাদী আছেন, তাঁহারা বলেন যে, 'বঙ্কিমবাবুর নভেল নাটকাকারে পরিণত হইয়া কতকটা নাটক হয়। দীনবন্ধু বাবুর নাটক কতকটা নাটক ছিল। তার পর পৌরাণিক গীত-সম্মিলিত নাটক উদ্ভব হইয়া নাটকের দফা রফা হইয়াছে। নাটকের কথা কহিতে হইলেই এই সকল নাটকবিদ্ লোকেরা বিদেশীয় নাটক লইয়া তুলনা করেন। ইহাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই বিদেশীয় নাট্যকারের ভিতর সেক্সপীয়ারের নাম জানেন। সেক্সপীয়ারের নাটক কি, ও সে সকল নাটক কি ভাবাপন্ন, তাহার পরিচয় যদি এই সমালোচকদের দিতে হয়, তাহাতে অনেককেই ভাবিতে হইবে যে—সেক্সপীয়ারের নাম তুলিয়া কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি; সেক্সপীয়ারের নাটক পড়ি নাই, তাঁহার নাটক কি ভাবাপন্ন কিরূপে জানিব! এ সম্প্রদায়ের কথা এই পর্য্যন্ত। কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ও আছেন, তাঁহারা পরীক্ষার খাতিরে Gervinus, Schiller, Goethe প্রভৃতির নানা ভাষার নাটক সমালোচনা পড়িয়াছেন; কিন্তু সেই Schiller, Goethe কৃত নাটকের উদার সমালোচনাতেও বুঝিতে বাকি আছে কি যে, জাতীয় উচ্চ নাটক, জাতীয় হৃদয়ে সম্পূর্ণ অধিকার যাহার আছে, তিনিই লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন? ইংরাজের শ্রেষ্ঠ নাটককার যদি তিনি German হইয়া জর্ম্মাণ ভাষায় সেই সকল নাটক লিখিতেন, তিনি জর্ম্মাণ হৃদয়ে স্থান পাইতেন না, যথা—Schiller, Goethe এর দ্বারায় সেক্সপীয়ারের উচ্চ প্রশংসা সত্ত্বেও, জর্ম্মাণ তাহাদের নাটককার সিলারকেই উচ্চতর পদ প্রদান করেন; সিলারের কৃত Joan of Arc দেখাইয়া বলেন যে সেক্সপীয়ার পৃথিবীতে বিচরণ করেন অর্থাৎ পার্থিব স্থূলভাব লইয়া তাঁহার নাটক রচনা; উচ্চ প্রতিভার চালনায় পার্থিব স্থূলভাব হইতে যখন তিনি উড্ডীয়মান হইবার চেষ্টা পান, পার্থিব স্থূল আকর্ষণে ধড়াস্ করিয়া (Comes down with a thud) পৃথিবীতে পড়িয়া যান।

কিন্তু সিলার, যিশু জননী কুমারী মেরী লইয়া মায়িক প্রেম অতিক্রম পূর্ব্বক মহা প্রেমের কথা কহেন। সেই মহাপ্রেমে স্বদেশহিতকর প্রভা, ও তাহার অভাবে পতন, Joan of Arc সিলার অদ্ভুত প্রতিমা চিত্রিত করিয়াছেন। ব্যবসায়ী ইংরাজ, ভাবের প্রশংসা করিয়া সিলারের অনুবাদ করিয়াছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমালোচকেরা জর্ম্মাণকে হিন্দুদিগের ন্যায় অপার্থিব স্বপ্নাচ্ছন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে যখন ফরাসির সহিত জর্ম্মাণির যুদ্ধসূচনা হয়, সমস্ত বিদেশীয় রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি এবং যুদ্ধবিদ্ সৈন্যাধ্যক্ষেরা স্বপ্নাচ্ছন্ন জর্ম্মাণিকে, সংসার-বিব্রত ফরাসি জয় করিবে স্থির সিদ্ধান্ত করেন। সম্ভবতঃ সমরাঙ্গণ প্রসিয়াই হইবে ভাবিয়া, সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা বারলিন অবধি মানচিত্র তাহার পাঠকদিগকে দেন। তাঁহাদের নিশ্চয় ধারণা, বারলিন অবধি ফরাসী সৈন্য যাইয়া সমর অবসান হইবে। কিন্তু ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। দুই একটি যুদ্ধের পর মানচিত্র পরিবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত সম্পাদকেরা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ফরাসি সৈন্য বীরবর নেপোলিয়নের (Nepoleon the great) রাজ্য পিপাসোন্মত্ত, কিন্তু বিসমার্ক চালিত প্রসিয়া সৈন্য (Faderland) পিতৃস্থান অর্জ্জন করিব এই স্বপ্নাচ্ছন্ন। এই স্বপ্নাচ্ছন্ন

বিসমার্ক চালিত স্বপ্নাচ্ছন্ন প্রসিয়ার প্রভাব জগৎ দেখিল। এই স্বপ্নাচ্ছন্ন বিসমার্ক স্বপ্নাচ্ছন্ন প্রসিয়ান কবিদীক্ষিত। জর্ম্মাণির কবিতা পাঠে, রাজনীতি পাঠে, সামান্য ব্যক্তির সহিত সামান্য কথার ছলায় বিদেশী বুঝিবেন যে, জর্ম্মাণির (Faderland) স্বপ্নাচ্ছন্ন Faderland স্বপ্নাচ্ছন্ন কবি-কৃত উত্তেজিত। এই স্বপ্নাচ্ছন্ন জাতি, সাংসারিক বীরত্বে অষ্ট্রিয়া ফ্রান্স প্রভৃতি পার্থিব বাসনা-চালিত মহাবলবান্ জাতিকে তৃণবৎ ভস্মসাৎ করিয়াছে। কবিত্ব এই প্রকার জাতীয় বৃত্তির উত্তেজক Faderland স্বপ্ন জর্ম্মাণির হৃদয়ে ছিল; কবির মনোহারিণী রচনায় তাহার বিকাশ পাইল।

Faderland শব্দে মাতৃভূমি বলিয়া যেরূপ পার্থিব বাসনা চালিত জাতি স্বদেশবৎসল হন, তাহা নয়। Faderland অর্থ যেখানে জর্ম্মাণ আছে. পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম যেখানে চলিতেছে, সেই আত্মীয়; যেমন হিন্দুর আত্মীয় যেখানে হিন্দু আছে; ইহুদীরা নানাস্থানে বাস করিয়া নানাভাষায় কথা কহিয়াও যেমন ইহুদীর এক ধর্ম্ম; সেইরূপ জর্ম্মাণের Faderland ভাব। ধর্ম্মভাব, পার্থিবভাব নহে। এই ভাবাপন্ন হইয়া জর্ম্মাণি রুষের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল। মনোগত বাসনা, রুষিয়ার বক্ষ হইতে পোলাণ্ডকে ছিন্ন করিয়া লইবে। Faderland, ভগ্ন-স্বপ্ন পোল্যাণ্ডবাসীকে পৈতৃক-স্বপ্ন-আচ্ছন্ন করিবে।

জাতীয় বৃত্তি পরিচালিত না হইলে কবিতা বা নাটক জাতীয় হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম্ম,—ধর্ম্ম, দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারিবেন না। ভারত ধার্ম্মিক। যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে হলসঞ্চালন করিতেছে, তাহারাও কৃষ্ণনাম জানে, তাহাদেরও মন কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট। যদি নাটক সার্ব্বজনিক হওয়া প্রয়োজন হয়, কৃষ্ণ নামেই হইবে। ইংরাজী ভাণে, বিদেশীয় ভাণে যাহারা সেই ভাণ করেন (তাঁহারা সেই ভাণের মর্ম্ম বোঝেন না) সেই ভাণে জাতীয় উন্নতি কখন হইবে না। জাতীয় হৃদয়ের উপর উন্নতির ভিত্তি। সেই ভিত্তি কতদূর প্রগাঢ়, তাহা ইতিহাস পাঠে সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইবে। হিন্দুধর্ম্মের উপর বহু বিরূপ প্রবাহ বহিয়াছে। এক এক মুসলমান রাজার সংকল্পই ছিল, কাফের দূর করিবে। দিগ্বিদিকব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুস্থানে রহিয়াছে, তবু আজও আবাসস্থানের নাম হিন্দুস্থান। হিন্দুধর্ম্মমূল হিন্দু-হৃদয়, হিন্দুধর্ম্ম এতই বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে। অবস্থাগত প্রভাবে রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে, তথাচ হিন্দুহৃদয়ে হিন্দুধর্ম্মের সমান আরাধনা। যাঁহারা নাটক হয় না বলেন, তাঁহারা বলেন এই যে, কে কোথায় কাকে মারিল, কে কোথায় কাকে কাটিল, নাটকে ইহার বর্ণনা হউক। কোথায় কি সভা স্থাপনা হইল, কোথায় কি বক্তৃতা হইল, তাহা লইয়া নাটক হউক; শক্তিমান্ পুরুষেরা একবার নাটক লিখিয়া দেখুন, কতদূর তাহাতে [illegible] কদাচ হইবে না। সকলে [illegible] ...রাসি বড় প্রফুল্ল জাতি, কিন্তু তাঃ [illegible] ...পাঠে দেখিবেন যে, নিষ্ঠুরতাপ [illegible] ...ত (Revolution) ফরাসি [illegible] ...ষ্ঠুরতাপূর্ণ নাটকাভাল- বাসে [illegible] বুঝি যে [illegible] Spain এও [illegible] স্পে[illegible] মি[illegible] "ড[illegible] দ্বীপ[illegible] মান[illegible] [illegible] নাটক লি[illegible] এই মর্ম্ম[illegible] উচ্ছেদ[illegible] প্রভাবেৎ[illegible] কে কাকে[illegible] রচনা [illegible] বেন না[illegible] তাঃ[illegible] নাটক [illegible] এখনও প[illegible] শিখিতে হইবে[illegible] আছে। ম[illegible]

প্রভৃতি সেক্ষপীয়ার-রচিত উচ্চশ্রেণীর নাটক। এ সকল কঠোর নাটকেও পিত্রাদেশে মাতার মস্তকচ্ছেদ নাই, গর্ভস্থ শিশুবধ নাই এবং কোন জাতীয় কোন নাটক বা কবিতায় সুপ্ত শিশুহন্তা অশ্বত্থামারও মার্জ্জনা নাই। এই বিশাল ভাবাপন্ন কাব্যক্ষেত্র হইতে উদ্ধৃত নাটকের যিনি ঘৃণা করেন, তাঁহার বিরুদ্ধে এই মাত্র বলা যায় যে, তিনি কি বলিতেছেন, তাহা তিনি জানেন না।

যত জাতির যত উচ্চ গ্রন্থ আছে, সকলই Mythological অর্থাৎ পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত; পৌরাণিক-গ্রন্থ অবলম্বনে হোমার, পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে ভর্জ্জিল, খৃষ্টীয় পুরাণ অবলম্বনে মিলটন, পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে বাঙ্গালায় মাইকেল। যিনি পৌরাণিক গ্রন্থের বল [illegible] কাগজ কলম ও ছাপাই [illegible] না করেন; মনুষ্য [illegible] ঝেন নাই। অ [illegible] ological অর্থাৎ [illegible], কেবল মাত্র [illegible] আছে, [illegible]্যাপিও [illegible] যিনি [illegible] জানা [illegible] লিল, [illegible]ক্ষসী- [illegible] রাবণ [illegible] কিন্তু [illegible]বিতে হয়, [illegible]-প্রসঙ্গে [illegible] পরবধূর [illegible] মাইকেল, [illegible]ক নমস্কার [illegible]মে দীন

[illegible]য় কোন [illegible] হয় নাই। [illegible]হার পুস্তক [illegible]ক সংস্করণে [illegible]ণ, বাইবেল

তাহার ভিত্তি। পৌরাণিক নাটক ভাল মন্দ হয় বা না হয়, এ কথায় সমালোচনা হইতে পারে, কিন্তু পৌরাণিক নাটক যে উচ্চ শ্রেণীর নাটক হয় না, ইহা যিনি বলিতে চান, তাঁর তুলনা তাঁহাতেই থাকুক।

নাটক লিখিতে হইলে কতকগুলি চরিত্র লইয়া নাটক লিখিতে হয়। ঐতিহাসিক চিত্র যে সমালোচকেরা কতদূর জানেন, তাহা সেই সমালোচকেরাই বিদিত, আমরা আর কি পরিচয় দিব। ঐতিহাসিক নাটক দুই একখানি হইয়াছে; কৃতবিদ্য অনেক লোক তাহার প্রশংসাও করিয়াছেন, কিন্তু সমালোচকেরা সে স্থানে নিস্তব্ধ ছিলেন। তাঁহারা নিরীহ ইতিহাস বলিয়া একটা কথা আছে জানেন, তাহার ত কোন ধার ধারেন না; সুতরাং নিস্তব্ধ ছিলেন। আবার ঐতিহাসিক নাটক হইলেও সেইরূপ নিস্তব্ধ থাকিবেন। ইতিহাসবিদ্ কয়েক জন সকল মর্ম্ম বুঝিবেন, কিন্তু তাহাতে নাট্যকারের ব্যবসা চলিবে না।

কিন্তু না চলুক, যদি চরিত্র পাওয়া যাইত, যাহা পুরাণে নাই, তাহা হইলেও কথা ছিল। ঐতিহাসিক নাটক সমস্তই স্থানীয়। Shakespere এর ঐতিহাসিক স্থানীয়। তাহার অপর জাতীয় অনুবাদ নাই। স্থানীয় প্রসঙ্গ স্থানেই চলিয়াছে। স্থানীয় সকলে সে কথা জানে বলিয়া চলিয়াছে। War of the Roses ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে জানে, তাই সেই ঐতিহাসিক নাটক চলিয়াছে। কেবল ঐ সকল ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া সেক্সপীয়ার, সেক্সপীয়ার হইতেন না। আমরা এক্জামিনের খাতিরে ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়িয়াছি, সেই জন্য দুই এক জনের ও রাজারাণীর বক্তৃতা ভাল লাগে নচেৎ ভাল লাগিত না।

তার পর সামাজিক দোষ গুণ লইয়া নাটক রচিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গালায় গুণ দূরে থাকুক, বড় রকমের একটা দোষও নাই। দোষের ভিতর,বড়জোর নাবালককে ঠকাইয়াছে, কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে, কৌলীন্যের জেরাতে জুটে নাই, গৃহে অন্নহীন দুই একজন পাইক [illegible]

তাহাদের মারিয়া ডাকাইতি করিয়াছে, এই মাত্র দোষের চিত্র। লাম্পট্য দোষের বিবরণ; দুই একটা বেশ্যা রাখিয়াছে, কেহ বা এক পরিবারস্থ থাকিয়া কুলাঙ্গনাকে বাহির করিয়াছে; কেহ বা পড়শীর কুলাঙ্গনা বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছে। গুণের কথা; বুড় হ্লোর কেহ পিতৃশ্রাদ্ধে কাঙ্গালী ভোজন করাইয়াছিল; রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য টাইটেল আশে রাজাকে চাঁদা দিয়াছে। পৌরাণিক চরিত্র ত্যাগে এই সকল চরিত্র লইয়া নাটক লিখিতে বলেন। যাঁহারা বাঙ্গালায় বড় বড় চরিত্র, তাঁহারা পলিসিবাজ। স্বয়ং গোপনে থাকিয়া একজন ১৫৲ টাকা মাহিয়ানার প্রিণ্টারকে খাড়া করিয়া মানহানির কয়েদ খাটা তাহার উপর দিয়া, কোন এক ম্যাজিষ্ট্রেটের অত্যাচার বর্ণনা পূর্ব্বক প্রবন্ধ লেখেন। এই সকল উচ্চ চরিত্র; অদ্যাবধি রাজদ্বারে সত্য কথা বলিতে কেহ সক্ষম হন নাই। যাহা কাগজে লিখিয়াছেন, তাহার থুতু খাইয়া মার্জ্জনা চাহিয়া দণ্ড হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। সামাজিক নাটকে ত এই সকল চরিত্র উঠিবে?

যাঁহারা পৌরাণিক নাটকের বিরোধী, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, পৌরাণিক চরিত্র কিছুই তাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই। যদি দেখিতেন ও বুঝিতে পারিতেন—ব্যাস বাল্মীকি রচিত উচ্চ বা নীচ চরিত্রের বাঙ্গালায় অদ্যাবধি তুলনা হইবার সম্ভাবনা নাই; অপর কোন দেশে হইলেও হইতে পারে। তিনি এই সকল চরিত্র নাটকে লিখিতে বলিবার আর প্রয়াস করিবেন না।

তার পর থিয়েটারে গান হয়, মাইকেল মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীতে আক্ষেপ করিয়াছেন যে, বালকদ্বারা স্ত্রীচরিত্র অভিনয় হয়, বালকের গায়ক হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই জন্য কৃষ্ণকুমারীর গান সব নেপথ্যে। ভিন্ন ভিন্ন নাটক অনেক তিনি দেখিয়াছিলেন, অনেক ভাষাই তিনি জানিতেন। তথাপি তিনি বাঙ্গালাভাষার মধুরতার পক্ষপাতী ছিলেন এবং গানের একান্ত অনুগত। প্রকাশ্যে, কৃষ্ণকুমারীতে নটকে সম্বোধন করিয়া সে কথা বলিয়াছেন।

বিদেশীয়েরা অনেক বিষয়ে উন্নতি সাধন করিয়াছে; তথাপি কঠোর, বৈজ্ঞানিক ফাদার

লাফোঁর যিনি বক্তৃতা শুনিয়াছেন, তিনি শি
য়াছেন যে, হিন্দু সঙ্গীতে যেরূপ মাধুরী আ
তাহা আর কুত্রাপি নাই। ফাদার লাফোঁ দে
ধরেন যে, হিন্দু সঙ্গীতে বড়ই মাধুরী, খালি মি
একই নিয়ম কি নাই। ফাদার লাফোঁ চা
সঙ্গীতবিদের ঐক্যতানিক ধ্রুপদ সঙ্গীত শুনে
নাই। সেই নিমিত্তই তাঁহার এইরূপ ধারণ
ধ্রুপদ গান অনেকেরই পক্ষে শুনা হয় না
অস্থায়ী, অন্তরা, আভক, সঞ্চার চারিজনে
হইলে তবে ধ্রুপদ গান হয়। তাহার কা
এই,—যে গলায় অস্থায়ী গীত হইবে, সে গ
অন্তরা ঠিক গীত হইবে না। যেমন ক্লেরি
নেটে যে স্বর বহির্গত হয়, বেহালায় সে
হয় না, তেমনি অস্থায়ী গাওনার গ
অন্তরা হয় না। আভক, সঞ্চারও সেই
ভিন্ন ভিন্ন গলায় গীত হওয়া উচিত।
এই চারি গলায় অস্থায়ী অন্তরা, আ
সঞ্চার যে
য়াছেন
হইতে
এ

কে
গা
ভি
শুন
কহিল,
গৌর হয়ে
সংগীত
তিনি
আ
হইতে গা
না, অ
ভাব ব

যে সকল ভাবার আদর্শ দিয়া বাঙ্গালা নাটকে গান থাকিলে বিরক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহারা জানেন না যে, হিন্দুস্থুর-রচয়িতার কতদুর হৃদয়-হারিণী প্রভাব। ইতালীয় আবহাওয়া কতকটা ভারতবর্ষের মত। উচ্চ শিল্পের তথায় যত উন্নতি, বিশেষতঃ সংগীতে সেরূপ অন্য কোন সভ্য প্রদেশে নাই। আব হাওয়ার সহিত হৃদয়ের ভাব পরিবর্তনের সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশের অভিলাষ রহিল। স্থানাভাবে এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতে বাধ্য হইলাম।

ঝালোয়ার-দুহিতা

স-রাজকুমার-প্রেরিত দূতী।

-ধামার।)

নিবিড় আঁধার বারি;
আলোকহারী,
ণ আলোক হেরি—
ধকি ধিকি তাপ তারি,
হ তাপ তারি॥
বিরহ-মেঘজাল,
ঠোর কুলিশ করাল,
.ক নিভে চপলা—
এলা ঘন-হৃদিবিহারী॥
কত সহে, সন্ সন্ সমীরণ বহে,
ভাব কহে, ক্ষীণ আলোক দহে,
.হি, তবু হেরি, পাহিহারি॥

সোনার বাংলা

(সন্তানের উক্তি)

শুনি মা তুই সোনার বাংলা,
শুনি যেমন সোনার কাশী।
তুই যদি মা সোনার বাংলা,
আমরা কেন উপবাসী ॥
ঘর জুড়ে তোর আসে আকাশ,
দীর্ঘশ্বাসে তোমার বাতাস,
কানের কাছে সদাই হা হা,
সে তো নয় মা মধুর বাঁশী ॥
সন্ধ্যা-বেলা ফিরি ঘরে,
গিন্নী প'ড়ে পালা-জ্বরে,
ঘুমুতে মা, পাইনে রেতে,
ছোট ছেলের ঘুংড়ি-কাসি ॥
বড়্টা বইয়ের বস্তা লয়ে,
দিনে দিনে যাচ্চে ক্ষয়ে,
চসমা চোখে ব'সে থাকে,
মলিন মুখে নাইকো হাসি ॥
ঘুচ্লো না গো উঠনো কেনা,
নিত্যি বেড়ে যাচ্চে দেনা,
ডাক্তারখানার বিলে গেছে,
ঘটী, বাটী, থালা, কাঁসি ॥
দু'পাতা ইংরিজি চেটে,
দেমাকে মরেছি ফেটে,
সারা হলেম খেটে খেটে,
গলাতে গোলামী-ফাঁসী ।
নাইকো মা তোর আমের বাগান,
ম্যালেরিয়ায় কর্লে শ্মশান,
নাইকো শোভা, নাইকো ছায়া,
পাখী হয়েছে উদাসী ॥
অন্ন নাই রাখালের পেটে,
গরু গেছে 'মিউ মার্কেটে'
আঙিনাতে ধুলো উঠে,
ধুঁকে প'ড়ে আছে চাষী ॥

(মায়ের উক্তি)

ঘুমিয়ে আছ অঘোর হ'য়ে,
তাইতে থাক উপবাসী।
ডাক কত উঠো না তো,
চ'খের জলে সদাই ভাসি ॥
নগ্ন থাকো বসন বিনে,
পরের কাছে আনি কিনে,
আরো কি হয় দিনে দিনে,
হয়েছ তো পরের দাসী ॥
এসেছে নূতন বিজ্ঞান,
[illegible]
ঘুমিয়েছ, তাই
নিত্য
বোঝ না
ব্রেকফাষ্ট, টিফি
ক
কে
দুগ্ধ ফেলে
অ

শুনেছ ইহুদী যারা,
নানাস্থানী, স্বদেশহারা,
বাণিজ্যে তার ভাঁড়ার ভরা,
নয় তো তারা পর-প্রয়াসী।।
নির্ভাবনায় টাকা আনো,
চাকরী বড় জবর জানো,
ফুলের মালা ব'লে গলায়,
প'রেছ গোলামী ফাঁসা।।

পুরুষসিংহ—যে উদ্যোগী,
মনুষ্যের সে উপযোগী,
চতুর্ব্বর্গ ফল সে ভোগী,
মা লক্ষ্মী তার গৃহবাসী।।
সোনার জমি যাদুমণি,
ক্ষেত্র আমার সোনার খনি,
ভ্রাতৃ-প্রেমের বিমল জলে
ধোও রে মায়ের মলারাশি।।

পরমার্থ-সঙ্গীত

(১)

ভৈরবী—তেওরা।

উদার অম্বর, শূন্যসাগর, শূন্যে মিলাও প্রাণ।
শূন্যে শূন্যে ফোটে কত শত ভুবন,
তারকা-চন্দ্রমা কত শত তপন,
শূন্যে ফোটে অভিমান।।
অহম্ অহম্ ইতি শূন্য বিভাসিত,
মনোবুদ্ধিচিত,
শূন্য সকলি এ ভাণ।

রা।
যে না লো ভয়,
রে।

শ,

নিশি,—

উদরে।।

(৩)

(সংকীর্ত্তন)

কাতরে ডাকিছে—এস,
আঁখিবারি ঢালি রাঙ্গা পদে!
ভুলে আছি কমলচরণ, মত্ত মহামোহ-মদে
বিষয়-সাধনা, বিষয়-কামনা,
হারায়েছি তাহে—পরম সম্পদে!
রাখ নাথ রাখ দাসে, রাখ রাখ এ বিপদে
ফিরি লক্ষ্যহীন, ঘুরি দিন দিন,
তৃণ পাকে পাকে, যেন মহা-হ্রদে!
বিষাদে ব্যাকুল কভু,
কভু মাতি ছার আমোদে।
হৃদয় সমল, কুঞ্চিত কমল,
বিকাশ ব'সে হে হৃদি কোকনদে।।

(৪)

(সংকীর্ত্তন)

ত্রিতাপ দিবানিশি দহিছে, শ্রীপদে দেহ আশ্রয়।
নামে ভব-ত্রাস, হয়েছে হয় বিনাশ,
হর ভয় হে সদয়-হৃদয়।।
কলুষ-মোহিত, কলুষ-জড়িত, বিহিত নাহিক পাই,
বিষয়-পিয়াসা, ভোগে বাড়ে আশা,
জ্ব'লে মরি তবু চাই;
নিয়ত তাড়না, সহেনা যাতনা করুণা করহে দীনে,
নিবিড় তিমিরে, মন সদা ফিরে, চরণ-অরুণ বিনে;
শঙ্কা চিত্তে, বুঝি পদাশ্রিতে, ভুলে আছহে দয়াময়।।